CONTENTS

Friday, September 29, 2000

SL. NO.	Subject Matter's	Page (s)
1.	MATTER RAIEED BY MENBER'S	1—2.
2	QUESTIONS AND ANSWERS	2—19.
3.	OBITUARY REFERENCES	19—20.
4	REPORT OF THE BUSINESS ADVISORY COMMITTEE-Adopted	21—23.
5.	REFERENCE CASES	23—25.
6.	CALLING ATTENTION	25—26.
7.	LAYING OF PAPERS ON THE TABLE OF THE HOUSE	26—27.
8.	GOVERNMENT BILLS-Introduced	27—28.
9.	SECOND REPORT OF THE BUSINESS ADVISORY COMMITTEE-Adopted	28—30.
10.	MATTER RAISED BY MEMBERS	30—32.
11.	GOVERNMENT BILLS-Introduced	32—33.
12.	PRIVATE MEMBERS RESOLUTION-Negetived	33—43.
	Shri Ratan Lal Nath	33—36/42—43.
	Shri Shyama Charan Tripura	37—39.
	Shri Keshab Majumder, Minister	39—42.
13.	PAPER'S LAID ON THE TABLE (Questions & Answers)	43—54.
	i) Written replies to the starred Questions ANNEXURE—'A'	43—50.
	ii) Written replies to the Un-starred Questions ANNEXURE—'B'	50—54.

Tuesday, The 3rd October, 2000

SL. NO.	Subject Matters	Page (s)
1.	QUESTIONS AND ANSWER'S	1—19.
2.	MATTER RAISED BY MEMBER	19—21.
3.	REFERENCE CASES	21—30.
4	CALLING ATTENTION	30—42.
5.	STATEMENT MADE BY THE MINISTER	42—46.
6.	QUESTION OF PREVILEGE	46—49.
7.	LAYING OF REPLIES TO THE POSTPONED QUESTIONS	49—50.
8.	PRESENTATION OF THE COMMITTEE REPORT	50
9	PRESENTATION OF PETITION	50—51.
10.	GOVERNMENT BILLS-Referred to Select Committee.	51—60.
	Shri Shyama Charan Tripura	51—53.
	Shri Nagendra Jamatia	53—54.
	Shri Ratan Lal Nath	54—57.
	Shri Manik Dey	57—59,
	Shri Manik Sarkar, Hon'ble Chief Minister,	59—60.
11.	GOVERNMENT BILLS-Considered and Passed.	61—73.
	Shri Ratan Lal Nath,	61—64.
	Shri Nagendra Jamatia	64
	Shri Sudip Roy Barman,	64—65.
	Shri Samir Deb Sarkar,	65—68
	Shri Sudhir Das, Minister,	68—70.
	Shri Manik Sarkar, Hon'ble Chief Minister,	71—74.
12.	CONSTITUTION OF SELECT COMMITTE ON THE TRIPURA DISTRICT PLANNING COMMITTEE BILL—2000	75—76.

13. GOVERNMENT BILLS-Adopted in amended form. 76—84

Shri Shyama Charan Tripura, 76—78.

Shri Keshab Majumder, Minister. 78—84.

14. VALEDICTORY SPEECH MADE BY THE SPEAKER. 84

15. PAPER'S LAID ON THE TABLE 85—218.

(Questions and Answers)

a) Written replies to the Starred Questions (Part of the orrally replies) ANNEXURE—'A' 85- 174.

b) Written replies to the Starred Questions ANNEXURE—'B' 175—183.

c) Written replies to the Un-Starred Questions ANNEXURE— C' 183—214.

d) Written replies to the postponed Starred Questions ANNEXURE 'D' 215

e) Written replies to the postponed Un-Starred Questions ANNEXURE -'E' 215—218.

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY
ASSEMBLED UNDER THE PROVISION OF THE CONSTITUTION OF INDIA

The Assembly met in the Assembly House, Agartala on 29th September, 2000, Friday at 11 A. M.

PRESENT

Shri Jitendra Sarkar, Speaker in the Chair The Chief Minister, 16 Ministers the Deputy Speaker and 34 Members.

(QUESTIONS AND ANSWERS)

মিঃ স্পীকার :— আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়গণ কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যগণের নাম বললে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন।

MATTER RAISED BY MEMBER

শ্রীজওহর সাহা (বীরগঞ্জ) : স্যার, আপনি মাঝখানে অনেকদিন ছিলেন না রাজ্যে, এর মধ্যে অনেকগুলি ঘটনা সংঘঠিত হয়েছে। বিশেষ করে কল্যাণপুর এবং খোয়াই মহকুমায়, কাঞ্চনপুর মহকুমায় এবং রাজ্যের আরও বিভিন্ন প্রান্তে ব্যাপক সংখ্যায় ঘটনা সংঘঠিত হয়েছে। এতে প্রচুর লোকের প্রাণ দিতে হয়েছে এবং শত শত বাড়ীঘর আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যে আইনশৃংখলা সম্পূর্ণভাবে ভেঙ্গে পড়েছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আগে প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষ হোক। তারপর বলতে পারবেন।

শ্রীজওহর সাহা :— আমি প্রশ্নগুলো দেখেছি, রাজ্যের যা পরিস্থিতি প্রশ্নের থেকে বড় জিনিষ হল, রাজ্যের ভেঙ্গে পড়া আইন শৃংখলার পরিস্থিতি। যেখানে মানুষের জীবনের নিরাপত্তা বিন্দু মাত্র নেই, যেখানে মানুষ তার মনুষ্যত্ব নিয়ে বাঁচতে পারে না, এর চেয়ে বড় প্রশ্ন আর কি হতে পারে? এই ব্যাপারে রাজ্য সরকার ব্যর্থ হয়েছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিজেই বলেছেন তিনমাসের মধ্যে কেউ যদি উগ্রপন্থীর সমস্যার সমাধান করতে পারে উনি রিজাইন দেবেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে এটা পরিস্কার যে, রাজ্যসরকার কিছুই করতে পারছে না, মানুষের নিরাপত্তা দিতে পারছে না। স্যার, আমরা দাবী করছি, রাজ্য সরকার পদত্যাগ করুক।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষ করতে দিন।

শ্রীজওহর সাহা :— স্যার, মানুষের যেখানে নিরাপত্তা নেই, এখানে যে প্রশ্নগুলি এসেছে, প্রশ্নগুলি থাকবে, বিধানসভার যখনই কোন অধিবেশন হবে প্রশ্ন থাকবে। কিন্তু রাজ্যের শত শত মানুষের জীবন আজ বিপন্ন। জাতি-উপজাতি আজ সংঘাতের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে রাজ্য সরকার একটা অংশকে বলছে ওরা বাঙ্গালী উগ্রপন্থী আবার ট্রাইবেলদের বলছে ওরা ট্রাইবেল

উগ্রপন্থী। জাতিগত সংঘাত সৃষ্টি করার জন্য যা যা করার দরকার সেটা রাজ্য সরকার অত্যন্ত কৌশলে করছেন। এর মধ্যে আমরা দেখেছি, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কংগ্রেসী লোকদের যুব কংগ্রেসী নেতাদের উগ্রপন্থী বানিয়ে পুলিশ দিয়ে তাদের ধরা হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য প্রশ্নপর্ব শেষ হওয়ার পর আপনি বলুন।

শ্রীজওহর সাহা :— প্রশ্নপর্ব বড় কথা নয়।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য সুদীপবাবু আপনার প্রশ্নের নাম্বার বলুন।

শ্রীজওহর সাহা ঃ— রাজ্যের পরিস্থিতি গিয়ে কোথায় দাঁড়িয়েছে। রাজ্য সরকার ব্যর্থ হয়েছে উগ্রপন্থী দমনে। স্যার, আপনি কিছু দিন রাজ্যে ছিলেন না. আপনি যদি থাকতেন তাহলে আপনি নিজেও বলতেন যে তোমরা রিজাইন কর। জাতি-উপজাতির মধ্যে সংঘাত এবং শত শত বাড়ীঘর আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এটা আমরা মেনে নেব না।

মিঃ স্পীকার ঃ — মাননীয় সদস্য সুদীপ বাবু আপনার প্রশ্নের নাম্বার বলুন জওহরবাবু এটাত হয়না, প্রশ্নপর্ব শেষ হোক, আপনাকে কথা বলার জন্য সময় দেব। প্রশ্নগুলি শেষ হোক। রাজ্যের সমস্যা নিয়ে বলবেন, আমি সময় দেব।

শ্রীজওহর সাহা :— রাজ্যের মানুষের জন জীবন বিপর্যস্ত, এখানে সময়ের প্রশ্ন নয়।

শ্রীমানিক দে (মজলিশ পুর) **:—** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উনি কি চান. উনি সময়ও নিতে চাননা।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ — আমিত বলেছি, উনাকে বলার জন্য সময় দেব।

(গণ্ডগোল)

শ্রীজওহর সাহা :— স্যার, রাজ্য সরকারের পদত্যাগ দাবী করছি। এখানে প্রশ্নটা হচ্ছে, রাজ্য সরকার পদত্যাগ করুক। জনজীবনের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে রাজ্য সরকার। মানুষ নিরাপত্তা পাচ্ছে না।

মিঃ স্পীকার ঃ— প্লীজ বসুন।

(গণ্ডগোল)

বিরোধী দলের কংগ্রেস গ্রুপের মাননীয় সদস্যগণ প্রতিবাদে মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়ের টেবিলের সামনে সমবেত হন।

(Questions and Answers)

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রী সমীর দেব সরকার।

শ্রীসমীর দেব সরকার (খোয়াই) :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—১৩

শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—১৩

প্রশ্ন

১) বর্তমানে রাজ্যে লোকরঞ্জন শাখার সংখ্যা কত, (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

২) বর্তমান আর্থিক বৎসরে নতুন লোকরঞ্জন শাখা খোলা হবে কিনা এবং।

৩) উপরি উক্ত বৎসরে লোকরঞ্জন শাখাগুলিকে বাদ্যযন্ত্র ও অন্যান্য সামগ্রী দেয়া হবে কি না ?

উত্তর

১) বর্তমানে রাজ্যে লোকরঞ্জন শাখার সংখ্যা মোট—৫৪৩টি। মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেয়া হল :— সদর-৩৮টি, খোয়াই-৩৩টি, বিশালগড় ৭২টি, সোনামুড়া-২৫টি, উদয়পুর-২০টি, সাব্রুম-২৫টি, বিলোনীয়া-২৬টি, অমরপুর-২৮টি, ধর্মনগর-২৩টি, কৈলাশহর-২৬টি, কাঞ্চনপুর-১৬টি, গণ্ডাছড়া-৫টি, কমলপুর ও আমবাসা-১৫টি, লংথরাইভ্যালী-১৮টি।

২) হবে না। এখন পর্য্যন্ত এমন কোন পরিকল্পনা নেই।

৩) এটা বিবেচনাধীন।

শ্রীসমীর দেব সরকার :— সাপ্লিমেন্টরী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানিয়েছেন যে, বর্তমান অর্থ বৎসরে লোকরঞ্জন শাখা গুলিকে বাদ্যযন্ত্র দেওয়া হবে কি না তা বিবেচনাধীন আছে। স্যার, আমার জানার বিষয় হচ্ছে, চালু যে লোকরঞ্জন শাখা গুলি আছে তার অনেক গুলিতে ইদানিংকালে কোন বাদ্যযন্ত্র নেই। সেগুলিতে হারমনিয়াম তবলা থেকে শুরু কার কিছুই নেই। যে বাদ্যযন্ত্রগুলি এতদিন চালু ছিল সেগুলিও বর্তমানে কাজের অনুপোযোগী হয়ে গেছে। যার ফলে সাংস্কৃতিক সংস্থার যে লোকরঞ্জন শাখা গুলি আছে যেগুলি এখন কোন অনুষ্ঠান করতে পারছে না। কাজেই এই বিষয়টাকে গুরুত্ব দিয়ে এই সব লোকরঞ্জন শাখা গুলি যাতে অনুষ্ঠান করতে পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় বাদ্যযন্ত্র দিয়ে বর্তমান বৎসরের মধ্যে ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, আর্থিক অনটনের কারণে আমরা নুতন বাদ্যযন্ত্র দিতে পারছি না অর্থ দপ্তরের কাছে আমরা অর্থ চেয়েছি, যদি সেটা পাওয়া যায় তাহলে পুরানো বাদ্যযন্ত্র যেগুলি আছে সেগুলিকে মেরামত করা এবং মেরামতের অনুপোযোগী হলে নুতন কিনে দেওয়ার ব্যাপারে সরকারের বিবেচনা আছে। তারমধ্যে যে সব শাখা গুলি অনুষ্ঠান করে সেগুলিকে আগে দেওয়ার ব্যাপারে সরকারের বিবেচনা আছে।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— প্লীজ, আপনারা জায়গায় গিয়ে বসুন। আমিতো জওহর বাবুকে বলেছি

যে, রাজ্যের পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনার জন্য আপনাদেরকে সময় দেব। অথচ জওহর বাবু বলছেন, রাজ্য সরকার পদত্যাগ করুক। এটা কি ঠিক হল।

(গণ্ডগোল)

শ্রী অশোক কুমার ভট্টাচার্য্য (টাউন বড়দোয়ালী) মিঃ স্পীকার স্যার প্রশ্নোত্তর পর্বের আগেই ত্রিপুরার আইন শৃঙ্খলার অবনতিতে জনজীবন বিপর্যস্ত হওয়ার জন্য আলোচনা শুরু করতে হবে। গত সাত দিনে ত্রিপুরারাজ্যের আইন শৃংখলা চরম অবনতি হয়েছে।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ এটা তো ঠিক নয়। আমি তো আপনাদের বলেছি যে প্রশ্নোত্তর পর্বের শেষে আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করে এই সম্পর্কে আলোচনার জন্য সময় দেওয়া হবে। আর গত সাত দিনের আইন শৃঙ্খলার অবনতিতে ত্রিপুরারাজ্যের জন জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে এটা আমি মানতে পারছি না। যাইহোক' এই ব্যাপারে প্রশ্নোত্তর পর্বের পরেই আলোচনার জন্য সময় দেওয়া হবে। এখন আপনারা জায়গায় গিয়ে বসুন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ— আপনিতো ছিলেন না। আট মিনিট আলোচনা হয়েছে জওহর বাবুর সঙ্গে এখন প্রশ্ন উত্তর পর্ব বন্ধ করতে পারি না। আপনাদের সবারই রাইট আছে। সবাই যদি মানে তাহলে আমি প্রশ্ন উত্তর পর্ব বন্ধ করে দেব।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ— এটা শুধু বিরোধী সদস্যদেরই ব্যাপার নয়, এখানে সমস্ত সদস্যদের ইনটারেস্ট আছে। কাজেই এটা শুধু আপনার কথাই হবে না। হাউসে সিদ্ধান্ত নিন তাহলে পরে আমি বন্ধ করে দিয়ে আপনাদের আলোচনা করতে পারবেন।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমীর দেব সরকার ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, আপনার দৃষ্টি আকর্ষন করছি। ইতিমধ্যে ১৫ মিনিট সময় নষ্ট হয়ে গেছে। প্রশ্ন পর্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।

(গণ্ডগোল)

শ্রীজওহর সাহা ঃ — স্যার, মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগ করুক।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ— আমি বলছি আপনারা এই আলোচনাটা পরে করুন। আগে প্রশ্নপর্ব শেষ হয়ে যাক। আর পদত্যাগ করবেন কিনা এটা হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এখানে আছেন উনি বলতে পারবেন। এটা আমার ব্যাপার নয়।

শ্রীজওহর সাহা ঃ— স্যার, সাত জন মারা গেছে ?

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— কয়জন লোক সাত দিনে মারা গেছে ?

শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা (সালেমা) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রশ্নপর্ব শুরু করুন। দ্বিতীয় প্রশ্ন শেষ হয়েছে। এখন তৃতীয় প্রশ্ন যার নাম আছে উনাকে ডাকুন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার : আপনারা জায়গায় বসুন।

শ্রীঅমিতাভ দত্ত :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান-১৩ পরে আমার কিছু সাপ্লিমেন্টারী ছিল। আপনি অনুমতি দিলে আমি সেই সাপ্লিমেন্টারী করতে পারি।

মিঃ স্পীকার :-- আমি আবারও বলছি আমি আপনাদের আলোচনার সুযোগ দেব, আপনারা বসুন, যথেষ্ট সুযোগ দেব।

(বিরোধী সদস্যরা ওয়াক আউট করেন)

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা (ছাওমনু) : - মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনি যে আলোচনার জন্য সময় দেবেন বলেছেন এখানে যেকোন মেম্বার উইথ আউট নোটিশ যেখানে মোশান আনতে পারেন না, আণ্ডার হোয়াট সারকামস্টেনস হাউ ইউ উইল প্রভাইড টাইম ফর হোয়াট ডিসকাশন ? এখানে মোশানই নেই।

মিঃ স্পীকার :— আচ্ছা, শ্যামাবাবু আপনিই তো বললেন, মোশান ছাড়া কি করে কথা বললেন। এই যে সবাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— এই জন্যই তো আপনাকে এথিকস্ কমিটি করার জন্য বলছি।

মিঃ স্পীকার :— হ্যাঁ, সেটি করবই কিন্তু সেগুলি আপনাদের পরার্মশ নিয়েই তো করব। কিন্তু শুধু করলে তো হবে না সেগুলিকে মানতে হবে। না মানলে তো আর হবে না। যাই হউক, মাননীয় সদস্য অমিতাভ বাবু।

শ্রীঅমিতাভ দত্ত :— (ধর্মনগর) মিঃ স্পীকার স্যার,ত্রিপুরা রাজ্যের জাতি উপজাতি ও অন্যান্য সম্প্রদায়ে চিরাচরিত লোক সংস্কৃতির বিকাশে এবং প্রসারের রাজ্য সরকার কি কি কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন ?

শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) : স্যার, আমি আগেই বলেছি যে আর্থিক অপ্রতুলতার কারণে লোকরঞ্জন শাখাকে আগে যেভাবে প্রতি মাসে টাকা দেওয়া হত সেইভাবে দেওয়া যাচ্ছে না। বাদ্য যন্ত্র দেওয়া যাচ্ছে না। আমরা চিন্তা করছি এই রিভাইজ বাজেটে যদি কিছু অর্থ পাওয়া যায় তাহলে এটা করা যাবে এছাড়া আমাদের লোকায়ত সাংস্কৃতির কাজ বন্ধ আছে তা নয়। ইতিমধ্যে রাজ্যে উপজাতি এবং অনুউপজাতিদের সাংস্কৃতিক ঐক্য তুলে ধরার জন্য নানা রকম উৎসব করার পরিকল্পনা আমরা করেছি। যেমন জম্পুই এলাকার সেখানকার জনগোষ্ঠির বিভিন্ন সংস্কৃতি সেখানে তুলে ধরা হয়। যেমন বড়মুড়া উৎসব, ধলাইয়ের কালাজারী উৎসব, ছজাগিরি উৎসব এই

সমস্ত হয়ে থাকে। সেখানে সমস্ত অংশের সংস্কৃতি তুলে ধরা হয়। এইভাবে আমরা চেষ্টা করছি রাজ্যের সংস্কৃতিকে ধরে রাখা। একটা সংস্কৃতি মানেই হল জীবন বোধ। সেই জীবন বোধকে সেখানে জিইয়ে রাখা। তারামাধ্যমে ঐক্যতা বজায় রাখা।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আমার মাতৃভাষায় বলছি।

ককবরক

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা :— মানগীনাং মন্ত্রি সাথীলাইনাইদে, যে সারা ত্রিপুরা রাজ্যেয় যারা মুইয়া চানাইরগ, জাতি উপজাতি রগনি বাগাই আলাদা রীং পি.জি সেন্টার সীরীংমানি বা ফুরীংমানি জাগা তংদেতং ? যদি কীরীই আংতথা হীনখে যে উনিশ দফা মুইয়া চানাইরগনি বাগাই তংমানি বন' আলকা খীলায়ই যেকন -তার মন্ত্রী বাহাদুর সাখা হারাগিরি রীচাবমুং মৌসাহং অবরগন সাক্ সাক্ সুরীংবাইয়া মুচুগং। অবতাইখে যেমন আগরতলা মিজিক কলেজ বরগনি চীরাইরগনি বাগাই তার ফীরীংথাই তংগ। চিনি ত্রিপুরা সারাগনি বাগাই আলকাকে অমতাই ফীরীংথাই জাগা সীনামনাইদে ? সীনামথা হীনখে আর বুফুর, সীনামজাগানাই আবতাই কক চাবজাগিয়ানি রাজ্য সরকারনি থানি তংদেতং ?

বঙ্গানুবাদ

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি যে, সারা ত্রিপুরা রাজ্যে যারা বাঁশের করুল খায়, জাতি উপজাতিদের জন্য আলাদা পি, জি, সেন্টার, শিক্ষার জন্য জায়গা আছে কি না? যদি না থাকে তাহলে বাঁশ করুল খাওয়া উপজাতিদের জন্য যে উনিশ দফা গুচ্ছ প্রকল্প আছে তাকে আলাদা করে যেমন—এখানে মন্ত্রী বাহাদুর বলেছেন হজাগিরি নাচ গান ইত্যাদি সঠিক ভাবে শিক্ষা দেওয়ার ইচ্ছা। এই রকম যেমন তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য আগরতলা মিউজিক কলেজ আছে। আমাদের ত্রিপুর ছেলেমেয়েদের জন্য আলাদা কোন শিক্ষা কেন্দ্র খোলা করা হবে কি না? যদি তৈরী করা হয় তাহলে কখন তৈরী করা হবে এমন কোন সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকারের আছে কি না?

ককবরক

শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী): আব' কুরুইনী আং আব দানানি গগাই থাংখা। তিনি উনিত্রিশ তারিখ, থাংনাই সাতাশ তারিখ কৃষ্ণনগরনি সুপারি বাগানঅ দশরথ সনতুক গীরীংনগ হানাই ত্রিপুরা রাজ্যনি সংতুক বসংনি সংস্কৃতিন যাতে একটা নির্দিষ্ট চর্চা খীলাইমানতাই একটা নির্দিষ্ট কেন্দ্র খুলকজাকথা। অর' যেমন বিভিন্ন দফানি মীসামুং সীংনাই তেই অর' পাঁচশ আপনি একটা হল খুলকজাকথা। কাজেই অব' সাতাশ তারিখ হইতে চেংখা।

বঙ্গানুবাদ

শ্রী**জীতেন্দ্র চৌধুরী** (মন্ত্রী) :—এটা সত্য, আমি এটা বলতে ভুলে গিয়েছি। আজ উনত্রিশ তারিখ, গত সাতাশ তারিখ কৃষ্ণনগর সুপারি বাগানে দশরথ স্মৃতি প্রেক্ষাগৃহ নামে ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতি সংস্কৃতি যাতে একটা সঠিক চর্চা করতে পারে, একটা নির্দিষ্ট কেন্দ্র খোলা হয়েছে। এখানে যেমন বিভিন্ন গোষ্ঠির নাচ প্রশিক্ষন দেওয়া হবে তাছাড়া এখানে পাঁচশ আসন বিশিষ্ট একটা হল খোলা হয়েছে। কাজেই এটা সাতাশ তারিখ হইতে শুরু হয়েছে।

শ্রী**মানিক দে** :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি, লোকরঞ্জন শাখাগুলিতে কোন টি, ভি, বা যে সমস্ত বাদ্যযন্ত্র সরবরাহ করা হয়েছিল সেইগুলি যেখানে যেখানে থাকার কথা সেখানে সেখানে না থেকে কোন ব্যক্তি বিশেষের বাড়ীতে আছে এবং সেইগুলি উদ্ধার করা হয়নি, এই রকম কোন তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি ?

শ্রী**জীতেন্দ্র চৌধুরী** (মন্ত্রী :— স্যার, এই মুহূর্তে আমার কাছে এই তথ্যগুলি নেই। তবে এটা নিয়ে আমি অতীতে রেকর্ড দেখেছি তাতে দেখা গেছে যে লোকরঞ্জন শাখার বহু সম্পত্তি ব্যক্তিগত সম্পত্তি হয়ে গিয়েছে। এবং এর কিছু কিছু উদ্ধার করা হয়েছে। যে গুলি উদ্ধার করা হয়েছে সেগুলি নষ্ট অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। সেইগুলিকে রাখতে গিয়ে আমাদের কোন কোন সেন্টারে ঘর দখল করে রাখতে হয়েছে। তবে এখনো কিছু কিছু আছে, আমরা ঠিক করেছি সেইগুলি আর উদ্ধার করে লাভ নেই কারন সেইগুলি উদ্ধার করলে আমরা কঙ্কাল ছাড়া কিছু পাব না। সেই জন্য আর উদ্ধার না করার আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি

শ্রী**শ্যামাচরন ত্রিপুরা** :— সাবলমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা, লোকরঞ্জন শাখা এবং পল্লী বেতার গোষ্ঠি যাটের দশকে খুবই সারা তুলেছিল কিন্তু এখন এটা ওল্ড কনসেপ্ট হয়ে গেছে। এই জন্য এর একটিভেটিজ নাই বললেই চলে। এখন এটাকে নতুন করে কোন কর্মসূচী তৈরী করার পরিকল্পনা আছে কিনা ?

শ্রী**জিতেন্দ্র চৌধুরি** (মন্ত্রী) :— স্যার, রেডিও সার্ভিসটা আগে ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের স্কীম। এটা এখন উঠে গেছে। এবং পরবর্ত্তী সময়ে লোকরঞ্জন শাখা এটা কেন্দ্রীয় সরকারের স্কীম ছিলনা। এটা রাজ্যেরই যাটের আশির দশকে প্রথম এবং দ্বিতীয় বামফ্রন্ট সরকারের আমলে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল এখন আমাদের আর্থিক অবস্থার অভাবে এটাকে এখন চালু রাখা আমাদের পক্ষে একটু অসুবিধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে আমরা এই বৎসর বিভিন্ন লোকরঞ্জনশাখার যারা সঞ্চালক তাদেরকে নিয়ে আমরা দুই দিনের ওয়ার্কসপ করেছি তিনটি জেলায় করা হয়েছে একটি জেলা বাকি আছে। আমরা যে বিভিন্ন ধরনের উৎসব করে থাকি এই সমস্ত উৎসবে লোকরঞ্জনশাখা থেকে যাতে পসরড হয় নির্বাচিত হয়ে শিল্পীরা বাটীমগুলি আছে সেই চেষ্টা করা হচ্ছে। এবং তারা যাতে সুযোগ পান সেই চিন্তা ভাবনা করা হচ্ছে এর মধ্যে দিয়ে আমরা লোকরঞ্জন শাখা

কে কিছুটা উন্নত করতে পারব এই চিন্তা ভাবনা নেওয়া হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (অম্পিনগর) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এডমিটেড স্ট্যার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১১

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এডমিটেড স্ট্যার্ড নাম্বার ১১

প্রশ্ন

১। রাজ্যে মোট কয়টি ডিগ্রী কলেজ আছে, (তাদের নাম ও ঠিকানা)

উত্তর :— রাজ্যে মোট ২১টি ডিগ্রী কলেজ আছে। যথা :—

১) এম, বি, বি, কলেজ আগরতলা, ২) বি, বি, ইন্জিনিং কলেজ, আগরতলা, ৩) উইমেন্স কলেজ, আগরতলা, ৩) রামঠাকুর কলেজ, বাধারঘাট, আগরতলা, ৫) দশরথ দেব মেমোরিয়েল কলেজ, খোয়াই ৬) কবি নজরুল মহাবিদ্যালয়, সোনামুড়া; ৭) গভঃ ডিগ্রি কলেজ, ধর্মনগর, ৮) রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয় কৈলাশহর, ৯) আম্বেদকর কলেজ, ফটিকরায়, ১০) গভঃ ডিগ্রী কলেজ, কমলপুর, ১১) নেতাজী সুভাষ মহাবিদ্যালয় উদয়পুর ১২) গভঃ ডিগ্রি কলেজ,অমরপুর ১৩) বিলোনীয়া কলেজ বিলোনীয়া, ১৪) গভঃ ডিগ্রি কলেজ, সাব্রুম, ১৫) গভঃ ল কলেজ আগরতলা, ১৬) গভঃ কলেজ অব আর্ট এণ্ড ক্র্যাফট, ১৭) গভ. মিউজিক কলেজ, আগরতলা ১৮) ত্রিপুরা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বড়জলা জিবানীয়া, ১৯) কলেজ অব টিচারস এডুকেশন, ২০) রিজিওন্যাল কলেজ অব ফিজিক্যাল এডুকেশন, ২১) রিজিওন্যাল কলেজ অব ফার্মাসিটিক্যাল ইনষ্টিটিউট আগরতলা।

প্রশ্ন

২। এ, ডি, সি, এলাকায় ডিগ্রী কলেজ স্থাপনের পরিকল্পনা আছে কি ?

২। উত্তর— স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত অনুসারে এ, ডি, সি, এর সদর দপ্তর খুমলুঙে মডেল কলেজ স্থাপনের লক্ষ্যে মানব সম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের নিকট ২০.২২ কোটি টাকার একটি প্রকল্প ১৯৯৮ সালের আগষ্ট মাসে পাঠানো হয়েছে।

৩। প্রশ্ন— না থাকিলে তার কারন ?

৩। উত্তর প্রযোজ্য নহে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ; সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন রাজ্যে ২১টি এনরেডি ডিগ্রি কলেজ স্থাপন হয়েছে। এই সমস্ত স্কুল কলেজ গুলোতে এমনই একটি অবস্থা যে কতিপয় ছাত্রএস টি এবং এস, সি, বিশেষ করে এস টি তাদের সুযোগ হয় শুধু আমাদের ছাত্রাবাসে হিসাবে :

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) : ট্রাইবেল এরিয়া ভিত্তিক এই খুমলুং ছাড়া আর অন্য কোন-খানে প্রস্তাব নেই। গণ্ডা ছড়া আর কত জন ছাত্র আছে, কলেজে ভর্তি হওয়ার ৩০ জনও নেই।

স্কুল এবং ছাত্র ইত্যাদির ভিত্তিতেই কলেজ স্থাপন করা হয়।

শ্রী*নগেন্দ্র জমাতিয়া* :—যেখানে করবেন সেই খানেই যাবে। ট্রাইবেলরা কি আগরতলাতে আসবে এটাই কি শুধু পলিসি। ট্রাইবেল শুধু উদয়পুর কলেজে আছে। সেখানেই কি যাবেন।

মিঃ স্পীকার : মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বলবেন।

শ্রী *মানিক সরকার* (মুখ্যমন্ত্রী) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য যে বিষয়টিতে দৃষ্টি আকর্ষন করেছেন এটা খুবই গুরুত্বপুর্ণ, এই ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। এটা তো ঠিক যে নতুন করে কতকগুলো মহকুমা তৈরী হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে তার যে পরিকাঠামো সব জায়গা আমরা একসাথে গড়ে তুলতে পারিনি। চেষ্টা আমাদের আছে। এটা অস্বীকার করার কোন কারন নেই, আমাদের যে অর্থনৈতিক সামর্থ তাতে নতুন করে আরেকটা কলেজ স্থাপন করার মত আমাদের অবস্থা নেই। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, এই অবস্থাটা চিরস্থায়ী হবে। এটা আমি জানার জন্য বলছি। নিজেদের দায়িত্ব এরাবার জন্য নয়। অবশ্যই কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমাদের সাহায্য চাইতেই হবে। এটা বিরোধ বাধাবার কোন প্রশ্নই নেই। আমরা যে এখন সরকারে কাজ করছি আমাদের যেমন দরুন বাজেটের যে টাকা পয়সা তাতে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য দরকার। কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য একটা বড় অংশ আছে টেক্স। এই টেক্স-এর একটা শেয়ার, তার বাইরে কতকগুলো বিষয় থাকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই গুলো আমাদের চাইতে হয়।

এই জায়গায় মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন আমরা যখন দেখেছি যে, আমাদের নিজেদের পক্ষে এটা করা খুব কঠিন হয়ে যাচ্ছে, খুব সহসা করতে পারছি না। কিছু বে-সরকারী স্বেচ্ছা মুলক সংস্থার সঙ্গে আমরা কথা বলার চেষ্টা করেছি, যেমন ভারতীয় বিদ্যাভবন তারা নড়সিংগড়ে একটি ভাল স্কুল চালাচ্ছেন। তাদের যারা কর্তৃপক্ষ আছে তাদেরকে অনুরোধ করছি যে আপনারা একটি ভাল সায়েন্স কলেজ আমাদের রাজ্যে করুন। এটা মুলত ট্রাইবেল এরিয়াতে। যেমন আমরা স্পেসিফিক বলেছি মনু এলাকা, ধলাই জেলাতে যদি করেন তাহলে ভাল হবে। তখন তারা বলেছে আপনারা আমাদেরকে জায়গা দেন আমরা করব। তখন আমি বললাম যে আপনারা আসুন আমরা জায়গার ব্যবস্থা করে দেব। তারা এও বলেছে যে এখন যদি বাড়ি তৈরী করে দিতে পারেন তাহলে আমরা এখন থেকেই শুরু করে দিতে পারব। কিন্তু মনুতে এই রকম কলেজ শুরু করার মত কোন বাড়ি তৈরী করা নেই। আমরা চেষ্টা করে দেখছি। যেমন তারা এখানে একটি ইনফরমেশান সেন্টার বা ইত্যাদি করতে চাইছে। আমরা নিউ ক্যাপিটেল কমপ্লেক্সে কোয়াটার তৈরী করছি, সিদ্ধান্ত নিয়েছি দুটো কোয়াটার ফর দ্য টাইমবিং ফর টু ইয়ারস্ তাদেরকে আমরা ছাড়ব। দুই বছর পরে তারা বাড়ি করে নেবেন। শিক্ষা সম্প্রাসারণের লক্ষ্যে। এটা ঠিক খুব ভিতরের ট্রাইবেল ছেলে মেয়েদের

পক্ষে পয়সা কড়ি দিয়ে সম্ভব না যদিও আমরা হস্টেল করে বাড়ি ছেড়ে আসে সেই পয়সাতে কাভার হবে না আরোও কিছু পয়সা খরচ করতে হবে। তা সত্ত্বেও এখন আমরা যেটা করছি তিনটি জায়গায় ট্রাইবেল ছাত্ররা যাতে পড়তে পারে তাদের জন্য স্পেশালি আমরা হস্টেল করছি। যেমন আগরতলাতে একটি চালু আছে। এবং এটাকে ফারদার এক্সটেণ্ড করার চেষ্টা হচ্ছে। উদয়পুরে আমাদের কনস্ট্রাকশানের কাজ চলছে। কলেজের লাগুয়া এবং ধর্মনগরে এলরেডি আমরা এটা চালু করেছি। এবং এটা মুলত ট্রাইবেল ছাত্রদের জন্য। ফলে প্রসঙ্গটা যেটা এটা নিশ্চয়ই খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং এর থেকে ধারনা নেওয়া ঠিক হবে না যে ভবিষৎতে বা আগামী দিনে গণ্ডাছড়াতে করা যাবে না বা মনুতে করা হবে না এই রকম মনে করার কোন কারণ নেই এটা হচ্ছে মুল প্রশ্ন।

শ্রী নগেন্দ্র জামাতিয়া ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আসামে দেখেছি, কোক্‌রাঝার, সেখানে বহু দিন আগে থেকে যে কলেজ, ওয়ান্‌ অব দ্যা ওল্ডেষ্ট কলেজ। সেখান থেকেই বোরো সভ্যতা, বোরো শিক্ষিত সমাজ এরা ছড়িয়ে পড়ছে সারা ভারতবর্ষে। কাজেই এই রকম আমরা কিছু একটা বার করতে পারলাম না। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন যে গণ্ডাছড়ায় কতজন ছাত্র আছেন। আপনার এম.বি.বি কলেজে কতজন ট্রাইবেল ছাত্র পড়ছে? কোন কলেজে কতজন ছাত্র পড়ছে?

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীসুদীপ রায় বর্মন।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মন ঃ— এড্‌মিটেড্‌ কোয়েশ্চান্‌ নং ১।

প্রশ্ন

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) ঃ— নিউ কুঞ্জবন টাউনশীপ্‌ দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের ভগ্নপ্রায় শ্রেণী কক্ষের দরজা, জানালা সংস্কার, বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা নুতন করে চালু করা সহ স্কুলের পাহারাদার থাকা সত্বেও বাউণ্ডারী ওয়াল না থাকাতে কতিপয় দুস্কৃতকারী যেভাবে স্কুলের ক্ষতি সাধন করে বিদ্যালয়ের পড়াশোনা ব্যাহত হচ্ছে তা প্রতিরোধে কি কি পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে?

উত্তর

আগরতলা শহরের উত্তর প্রান্তে অভিজাত এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিউকুঞ্জবন টাউনশীপ দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়। ১৯৬৫ সালে প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যালয়টি এলাকার এক বিরাট সংখ্যক জনগনের শিক্ষা দানের কাজে ব্রতী। শিক্ষার প্রয়োজনে এবং জনগণের চাহিদাকে সম্মান দিয়ে ছোট এই বিদ্যালয়টিকে ১৯৮২ সালে হাই স্কুলে এবং ১৯৯৫ সালে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত করা হয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা ও ক্রমাগত বাড়তে থাকে। বর্তমানে বিদ্যালয়টিতে প্রাথমিক বিভাগে ৫৭৫ জন ও মাধ্যমিক স্তরে ৫১৩ জন ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ১০৪ জন ছাত্র ছাত্রী আছে। শিক্ষা দপ্তর অন্যান্য বিদ্যালয় সহ নিউকুঞ্জবন টাউনশীপ দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে উপযুক্ত পঠন পাঠন নিশ্চিত করার লক্ষে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক শিক্ষিকার ব্যবস্থা করেছে। বর্তমানে এই বিদ্যালয়ের প্রাথমিক বিভাগে ১৯ জন এবং মাধ্যমিক স্তর সহ দ্বাদশ শ্রেণী বিভাগের জন্য ৪০ জন শিক্ষক আছেন।

এটা ঠিক যে, শুধু শিক্ষক শিক্ষিকা থাকলেই কোন স্কুলের উন্নত পঠন পাঠন সুনিশ্চিত করা যায় না তার জন্য উপযুক্ত পরিকাঠামোর প্রয়োজন। পরিকাঠামোর মধ্যে পরে বিদ্যালয় গৃহ আসবাপত্র, শিক্ষা সরাঞ্জাম, পানীয় জল ইত্যাদি ব্যবস্থা। বর্তমানে বিদ্যালয়টিতে ১১টি পাকা শ্রেণী কক্ষ আছে। তাছাড়া প্রধান শিক্ষকের কক্ষ, শিক্ষক শিক্ষিকাদের কক্ষ ও অফিসের জন্য পৃথক কক্ষ আছে। পরিকাঠামোর অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বিদ্যালয়ে পানীয় জলের স্থায়ী ব্যবস্থা আছে। তাছাড়া রয়েছে বৈদ্যুতিক সংযোগ এবং আসবার পত্রের ব্যবস্থা। বিদ্যালয়ে বর্তমানে ১৬৫টি জয়েন্ট বেঞ্চ আছে। তাছাড়া ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরে শিক্ষা দপ্তর তার নিজস্ব আসবাবপত্র নির্মাণ কেন্দ্র থেকে ২৫টি জয়েন্ট বেঞ্চ সরবরাহ করেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে শিক্ষা দপ্তরের যাবতীয় প্রয়াস কিছু সংখ্যক দুস্কৃতির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বিদ্যালয়ে বিরাট পাকা গৃহে ১৩টি জানালা ও চারটি দরজা পাল্লা ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। ভাঙ্গা দরজা ও জানালা দিয়ে দুস্কৃতিরা বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে প্রায়ই অসামাজিক কাজ কর্ম করে। তারা বিভিন্ন কক্ষে পায়খানা করে রাখে। বিদ্যালয়ের প্রধান বার বার জানালা ও দরজা মেরামত করেছেন। সর্বশেষে গত মে মাসেও বিদ্যালয়ের সমস্ত ভাঙ্গা দরজা জানালা মেরামত করা হয়। কিন্তু তার পরেও দুস্কৃতিকারীরা বিদ্যালয়ে দরজা ভেঙ্গে ফেলে। বিদ্যালয়ে বর্তমানে রাতের পাহারাদার নিযুক্ত আছে। তার কাজ শুরু হয় সন্ধ্যা ৮টায়। বিদ্যালয় ছুটি হওয়া থেকে সন্ধ্যায় ৮টা এই সময়টা দুস্কৃতিরা অপকর্মের জন্য বিদ্যালয়কে ব্যবহার করে। বিদ্যালয় প্রধান বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুতর মনে করে স্থানীয় অভিভাবকদের যে গার্জিয়ান ফোরম আছে তার নজরে আনেন। প্রধান শিক্ষক বিষয়টি স্থানীয় থানাকেও জানান। অভিভাবকগন এই ব্যাপারে সভা করে এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধে এগিয়ে আসেন তাদের সর্বাত্মক প্রযাসে সম্প্রতি বিদ্যালয়ে অসামাজিক কাজকর্ম কিছুটা কমে এসেছে। বিদ্যালয়ে এক সময়ে সমস্ত ঘরে বিদ্যুতের ব্যবস্থা ছিল প্রতিটি কক্ষে পাখা ছিল। কিন্তু দুস্কৃতিকারীদের কারণে তিনটি কক্ষ বাদে আজ আর কোন কক্ষে বৈদ্যুতিক পাখা নেই। একসময়ে বিদ্যালয়ের একদিক খোলা ছিল। শিক্ষা দপ্তর ১৯৯৭-৯৮ সালে ৫০ হাজার টাকা ব্যয়ে একটি ছোট কক্ষ সহ ঐ খালি জায়গায় দেওয়াল তুলে দেয় যাতে বাইয়ের দুস্কৃতিরা ভেতরে প্রবেশ করতে না পারে। কিন্তু দেওয়াল তোলা সত্বেও জানালা ভেঙ্গে ভেতরে প্রবেশ করার ঘটনা ঘটে চলেছে।

বিদ্যালয় একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। এখানে ধনী-দরিদ্র সকল স্তরের ছাত্র ছাত্রী পড়াশোনা করে বিদ্যালয়ের সম্পত্তি রক্ষার জন্য চারিদিকে উচু পাচিল দিয়ে সমস্যার সমাধান অনেকাংশে হতে পারে একথা সত্য। কিন্তু ১৭ কানি জমি বিশিষ্ট নিউকুঞ্জবন টাউনশীপ দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের পাচিল নির্মান করা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। শিক্ষা দপ্তর শুধু মেয়েদের স্কুলে পাচিল দেওয়া নীতি অনুসর করে। তা সত্বেও অনেক মেয়েদের স্কুল আছে যেখানে তার ব্যবস্থা নেই। এই

অবস্থায় এই বিদ্যালয়য়ের পাচিল দেওয়া ব্যবস্থা করা বর্তমানে অসম্ভব হবে বলে মনে হয় না। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, শিক্ষা দপ্তরের ২০০০-২০০১ সালের বাজেটে উচ্চ ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে গৃহ নির্মানের জন্য মাত্র ২৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই টাকায় অন্যান্য জরুরী প্রয়োজন মিটিয়ে এই বিদ্যালয়ের পাচিল নির্মান সম্ভব হবে না। তবে পাচিলই শেষ কথা নয়। পাচিল দিয়েই বিদ্যালয়ের সম্পত্তির নিরাপত্তা সব সময় সম্ভব নয়। সবচেয়ে বড় নিরাপত্তা হল বিদ্যালয়ের আশপাশের জনগণের সহযোগিতা। শিক্ষা দপ্তর বিদ্যালয়ের সম্পত্তি রক্ষার জন্য সর্বদা প্রচেষ্টা চালিযে যাচ্ছে। এসব অসামাজিক কাজ কর্ম সত্বেও বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠনের কাজ অব্যাহত ভাবে চলানো হচ্ছে। যারা ফলশ্রুতিতে এই বৎসরের মাধ্যমিক পরীক্ষায় বিদ্যালয়ের ৫৮ জনে ৪২ জন, ১ম বিভাগে, ২১ জন দ্বিতীয় বিভাগে ও বাকিরা তৃতীয় বিভাগে পাশ করেছে। উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ৩৯ জনে ১২ জন পাশ করে। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শত প্ররোচনা সত্বেও পঠন পাঠনের কাজ বন্ধ রাখে না। শুধু মাত্র নিরুপায় হয়ে যে শ্রেণীকক্ষে পায়খানা করা হয় কেবলমাত্র সেই শ্রেণী কেই ছুটি দিতে হয়।

সর্বশেষে আমি নিউ কুঞ্জবন টাউনশীপ দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের আশ পাশের জনসাধারন, অভিভাবক ও বিদ্যানুরাগী ব্যক্তি সকলকে এই আহ্বান জানাব যে, তার যেন ঐতিহ্যশালী এই বিদ্যালয়ের সম্পত্তি রক্ষায় এগিয়ে আসেন এবং শিক্ষার অনুকুল পরিবেশ বজায় রাখতে তাদের আন্তরিক প্রয়াস দপ্তরের প্রয়াসের সঙ্গে যুক্ত হয় তাহলে এই বিদ্যালয়ের বর্তমান অবস্থা নিরসন হবে বলে আমি একান্তভাবে বিশ্বাস করি।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মন ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী অবগত আছেন যে, গত ২০ দিন যাবৎ এই নিউকুঞ্জবন টাউনশীপ স্কুলে কোন রকম ক্লাস হচ্ছে না। কারণ কিছু দুস্কৃতিকারী ক্লাসের চেয়ার, টেবিল, ব্লেক বোর্ড এবং দরজার মধ্যে ময়লা মেখে যাচ্ছে। নাম ডেকে ছুটি হচ্ছে। এখানে প্রশ্ন হচ্ছে প্রায় ১২,১৩শ ষ্টুডেন্ট একটা স্কুলে একজন হেডমাষ্টার নেই। সহকারী হেডমাষ্টার দিয়ে কাজ চালানো হচ্ছে। প্রাইমারী স্কুলে ১৯ জন শিক্ষক আছেন, তার মধ্যে একজন পুরুষ বাকী সব মহিলা। এবং তিন জন আছেন ককবরক টিচার। বিশেষ করে এখানে আমাদের শ্রদ্ধেয় কাশীরাম বাবুর মিসেস ও আছেন। ককবরকে টিচার এখানে আছে অথচ এখানে ককবরকের ক্লাস হয় না। এদেরকে দিয়ে অন্য সাবজেকট পড়ানো হয়। সেখানে সহকারী হেড-মাষ্টারকে দিয়ে ক্লাশ চালানো হচ্ছে। এবং এই সুযোগগুলি নিয়ে কিছু কিছু দুস্কৃতিকারী স্কুলটাকে বন্ধ করে দেবার জন্য ময়লা মেখে যাচ্ছে। লোকে বলে স্যার, অফিসারদের ছেলে মেয়েরা এই স্কুলে পড়ে না বলে এই স্কুলটা অবহেলিত হচ্ছে। সেটার একটা কারন আছে স্যার, শুধু সায়েন্স ষ্ট্রিম নেই, কমার্স ষ্ট্রিম নেই গত বিধান সভা এবং এর আগের বিধান সভায় প্রশ্ন রাখা হয়েছিল। উত্তর এসেছে এর কোন পরিকল্পনা নেই। কিন্তু আর্টস ষ্ট্রিমের মধ্যে শুধু তিনটা সাবজেকটকে

কেন্দ্র করে এই অত্র অঞ্চলের মধ্যে ১০ থেকে ১২ কিলোমিটারের মধ্যে নন্দন নগর, ভাল্লুক, চানমারি এই সমস্ত এলাকায় একটা মাত্র স্কুল আছে১০ প্লাস ২ সেটা হচ্ছে নিউ কুঞ্জবন টাউনশীপ। এই স্কুলটাকে এই ভাবে অবহেলিত করা হচ্ছে। বিভিন্ন এম, এল, এ, এবং মিনিষ্টার এর মিসেসরা শিক্ষিকা হিসাবে চাকরী করছেন। ককবরকে কিন্তু ককবরক পড়ানো হয় না। মাননীয় মন্ত্রী নিশ্চয়ই অবগত আছেন ঐ এলাকার সব অভিভাবকরা একটা ফোরাম করেছে জানেন। প্রায় সাড়ে সতের কানি জায়গা নিয়ে এই স্কুলটা বিভিন্ন কিছু ঐ স্কুলের কমপ্লেক্সের উপর বাড়ী ঘর তৈরী করে দখল করে নিচ্ছে। তার জন্য আমাদের এখানে একটা প্রস্তাব ছিল, নাম্বার ওয়ান বাউণ্ডারী ওয়াল তৈরী করে কি ভাবে স্কুলটাকে রক্ষা করা যায়। স্কুলে যাতে সব ফাংশান করা যায় তার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে দাবি জানানো হয়েছে। কিছুদিন আগে একটা শ্লোগান দেখলাম এই টাউনে মিছিল করছে কেন্দ্রীয় সরকারের ৬ শতাংশ বাজেটের এলোকেশান এডুকেশান ডির্পাটমেন্টকে দিতে হবে। এই ত্রিপুরা বাজেটের কয় শতাংশ এলোকেশান এডুকেশান ডির্পাট-মেন্টের প্রতি আছে আমি জানি না। কিন্তু আমরা দেখি যখন মিছিল হয় তখন কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটের ৬ শতাংশ এডুকেশানকে দিতে হবে। এই রাজ্যে বাজেট এলোকেশান কাটেল করা হয়েছে স্যার, আমাদের এই স্কুলটাকে কি কি প্রাধান্য দিয়ে উন্নত করা যায়। এই ব্যাপারটা দেখবেন কি না?

শ্রী***অনিল সরকার*** (মন্ত্রী):— স্যার, আমাদের যে বাজেট সেই বাজেটের প্রায় ৯৩ পারসেন্ট খরচ হয়ে যায় বেতন ভাতার জন্য। এবং দেওয়াল বা বিল্ডিং নির্মানের জন্য ২৯ লক্ষ টাকা আছে আমি বলছি। এই ধরনের স্কুল ত্রিপুরাতে আরো অনেক আছে। প্রথমত অভিযোগ যেটা আছে সেই সহকারী প্রধান শিক্ষক আছেন বলে দুর্বৃত্তরা সুযোগ পাচ্ছে এবং সেখানে যদি প্রধান শিক্ষক ও থাকে দুর্বৃত্তরা যে সুযোগটা নিচ্ছে সেটা তারা নিবেই। একমাত্র পুলিশ পিকেট বসানো ছাড়া এদের বিরুদ্ধে আর কিছু করার নেই। কারণ আর যদি বলি এডমিনিস্ট্রেশন এবং মরেল যেটা, সেটা আরও কাছেই তবু সেখানে পরিবেশটা এই রকম হয়ে যাচ্ছে দরজা ভাঙ্গছে জানালা ভাঙ্গছে। তাছাড়া সেখানে শিক্ষকের সংখ্যা ৪০ জন। রাজ্যের বহু স্কুলে আমরা এতজন শিক্ষক দিতে পারি না। এর মধ্যে আমরা কলা বিভাগে দিয়েছি। কলা বিভাগের যে সাবজেক্ট ধীরে ধীরে সেগুলি আমরা নিশ্চয়ই প্রসারিত করব। কিন্তু যে অবস্থার মধ্যে এগুলো করা দরকার যারা এখানে পড়াশুনা করে এবং যাদের জন্য সাইন্স বা কমার্স করতে গেলে তাদের কেলিভার ইত্যাদি সব মিলিয়ে একটা ব্যপার আছে। কাজেই ক্রমশ সেটা হতে পারে। কিন্তু এখনই শুধু এই একটা স্কুলের জন্য আর আমরা কি ব্যবস্থা করতে পারি। খুব কম স্কুলেই একজন প্রধান শিক্ষক এবং সহকারী প্রধান শিক্ষক আছে। যেই স্কুলে প্রধান শিক্ষক আছে সেই স্কুলে সহকারী প্রধান শিক্ষক নেই

না আর যেই স্কুলে সহকারী প্রধান শিক্ষক আছে সেই স্কুলে প্রধান শিক্ষক দেই না। এইভাবেই আমরা চালাচ্ছি। প্রধান শিক্ষকের একটু আমাদের কমতি আছে। আমরা সেই প্রধান শিক্ষক নিয়োগ করলেও দেখা যায় যে যারা নাকি সিনিয়রিটি ভিত্তিতে নিযুক্ত হন তারা বিভিন্ন জায়গায় যেতে চান না, তারা এই অফারটা গ্রহন করেন না। একটা স্কুল দিয়ে টোটাল হেড মাষ্টারের ব্যাপারটা বিচার করা সম্ভব নয়। আমাদের বহু স্কুল এসিস্‌টেন্ট হেড মাস্টারের জন্য ভাল হয় যেমন, সেই উমাকান্ত এসিসটেন্ট হেড মাষ্টার চালাচ্ছেন, শিশু বিহার এসিসটেন্ট হেড মাস্টার চালাচ্ছেন, তুলসীবতী এসিসটেন্ট হেড মিসট্রেজ চালাচ্ছেন। এসিসটেন্ট হেড-মাষ্টারের জন্য খারাপ চলছে তা নয়। কাজেই সবটাই নির্ভর করছে এলাকায় যাদের মধ্যে স্কুলটা তারা কতদূর এগিয়ে আসছেন। বহু স্কুলের দেওয়াল নাই, দেওয়াল করা সম্ভব নয়। কনস্ট্রাক্‌-শানের সময় বকস টাইপে যে সমস্ত স্কুল তৈরী হয় সেখানে দরজার মধ্যে চাবি দিলেই দেওয়ালের কাজ শেষ হয়ে যায়। আমাদের এর বেশী করা তো এখন কিছু সম্ভব নয় এবং মাননীয় বিধায়ক যেহেতু এই এলাকার বিধায়ক উনার সাজেশান থাকতেই পারে বিভিন্ন সময়। আমরা সব জায়গায় বিধায়কদের এই ধরনের সাজেশানগুলি গ্রহন করি তাদের সাহায্য নেওয়ার চেষ্টা করি। নিশ্চয়ই এইগুলি নেওয়ার সুবিধা আছে এটা স্কুলের ভালর জন্যই বলছেন। আমরা আশা করব এই জন্য উনাদের এই সমস্ত সহযোগিতা সাদরে গ্রহন করব। যতটুকু আমাদের সাধ্য আছে আমরা চেষ্টা করব।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দাস (বামুটিয়া) :— আমার একটা প্রশ্ন আছে।

মিঃ স্পীকার :— সময় পাবেন না তো।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, কেন্দ্রের কাছে আমরা ৬ পার্সেন্ট চাইছি। আমরা চাইছি যে সেই তৃতীয় বিশ্বে সবগুলি রাষ্ট্রের জাতীয় দাবি এটা। কিন্তু এখানে খরচ করা হয় ২.৯ পারসেন্ট এরও কম। ৩ পারসেন্টেরও কম। কিন্তু আমরা এখানে আমাদের বাজেটের ১৬ পারসেন্টের ও বেশী এর জন্য খরচ করছি।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দাস :— স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, এসিস্‌টেন্ট হেড্‌ মাস্টার্‌ বা হেড্‌মাষ্টার চালাচ্ছেন কিন্তু রাজ্যের এমন কোন স্কুল আছে কি না যেখানে হেড্‌ মাষ্টারও আছে এবং এসিসটেণ্ড হেডমাষ্টারও দেওয়া আছে এই ধরনের স্কুল কয়টা আছে বা কোন জায়গায় আছে?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— আলাদা প্রশ্ন করলে নিশ্চয়ই আমি উত্তর দেব। এই রকম আছে কিনা আমি জানি না। তবে থাকলে এক্সট্রা অর্ডিনারী কন্‌ডিশানে কোথাও থাকতে পারে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য বিল্লাল মিঞা।

শ্রীবিল্লাল মিঞা (বক্সনগর) :— এড্‌মিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং—৩।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— এডমিটেড ষ্টার্ট কোয়েশ্চান নং—৩।

প্রশ্ন

১। সোনামুড়া মহকুমার অন্তর্গত পাঁচনালিয়া ট্রাইবেল পাড়া সিনিয়র বেসিক স্কুল ও গৌরাঙ্গ খলা জুনিয়র বেসিক স্কুলের শিক্ষক সংখ্যা এবং ঐ স্কুলের ঘরের সংখ্যা কত।

২। ইহা কি সত্য যে, এই দুইটি স্কুলে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষকের অভাবে স্কুল-এর ক্লাস রীতিমত হয় না।

৩। বর্তমানে ঐ স্কুলের ঘরগুলি মেরামত করার প্রয়োজনীয়তা আছে কি।

৪। থাকিলে কবে নাগাদ তা করা হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১। সোনামুড়া মহকুমার অন্তর্গত পাঁচনালিয়া ট্রাইবেল পাড়া সিনিয়র বেসিক স্কুল ও গৌরাঙ্গ খলা জুনিয়র বেসিক স্কুল নামে কোন স্কুল নেই, তবে পাঁচনালিয়া ট্রাইবেল সিনিয়র বেসিক স্কুল ও গৌরাঙ্গখলা জুনিয়র বেসিক স্কুল নামে দুইটি স্কুল আছে। স্কুল দুইটিতে শিক্ষক সংখ্যা যথাক্রমে ৯ (নয়) জন এবং ৪ (চার) জন। এবং ঐ বিদ্যালয় দুইটিতে দুইটি করে ঘর আছে।

২। সত্য নহে ঐ দুইটি স্কুলেই প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক রয়েছেন।

৩। হ্যাঁ।

৪। সোনামুড়া বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাছে ঐ বিদ্যালয় দুইটির গৃহ মেরামতের জন্য কত টাকা লাগতে পারে তা জানতে চাওয়া হয়েছে। আশা করা যায় সহসাই প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমান জানা যাবে এবং বিদ্যালয় দুইটির গৃহ মেরামতির কাজে হাত দেওয়া সম্ভব হবে। বর্তমান অর্থ বর্ষেই যাতে গৃহ মেরামতির কাজ শেষ করা যায় সে লক্ষ্যে দপ্তর প্রয়াস চালাচ্ছে।

শ্রী বিল্লাল মিঞা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবে কিনা গৌরাঙ্গ খলা জে, বি স্কুলে যে চার জন শিক্ষক আছে তার মধ্যে তিন জন টিচার কনটিনিউ স্কুলে যায় আর বাকী একজন টিচার বর্তমানে কি অবস্থায় আছে। আমি সেখানে স্বশরীরে ভিজিট করেছি এবং পাঁচনালিয়া ট্রাইবেল পাড়া এস, বি স্কুলেও যে বারজন টিচার আছে এদের মধ্যে সব টিচার নিয়মিত যায়না। সেই সব টিচারদের স্কুলে যাওয়ার ব্যবস্থা করবেন কিনা। এছাড়া গৌড়াঙ্গখলা জে, বি, স্কুলে বসার ব্যবস্থা না থাকার কারণে ছাত্র-ছাত্রীরা মাটিতে বসে ক্লাশ করে যাচ্ছে। ওই দুটি স্কুলের দরজা, জানালাগুলি মেরামত করা হয়নি এবং এইগুলি ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এর কাছ থেকে জানতে চাইছি।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— গ্রামের স্কুলেই চেয়ার টেবিল বসার জায়গা ব্যবস্থা এই রকম অবস্থা আমাদের আর্থিক অনটনের জন্য হচ্ছে। মাননীয় সদস্যের বক্তব্যের

বিষয়ে আমরা ওই সকল দৃষ্টিভঙ্গির জন্য প্রয়োজনে কি লাগে সেই হিসাবে আমরা গ্রহন করলাম এবং সাধ্যমত আমরা চেষ্টা করব।

শ্রীবিমলাল মিঞা :— দ্বিতীয় সাপ্লিমেন্টারী স্যার, পাঁচনালিয়া ট্রাইবেল পাড়া এস, বি স্কুলে খুবই রিমোট এরিয়া। এবং সেখানে একজন ইংরেজী মাস্টারের জন্য সেখানকার লোকেরা ইস্কুল ইনস্পেকটার বা কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছেন। আমিও মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি গোচরে নিয়েছি। এটার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কিনা।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) **:—** আমরা গত বছরে জব কর্মে জে, বি এবং সিনিয়র বেসিক স্কুলে শিক্ষক নিয়োগ করেছি। আগামীতে আমরা আমাদের সাধ্যমত চেষ্টা করব স্কুলগুলিতে লোক নিয়োগ করা যায় কিনা। আমাদের আর্থিক অনটনের জন্য এগুলি পুরন করা যায়নি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— এডমিটেড ষ্টারড কোয়েশ্চান নং ৪।

প্রশ্ন

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) : রাজ্যে কয়টি নবোদয় স্কুল আছে এবং কোথায় কোথায় ?

২) ঐ সব স্কুলে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা কত ?

৩) বর্তমান বছরে ঐ সব স্কুল থেকে কতজন মাধ্যমিক সি, বি, এস, ই পাশ করেছে।

৪) ঐ সব স্কুলে ভর্তির ক্ষেত্রে এস, সি, এস, টি ও, বি, সির সংরক্ষন চালু আছে কি ?

৫) এবং না থাকিলে কারন ?

উত্তর

১) ৩টি। নিম্নলিখিত জায়গায় জওহর নবোদয় বিদ্যালয়গুলি রয়েছে,

ক) রামচন্দ্রঘাট, খোয়াই, পশ্চিম ত্রিপুরা।

খ) কাকড়াবন, উদয়পুর, দক্ষিন ত্রিপুরা।

গ) ৮২-মাইল (নালকাটা) ধলাই ত্রিপুরা।

(২) ঐ সব স্কুলে মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা হচ্ছে ৬৮৭ জন (ছাত্র-৪৫৩, ছাত্রী-২৩৪)।

(৩) বর্তমান বছরে ঐ স্কুল থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষায় অর্থাৎ সি, বি, এস,ই তে ১৩০ জন পাশ করেছে আর উচ্চতর মাধ্যমিক এ পাশ করেছে ৪১ জন।

(৪) হ্যাঁ।

(৫) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, প্রত্যেকটি ডিসট্রিক্টে একটি করে নবোদয় স্কুল হওয়ার কথা। দেখা গেছে যে উত্তর ত্রিপুরা ডিসট্রিটক কোন নবোদয় ইস্কুল নেই। এটা করার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা বা সরকারের কাছে কোন প্রস্তাব আছে কিনা।

শ্রীঅনিল সরকার(মন্ত্রী) :— আমাদের রাজ্যে এখন চারটা জেলার মধ্যে তিনটি জেলায় নবোদয় বিদ্যালয় চালু আছে। এটা আগে উত্তর ত্রিপুরায় ছিল সেই নালকাটা যেটা বর্তমানে উত্তর ত্রিপুরা জেলার কৈলাশহরের নিকটবর্তী জগন্নাথপুরে নবোদয় স্কুল চালু করার জন্য উদ্যোগ চলছে, সেখানে জায়গাও দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীসমীরদেব সরকার :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা যে রামচন্দ্র ঘাট যেখানে নবোদয় বিদ্যালয় আছে সেখানে ইদানিং শিক্ষার পরিবেশ মারাত্মকভাবে নষ্ট হয়ে গেছে। সেখানে শিক্ষক শিক্ষিকা যে পরিমাণে থাকার কথা সেই পরিমাণে নেই, স্থানীয় কিছু ছেলে সেখানে পার্ট টাইম কাজ করছে।

দ্বিতীয়তঃ শিক্ষকরা অভিযোগ করছে যে ছাত্রছাত্রীরা মাঝে মধ্যে ইনটক্সিকেট থাকছে। আবার ছাত্র ছাত্রীদের উল্টো অভিযোগ শিক্ষক শিক্ষিকা যারা আছেন তারাও সেখানকার পরিবেশ নস্ট করছেন, মাঝে মাঝে থানায় মামলা পর্য্যন্ত হচ্ছে। এমনকি তাদের খাওয়া-দাওয়া নিয়েও কিছু দুর্নীতির অভিযোগ সেখানে আছে। এই বিষয় গুলি দপ্তরের নজরে আছে কিনা ? এবং অভিবাবক যারা আছেন যাদের খুব ভাল ছেলে-মেয়ে আছে তাদের আগে নবোদয় পাঠাতে আগ্রাহী ছিল কিন্তু ইদানিং তাদের সেই আগ্রহ নষ্ট হয়ে গেছে। এই বিষয়টি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা, জানা থাকলে এই ব্যাপারে কি ব্যাবস্থা নেওয়া হবে ?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) : — স্যার, নবোদয় বিদ্যালয়গুলির এই সমস্ত কিছু সমস্যা বা ছাত্র-ছাত্রীদের ফলাফল খারাপ হচ্ছে এই ধরনের অভিযোগ আমাদের কাছে আসছে। আমরা এই সম্পর্কে নিশ্চয়ই আরও খবরা খবর নেব এবং যথারীতি কেন্দ্রীয় সরকারকে জানাব যাতে এই স্কুলগুলির মান ও পরিবেশ উন্নতি সাধন করা যায়।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীঅনিল চাকমা মহোদয়।

শ্রীঅনিল চাকমা (পেঁচারথল):— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার— ১০।

শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার— ১০।

প্রশ্ন

১। আগরতলা শহরে উমাকান্ত স্কুলের খেলার মাঠের গ্যালারীর বাহিরে যে দোকান দেওয়া হইয়াছে, সেই দোকানগুলি থেকে কি ভাড়া নেওয়া হইয়া থাকে ?

২। ভাড়া নেওয়া হলে দোকান প্রতি কত টাকা নেওয়া হয় ?

৩। না নেওয়া হলে তার কারণ কি ?

উত্তর

১। আগরতলা শহরে উমাকান্ত স্কুলের খেলার মাঠের গ্যালারীর বাহিরে যে দোকান দেওয়া হইয়াছে সেই দোকানগুলি অন লিজ বেসিস' এ দেওয়া হইয়াছে।

২। ভাড়া নেওয়া হয় না।

৩। যেহেতু ২০ বছরের জন্য লিজ দেওয়া হইয়াছে সেই হেতু কোন ভাড়া নেওয়া হয় না।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ মহোদয়।

শ্রীরতন লাল নাথ(মোহনপুর) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৭।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৭।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে কেন্দ্রীয় সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুকরনে ও, বি, সি সম্প্রাদায় ভুক্ত কর্মপ্রার্থীদের সরকারী চাকুরীতে নিযুক্তির ক্ষেত্রে বয়সের নির্দিষ্ট উর্দ্ধসীমা শিথিল করা হবে কিনা ?

২। করা না হলে এর কারণ কি ? এবং

৩। করা হলে কবে নাগাদ করা হবে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। কেন্দ্রীয় সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও বি সি সম্প্রদায় ভূক্তদের জন্য সংরক্ষণ চালু করেছে এবং সেজন্য কর্মপ্রার্থীদের সরকারী চাকুরীতে নিযুক্তর ক্ষেত্রে বয়সের নির্দিষ্ট উর্ধসীমা শিথিল করেছে। যেহেতু ত্রিপুরায় ও, বি, সিদের জন্য সংরক্ষণ চালু করা যায়নি সেহেতু ও, বি, সিদের বয়সের নির্দিষ্ট উর্ধসীমা শিথিল করা যাচ্ছেনা।

২। প্রশ্ন আসে না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীরতনলাল নাথ :—সাপ্লিমেন্টরী স্যার, সংরক্ষণের ব্যাপারটা এখানে পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ফিনাস দপ্তর ১০ই জানুয়ারী, ১৯৯৭ইং —। এই এইজ লিমিট রিলাক্সেশনটা এটা সংরক্ষণের প্রশ্ন উঠে না, অর্থের প্রশ্ন উঠে না, কোন কিছু লাগে না। বিরাট সংখ্যক জনগোষ্ঠী ত্রিপুরা রাজ্যের প্রায় ৪৬টা জনগোষ্ঠীর। উপর প্রচুর সংখ্যাক জনগোষ্ঠী। সুতরাং গত বিধানসভায় দেখেছি যে সংরক্ষণের জন্য নতুন করে একটাচিন্তা করছে এবং দিল্লী যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। এটার গুরুত্ব বিবেচনা করে, বিরাট সংখ্যক জনগোষ্ঠীর গুরুত্ব বিবেচনা করে অর্থের যেখানে প্রশ্ন আসে না এবং মানবিকতার দিক দিয়ে চিন্তা করে এই পশ্চিমবঙ্গ সহ কেন্দ্রীয় সরকার সহ সারা ভারতবর্ষের যতগুলি রাজ্য সংরক্ষণ ছাড়া ও যেখানে আছে সেই দিক বিবেচনা করে এইজ লিমিট রিলাক্সেশন করা হবে কিনা ? কারন, বিভিন্ন জায়গা আছে থ্রি ইয়ার্স ইন দি ওয়েস্ট বেঙ্গল এণ্ড সেন্টাল অল সো থ্রি ইয়ার রিলাকসেশন। আমার কাছে গেজেট নোটিফিকেশান আছে। আমি পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রির সঙ্গে কথা বলেছি।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী)ঃ—আমরা ব্যাপারটা বিবেচনা করে দেখব।

মিঃ স্পীকার :— প্রশ্নোত্তর পর্ব যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেই গুলোর উত্তর এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলোর উত্তর পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মহোদয়দের অনুরোধ করছি। **ANNEXURE - 'A' and 'B'**

শ্রীসুদীপ রায় বর্মন :— স্যার, আজকে আমাদের মাঝখানে উমেশবাবু নেই। হি ওয়াজ এ সিটিং মেম্বার অব দিস এসেমব্লী। পার্লামেন্টে আমরা দেখি যখনই কোন সিটিং মেম্বার অব দ্য পার্লামেন্ট মারা যান হাউস ইন রেসপেকট অব দ্য ডিপারটেড সোল এডজোর্নস দ্য হাউস ফর ফিউ মিনিটস অব ফর দ্য ডে। কিন্তু আমাদের এখানে এরকম কিছু হয় না। উমেশ বাবু একজন সিটিং মেম্বার ছিলেন, উনি মারা গেছেন। বিমল বাবু ও যখন মারা যান তখনও এই জিনিসটা হয় নি। এবং এভ্রিথিং ওয়াজ গোয়িং নরমেল। উমেশ বাবু ইজ নট এমাংগষ্ট আস টুডে। ইন দ্য লাস্ট সেশন অলসো হি ওয়াজ দেয়ার। টুডে হি ইজ নো মোর। এখানে সমস্ত কিছু নরমেল প্রসিডিউরে চলছে। ইট ইজ রিয়েলী পেইনস আস।

মিঃ স্পীকার : উনার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে একটা শোক প্রস্তাব আনা হয়েছে তো। এটাই তো আমাদের শ্রদ্ধা জানানো।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মন :— কিন্তু পার্লামেন্টে তো স্যার, কিছু ক্ষনের জন্য অর ফর দ্য ডে হাউস এডজোর্ন করা হয়।

শ্রীরতন লাল নাথ :— স্যার, উমেশ বাবু একজন সিটিং মেম্বার ছিলেন। উনার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে হাউস কয়েক মিনিটের জন্য এডজোর্ন করে দিয়ে আবার আমরা হাউসের কাজ চালাতে পারি।

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে এখানে যে শোক প্রস্তাব আনা হয়েছে সেটা পাঠ করার পর হাউস কিছু ক্ষনের জন্য এডজোর্ণ করব।

OBITUARY REFERENCES

মিঃ স্পীকার :— আমি গভীর দুঃখের সংগে এই সভাকে জানাচ্ছি যে ত্রিপুরার কৃষক আন্দোলনের অগ্রগণ্য সৈনিক ও কদমতলা কেন্দ্রের বিধায়ক কমরেড উমেশ চন্দ্র নাথ গত ৭ই সেপ্টেম্বর,২০০০ইং রাত ৮ টায় কদমতলায় তাঁর নিজ বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫৯ বছর। তিনি ক্যান্সার রোগে ভুগছিলেন।

কমরেড উমেশ নাথ-এর জন্ম ১৯৪২ সালে বর্ত্তমানে বাংলাদেশের সিলেট জেলার শ্রীকৃষ্ণপুর গ্রামে। দেশ ভাগের পর কদমতলায় এসে ১৯৬০-এর দশকে কৃষক আন্দোলনের সাথে যুক্ত হন এবং মহকুমার কৃষক সভার নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৯৬৭ সালে তিনি সি, পি, আই (এম)-এর সদস্য হন। তিনি ধর্মনগর বিভাগীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য হিসেবেও দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৭৭, ১৯৯৩, ও ১৯৯৮ সালে বিধানসভা নির্বাচনে কদমতলা কেন্দ্র থেকে বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হন। ছাত্র জীবন থেকেই তিনি কবি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।

তিনি বহু অনুষ্ঠানে, রাজনৈতিক সমাবেশে স্বরচিত কবিতা ও কবিগান পরিবেশন করে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

এই বিশিষ্ট নেতার মৃত্যুতে এই সভা গভীর শোক প্রকাশ করছে এবং তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবার পরিজনের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছে। এই সভা প্রয়াত নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ১৫ মিনিটের জন্য মুলতবী রহিল।

After 15 minites Adjournment.

মিঃ স্পীকার **:—** আমি গভীর দুঃখের সংগে এ সভাকে জানাচ্ছি যে, ভারতীয় রাজনীতির তরুণ প্রজন্মের অন্যতম উজ্জল ব্যক্তিত্ব কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রী রঙ্গরাজন কুমার মঙ্গলম দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে গত ২৩শে আগষ্ট ২০০০ইং ভোর ৪-৩০ মিনিটে নয়াদিল্লী অল ইণ্ডিয়া ইন্‌ষ্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সেসে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৮ বছর।

রঙ্গরাজন কুমার মঙ্গলম-এর জন্ম ১৯৫২ সালে তামিলনাড়ুর ঐতিহ্যশালী রাজনৈতিক পরিবারে। তিনি পেশায় ছিলেন আইনজীবি। ১৯৭৫ সালে ট্রেড ইউনিয়ন নেতা হিসাবে তিনি রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন। ১৯৮৪ সালে তিনি সালেম থেকে লোকসভায় নির্বাচিত হন। ঐ একই কেন্দ্র থেকে তিনি ১৯৮৯ ও ১৯৯১ এর নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে লোকসভায় নির্বাচিত হন। তিনি নরসিংহ রাও মন্ত্রীসভায় সংসদীয় বিষয়ক, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং আইন ও কোম্পানী অ্যাফেয়ার্স দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন। বাজপেয়ি মন্ত্রীসভায় তিনি ছিলেন বিদ্যুৎ মন্ত্রী।

এই বিশিষ্ট নেতার মৃত্যুতে এই সভা গভীর শোক প্রকাশ করছে এবং তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবার পরিজনের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছে।

মিঃ স্পীকার **:—** আমি গভীর দুঃখের সংগে এ সভাকে জানাচ্ছি যে, বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী ও রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী কৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য গত ১লা সেপ্টেম্বর, ২০০০ ইং রাত ১২টা ১৫মিনিট-এ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে কলকাতার রুবি জেনারেল হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যু-কালে তার বয়স হয়েছিল ৭১ বছর।

কৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য ১৯২৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর আগরতলায় জন্মগ্রহন করেন। ১৯৫৭ সাল থেকে ১৯৬৩ সাল পর্য্যন্ত তিনি ত্রিপুরা টেরিটোরিয়্যাল কাউন্সিলের মন্ত্রী ছিলেন দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে তিনি শচীন্দ্রলাল সিং ও সুখময় সেনগুপ্ত মন্ত্রী সভায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের দায়িত্ব পালন করেন। শিক্ষা অর্থ ও পরিবহনসহ বিভিন্ন দপ্তরে তিনি তাঁর দক্ষতার ছাপ রেখে গেছেন। রাজনীতি ছাড়াও তিনি রাজ্যের বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন।

এই বিশিষ্ট নেতার মৃত্যুতে এই সভা গভীর শোক প্রকাশ করছে এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজনের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছে।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো বিজনেস্ এ্যাডভাইসারী কমিটির দ্বিতীয় রিপোর্ট পেশ, বিবেচনা ও গ্রহণ করা।

শ্রীজওহর সাহা :— স্যার, সাংবাদিক যারা আছেন তাদের ব্যাপারটা...... ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, সাংবাদিকদের ব্যাপারটা আলোচনা হয়েছে। উনারা গেছেন আমার চেম্বারে। এটা গুরুত্ব সহকারে দেখা হবে, এইরকম যাতে না হয়। এই ব্যাপারটা নিয়ে আলাপ আলোচনা হয়েছে।

শ্রীজওহর সাহা :— স্যার, ব্যাপারটা খুব দুঃখ জনক।

মিঃ স্পীকার ঃ— নিশ্চয়ই দুঃখজনক। এটা যাতে আর না হয়, সেটা দেখব।

শ্রীজওহর সাহা :— হাউস থেকে আমরা ওয়ার্ক আউট করে চলে যাওয়ার পরে হাউস অর্ধেক হয়ে যাওয়ার পর তারা হাউসে আসল। এরকম হলে কি করে হবে।

মিঃ স্পীকার :— আমিতো বলেছি দিস মেটার আওয়ার কনসিডারেশন. এটা আমরা গুরুত্ব দিয়ে দেখব।

মিঃ স্পীকার: — মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, সভার পরবর্তী আলোচ্য বিষয় হলো, "বিজনেস অ্যাডভাইজারী কমিটির রিপোর্ট পেশ, বিবেচনা ও গ্রহন করা"। বর্তমান অধিবেশনের ২৯শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার, ২০০০ ইং তারিখ হইতে ৩-রা অক্টোবর, মঙ্গলবার, ২০০০ইং তারিখ পর্য্যন্ত বিধান সভার বিভিন্ন আলোচ্য বিষয়গুলি বিবেচনার জন্য" বিজনেস অ্যাডভাইসারী কমিটি" যে সময় নির্ঘন্ট সুপারিশ করেছে সেই রিপোর্টটি পেশ করার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী শ্রী কেশব মজুমদার মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী): মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিধান সভার বর্তমান অধিবেশনের ২৯শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার, ২০০০ ইং তারিখ হইতে ৩-রা অক্টোর, মঙ্গলবার, ২০০০ ইং তারিখ পর্য্যন্ত বিভিন্ন কার্যাসূচী আলোচনার জন্য" বিজনেস অ্যাডভাইসারী কমিটি" যে সময় নির্ঘন্ট সুপারিশ করেছে তার রিপোর্ট এই সভায় আমি পেশ করছি।

মিঃ স্পীকার : — এখন রিপোর্টটি হাউসের বিবেচনার জন্য এবং অনুমোদনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তাব উৎথাপন করতে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি প্রস্তাব করিতেছি যে, "বিজনেস অ্যাডভাইসারী কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত সময় নির্ঘন্টের সহিত এই সভা একমত"।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা : মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার একটা বক্তব্য আছে। সভার প্রারম্ভে মাননীয় বিরোধী দল নেতা প্রশ্ন তুলেছেন রাজ্যের পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর, এই পরিস্থিতে প্রশ্নপর্ব বাতিল করে রাজ্যের সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হোক আপনি সম্মতিও দিয়েছিলেন সময় দেবেন বলে। কিন্তু এইভাবে সময় দেওয়াটা যথেষ্ট নয়, কারণ রাজ্যের যে পরিস্থিতি তাতে এক দুই দিনের অধিবেশনে কিছুই হয় না, তার জন্য আরও বেশী দিন দরকার। কারন

আলোচনা করে তার সমাধান কিভাবে করা যাবে সেটা ওয়ার্ক-আউট করা প্রয়োজন। কাজেই বিধানসভার এই অধিবেশনকে আরও বারানোর দরকার, পূজার ঠিক এক দিন আগে এভাবে বিধান সভা ডাকা তাও দুই দিনের জন্য এটা অনৈতিক এবং এটার সঙ্গে রাজ্যের সম্প্রত্তিক যে ঘটনা বলী তার কোন সংযোগ নাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনি নিজেও জানেন অল ইণ্ডিয়া প্রিসাইডিং অফিসারস্ কনফারান্স এ এটা বলা হয়েছে যে,ছোট রাজ্য গুলিতে বৎসরে কম করে ৬০ দিন বিধানসভা বসতে হবে, আর বড় রাজ্য গুলিতে একশ দিন। অথচ আমরা দেখেছি গত বৎসর কেরেলা এবং পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া অন্য কোন রাজ্য এটা ফলো করেনি এবং সবচেয়ে কম বিধানসভা হয়েছে অরুনাচলে, মাত্র দশ দিন সারা বৎসরে। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যেও যে খুব বেশী এগিয়ে আছে তা নয়। কাজেই কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে এবং রাজ্যের বর্তমান সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে এই অধিবেশনকে আরও বাড়ানো হোক এবং পূজার পরে আরও অন্তত পাঁচ দিন এই অধিবেশনকে বাড়ানো হোক এটাই আমার প্রস্তাব !

শ্রীরতন লাল নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ব্যাপারে আমার একটু বক্তব্য আছে। স্যার, এখানে বিধানসভা ডাকা হয়েছে ভাল কথা, বিধানসভাকে ওয়েল-কাম করি। বিধানসভার একটা বিজনেস্ দেখলেই মনে হয় যে গভর্ণমেন্ট কোন বিপদে পরেছে। নতুবা ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাস এরকম নজীর, ত্রিপুরা রাজ্যের জাতি উপজাতি একটা অনুষ্ঠান হল দুর্গাপূজা এই অনুষ্ঠান ষষ্ঠী দিন এখানে হাউস হবে এটা চিন্তাই করা যায় না। আর আপনার (ট্রেজারী বেচেদিকে) সেদিন বি, এ, সির মিটিং এ কমিটিকে মিস্ গাইডা করেছেন যে ৩ তারিখ পঞ্চমী বলে অথচ সেদিন হলো ষষ্ঠী পূজো। কাজেই ৩ তারিখ না করে লক্ষীপূজোর পরের ১৩ তারিখ, তারপর ১৪, ১৫ তারিখ বন্ধ এরপর ১৬ তারিখ থেকে পাঁচ/ছয় দিনের জন্য হাউস বসতে পারে এবং এটা করা উচিৎ ছিল। কাজেই আমি বলছি হাউসকে প্রোরোগ না করে আগামী ১৬ই অক্টোবর থেকে পুনরায় শুরু করা হোক। কারণ চার তারিখ সপ্তমী ৩ তারিখ (অক্টোবর, ২০০০) ষষ্ঠীর দিন ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত কর্মচারী এই পূজোর দিনে হাউস থাকায় এখানে কাজে থাকবে এটা ঠিক নয়। আজকে যে সমস্ত বিল আছে সেগুলি ইনট্রোডিস করে রাখা হোক এবং পরে আগামী ১৬ই অক্টোবর ২০০০ থেকে সেগুলির উপর আলোচনা শুরু করা হোক এবং হাউসের সময় আর ও ৫-৬ দিন বাড়িয়ে দেওয়া হোক। দিস্ ইজ আপয়ার ডিসিশন।

মিঃ স্পীকার :—আমি এখন মাননীয় মন্ত্রী শ্রীকেশব মজুমদার মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি।

শ্রীজওহর সাহা :— না, স্যার এটা হতে পারেনা। আগে বি, এ, সি, কমিটিতে ব্যাপারটা নিয়ে সিদ্ধান্ত হোক তারপর এটা ভোটে দেওয়া হোক।

মিঃ স্পিকার :—আজকে বেলা একটার সময় বিজনেস্ এড্ভাইসারী কমিটির মেম্বার যারা

আছেন তারা আমার চেম্বার আসবেন-সেখানে আলাপ আলোচনা করে ঠিক করা হবে। আর এখন হাউস যেভাবে চলছে সেভাবেই চলুক।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পিকার :—অল ইণ্ডিয়া প্রিসাইডিং অফিসার্স কনফারেন্সে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে ছোট যে সব রাজ্য আছে সে গুলিতে অত্যন্ত ৬০ দিন সিটিংস্ করার জন্য। তবে সেটা নির্ভর করবে গভার্ণমেন্টের বিজনেস্ এর উপর। কাজেই এখন যে নর্মস্ যেটুকু আছে সেটা আপনারা বিবেচনা করবেন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— এখন যেটা আছে সেটা চলুক এটাতো আবার অ্যাপ্রুভ করতে হবে।

শ্রীসুদীপরায় বর্মণ :— স্যার, এটা যদি অ্যাক্সেপ্ট হয়ে যায় আবারতো ফ্রেশ আনতে হবে।

মিঃ স্পীকার :— না, না কোন অসুবিধা নেই। আবার একটা অ্যাকসেপটেন্সের প্রশ্ন আসে। বি, এ, সি যখন বসবে আবার এটা অ্যাকসেপটেন্সের প্রশ্ন আছে।

শ্রীজওহর সাহা ;— স্যার, এখন যে বিজনেসগুলি চলছে এগুলি চলুক না।

মিঃ স্পীকার :— আরে এটাইতো বললাম।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— স্যার, আজকে যে অধিবেশন চলছে রাজ্যের যে মুল কতগুলি সমস্যা এটা স্পর্শ করা বা আলোচনা করা কোন স্কোপ নেই। কাজেই আমাদের একটা প্রস্তাব হচ্ছে যে অন্তত মুল সমস্যা যেমন আইন শৃংখলা সমস্যা। এখানে আজকে আমরা নোটিশ দেব তারপরে একদিন আলোচনা মুখ্যমন্ত্রী বলবে যে এরমধ্যে আমি কিভাবে বলব। কাজেই, মুল যে সমস্যা কোন সমস্যাই আমরা আলোচনায় যেতে পারছি না। শুধু মাত্র দু-তিনটা বিলের উপরতো রাজ্যের আইন শৃংখলা এবং গ্রামীণ সমস্যা এগুলি আলোচনায় আসছে না, কাজেই, আপনি এমনভাবে করুন যাতে এইসমস্ত আলোচনা আমরা করতে পারি।

মিঃ স্পীকার :— আমি মাননীয় মন্ত্রী শ্রীকেশব মজুমদার কর্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো — বিজনেস অ্যাডভাইসারী কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত সময় নির্ঘন্ট এর সহিত এই সভা একমত অতএব রিপোর্টটি সভা কর্তৃক ধ্বনী ভোটে গৃহীত হলো।

REFERENCE CASES

মিঃ স্পীকার :— আমি আজ মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়ার নিকট হইতে একটি রেফারেন্স নোটিশ পাইয়াছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু পরীক্ষা নিরীক্ষার পর উহার গুরুত্ব অনুসারে উহার উৎথাপন করার অনুমতি দিয়াছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো আর; কে, পুর থানাধীন রাজনগর গাঁও পঞ্চায়েতের বাসিন্দা শ্রীবিদ্যাকুমার জমাতিয়ার ঘরটি গত ২০, ৯, ২০০০ ইং তারিখে রাত আনুমানিক ৯টায় সম্পূর্ণ ভস্মীভুত হওয়া সম্পর্কে। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন

জমাতিয়া মহোদয়কে উঠে দাঁড়িয়ে উনার নোটিশটি উত্থাপন করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া (খামগা) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার নোটিশটি হলো — আর, কে, পুর থানাধীন রাজনগর গাঁও পঞ্চায়েতের বাসিন্দা শ্রীবিশ্বাকুমার জমাতিয়ার ঘরটি গত, ২০-৯-২০০০ইং তারিখে রাত আনুমানিক ৯টায় সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হওয়া সম্পর্কে।

মিঃ স্পীকার: — আমি মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাহার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করিতেছি। যদি এখন তিনি বক্তব্য রাখিতে প্রস্তুত না থাকেন তাহলে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তার বক্তব্য রাখিতে পারিবেন তাহা আমাকে অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মি স্পীকার স্যার, আমি ৩, ১০, ২০০০ ইং তারিখ এই বিষয়ের উপর বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ— আমি আজ আরেকটি নোটিশ পাইয়াছি মাননীয় সদস্য শ্রীঅমিতাভ দত্ত এবং শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা মহোদয়ের নিকট হইতে। সেই নোটিশটির বিষয়বস্তু পরীক্ষা নিরীক্ষার পর উহারা গুরুত্ব অনুসারে উত্থাপন করার অনুমতি দিয়াছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো" মেডিকেল আসন কেলেং কারীর জন্য অভিযুক্ত রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসুধীর মজুমদার সহ অন্যান্যদের বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থাদি সম্পর্কে"।

আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা মহোদয়কে উঠে দাঁড়িয়ে উনার নোটিশ সভায় পড়ার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার রেফারেন্স-এর বিষয়বস্তু হলো "মেডিকেল আসন কেলেং কারীর জন্য অভিযুক্ত রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসুধীর মজুমদার সহ অন্যান্যদের বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থাদী সম্পর্কে"

মিঃ স্পীকার ঃ—আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁর বক্তব্য রাখার জন্য আহবান করিতেছি। যদি তিনি এক্ষুনি বক্তব্য রাখিতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁহার বক্তব্য রাখিতে পারিবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী ;—স্যার, এটা যেমন একটা পয়েন্ট অন দি আদার হ্যাণ্ড এটা সি. বি, আই দেখছে।

মিঃ স্পীকার ঃ—মেটার ইজ সাবজু ডিস।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, ঠিক তাই। মেটার ইজ সাবজু ডিস, নো ডাওট এবাউট ইট ফ্যাকট সম্পর্কে কিছু বলা যাবে না ঘটনা তা নয়। কিন্তু তাতে সমস্যা হয়ে গেল বিষয়টা সি বি, আই দেখছে। তারা কোথায় কি করছেন আমরা সরকার থেকে এই সময়ের

মধ্যে সবটা আইন করে কি করা যাবে·—— ।

মিঃ স্পীকার :—যতটুকু আপনি পারেন দেবেন।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) স্যার, আমি চেষ্টা করব। এবং সবটা আইন ইত্যাদি বাঁচিয়ে যতটুকু করা যায় সেটা দেখে যদি মনে হয় যে বিধানসভার সামনে উপস্থাপন করতে কোন অসুবিধা নেই, আমি হাউসের কাছে পরিষ্কার বলছি তাহলে আমি উপস্থাপন করব। আর যদি এইরকম অসুবিধা হয় আমি হাউসের সামনে সেইদিন বলব যে এই কারণ এটা করা যাচ্ছে না।

মিঃ স্পীকার : আমি আর একটা নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্য শ্রীমাণিক দে মহোদয়ের নিকট থেকে। সেই নোটিশটির বিষয়বস্তু পরীক্ষ নিরীক্ষার পর উহার গুরুত্ব অনুসারে উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি। এখন মাননীয় সদস্য শ্রীমাণিক দে মহোদয়কে উঠে দাঁড়িয়ে উনার নোটিশটি সভায় উত্থাপন করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীমানিক দে :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার নোটিশের বিষয়বস্তু হলো :—'৪৪ নং জাতীয় সড়কের অন্তর্গত মেঘালয়ের সোনাপুরে রাস্তায় বার বার ধ্বস নামার ফলে এবং আসামের পাথারকান্দি এলাকায় রাস্তা ভেঙ্গে যাওয়ার ফলে রাজ্যের সাথে বহিরাজ্যের সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সংকট সম্পর্কে''।

মিঃ স্পীকার :—আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁর বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করিতেছি যদি তিনি এক্ষুনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁহার বক্তব্য রাখিতে পারিবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান

শ্রীসুকুমার বর্মন (মন্ত্রী):—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আগামী ৩.১০.২০০০ ইং তারিখ এই বিষয়ের উপর বিবৃতি দেব।

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো, দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ। আমি আজ মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ মহোদয়ের নিকট থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পাইয়াছি। নোটিশটির গুরুত্ব বিবেচনা করে উত্থাপনের অনুমতি দিয়েছি। মাননীয় সদস্য উপস্থিত আছেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :— ''ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন কারাগারে দীর্ঘমেয়াদী কয়েদীদের কারাগারের অভ্যন্তরেই পারিবারিক সান্নিধ্যের ব্যবস্থা করার জন্য এবং কয়েদীদের মানসিক অবস্থার সুস্থ বিকাশ ও সংস্কারের লক্ষ্যে রাজ্য সরকার কর্তৃক 'ত্রিপুরা কারা আইন' সংশোধন করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে'' আমি এখন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন, তাহলে আমাকে পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এই বিষয়ের উপর বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীবলরাম রিয়াং(মন্ত্রী):—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এই বিষয়ের উপর ৩, ১০, ২০০০ ইং তারিখ

বিবৃতি দব।

মি: স্পীকার :—আর আরেকটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীজয়গোবিন্দ দেবরায় এবং শ্রীমধুন দাস মহোদয়দের কাছ থেকে পেয়েছি। নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে উথাপনে জন্য অনুমতি দিয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো "ত্রিপুরা সহ সারা দেশে টেলিফোন পরিসেবা বিপর্যস্ত হওয়া সম্পর্কে"। আমি এখন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। যদি তিনি বিবৃতি দিতে অপারগ হন তা হলে পরবর্তী একটা তারিখ বলতে পারেন।

শ্রীসুকুমার বর্মন (মন্ত্রী) :— মি: স্পীকার স্যার আমি এই বিষয়ের উপর আগামী ৩.১০.২০০০ ইং তারিখ জবাব দেব।

মি: স্পীকার :— আর একটি কলিং অ্যাটেনশন নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীসমীরদেব সরকার এবং শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়দের নিকট থেকে পেয়েছি। নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে উত্থাপনের জন্য অনুমতি দিয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো ''গত ৩১শে আগষ্ট ২০০০ইং সাম্প্রদায়িক দুবৃত্ত বাহিনীর আক্রমণে কল্যাণপুর পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান. ডি,ওয়াই, এফ. আই খোয়াই বিভাগীয় সম্পাদক তপন চক্রবর্তী নৃশংসভাবে খুন হওয়া সম্পর্কে"। আমি এখন স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। যদি তিনি বিবৃতি দিতে অপারগ হন তা হলে পরবর্তী একটি তারিখ বলতে পারেন।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মি: স্পীকার স্যার, আমি এই বিষয়ের উপর আগামী ৩.১০.২০০০ইং তারিখ জবাব দেব।

শ্রীজওহর সাহা :- স্যার, গত অধিবেশনে আমাদের অনেকগুলি রেফারেন্স পিরিয়ড এবং কলিং অ্যাটেনশান নোটিশ যেগুলির উত্তর দিতে পারেনি; আপনি সেগুলি হাউসে লে করে দিতে বলেছেন স্যার, আজকে দুই মাস চলে যাওয়ার পরও আমরা তার কপিগুলি এখনও পাইনি। দীর্ঘ সময় চলে গেছে

মি: স্পীকার :— এগুলি সার্ভ হচ্ছে। তবুও আমি দেখছি।

LAYING OF PAPERS ON THE TABLE OF THE HOUSE

Mr Speaker ;— Now the Business before the House laying of a copy of "The 20th, 21st, 22nd. 23rd 24th and 25th Reports of the Tripura Publi service Commission as required under clause (2) of Article 323 of the Constitution of India.

Now, I request the Hon'ble Chief Minister to lay the above Report on the Table of the House.

Shri Manik Sarkar (Chief Minister) :— Mr. Speaker Sir, I beg to lay a

copy each of the 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th and 25th, Report of the Tripura Public Service Commission on the Table of the House.

Mr. Speaker :— Now the Busines before the House-Laying of a copy of "The 20th Annual Report ot the Tripura Small Industries Corporation Limited for the year 1984-85 as required under clause (b) of sub-section (3) of section 619-A of the Companies Act, 1959.

Now, I request the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries & Commerce Deptt. to lay the above Report on the Table on the House.

Shri Pabitra Kar (Minister) :—Mr. Speakr sir, I beg to lay a copy of the 20th Annual Report of the Tripura small Industries Corporation Limited on the Table of the House

Mr Speaker :—Now the Business before the House-Laying of a copy of "The Accounts of the Tripura Jute Mills Limited for the year ended 31st March, 1987 as required under clause (b) of sub-section (3) of secticn 619—A of the Companes Act. 1956.

Now, I request the Hon'ble Minister-in charge of the Industries & Commerce Deptt. to lay the above Report on the Table of the House.

Shri Pabitra Kar (Miniater) :—Mr. Speaker sir, I beg to lay a copy of the Accounts of the Tripura Jute Mills Limited for the year ened 31st March 1917 on the Table of the House.

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের সভায় পেশ করা রিপোর্টগুলির প্রতিলিপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

GOVERNMENT BILLS Introduced

মিঃ স্পীকার : সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো— "The Tripura District Peanning Committee Bill, 2000, (Tripura Bill No. 13 of 2000." উত্থাপন।

আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উত্থাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

Shri Manik Sarkar (Chief Minister) :— Mr Speaker sir, I beg to move for leave to introduce" "The Tripura District Planning Committee Bill, 2000 (Tripura Bill No. 13 of 2000).'

মিঃ স্পীকার :— এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত মোশানটি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হলোঃ— "The Tripura District Planning Committee Bill.2000(Tripura Bill No. 13 of 2000)." এই সভায় উত্থাপন করার অনুমতি দেওয়া হউক। এই সভা অনুমতি দিয়েছেন কাজেই বিলটি উত্থাপিত হলো।

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যাসূচী হলো "The Tripura Municipal (Amendment) Bill, 2000 (Tripura Bill No. 14 of 2000) উত্থাপন। আমি এখন নগর উন্নয়ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উত্থাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

শ্রীসুধীর দাস (মন্ত্রী): –মিঃ স্পীকার স্যার,"The Tripura Municipal Amendment) Bill, 2000(Tripura Bill No. 14 of 2000)" এই সভায় উত্থাপন করার জন্য আমি অনুমতি চাইছি।

মিঃ স্পীকার :— এখন নগর উন্নয়ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত মোশানটি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হলো :— "The Tripura Municipal (Amendment) Bill, 2000 (Tripura Bill No. 14 of 2000)" এই সভায় উত্থাপন করার অনুমতি দেওয়া হউক। (মোশানটি ধ্বনি ভোটের মাধ্যমে গৃহীত হলো) এই সভা অনুমতি দিয়েছেন কাজেই বিলটি উত্থাপিত হলো।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের সভায় উত্থাপিত বিলগুলির প্রতিলিপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো,"প্রাইভেট মেম্বার রিজিলিওশন। যেহেতু বেলা একটার সময় বিজনেস এডভাইজারী কমিটির মিটিং আছে কাজেই প্রাইভেট মেম্বার রিজিলেউশানটি আজকে দ্বিতীয় বেলায় উত্থাপন করা হবে। আমি এখন বিজনেস এডভাইজারী কমিটির মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করব বেলা ১ (এক)টায় আমার চেম্বারে যাওয়ার জন্য। সুতরাং এইসভা আজকে বেলা ২ ঘটিকা পর্যান্ত মুলতবী রইল।

After Recess at 2.00 P. M.

SECOND REPORT OF THE BUSINESS ADVISORY COMMITTEE-Adopted

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, সভার পরবর্তী আলোচ্য বিষয় হলো, বিজনেস্ এ্যাড্ভাইসরী কমিটির দ্বিতীয় রিপোর্ট পেশ, বিবেচনা ও গ্রহণ করা

বর্তমান অধিবেশনের ২৯শে সেপ্টম্বর, শুক্রবার, ২০০০ইং তারিখ হইতে ৩রা অক্টোবর মঙ্গলবার ২০০০ইং তারিখ পর্য্যন্ত বিধান সভার বিভিন্ন আলোচ্য. বিষয়গুলি বিবেচনার জন্য "বিজনেস্ এ্যাড্ভাইসরী কমিটি" যে সময় নির্দ্দিষ্ট সুপারিশ করেছে সেই রিপোর্টটি পেশ করার জন্য আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোদ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, বিধানসভার বর্তমান অধিবেশনে ২৯শে সেপ্টেম্বর, শুক্রবার, ২০০০ইং তারিখ হইতে ৩রা অক্টোবর মঙ্গলবার তারিখ পর্যন্ত বিভিন্ন কার্যসূচী আলোচনার জন্য "বিজনেস্ এ্যাডভাইসরি কমিটি" যে সময় নির্ধণ্ট সুপারিশ করেছে তার দ্বিতীয় রিপোর্ট এই সভায় আমি পেশ করছি।

মিঃ স্পীকার :— এখন রিপোর্টটি হাউসে বিবেচনার জন্য এবং অনুমোদনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তাব উত্থাপন করতে আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করিতেছি যে, "বিজনেস এ্যাডভাইসরী কমিটি" কর্তৃক প্রস্তাবিত সময় নির্ঘণ্টের সহিত এই সভা এক মত।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি এখন আমি ভোটে দিচ্ছি প্রস্তাবটি হলো : — "বিজনেস্ এ্যাডভাইজরী কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত সময় নির্ঘণ্টের সহিত এই সভা একমত"।

শ্রীরতন লাল নাথ :— স্যার, আমার প্রশ্ন হলো প্রথমেই আমাদের ·· ।

মিঃ স্পীকার :—শুনুন রতন বাবু বিজনেস্ এ্যাডভাইসরী কমিটিতে কথা হয়েছে এই যে অধিবেশন এখানে গর্ভমেন্টের দিক থেকে কোন বিজনেস্ নেই।

শ্রীরতনলাল নাথ : গর্ভমেন্ট বিজনেস, নেই। গর্ভমেণ্ট বিজনেসের জন্যই তো এই বিল।

মিঃ স্পীকার : যে যে বিজনেস্ গুলো আছে এই গুলিই।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, আমাদের দাবী হলো ০৩. ১০. ২০০০ইং তারিখের শেসনটা ১৬.১০.২০০০ইং তারিখ করা হোক।

মিঃ স্পীকার : – এই ভাবে ট্রিট করা হয়েছে যে এবং এটাতে তারা একমত যে গর্ভমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া যে প্রিসইডিং অফিসার আছে তারা যে ভিউস্ এটার প্রতি সম্মান দেখানো। এটা এখানে বলা আছে এ্যাট লিষ্ট ৬০ দিন করা কিন্তু আমাদের এখানে ওরা সবাই একমত হয়েছেন অন্তত পক্ষে ৪০ দিন যাতে করা হয়। এই রকম একটা চিন্তা ভাবনা করেছেন। শুনুন গর্ভমেণ্টের দিক থেকে বলছে যে একেবারে বিজনেস্ নেই কাজেই পরবর্তী বাজেট যাতে অন্তত পক্ষে ৪০ দিন করা যায় এটা তারা দেখবেন।

শ্রীজওহর সাহা :— স্যার, যেহেতু ০৩.১০.২০০০ ইং তারিখ ষষ্ঠি পূজা তাই এটা ০৩.১০ ২০০০ইং তারিখ না করে এটাকে ডেকার করে দেন।

মিঃ স্পীকার :— না,না এটা হবে না।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— বিজনেস্ এ্যাডভাইসরী কমিটিতে সব দলের প্রতিনিধি আছে। এই প্রতিনিধিরা বসে এখানে সর্ব সম্মতি প্রস্তাব এনেছে এবং সবাই অনুমোদন করেছে।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (রাইমাভ্যালী) :— ঠিক আছে স্যার, তাই করুন আমাদের আপত্তি নেই।

মিঃ স্পীকার :— আজকে যেটা বলেছেন যে, এটা যেহেতু বিজনেস সেই কাজেই এটা আর এক্সটেণ্ড করা যাবে না।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— ০৩-১০-২০০০ইং তারিখ ওয়ার্কিং ডেইস্। ঐ তারিখে সবাই থাকবে।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, ৪০ দিন এবং ৬০ দিনের সমস্যায় আপনারা পড়েছেন। এটা মোটেই সমস্যা নয়।

স্যার, মাননীয় কেশব বাবুকে চেয়ারম্যান করে স্ট্যাণ্ডিং কমিটি গঠন করেছেন। এই কমিটির গঠন হওয়ার অর্থ হচ্ছে বাজেট পেশ করার পর জেনারেল ডিসকাসন্ অব্ হাউস্ উইল বি সাস্পেনডেড ফর ওয়ান্ মানথ্। কাজেই সেকেণ্ডারী বাজেট অধিবেশনে অবশ্যই ৪০ বা ৫০ দিনে হয়ে যায়। আর বাকি ১০ দিন অন্য কিছুতে ব্যবহার করা হয়।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার — যদি মনে করেন যে এটা আরও এক্স্টেণ্ড করতে হয় তাহলে মিনিয়াম ৬০ দিন করতে পারবে।

মিঃ স্পীকার : — মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি আমি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলঃ--"বিজনেস্ এড্ভাইসরী কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত সময় নির্ঘণ্টের সহিত এই সভা একমত"

MATTER RAISED BY MEMBER

শ্রীরতন লাল নাথ: —স্যার, আপনা কে একটা বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এবং আপনার মাধ্যমে রাজ্য সরকারের ও দৃষ্টি আকর্ষন করছি। পার্লামেন্ট থেকে রাজ্য সরকারকে এবং বিধান সভাকে অবহিত করা হয়েছে, এখানে স্যার, বি, সিনহা সচিব ত্রিপুরা সরকার, বি, সাহা কমিশনার ত্রিপুরা হাউসিং বোর্ড। আরেকটা হল এস, নাগ ইঞ্জিনীয়ার ইন্ চীফ, ওটা জায়গাতে তিনটি বৈষম্য দেখুন স্যার, হাউসিং বোর্ডের একটা অনুষ্ঠান হবে সেখানে চীফ্ গেষ্ট মাননীয় সদস্য শ্রীবাসু দেব মজুমদার। যেহেতু তিনি লোক্যাল এম, এল, এ,। সেকেণ্ড অক্টোবর একটা প্রোগ্রাম হবে বরদোয়ালীতে ওয়াটার ট্রিটম্যান্ট প্ল্যান্টের। এখানে মাননীয় সদস্য শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য কে করা হয়েছে স্পেশাল গেষ্ট। স্যার, উপজাতি কল্যান দপ্তর থেকে একটা প্রোগ্রাম হয়ে গেছে ২৭শে সেপ্টেম্বর, সুপারীবাগানএ, মাননীয় সদস্য সুদীপ রায় বর্মন সেখানকার নির্বাচিত প্রতিনিধি, উনার নামই নেই। এটা একটা দুঃখজনক ঘটনা। আমি ওটা জায়গার গর্ভনমেন্ট ইনভাইটেশন কার্ড প্লেস করলাম।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যেটা এনেছেন চীফ ইঞ্জিনীয়ার নাগ সাহেবের যে ব্যাপার সেখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আছেন আরবান মিনিষ্টার নিজে আছেন। মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, দপ্তর মিনিষ্টার প্রেসিডেন্ট, আরবান মিনিষ্টার চীফ গেষ্ট, একটা মিটিং কোন অবস্থায় দুইজনকে চীফ গেষ্ট করা যায় না।

শ্রীরতনলাল নাথ:— স্যার,উনার নামই তো নেই।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, যেহেতু দপ্তরের মিনিষ্টার আরবান দপ্তর উনাকে চীফ গেষ্ট করা হয়েছে, আমি তো নিজে দপ্তরের মিনিষ্টার হিসাবে স্বীকার করছি। সেখানে যিনি লোক্যাল এম, এল, এ আমরা ইনভাইট করেছি। আর এখানে তো এম, এল, এ আছেন কোন মিনিষ্টার নেই। আপনাদের দপ্তর যেটা বলেছে সেখানে ও লোক্যাল এম, এল, এ, সাধারনত কনভেনশান, ইস্যু সব দেওয়া, যাতে যে সব এলাকায় লোক্যাল এম, এল, এ দেখেন, অন্যান্য জনপ্রতিনিধি যারা থাকেন আমরা তাদের যুক্ত করার চেষ্টা করি। সেই জায়গার মধ্যে হয়তো বাদ পরে গেছে।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, পূর্ত দপ্তরের মন্ত্রী এমন কথা বলেছেন।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, যখন আমরা অপজিশান ছিলাম বলুক যে উনারা আমাদের নিমন্ত্রণ করেছে ? আমি ৮৮ থেকে ৯৩ পর্যন্ত সময়ের কথা বলছি। এটার জন্য পার্ল-মেন্ট বা এসেম্বলী কোন ইনস্ট্রাকশান থাকে না।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসুদীপ রায় বর্মন :— আপনার যদি স্মরণ থাকে, আপনি এই হাউসে একটা জিনিষ পাঠ করেছিলেন স্যার। পার্লামেন্ট থেকে একটা সার্কুলার আপনার কাছে এসেছিল যেখানে যে লোক্যাল এম, পি, কিংবা এম, এল, এ, থাকুক অটমেটিক হি উয়িল বি দ্যা চীফগেষ্ট আইদার হি ইজ টু বি দ্যা চীফ গেষ্ট অর হি ইজ প্রিসাইড ওভার দ্যা গর্ভণমেন্ট প্রোগ্রাম। আপনি এই বিধানসভাতে এটা পাঠ করেছিলেন। ওয়ান এণ্ড হাফ ইয়ারস এণ্ড।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) — স্যার, মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন এটা সেন্ট্রাল গর্ভণমেন্টের কোন অনুষ্ঠানে হয়। এখানে যখন রেল উদ্বোধন হল মেম্বার অব পার্লামেন্ট সেই সময় আমাকে প্রেসিডেন্ট করেছিল মিটিং এর মধ্যে এই আগরতলাতে। সুতরাং যেটা বলছেন লোক্যাল এম, পি হলে পরে তাকেও ঐ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করতে হবে। এই রকম কোন নিয়ম নেই।

মিঃ স্পীকার :— তবে আমার মনে হয় তাকে আনার দিতে হবে।

শ্রীবাদল চৌধুরী : - স্যার, আমি খুলাখোলি ভাবে বলছি এখানে তো লুকানোর কিছু নেই। আগরতলায় ওয়াটার সাপ্লাই এর ব্যাপারে কি ঘটনা হয়েছে, উনি শুধু একটা কথা বলে যাচ্ছেন। আমি বলছি চিঠিটা পড়লে সব সদস্যের কাছে পরিস্কার হয়ে যাবে সমস্ত সদস্যরা ইনভাইটেশন পেয়েছে। বিলোনীয়াতেও এটা বলেছি আমরা সব জায়গাতে এটা করি। হয়তো কোন জায়গাতে মিসটেক হতে পারে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া : - স্যার, উনি যে অভিযোগ আনছেন এটা ঠিক নয়। ১৯৯২ সালে বড়বাচাই বাড়ীতে আমাদের একটা ল্যাম্পস কমপ্লেক্সস উদ্বোধন অনুষ্ঠান ছিল সেখানে বিদ্যা দেববর্মা এম, এল, এ, উনি চীফ গেস্ট, উনিই উদ্বোধক এবং সব কিছু উনার পৌরহিত্যে হয়েছিল আমাদের আমলে। কাজেই

উনি বলছেনযে আমাদের সময় নিমন্ত্রনও পাকনি এটা ঠিক নয় নিমন্ত্রন শুধু না উনি নিজে উদ্বোধক। এখন যেটা মিনিস্টার ছাড়া করেন না। আমাদের সময় বিদ্যা দেববর্মাকে নিয়ে এই আয়োজন করেছিলাম।

মিঃ স্পীকার :— আচ্ছা তাহলে তো ভালই হয়েছে।

GOVERNMENT BILLS—Introduced

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো, 'The Salary Allowances and Pension of Members of Legislative Ascembly (Tripura) (Fifteenth Amendment) Bill, 2000 (Tripura Bill No. 15 of 2000) পাশ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন। আমি পরিষদীয় দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উত্থাপন করার জন্য।

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে, 'The Salary, Allowances and pension of Members of Legislative Assembly (Tripura) Fifteenth Amendmet) Bill, 2000 (Tripura Bill No 15 of 2000)." এই সভায় উত্থাপন করার জন্য আমি অনুমতি চাইছি"।

মিঃ স্পীকার : এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, পরিষদীয় দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো, "The Salary Allowances and Pension of Members of Legislative Assembly (Tripura) (Fifteenth Amendment) Bill, 2000 (Tripura Bill No. 15 of 2000)" অতএব, আলোচ্য বিলটিসভা কর্তৃক ধ্বনি ভোটে গৃহীত হলো"

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো, "The Salary and Allowances of Minister (Tripura) Eleventh Amendment) Bill, 2000 (Tripura Bill No 16 of 2000) এখন সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে, "The Salary and Allowances of Minister (Tripura) (Eleventh Amendment) Bill, 2000 (Tripura Bill No. 16 of 2000) এই সভায় উত্থাপন করার জন্য আমি অনুমতি চাইছি।

মিঃ স্পীকার : এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো :— "The Salary and Allowances of Minister (Tripura) (Eleventh Adendment) Bill, 2000 (Tripura Bill No. 16 of 2000)" অতএব আলোচ্য বিলটি সভা কর্তৃক ধ্বনি ভোটে গৃহীত হলো।

মিঃ স্পীকার : মাননীয় সদস্য মহোদয়গন, সভার উত্থাপিত বিলগুলির প্রতিলিপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী*নগেন্দ্র জমাতিয়া* :—স্পীকার এবং ডেপুটি স্পীকার এর সেলারী এলাউন্সের প্রস্তাবটা এইবার আসেনি কেন ?

মি স্পীকার :— কিসের ?

শ্রী*নগেন্দ্র জমাতিয়া* :—স্পীকার এবং ডেপুটি স্পীকারের সেলারী এলাউন্সের প্রস্তাব স্যার।

শ্রী*কেশব মজুমদার* (মন্ত্রী) : – স্যার, ওটা স্পীকার এবং ডেপুটি স্পীকার আলাদাভাবে থাকে না। স্টেট্ মিনিষ্টারের লেভেলেই এইগুলো হয়। সুতরাং এর সঙ্গে কাভার করা আছে। স্পীকার এবং ডেপুটি স্পীকার ডিপ্রাইভড হবে না। লিডার অব দি অপজিশানও আছে স্যার।

PRIVATE MEMBERS RESOLUTION—Negatived

মিঃ স্পীকার : সভার পরবর্তী কার্যসূচী হল প্রাইভেট মেম্বার রিজোলউশান। এটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীরতন লাল নাথ মহোদয়। আমি এখন রতন লাল নাথ মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনি এটাকে সভায় উত্থাপন করার জন্য।

মিঃ স্পীকার :— এখন সোয়া দুই ঘন্টা আছে। এই সময়টাকে আধে'ক করে ভাগ করে নিন।

শ্রী*রতন লাল নাথ* :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার প্রাইভেট মেম্বার রিজোউলশানের বিষয়টি হচ্ছে "এই বিধানসভা প্রস্তাব করছে যে, ত্রিপুরা রাজ্যে বিধান পরিষদ গঠন করা হোক"। স্যার, এটা আমরা এই বিধানসভায় প্রস্তাব এনেছি। এই বিধানসভার জন্য আমরা কোন আইন প্রনয়ন করতে পারব না। এই আইনটা প্রনয়ন করবে পাল'ামেন্ট। পাল'ামেন্ট ১৬৯ (১) অনুচ্ছেদে কিভাবে বিধানপরিষদ গঠিত হবে এবং এবোলিউশান হবে এটা পরিস্কার উল্লেখ রয়েছে। সেখানে ১৬৯ (১) সেই জন্য আমার প্রস্তাব কি ? ভারতীয় সংবিধানের ১৬৯ (১) ধারা মতে আমাদের এই বিধানসভায় প্রস্তাব করতে হবে। পাল'ামেন্ট যদি ইচ্ছা করে ত্রিপুরা রাজ্যে বিধান পরিষদ গঠন করার জন্য তবুও কেন্দ্রীয় সরকার পারবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা এই বিধান-সভাতে প্রস্তাব না পাঠাই। সুতরাং আমার প্রস্তাবটা ভারতীয় সংবিধানে ১৬৯ (১) ধারা মতে এটা বিধান পরিষদ বলে অনেকে লেজিশলেটিভ্ কাউনসিলও বলে। এটা বাই লেবেল অব, লেজিসলেশান অর্থাৎ টু হাউসেস্ বিধান পরিষদ আপার হাউস। বর্তমান ত্রিপুরায় এই প্রস্তাবটি যদি আমরা এই বিধানসভায় সর্ব স'ম্মলিতভাবে গ্রহন করি তবে এটা হবে বাস্তবচিত এবং সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত। স্যার, সংবিধানে ১৭১ (১) অনুচ্ছেদ অনুসারে বিধান পরিষদের সদস্য বিধানসভার মোট সদস্য সংখ্যার এক তৃতীয়াংশের অধিক হইবে না এবং তা কমপক্ষে ৪০ জন হতে হবে এটা হল ইণ্ডিয়ান কনস্টিটিউটশান মোতাবেক। যদিও পাল'ামেন্ট আইন করে জম্মু কাশ্মীরের জন্য এটা আবার বিলো ফোরটি হয়ে গেছে এখানে থারটি সিকস্। অবশ্য বিধান পরিষদের

সদস্যদের নির্বাচিত এবং মনোনীত এই দুই পদ্ধতিতে নিযুক্ত হবেন। ১৭১ (২) অনুচ্ছেদ উল্লেখ আছে পার্লামেন্ট যদি অন্যভাবে কোন আইন প্রনয়ন না করেন তবে ১৭১ (৩) অনুচ্ছেদ অনুসারে বিধান পরিষদ গঠিত হবে এবং কি কি পদ্ধতিতে হবে তা সংবিধানে উল্লেখ রয়েছে। (ক) বিধান পরিষদের মোট সদস্যের এক তৃতীয়াংশের মত নিয়মনুসারে এজ্‌ মে বি। এটা আবার ৪১ জন হলে মিলবে না। সেই জন্য এজ্‌ নিয়মানুসারে এজ্‌ মে বি কনস্টিটিউশানে উল্লেখ রয়েছে। সদস্যদের কারা নির্বাচিত হবেন। এক তৃতীয়াংশ ইলেকস্টেস্‌ কনসিসটিং অব্‌ মেম্বারস্‌ অব্‌ পৌরসভা, জেলা বোর্ড এবং লেবেল বডিস ইন্‌ দি স্টেট এবং কেন্দ্রীয় আইন অনুযায়ী গঠিত অন্যান্য সংস্থার সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হবে এক তৃতীয়াংশ। নেকষ্ট স্যার, বার ভাগের এক অংশের মত নির্বাচিত হবেন অত্যন্ত কমপক্ষে তিন বছরের পুরানো স্নাতক ডিগ্রি হোল্ডার, ভারতবর্ষের স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যারা তিন বছর আগে স্নাতক ডিগ্রি নিয়েছেন তাদের থেকে এবং তারা অবশ্যই ত্রিপুরার বসবাসকরী হতে হবে এবং তারা বারভাগের এক অংশ নির্বাচিত হবে। তারা অবশ্যই স্থায়ীভাবে ভারতের নাগরিক হতে হবে। যেমন ধরুন অন্তত: পক্ষে যারা তিন বছর ধরে শিক্ষকতাই নিয়োজিত আছেন তাদের ক্ষেত্রেও বার ভাগের এক অংশ এখানে নিয়োজিত করবেন। মাধ্যমিক স্ট্যাণ্ডার্ড থেকে শুরু করে ইউনিভারসিটি বা তার উপর পর্যন্ত যারা শিক্ষকতায় তিন বছর ধরে আছেন তাদের ক্ষেত্রেও বার ভাগের এক অংশ নির্বাচন করবেন। এবং এক তৃতীয়াংশ নির্বাচিত করবেন বিধায়কদের জন্য। বিধানসভার সদস্যরা যারা আছে তা আমরা নিজেরা জানতে পারবেন। কিন্তু অন্য কাউকে আমরা নির্বাচন করব এক তৃতীয়াংশ। বাকী যা থাকবে অর্থাৎ ওয়ান সিক্স সেটা মাননীয় রাজ্যপাল মনোনীত করবেন। ভারতের নির্বাচনের ১৭১ (৫) অনুচ্ছেদ অনুসারে উনি নিয়োগ করবেন সদস্যদের। যারা সাহিত্য, বিজ্ঞান কলা, সমবায় আন্দোলন সমাজ সেবা বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান, সাংবাদিক এবং কৃতি নাগরিক রাজ্যপাল নিয়োগ করবেন। বিধান পরিষদীয় ক্ষেত্রে বয়স ত্রিশ বৎসর হতে হবে। গণভোটের দ্বারা পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হবে। বর্তমানে বিভিন্ন রাজ্য বিধান পরিষদ রয়েছে। বিহারে বিধান সভার সদস্য সংখ্যা ৩২৫ এবং বিধান পরিষদ সংখ্যা রয়েছে ৯৬। জম্মুকাশ্মীরে বিধানসভা সদস্য সংখ্যা ৭৬ এবং তাদের বিধান পরিষদ ৩৬। কর্ণাটকে ২২৫। বিধান পরিষদ সংখ্যা ৭৫। মহারাষ্ট্রে ২৮৯ এবং বিধান পরিষদ ৭৮. উত্তরপ্রদেশে ৪২৬ এবং বিধান পরিষদ সংখ্যা ১০৮। আমাদের রাজ্যের বিধানসভার সদস্য সংখ্যা ৬০ বিধান পরিষদ সংখ্যা যারা এখানে আছেন তারা শুধু রাজনৈতিক প্রতিনিধিরা আছেন। কিন্তু এখানে বিধানপরিষদ কথাটা বুদ্ধিজীবী ও চিন্তাবিদরা আসতে পারেন। ফলে সমাজ গুরুত্ব পাবে। ত্রিপুরা রাজ্য সমৃদ্ধ হবে। ছাত্র সমাজের সঙ্গে অভিজ্ঞ শিক্ষকদের যোগাযোগ হলে প্রশাসনকে জনমুখী করে তুলবে।

এর ফলে যারা কৃতি সন্তান, সাহিত্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞানে, কলা, সমবায় আন্দোলন,

সাংবাদিকতা এবং সমাজ সেবায় সুনাম অর্জন করেছেন এবং অভিজ্ঞতা রয়েছে তাদেরকে প্রশাসনে যুক্ত করা সম্ভব হবে। যেমন ক্ষেত্রে আপার হাউস থাকায় ব্লীক পত্রিকার সম্পাদক আর.কে. করঞ্জীয়া রাজ্যসভায় নির্বাচিত হতে পেরেছেন। স্যার, বিধান পরিষদ প্রভাইডস চেকস এ্যাণ্ড ব্যালেন্স ইন ডিসাইডিং মেকিং প্রসেস বাই দ্য ল্য মেকিং বডি। একটা চেক এ্যাণ্ড ব্যালেন্স থাকবে। একটা একটা বিল ছুট করে করে দিলাম লাইক 'গ্রাম রক্ষী বাহিনী বিল' যার জন্য সিলেকট কমিটি করতে হল, বিভিন্ন রাজ্য ঘুরতে হলো। আজকে যদি আপার হাউস থাকত তাহালে সেখানে চেক এ্যাণ্ড ব্যালেন্স থাকতে পারত। স্যার আমার নেকস্ট পয়েন্ট হলো বিধান পরিষদ হলো সেকেণ্ড থট এর একটা ব্যবস্থা। এখানে কোন বিল পাস হউক আর না হউক ইট ইজ নট এ মেটার। কিন্তু ওয়াইড ডিসকাশান হবে। এটা গনতন্ত্রের একটা ব্যবস্থা। সেখানে বিভিন্ন ইস্যু গুলি বিবেচনা করার সুযোগ থাকবে। স্যার, রাজ্যে দীর্ঘকালীন সন্ত্রাসবাদী কার্যাকলাপ সার্বিক ভাবে মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিকে বিধান পরিষদের মাধ্যমে সরকারী প্রশাসন যুক্ত করা সম্ভব হবে। এতে করে কোন বিশেষ জাতিগোষ্ঠী উপেক্ষিত বা অবজ্ঞার শিকার হয়েছেন এই সাংঘাতিক বিষয়টির সার্বিক ভাবে মোকাবিলা করা অনেকটা সম্ভব হবে। স্যার, ভারতবর্ষ একটা বিরাট দেশ। সেখানে ত্রিপুরা অত্যন্ত ক্ষুদ্র রাজ্য এবং এখানে ৬০ জন বিধান সভা সদস্য রয়েছেন। এখানে উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে ১৯ টি জাতি গোষ্ঠী রয়েছে, ও.বি.সি সম্প্রদায় রয়েছে ৪০এর উপর, এস সি-র ৩২ টি জাতিগোষ্ঠী রয়েছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে এখনও কাইপেং ও মুড়াসিং জাতিগোষ্ঠীর এখনও পর্য্যন্ত প্রতিনিধিত্ব করতে পারেননি। এমন আরও আছে যেমন- সূত্রধর, মুণ্ডা, এস. সির মধ্যে রয়েছে ধোবা, এখনও পর্য্যন্ত তাদের কোন প্রতিনিধি হতে পারে নি। আজকে এখানে বিধান পরিষদ গঠিত হলে কিছুটা হলেও এই সমস্ত জাতি গোষ্ঠীর লোক প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে। স্যার, বিভিন্ন রাজ্য বিধানপরিষদের অস্তিত্ব প্রমান করেছে যে বিধান পরিষদ সৃষ্টির যৌক্তিকতা এবং প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। স্যার অনেক সময় দক্ষ রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক বাক্তিত্ব নানা কারনে নির্বাচিত হতে পারেনা। কিন্তু আমাদের রাজ্যে দক্ষ প্রশাসকের প্রয়োজন রয়েছে। এটা অস্বীকার করা যায় না। বিধানপরিষদ হলে সেখান থেকে দক্ষ ব্যাক্তিদের মন্ত্রীসভায় অংশ গ্রহন করার সুযোগ রয়েছে। বিধানপরিষদে যারা আছেন, তাঁরা মন্ত্রী সভায় নির্বাচিত হতে পারেন। সেইজন্য বিধান পরিষদ গঠিত হওয়া প্রয়োজন এবং বিরোধী নেতৃত্বের স্বার্থে স্যার, আমার নেকস্ট পয়েন্ট হলো, এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, বিভিন্ন সদস্য প্রশ্ন তুলতে পারেন এর ফলে অনেক সময় এবং অর্থের অপচয় হবে। সময় বেশী লাগাটা বড় কথা নয়। রাজ্যের স্বার্থে সময় বেশী লাগবে। অনেকে বলেছেন বিধান পরিষদে যদি কোন একটা রাজনৈতিক দল থাকে এবং বিধান সভায় যদি অন্য কোন রাজনৈতিক দল থাকে তাহলে সমস্যা দেখা দেবে, কোন বিল পাস হবে না। কিন্তু অর্থ বিলের

ব্যাপারে এই কথা চলবে না। অর্থ বিল হাউসে গেলে সেখানে তাদের রিকমেণ্ডেশান থাকবে, এবং সাজেশান থাকতে পারে। ইচ্ছা করলে বিধানসভা এটা মানতে পারে, আবার না মানলেও আপত্তি নাই। এটা মেণ্ডেটরী না। এই প্রশ্ন উঠলে, এই আশংকা অমূলক। স্যার, সংবিধান অনুযায়ী যেহেতু বিধান পরিষদের সদস্য সংখ্যা ৬০ রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে, তাই এমন কিছু বেশী খরচ রাজ্যবাসীকে বহন করতে হবে না। কারন, প্রতিনিধিত্ব মূলক বিষয় যেমন ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত, স্বশাসিত জেলা পরিষদের খরচ রাজ্যবাসীকে বহন করতে হচ্ছে। ফর দি ইন্টরেষ্ট অফ দি পিওপিল, রাজ্যবাসীর স্বার্থে যদি হয়, সেখানে কি খরচ হল না হল ইট ইজ নট মেটার। এই-ত আজকে বিকেন্দ্রীকরনের স্বার্থে হাউসে ডিস্ট্রিক্ট প্ল্যানিং কমিটি বিল আমরা প্লেইস করেছি। সুতরাং রাজ্যের স্বার্থে এটা হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। স্যার, বিধানপরিষদ হলে কোন রাজনৈতিক দলের লাভ হবে কিনা এই নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। না রাজনৈতিক দলের কোন লাভ হবে না, উপকৃত হবে সমগ্র সমাজ। আমাদের দেশের কয়েকটা রাজ্যে বিধান পরিষদ রয়েছে। যেহেতু বিধান সভায় নির্বাচিত সদস্যরা বিধান পরিষদের নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা নেবেন তাই শাসক দলের ক্ষতির আশংকা ও অমূলক। যদি কেউ সন্দেহ করে থাকেন যে, মাননীয় সদস্য এই জিনিষটা উঠিয়েছেন বিশেষ কোন উদ্দেশ্য নিয়ে, না কোন উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য হল ফর দি ইন্টরেস্ট অফ দি পিউপল অফ ত্রিপুরা। বরং সর্বস্তরের সমাজ থেকে প্রতিনিধিত্ব এসে এবং ক্ষেত্র বিশেষ সর্বদলীয় সহ মতের ভিত্তিতে বিধান পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হওয়ার যেহেতু সম্ভাবনা রয়েছে, তাই গণতান্ত্রিক পরিবেশে এটা অনেক বেশী সুমধুর এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতিতে আজকে সর্বদলীয় সহমত অত্যন্ত প্রয়োজন। আমরা উদাহরন স্বরূপ বলতে পারি পশ্চিম বাংলায় সর্বদলীয় মতের ভিত্তিতে প্রাক্তন সেনাধ্যক্ষ জেনারেল শংকর রায় চৌধুরী রাজ্যসভায় নির্বাচিত হয়েছেন। শুধু রাজনীতিবিদরাই দেশের সমস্যা বুঝেন, এই যুক্তি কখনই গ্রাহ্য নয়। আমি আশা করব এই প্রস্তাব হাউস সর্ব সম্মতিক্রমে গ্রহণ করবেন। আমাদের বাদল বাবু তো ঘাবড়ে গেছেন। উনিত ফিনান্সের দিকে এক্সপার্ট। উনি যে কত বড় এক্সপার্ট তা-ত প্রমান হয়ে যাবে। যদি এখানে অসীম বাবু বা তাদের মত কেউ যদি আসেন তাহলে তার বিচার হয়ে যাবে। যাহোক আমি বিতর্কে যাচ্ছি না। আমার প্রশ্ন হল, ত্রিপুরা রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতিতে বিভিন্ন কমিউনিটির স্বার্থে, বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যেক, সাংবাদিক বিভিন্ন স্তরের মানুষ আসুক রাজ্যবাসীর স্বার্থে। এই ধরনের একটা প্রস্তাব আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠাব। না পাঠালে কেন্দ্র কিছুই করতে পারবেনা। এতে আমার মনে হয় কারো কোন ক্ষতির কারণ নাই। সেখানে বিভিন্ন স্তরের মানুষ প্রতিনিধিত্ব করবে এবং রাজ্যে একটা সুখী সমৃদ্ধ ত্রিপুরা গড়ে উঠবে এবং এই প্রস্তাব আশা করি সবাই গ্রহণ করবেন। এই কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। (ধন্যবাদ)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় বিধায়ক রতন লাল নাথ মহোদয় যে প্রস্তাব এনেছেন এটা একটা গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোর অঙ্গ। প্রথম গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয় ইউনাইটেড কিংডম-এ অর্থাৎ ইংল্যাণ্ড-এ। সেখানে মেগনাকাটা অনুসারে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু হয়। দুইটি পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়। একটা হচ্ছে হাউস অফ লর্ডস এবং হাউস অফ কমন্স। জনগনের দ্বারা নির্বাচিত সদস্যরা এবং ঠাকুর কর্তারা রাজ পরিবারের ব্যরন, লর্ডস, ভি. ও তাদের নিয়ে একটা সভা করা হয়েছিল। কারন হাউস অফ কমন্সে যারা নির্বাচিত হয়ে আসেন তারা নিম্ন বর্ণের লোক। তাদের মধ্যে হয়ত শাসন প্রনালী সম্পর্কে, রাষ্ট্রীয় যে মর্যাদা সেই সম্পর্কে, সঠিক ধারনা নাও থাকতে পারে কাজেই রাষ্ট্রীয় একটা কাঠামো বজায় রাখার জন্য হাউস অফ লর্ডস। তাদের সমর্থন দরকার, এভাবে এটা করা হয়েছিল পরবর্তীকালে ইউনাইটেড স্টেট্স অফ আমেরিকা যখন গঠন হয় অষ্টাদশ খৃষ্টাব্দে তখন তারা এটাকে পরিবর্তিতরূপ করে সিনেট এবং কংগ্রেস এই দুটো সভার মাধ্যমে গণতন্ত্রকে পোক্ত করার চেষ্টা করেন। এটা একটা লক্ষনীয় বিষয় যে, আজকে আমেরিকার গণতন্ত্র সব চেয়ে বেশী স্বীকৃত সফল ও জনমুখী। কারণ সেখানকার নির্বাচিত সদস্যরা সে সিনেটেরই হোক আর কংগ্রেসেরই হোক তারা সরাসরি প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত নন। তারা শুধু আইনসভার দিকটা দেখেন এবং আইন প্রনয়ন ও আইনের প্রয়োগ যাতে সঠিক হয় সেগুলি তারা বিচার বিবেচনা করেন। এই উদ্দেশ্যেই ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর এখানেও দুইটা হাউজ-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে. পার্লামেন্ট এবং বিধানসভা গুলিতে দুইটা কক্ষের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। পার্লামেন্টে লোকসভা এবং রাজ্যসভা, আর বিধানসভায় বিধানসভা এবং বিধানপরিষদ। বর্তমানে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, কর্ণাটক, জম্মু ও কাশ্মীর এই রাজ্য গুলিতে বিধান পরিষদ আছে। মধ্যপ্রদেশে অবশ্য বিধান পরিষদ গঠনের জন্য প্রস্তাব পাশ করা হয়েছে এবং পার্লামেন্ট থেকে অ্যাপ্রোভেল না দেওয়ায় প্রয়োজনীয় ইনস্ট্রাকশন্ ইস্যু না হওয়ার কারণে সেখানে এখনও সেটা গঠিত হয়নি। পশ্চিমবঙ্গ এবং পাঞ্জাবেও বিধান পরিষদ ছিল, ১৯৬৯ সালে আইন করে তারা নিজেরাই সেটা অ্যাভলিসড করেন। কাজেই তার পরিপ্রেক্ষিতে এখানে মনে হতে পারে যে, যেখানে অন্য রাজ্য অ্যাভলিসড করে দিয়েছে সেখানে ত্রিপুরায় নুতন করে এটা গড়ার প্রয়োজনীয়তা সত্যিই আছে কি না। এই রাজ্যের একটা ঐতিহাসিক দিক আছে. এই রাজ্য এককালে রাজন্য শাসিত ছিল। এখন এখানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়েছে এবং এখানে পাহাড়ী বাঙ্গালী দুইটা জাতি গোষ্ঠীর জনগণ বসবাস করছেন এবং উভয় গোষ্ঠীর মধ্যেই কিছু দুঃখ আছে, কিছু বেদনা ও ক্ষোভ আছে। কারও রাজনৈতিক, কারও অর্থনৈতিক, কারও সামাজিক। কাজেই এই দুঃখ বেদনা ও ক্ষোভকে প্রশমন করার এবং তার প্রতিনিধিত্ব করার একটা ব্যবস্থা থাকা দরকার। উত্তর পূর্বাঞ্চলের সাতটা রাজ্যের কোথায়ও বিধান পরিষদ নেই, এমন কি

আসামের মত রাজ্যেও বিধান পরিষদ নেই এবং তারা তা করেনি। তবে আসাম এবং ত্রিপুরার সমস্যা এক নয়। ত্রিপুরা রাজ্যে যে কারণে একটা অংশের তারা যে নামেই সংগঠন করুক, তারা বিধানসভার ফিফটি ফিফটি আসন দাবী করে আসছেন, মানে বাঙ্গালী ফিফটি আর উপজাতি ফিফটি এবং এই রকম একটা দাবী এখন ক্রমশ চাঙ্গা হয়ে উঠছে এর একটাই মাত্র কারণ যে, ফিয়্যার অব্ extenction হারিয়ে যাওয়ার ভয়, নিজের যে অস্তিত্ব তা যাতে ক্ষুন্ন না হয় তার জন্য একটা প্রচেষ্টা। এই কারণে রতন বাবুর এই প্রস্তাব আমার মনে হয় সময়োপযোগী। এখানে ট্রাইবেলদের মধ্যে কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠী আছে যারা বিধানসভায় সেই ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত কেউ কখনও নির্বাচিত হয়ে আসাতো দুরের কথা মনোনয়নও পাননি এবং পাবেনও না। চাকমা একটা বড় সম্প্রদায় আছে কিন্তু দুর্ভাগ্য বশত: অনেক সময় নির্বাচনে তারা হেরে যান, সেখানে যদি নন-চাকমা একজন ক্যানডিডেট দেওয়া হয় আর চাকমা যদি প্রতিযোগীতায় হেরে যান তাহলে তাদের প্রতিনিধিত্ব করতে কেউ পারেন না। অথচ চাকমা জনগোষ্ঠী এখানে ট্রাইবেলদের মধ্যে ৩য় স্থানে আছে। তার নীচে আছে মগ-রা, শুধু অঞ্জু মগ একজন আছেন যিনি তার নিজস্ব ব্যক্তিত্ব ও জনপ্রিয়তার কারণে হয়তো দুই কি তিন বার এম এল এ হয়েছেন। কিন্তু অ্যাজ্ অ্যা মগ বিধানসভায় আসার জন্য শুধু মগদের ভোটে নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা কোন দিন নেই। কারণ এটা ত্রিপুরী অধ্যুষিত ও সংখ্যা গরিষ্ঠ এলাকা এভাবে আরও আছে মুণ্ডা, সাঁওতাল, তারাও এস টি লিষ্টে আছেন, ১৯টা শ্রেণী এস টি লিষ্টের মধ্যে আছে। তবে আমাদের এস টি-র সঙ্গে তাদের এস টি-র আকাশ পাতাল ব্যবধান। কারণ তারা হল দ্রাবিড়িয়ান গোষ্ঠীর, আর আমরা হলাম মঙ্গোলিয়ান। আমাদের সঙ্গে তাদের ভাষা ঐতিহ্য কোনটারই মিল নেই।

কাজেই কোন কারনে এই সিমানা ১ নাম্বার এস, টি, রিজারবেশান হওয়া সত্বেও এখন পর্যান্ত কখনো কোনদিন কোন সাঁওতাল, ভীল, মুণ্ডাকে নির্বাচনে দাঁড়াতে বা নমিনেশন পেতে কেউ কখনো শুনেননি এবং হবেও না। কারন সেখানে ত্রিপুরীরা অত্যন্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ। এই কারনে এটা একমাত্র প্রতিফল ঘটতে পারে যদি একটা আপার হাউস গঠন করা যায় এবং এখানে প্রতিনিধিত্বমূলক সুবিধা দেবার ব্যবস্থা করা যায়। তেমনি করে বাঙ্গালীদের মধ্যে কিছু সম্প্রদায় রয়েছে যেমন কপালী কোন এক সময় নরেশ রায় একবার এম, এল, এ, হতে পেরেছিলেন। এরপর আর কোন কপালী এম, এল, এ, হওয়াতো দুরের কথা, তারা নোমিনেশনও পাননি। কারন তারা স্ক্যাটার্ডলি বাস করেন। স্ক্যাটার্ডলি না হয়ে তারা যদি এক জায়গা বাস করতেন তাহলে তাদের নোমিনেশন, তাদের জয়যাত্রা রোধবার কোন উপায় ছিলনা। এখানে আরো অনেক সম্প্রদায় রয়েছে বাঙ্গালীদের মধ্যে। সুতরাং এটা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিটাকে সুষ্ঠু রূপায়নের জন্য এবং ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীগুলিকে তাদের প্রতিনিধিত্ব মূলক, তাদের প্রতিনিধিত্ব যাতে সিউর করা যায় সে ব্যবস্থা করতে হবে। শুধু তাই নয় আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে এক সময় একটা প্রস্তাব দিয়েছিলাম যে,

আপনি একটা কিছু করুন, যাতে লোক বলতে পারে যে ত্রিপুরা একটা ছোট রাজ্য কিন্তু এখানকার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমানিক সরকার -হী ইজ অন-প্যারালাল। কিন্তু তিনি বললেন- কি করব আমি তো আর চন্দ্রবাবু নাইডু নই—যে তার মত এই করব সেই করব। কিন্তু চন্দ্রবাবু নাইডু আপনাকে হতে হবে না। জ্যোতি বসু আপনাকে হওয়ার দরকার নেই। কিন্তু আপনি একটা কিছু করুন যাতে করে আপনাকে সারা ভারতবর্ষের মানুষ অ্যাপ্রেইজ করতে পারেন। কাজেই এটা একটা গুড থিং যে এখানে একটা বিধানপরিষদ গঠন করলে এটা সারা ভারতবর্ষে হৈ চৈ পড়ে যাবে যে, ত্রিপুরা একটা ছোট রাজ্য যেখানে এথ্‌নিক্যালী হিস্ট্রিক্যালী, থাউজেণ্ডস্ অব্ ইয়ারস্ এখানে বাঙ্গালী-পাহাড়ীরা ঐক্যবদ্ধভাবে বাস করে আসছেন। সেই সম্প্রীতি আজ বিপন্নের মুখে। এটাকে আবার সুস্থিতি করার জন্য মাননীয় মাণিক সরকার এগিয়ে এসেছেন, এটা সারা বিশ্বে অভিনন্দিত হবে। কাজেই আমি আশা করব বামফ্রন্টের বন্ধুরা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণ, এম. এল, এ. মহোদয়গণ এই প্রস্তাবের বাস্তব দিকে লক্ষ্য করে অনুধাবন করে এখন না হোক পরবর্তী-কালে যাতে আমরা এটাকে পাশ করাতে পারি। এবং এটার একটা সুবিধা হলো সংবিধানের ১৬৯ (১) ধারায় এটাকে এমেণ্ডমেণ্ড করতে এই ৩৬৮ ধারায় দরকার হবে না। সিম্পলি মেজোরিটি মেম্বারস্ প্রেজেন্ট এর মধ্যে ২/৩ হয়ে গেলেই হয়ে যায়।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলছি যে, অনেকে মনে করেন যে রাজ্যসভা এটা হাতি পোষার খোরাকের মত আননেসেসারী একসপেণ্ডিচার, ঠিক সে রকম। কিন্তু আজকে রাজ্য সভা যদি না থাকতো পশ্চিমবঙ্গে গতকালকেই রাষ্ট্রপতির শাসন জারী হতো ৩৫৬ সেখানে হয়ে যেতো। রাজ্যসভায় বি, জে, পি, তথা এন, ডি, এ, সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই বলে আজকে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্টের প্রান-ভোমরা বেঁচে আছে। না হলে কবেই এই রাক্ষসীর প্রান ছিনিয়ে নিয়ে যেতো। কাজেই রাজ্যসভা এবং বিধান পরিষদ এটা আননেসেসারী নয়। এটা হচ্ছে সমাজের প্রকৃত যে সমস্যা সেটাকে প্রতিফলিত করার একটা অঙ্গ। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী শ্রীকেশব মজুমদার মহোদয়।

শ্রীকেশব মজুমদার মন্ত্রী : মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় সদস্য শ্রী রতনলাল নাথ মহোদয়, যে প্রস্তাবটা এখানে উত্থাপন করেছেন-আমি উনার সঙ্গে সহমত পোষন করতে পারছি না। পারছিনা বিভিন্ন কারণে বিশেষত মাননীয় সদস্য শ্রী শ্যামাচরন ত্রিপুরা যেটা উল্লেখ করেছেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গণতন্ত্রের প্রথম প্রকাশ ঘটেছে এবং তাও ম্যাগনাকাটা ইত্যাদির ব্যাপার। একটা জিনিষ মাননীয় সদস্য লক্ষ্য করেননি যে গনতন্ত্রের উদ্ভাবন হয়েছিল এই দেশে বা এখানে নিয়ন্ত্রিত আকারে। এর উদ্দেশ্যই হচ্ছে এই আপার হাউসটা তখনই গঠিত হয়েছিল এই কনসেপ্ট নিয়ে যে সাধারন নীচু অংশের যারা মানুষ আছে এরাতো হাউস অব কমন্সএ চলে যাবে এবার নিম্ন অংশের সাধারন মানুষের ভোটে। এখন এদের হাতে দেশটাকে ছেড়ে দেওয়াতো যায় না। তার জন্য

তাকে নিয়ন্ত্রিত যদি করতে হয় এইভাবে তাদের নিজেদের শ্রেণীস্বার্থে যাতে ব্যবহার করা যায় তাহলে পরে উপরের একটা চেক-ওয়াল রাখতে হবে যে ঐখানে গিয়ে যাতে সাধারন মানুষের পক্ষে যে সমস্ত কিছু আছে সেগুলি আটকে দেওয়া যায় এবং বিলম্বিত করা যায়। বিলম্বিত করার কথা যদি আমি ছেড়ে দিই, আমরা যদি দেখি তাহলে নিয়ন্ত্রিত আকারে যেই গণতন্ত্রকে মানুষের মধ্যে বিকশিত করার জন্য যে ব্যাপারটা তখন তৈরী হয়েছিল আজকে যেখানে মুক্ত গণতন্ত্রের কথা বলা হয় এবং বিকাশও ঘটছে সেইভাবে গণতন্ত্র বিকশিত হচ্ছে। সেই সময়তে এই জায়গাতে ফিরে যাওয়ার অর্থ আমি বুঝিনা। এটা বুঝা খুব মুশকিল। মুশকিল এই কারণে আমি বলতে চাই। এখানে যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে আমরা দেখব এখন তার বাস্তব ভিত্তি আছে কিনা সেটাও বিচার বিশ্লেষন ইত্যাদি করা দরকার। কারণ অমাদের সমাজটা ভাগ হয়ে গেছে বিভিন্ন শ্রেণীতে। বিভিন্ন শ্রেণীর সংঘাত ইত্যাদিও চলছে শ্রেণী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে মূল লড়াইয়ের ক্ষেত্রে। সুতরাং সেই জায়গায় যেখানে মানুষের চিন্তাভাবনা ইত্যাদি প্রেক্ষাপটে এখানে সরকার তৈরী হবে সেই অংশের মানুষের স্বার্থ ইত্যাদি সমস্ত কিছু রক্ষা করার জন্য আপার হাউসের চিন্তাভাবনা সেখানে যারা মানুষ কর্তৃক বঞ্চিত হয়ে গেলেন বা যাদের সেই ধরনের শ্রেণী ভিত্তিক ইত্যাদি নেই আমরা ওটার কম্পোজিশানটা লক্ষ্য করি তাহলে দেখব এই কারণে ও লক্ষ্য করা হয়েছে, ওটাও তৈরী করা হয়েছে, সংবিধান একটা শ্রেণী ভিত্তিক লক্ষ্য রেখে তা করা হয়েছে। এই ধরনের যারা গুণী, জ্ঞানী বিদ্বান ইত্যাদি এইসব নামের আড়ালে যারা এই সমাজকে নিয়ন্ত্রন করে দেশের অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রন করে বিশেষত বিভিন্ন বিগ হাউসের উচ্চ শ্রেণী সম্পন্ন যেসব লোকজন আছে নিজেদের স্বার্থ বড়লোক শ্রেণী এদের প্রতিনিধিত্ব নিয়ে ওখানে এটাকে তৈরী করা এটাই হচ্ছে মূল লক্ষ্য সেই কারণে আমি যেটা বলতে চাই আজকের লড়াইটা যেখানে গরীব ধনীর লড়াইতে পরিণত হয়ে গেছে গণতন্ত্রের বিকাশও সেইভাবে ঘটছে। নিচু অংশের মানুষের কথা আমরা যাদের বলি, এই বলার ক্ষেত্রে আমরা যদি তার কম্পোজিশান লক্ষ্য করি তাহলে দেখব উচ্চ কক্ষে কখনও কোন সময়তে যাদের কথা গণতন্ত্র যাদের রক্ষা করার জন্য আমরা কথা বলি তাদের প্রতিনিধিত্ব ওখানে বেশী হওয়ার কোন সুযোগ নেই। এই ইলেকট্রোরাল কলেজ সেখানে যা আছে ইলেকট্রোরাল কলেজগুলি যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে দেখব যে গরীব মানুষের প্রতিনিধিত্বের কোন সুযোগ সেখানে নেই তারজন্য এটা উপরের দিকে যারা এতকাল শ্রেণী স্বার্থে নিজেদের স্বার্থে এই দেশটাকে, গনতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রন! করেছেন মানুষের অধিকার পদধুলিত করেছেন এইভাবে গনতন্ত্রকে ধ্বংস করার জন্য আমাদের ভারতবর্ষে দেখছি যে, আমাদেরতো দুশ্চিন্তা হয়ে গিয়েছিল যে গনতন্ত্রের কথা আমরা বলছি যে গণতন্ত্রের বিকাশ আমরা ঘটাবার জন্য চেষ্টা হচ্ছে, গণতন্ত্র আর ফিরে আসবে কিনা এই রকম একটা চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছিল। জরুরী অবস্থা ইত্যাদি চাপিয়ে মানুষের সমস্ত

অধিকার কার্টেল করা এই ধরনের ক্ষেত্রেও আমরা দেখেছি গরীব মানুষের কোন সুযোগ ছিল না। সেখানে যাদের স্বার্থ রক্ষা করার বিষয় তারা সদ্ভাবে সেইগুলিকে রক্ষা করার চেষ্টা করছেন। সুতরাং সেই কারণে আমি অন্তত এই কনসেপটাকে যেটা বাতিল হয়ে গেছে এবং সব জায়গাতে প্রায় বাতিল হওয়ার মুখে। এতবড় ভারতবর্ষ যেখানে ৩১টা ছোট বড় রাজ্য মিলে রয়েছে সেই জায়গায় পাঁচ ছয়টার বেশী রাজ্যে এই ধরনের ব্যাবস্থা এখন পর্য্যন্ত নেই। সুতরাং তার জায়গায় এই ব্যবস্থাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা আমাদের মত রাজ্যে আমি এটাকে সঠিক বলে মনে করতে পারছি না এবং আমি ব্যক্তিগত ভাবে যেটা মনে করি এই যদি হয় তাহলে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার আরও বেশী খর্বিত হবে। স্যার, এটা আর একটা দিক যদি হয়, আমরা দেখি যেসব রাজ্যে উচ্চ কক্ষ আছে কোন সদস্য এই কথা বলতে পারেন কিনা যে সেই জায়গায় রাজনৈতিক দলগুলির অস্তিত্ব নেই। প্রত্যেকটা উচ্চ কক্ষ ইভেন পার্লামেন্টেও দেখুন না মাননীয় সদস্য শ্যামাচরণ ত্রিপুরা মহোদয় যে কথা বলেছেন তার যুক্তি যদি তাই হয় তাঁর যুক্তিটা যদি ধরি তাহলেও দেখব রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা সেখানে সমস্ত হাজির হন উচ্চ কক্ষ বলুন আর যাই বলুন। উচ্চ কক্ষে যদি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিদিরা হাজির হন তাহলে কোন ব্যক্তিবিশেষ তার দলের আইডোলজির বাইরে নয়। রাজ্যপালও যেটা পারেন বা রাষ্ট্রপতি আমাদের নিয়োগ করেন রাজ্যপাল নিয়োগ করেন। রাজ্যপালও নিজেরা নিয়োগ করতে পারেন না। সুতরাং সেই কারণে এই চিন্তাভাবনা এটা কেন হয় কি করে হয় যে রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা যারা শুধু তারাই উচ্চ কক্ষে সদস্য নির্বাচিত হবেন এটার কোন কারণ নেই। সেখানে ইলেকট্রোরাল কলেজ আছে ছোট হউক বা বড় হউক ইলেকট্রোরেল কলেজটা বাধ্য, এর বাইরে কেউ থাকতে পারে না। আমরা বলতে পারি কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ এগুলির পরিস্থিতি কি হয়েছে? কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ এখানেও দেখা যায় পলিটিক্যাল পার্টিস তারা অংশ গ্রহণ করছে। এইভাবেই গনতন্ত্র তাকেই গনতন্ত্র বলে। সুতরাং এটাকে এই রকম করার কোন বিষয় নেই। তার অধিকারকে গনতান্ত্রিক বিকাশকে এইভাবে স্তব্ধ করার জন্য আর একটা হাউসের জন্য চিন্তাভাবনা করার কোন ভিত্তি আছে বলে আমি মনে করি না। স্যার, অনেক কথাই বলা যায়। যিনি প্রস্তাব এনেছেন তাকে ইনটেলেকচ্যুয়াল বলব না এই কথা কে বলে? তিনিও একটা রাজনৈতিক দলের, রাজনৈতিক দর্শনে প্রভাবিত। সুতরাং রাজনীতির বাইরে এখানে কিছু আছে এখানে এটা ভাবার কারণ কি? কারণ নেই। শ্রেণী বিভক্ত সমাজের শ্রেণী স্বার্থের বাইরে কিছু থাকে এটা চিন্তা করার কোন কারণ নেই। সুতরাং সেই কারণ যার যার দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা সেই সেই পরিচালিত হওয়ার চেস্টা করছে। আমাদের রাজ্যের মত রাজ্য আমি অন্ততঃ মনে করি না এটার কোন বাস্তব ভিত্তি আছে। স্যার, এছাড়া বলেছেন মাননীয় সদস্য

রতনবাবু উনি বুঝতে পেরেছেন তার প্রস্তাবের অযুক্তিকতা কোন জায়গাতে আছে। সেই জন্য বলেছেন যে টাকা পয়সা ইত্যাদির প্রশ্ন আসবে অহেতুক বিলম্ব করার মত বিষয়গুলি আসবে। এইসব আগে বলে গেছেন। এটাতো একটা ফ্যাক্টর আমাদের মত রাজ্যে। আমাদের মত রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে এইগুলি ফ্যাক্টর। এই ছোট ছোট রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে আর একটা হাউসের অর্থ আর একটা পেরালাল, একটা অ্যাডমিনিষ্ট্রেশন-এর ব্যাপার সমস্ত কিছু এই খরচপত্র ইত্যাদি আছে। সুতরাং এটার কোন বিষয়বস্তু নেই। আর এছাড়া অন্য যেসব কথাবার্তা ইত্যাদি বলেছেন মাননীয় সদস্যরা এই কমিউনিটির কথাবার্তা বলেছেন। বরং আমাদের রাজ্যে আমরা এই কথা বলতে পারি ট্রাইবেলদের মধ্যে তার যে রিপ্রেজেনটেটিভ সেই রিপ্রেজেনটেশন সেখানে স্থিরকৃত আছে, এস, সিদের রিপ্রেজেনটেশন সেখানে সুরক্ষিত আছে, বরং আপার হাউসে গেলে এই সুযোগটা থাকবে না। সুতরাং সেই কারণে এই বিষয়গুলি লক্ষ্য করার ব্যাপার এবং আমাদের রাজ্যে যেখানে আমরা এভাবে বিকাশ করতে চাইছি সব অংশের মানুষের মধ্যে গনতান্ত্রিক এক চেতনা সম্প্রসারিত হউক, গনতান্ত্রিক এক বিষয়ের মধ্যে আসুক, মানুষ হচ্ছেন তার সব চেয়ে বড় বিচারক। সুতরাং মানুষের চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে আবার এখানে আসবে এর মধ্যে বাঁধা কোথায় ? এরমধ্যে কোন বাঁধা থাকতে পারে না সেই কারণে আমি অন্য কথা বার্তা না বলে আমি এইটুকু বলতে চাইছি যে মাননীয় সদস্য এটা বুঝুন আমাদের রাজ্যের মত একটা ছোট্ট রাজ্য যেখানে আমরা প্রতিটি রিজার্ভেশনের জন্য প্রতিটি জনগোষ্ঠী, জাতিগোষ্ঠীর বিকাশের জন্য রাজ্য সরকার চেষ্টা করছে এই হাউসে বার বার তাদের অধিকার ইত্যাদি নিয়ে সমস্ত আলোচনা করছেন, এখন ঐ ধরনের আর একটা যদি আপার হাউস তৈরী হয় তাহলে সেইসব স্বার্থ বিঘ্নিত হওয়ার ক্ষেত্রে আর একটা ব্যাপার সেখানে ঘটবে। তাই আমি অনুরোধ করব মাননীয় সদস্য অহেতুক এই বিষয়টাকে সামনে না এনে এই ধরনের ব্যাপার তৈরী না করে তিনি যদি এই প্রস্তাবটাকে তুলে নিয়ে যান তাহলে সব চেয়ে ভাল হয়। বরং আমি মনে করি সেটা হলে এখানে যে মুক্ত গনতন্ত্র বিকাশের যে ক্ষেত্র সেইক্ষেত্র প্রসারিত হবে। সুতরাং এই কথা বলে উনার প্রস্তাবে সহমত হতে পারছি না। এই আমার মনোভাব ব্যক্ত করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

শ্রী রতনলাল নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার আশংকা ছিল যে ট্রেজারী বেঞ্চ থেকে এই ধরনের অবশ্য মাননীয় পরিষদীয় মন্ত্রী উনি জানেন না আমি বলব না, বুঝে না এটাও বলব না। ভারতের সংবিধান উনি শিক্ষক মানুষ ছিলেন পাণ্ডিত্য আছে এরমধ্যে কোন সন্দেহ নেই। সংবিধান পড়েছেন এটাও বুঝেছি। কি কি সুযোগ- সুবিধা আছে আপার হাউস হলে এটা আমি আগে মেনশন করেছি। বিলম্ব হবে যে কথাটা আমি বার বার বিশেষ করে বলে

দিয়েছি যে বিলম্ব নিয়ে বেশি আশংকা থাকার কথা, সেই বিলম্ব হবে না। যেমন মানি বিল। মানি বিল আপার হাউসের কোন কিছু করার নেই। বিধানসভা. পার্লামেন্টে বিল. পাশ হবে আপার হাউসে যাবে ১৪ দিনের মধ্যে তারা পাঠাতে বাধ্য অনুমোদন দিয়ে বা না দিয়ে। গনতন্ত্রের মূলমন্ত্র হচ্ছে ডিসেন্ট্রালাইজেশান। সেটি করবেন কি করবেন না সেটি আপনাদের ব্যাপার। যেহেতু আপনারা সরকারে আছেন আপনারা মেজরিটি। ভারতবর্ষে শুধু মাত্র ত্রিপুরা রাজ্য সি, পি, এম, দল সেই ফ্যাসিবাদ কায়দায় চলতে ভালবাসেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে সইবুদ্দিন তার ধর্মতন্ত্রের কথা বলে রাজনীতির কথা বলে না। সেখানে গণতন্ত্র কায়েম আছে। আজকে ডিস্ট্রিক প্ল্যানিং এর বিল আছে। সেটি কিন্তু বিকেন্দ্রীকরনেই একটা দিক। তাহলে কেন দুমুখী হবে। এখানে মাননীয় মন্ত্রী বলার পরে আর কেউ কিছু বলবে না। একজন বুঝুক বা না বুঝুক একজন লাল ঝাণ্ডা নিয়ে রওয়ানা দিলে আর সবাই লাল ঝাণ্ডা নিয়ে রওয়ানা। যাই হোক আমরা আমাদের চিন্তা বুদ্ধি থেকে এখানে এই প্রস্তাব এনেছি আজকের রাজ্যের পরিস্থিতিতে এইগুলি খুবই দরকার। আশা করি আমাদের রাজ্যের বামফ্রন্ট বা সি পি এম আগামী কিছু দিন পরে হলেও তাদের বুদ্ধির উদয় হবে, সুমতি হবে তাই আমি অনুরোধ করছি আজকে আমি এনেছি এই প্রস্তাব আগামী দিনে আপনারা এনে এগুলিকে পাশ করবেন এই অনুরোধ রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : - আমি এখন মাননীয় সদস্য কর্তৃক আনীত প্রস্তাবগুলি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হচ্ছে "ত্রিপুরা রাজ্যে বিধান পরিষদ গঠন করা হোক"।

রিজেউলেশনটি সভা কর্তৃক বাতিল বলে ঘোষনা করা হলো"

এই সভা আগামী ৩রা অক্টোবর (মঙ্গলবার) বেলা ১১-০০ ঘটিকা পর্য্যন্ত মূলতবী রইল।

PAPER'S LAID ON THE TABLE ANNEXURE—'A'

(Questions and Answers)

Admitted Starred Question No. 1

Name of the Member :— Shir Samir Deb Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Social welfare & Social Education. Department be pleased to stated.

প্রশ্ন

১। রাজ্যে স্বাক্ষরোত্তর কর্মসূচী বর্ত্তমানে কোন কোন জেলায় চালু আছে।

২। কোন জেলায় কতটি জনশিক্ষা নিলয়ম চালু আছে ?

৩। স্বাক্ষরোত্তর কর্মসূচীতে অংশ গ্রহণকারী সরকারী কর্মচারী, স্বেচ্ছাসেবক ও ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা কত ?

উত্তর

১। রাজ্যে স্বাক্ষরোত্তর কর্মসূচী ২০০০ইং সালের জানুয়ারী মাসে পশ্চিম ত্রিপুরা, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা, উত্তর ত্রিপুরা জেলা ও ধলাই জেলায় স্বাক্ষরোত্তর কর্মসূচী সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে প্রতিটি জেলাতেই প্রবহমান শিক্ষা কর্মসূচী প্রাথমিক ভাবে শুরু হয়েছে।

২। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ৬,০১২টি স্বাক্ষরোত্তর কেন্দ্র ও ৩০০টি জনশিক্ষা কেন্দ্র চালু ছিল। বর্তমানে প্রবহমান শিক্ষা কর্মসূচীর প্রাক্ প্রস্তুতি হিসাবে ৩১টি জনশিক্ষা কেন্দ্র চালু আছে।

দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় ৩৮২১টি স্বাক্ষরোত্তর কেন্দ্র চালু ছিল এবং বর্তমানে মোট ১৮টি প্রবহমান শিক্ষা কেন্দ্র চালু আছে।

উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ২১০০টি স্বাক্ষরোত্তর কেন্দ্র এবং ১৭৭টি জনশিক্ষা কেন্দ্র চালু ছিল। বর্তমানে প্রবহমান কর্মসূচীর প্রাক্‌প্রস্তুতি হিসাবে ১১টি জন শিক্ষা কেন্দ্র চালু আছে।

ধলাই জেলায় ২৫০৯টি স্বাক্ষরোত্তর কেন্দ্র এবং ১৩০টি জনশিক্ষা কেন্দ্র চালু ছিল। বর্তমানে প্রবহমান শিক্ষা কর্মসূচীর প্রাক্ প্রস্তুতি হিসাবে ২৩টি জনশিক্ষা কেন্দ্র চালু আছে।

৩। স্বাক্ষরোত্তর কর্মসূচীতে অংশ গ্রহণকারী সরকারী কর্মচারী, স্বেচ্ছা সেবক ও ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা নিম্নরূপ :—

কর্মচারী	স্বেচ্ছা সেবক
৮২০ জন	১৬, ৯৭২ জন

ছাত্র	ছাত্রী	মোট
১,৪৯,১৬৯ জন	২,৫০,৮৪২ জন	৪,০০,০১১ জন।

Admitted Starred Question No. 2

Name of the Member :— Shri Nagendra Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be pleased to state

প্রশ্ন

১। অমরপুর মহকুমার তেতুই হাইস্কুল, সোনাছড়া টি.এম,সি হাই স্কুল ও পাহাড়পুর হাইস্কুলের পাকা গৃহ নির্মান করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?

২। বর্তমানে ঐসব বিদ্যালয় গৃহে সমস্যা আছে কিনা?

৩। থাকলে তা দূর করার কী পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে ?

উত্তর

১। অমরপুর মহকুমায় তেতুই হাইস্কুল ও পাহাড়পুর হাই স্কুল নামে কোন স্কুল নাই।

তবে তেন্তুইবাড়ী হাইস্কুল নামে একটি হাইস্কুল আছে এবং পাহাড়পুর মৌজায় নবীনরায়বাড়ী হাইস্কুল নামে আর একটি হাইস্কুল আছে। তেন্তুইবাড়ী হাইস্কুল, সোনাছড়া টি. এম, সি হাইস্কুল ও নবীনরায়বাড়ী হাইস্কুলের পাকা গৃহ নির্মানের আপাতত কোন পরিকল্পনা সরকারের নাই।

২। বর্তমানে ঐ স্কুল গুলিতে পাকা গৃহের সমস্যা থাকলেও কাঁচা গৃহের সমস্যা নাই।

৩। মাধ্যমিক স্তরে পাকা গৃহ নির্মানের জন্য অর্থ সংস্থানের চেষ্টা করা হচ্ছে।

Admitted Starred Question No. 6

Name of the Member :— Shri Anil Chakma.

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Social Welfare and Social education Departmсnt, be pleased to state.

প্রশ্ন

১। রাজ্যে মোট কয়টি অঙ্গনওয়াদী সেন্টার রয়েছে, তার মধ্যে কতটি সেন্টারের পাকা ঘর করা হয়েছে ;

২। অঙ্গনওয়াদী কর্মীরা কত টাকা বেতন পেয়ে থাকেন;

৩। উক্ত কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা আছে কি না ?

উত্তর

১। রাজ্যে বর্তমান মোট ২৫৩৭টি অঙ্গনওয়াদী সেন্টার রয়েছে। এরমধ্যে ৭২০টি সেন্টারের পাকা ঘর করা হয়েছে।

২। অঙ্গনওয়াদী কর্মী এবং অঙ্গনওয়াদী সাহায্যকারীদের বর্তমানে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রদেয় ভাতার পরিমান নিম্নরূপ :— Annexure—'A' -তে দেওয়া হল।

৩। উক্ত কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা আপাতত: নাই।

Apendix—'A'

অঙ্গনওয়াদী কর্মীদের বর্তমানে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রদেয় ভাতার পরিমান নিম্নরূপ :—

ক্রমিক নং	অঙ্গনওয়াদী কর্মীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার বিবরণ	কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ভাতার পরিমান (১৬-৫-৯৭)	রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ভাতার পরিমান(১-১-২০০০)	মোট ভাতার পরিমান
১।	মাধ্যমিক অনুত্তীর্ণ অঙ্গনওয়াদী কর্মী	৪৩৮.০০	৪০৫.০০	৮৪৩.০০

২।	মাধ্যমিক অনুত্তীর্ণ অঙ্গন-ওয়াদী কর্মী ৫বৎসর অতিক্রান্ত হলে	৪৬৯·০০	৪০৫·০০	৮৭৪·০০
৩।	মাধ্যমিক অনুত্তীর্ন অঙ্গন-ওয়াদী কর্মী ১০ বৎসর অতিক্রান্ত হলে	৫০০·০০	৪০৫·০০	৯০৫·০০
৪।	মাধ্যমিক উত্তীর্ণ অঙ্গন-ওয়াদী কর্মী	৫০০·০০	৪০৫·০০	৯০৫·০০
৫।	মাধ্যমিক উত্তীর্ণ অঙ্গন-ওয়াদী কর্মী ৫বৎসর অতিক্রান্ত হলে	৫৩১·০০	৪০৫·০০	৯৩৬·০০
৬।	মাধ্যমিক উত্তীর্ন অঙ্গন-ওয়াদী কর্মী ১০ বৎসর অতিক্রান্ত হলে	৫৬৩·০০	৪০৫·০০	৯৬৮·০০
৭।	অঙ্গনওয়াদী সাহায্যকারী কর্মী	২৬০·০০	৪০০·০০	৬৬০·০০

Admitted Starred Question No, 8

Name of the Member :— Shri Shyama Charan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Social Welfare and Social Education Department be please[illegible] o State.

প্রশ্ন

১। রাজ্য নতুন করে অঙ্গনওয়াদী কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা আছে কি ?

২। থাকিলে কয়টি এবং কোন্ কোন্ ব্লকে এবং

৩। না থাকিলে তার কারণ

উত্তর

১। হ্যাঁ, আছে..

২। ৮০৫টি অঙ্গনওয়াদী কেন্দ্র খোলার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রস্তাব পাঠানো হইয়াছে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে অনুমোদন পেলেই সব ব্লকে চাহিদা অনুপাতে অঙ্গনওয়াদী কেন্দ্র

খোলা হবে। ব্লকগুলোর নাম ও সংখ্যা Annexure—'B' দেওয়া হল।

৩। প্রশ্ন ওঠে না।

Annexure—'B'

ক্রমিক নং	ব্লকের নাম	নতুন অঙ্গনওয়াদী কেন্দ্র খোলার প্রস্তাবিত নাম্বার
১	২	৩
১)	কদমতলতা	৪১
২)	পানিসাগর	১৫
৩)	পেচারথল	২৩
৪)	দশদাকাঞ্চনপুর	১৮
৫)	কুমারঘাট	১৩
৬)	ছামনু	১৩
৭)	মনু	২
৮)	গণ্ডাছড়া	৭
৯)	সালেমা	১০
১০)	সাতচাঁন্দ	৪৮
১১)	রুপাইছড়ি	৭
১২)	বগাফা	৩
১৩)	রাজনগর	৫০
১৪)	মাতারবাড়ী	৫৫
১৫)	কিল্লা	৩০
১৬)	অমরপুর	৮১
১৭)	করবুক	১০
১৮)	মেলাঘর	৭৭
১৯)	বিশালঘর	২৫
২০)	ডুকলি	৫৪
২১)	জম্পুইজলা-টাকারজলা	৪৬
২২)	মোহনপুর	৮
২৩)	জিরানীয়া	৬

ক্রমিক নং	ব্লকের নাম	নতুন অঙ্গনওয়াদী কেন্দ্র খোলার প্রস্তাবিত নাম্বার
১	২	৩
২৪)	মান্দাই	২৪
২৫)	তেলিয়ামুড়া	৫০
২৬)	খোয়াই	৮৪
২৭)	তুলাশিখর	৫
	মোট	মোট ৮০৫

Admitted Starred Q. No.—09

Name of the member : Sri Joy Gobinda Deb Roy

Will the Hon'ble Minister–in-charge of the Education Department be pleased to state

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য রাজ্যের ছাত্র ছাত্রীদের এল, আই, জি স্টাইপেণ্ড পাওয়ার ক্ষেত্রে বৎসরিক আয় ৬০০০ (ছয় হাজার) টাকা অর্থাৎ মাসিক ৫০০(পাঁচশত) টাকা আয় দেখাতে হয়,

২। যদি সত্য হয়, তবে এই ইনকাম বার বাড়ানো হবে কিনা, এবং

৩। না হলে, কারণ কি ?

উত্তর

১। সত্য ।

২। পরীক্ষাধীন ।

৩। প্রশ্ন উঠে না ।

Admitted Starred Question No.—12

Name of the Member :— Shri Joy Gobinda Deb Roy.

Will the Hon'ble Minister-In-Charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে মেডিকেল কলেজ এবং আর একটি ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ স্থাপনের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?

২। থাকলে কবে নাগাদ এবং না থাকলে কারণ কি ?

৩। ১৯৯৯-২০০০ইং সালে এবং ২০০০-২০০১ইং সালে কতজন ছাত্র ছাত্রী ডাক্তারী ও ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ার জন্য রাজ্যের বাইরে সুযোগ পেয়েছে ?

উত্তর

১। উচ্চ শিক্ষা দপ্তরে রাজ্যে নতুন ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ খোলার কোন পরিকল্পনা নেই। বেসরকারী সংস্থার অধীনে রাজ্যে একটি মেডিকেল কলেজ খোলার প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

২। মেডিকেল কলেজ স্থাপনের ব্যাপারে উপরোক্ত তথ্য ছাড়া আরো কিছু তথ্য পরিপূরকে দেওয়া হলো। রাজ্যে নতুন ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ স্থাপন সম্বন্ধে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, রাজ্য সরকার রাজ্যের একমাত্র ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ ত্রিপুরা ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজটিকে আরও উন্নত এবং পরিবর্তিত করার প্রয়াস নিচ্ছেন। এই অবস্থায়, এই মুহূর্তে নতুন কোন ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ স্থাপনের কোন পরিকল্পনা নেই।

৩। উচ্চ শিক্ষা দপ্তর ও স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে ১৯৯৯—২০০০ এবং ২০০০—২০০১ সালে ইঞ্জিনীয়ারিং ও ডাক্তারী (মেডিকেল) কোর্সে পাঠানো ছাত্র ছাত্রীর বছর ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হল।

১৯৯৯—২০০০	ডাক্তারী —	৫৭ জন
Do —	ইঞ্জিনীয়ারিং —	৮৩ জন
	মোট —	১৪০ জন
২০০০—২০০১ —	ডাক্তারী —	৫৫ জন
Do —	ইঞ্জিনীয়ারিং —	৮৭ ,,
	মোট —	১৪২ জন

Admitted Starred Question No—14

Name of the Member : —Shri Joy Gobinda Deb Roy

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state

প্রশ্ন

১। উদয়পুর নেতাজী মহাবিদ্যালয়ে ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা কত ?

২। উক্ত কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে কত জন ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে এবং

৩। বিজ্ঞান বিভাগে কোন্ কোন্ বিষয়ে অনার্স পড়ার সুযোগ রয়েছে ?

উত্তর

১। উদয়পুর নেতাজী সুভাষ মহাবিদ্যালয়ে ছাত্র ছাত্রীর মোট সংখ্যা—১৪৪০ (বালক-৮৭৩ ও বালিকা-৫৬৭ জন)।

২। উক্ত কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে মোট—৮৭ জন ছাত্র ছাত্রী রয়েছে। এর মধ্যে বালক—৬০ ও বালিকা—২৭ জন।

৩। ঐ কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে কোন বিষয়ে অনার্স পড়ার সুযোগ আপাতত নাই।

Admitted Starred Question No—17

Name ot the member :—Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be eilased to state :

প্রশ্ন

১ ত্রিপুরা ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে ইনফরমেশন টেকনোলজি ও ইলেকট্রনিকস্ বিভাগ খোলার পরিকল্পনা রয়েছে কিনা ?

২। উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে রাজ্যে বেসরকারী স্তরে কারিগরী কলেজ স্থাপনের ব্যাপারে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে কোন উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে কিনা ? এবং

৩। না নেওয়া হয়ে থাকলে এর যথার্থ কারন কি ?

উত্তর

১। ত্রিপুরা ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে ২০০১—২০০২ শিক্ষা বর্ষ থেকে ইনফরমেশন টেকনোলজি ও ইলেকট্রনিকস্ ও টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনীয়ারিং ডিগ্রী কোর্স খোলার জন্য এ. আই. সি. টি ই-র কাছে অনুমোদন চেয়ে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে।

২। এ রকম কোন উদ্যোগ নেওয়া হয় নি।

৩। এরকম কোন প্রস্তাব নেই।

ANNEXURE—'B'

Admitted Un-Starred Question No—1

Name of the member :—Shri Samir Deb Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department to pleased :o state :

প্রশ্ন

১। খোয়াই শহরে অবস্থিত পূর্নিমা হাইস্কুলটির গৃহ গুলি কোন্ সালে নির্মিত হয়েছিল এবং

২। বর্তমান বৎসরে বিদ্যালয়টির জন্য নতুন বাড়ী নির্মান করার পরিকল্পনা নেওয়া হবে কিনা ?

উত্তর

১। খোয়াই শহরে অবস্থিত পূর্নিমা হাইস্কুলটির গৃহগুলির ১৯৭৪ সালে নির্মিত হয়েছিল ।
২। শিক্ষা দপ্তরের টাকায় বর্তমান অর্থ বৎসরে বিদ্যালয়টির জন্য নতুন বাড়ী নির্মান করার কোন পরিকল্পনা নাই । তবে সাংসদ তহবিল থেকে প্রাপ্ত ৮ লক্ষ টাকায় বিদ্যালয়টির একটি পাকা বাড়ী নির্মান করার কাজ সহসা হাতে নেওয়া হবে ।

Admitted Un-Starred Question— 2

Name of the Member— **Shri Nagendra Jamatia**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Sch. castes, O B, Cs & Minorities Welfare Deptt. be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। রাজ্যে সংখ্যালঘু বলতে কাদের বোঝায় এবং বর্তমানে তাদের সংখ্যা কত ?
২। তাঁদের উন্নয়নে ও কল্যানে কোন কোন কর্মসূচীতে (১৯৯৯-২০০০ইং) অর্থবর্ষে কি পরিমান ব্যয় হয়েছে;
৩ বর্তমান আর্থিক বর্ষে এইখাতে বরাদ্ধের পরিমান কত ?

উত্তর

১। রাজ্যে নিম্নলিখিত সম্প্রদায়গুলিকে সংখ্যালঘু হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে :—
ক) মুসলমান। খ) শিখ। গ) বৌদ্ধ (তপঃ উপজাতি নন) ঘ) খ্রীষ্টান ঐ)
১৯৯১ইং সনের আদমসুমারী অনুযায়ী রাজ্যে বসবাসকারী ধর্মীয় সংখ্যা লঘুদের সংখ্যা নিম্নরূপ :—

ক) মুসলমান— ১৯৮২৭৪ জন
খ) শিখ — ৭৬১ জন
গ) বৌদ্ধ — ১২৮০০৯ জন
ঘ) খৃষ্টান (তপঃ উপজাতিসহ)

৪৬৫৬২ জন

২। ১৯৯৯-২০০০ইং সনের প্রকল্প ভিত্তিক ব্যয়ের হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল :—

ক্রমিক নং—	প্রকল্পের নাম	ব্যায়ের পরিমান
১।	শিক্ষা বিষয়ক বুকগ্রাণ্ড (ষষ্ট থেকে ৮ম শ্রেণী)	৩·৪০ লক্ষ টাকা।
২।	প্রাক মাধ্যমিক বৃত্তি— (নবম ও দশম শ্রেণী)	৪·৪৭ লক্ষ টাকা।
৩।	মাধ্যমিকোত্তর বৃত্তি— (একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী)	০·৪৮ লক্ষ টাকা।
৪।	চাকুরী প্রার্থীদের— (প্রাক প্রশিক্ষন)	০·১০ লক্ষ টাকা।
৫।	ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগনের আর্থসামাজিক উন্নয়নে (লোকশিল্প/সংস্কৃতি— প্রচার/উৎসব/প্রদর্শনী ইত্যাদি।)	০·৭৭ লক্ষ টাকা
	মোট—	৯·২২ লক্ষ টাকা

অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিষয়ক :—

৬।	ভুমিহীন পুনর্বাসন প্রকল্প—	৮·৯৭ লক্ষ।
৭।	চিকিৎসার জন্য আর্থিক সহায়তা—	৩·০০ লক্ষ টাকা।
৮।	সংখ্যালঘু উন্নয়ন নিগমের জন্য মূলধনী সহায়তা প্রদান—	৩০·১৭ লক্ষ টাকা
	মোট—	৪২·১৪ লক্ষ টাকা
৯।	প্রসাশনিক ব্যয় বেতন ভাতা ইত্যাদি —	০·২১ লক্ষ টাকা
	সর্বমোট—	৫১·৬১ লক্ষ টাকা।

৩। বর্তমান আর্থিক বছরে এইখাতে বরাদ্দের পরিমান নিম্নরূপ :—

ক্রমিক নং—	প্রকল্পের নাম—	পরিমান বরাদ্দের
১।	শিক্ষা বিষয়ক— বুকগ্রান্ট (ষষ্ঠ থেকে-অষ্টম শ্রেণী)—	৫·০০ লক্ষ টাকা
২।	প্রাক-মাধ্যমিক বৃত্তি (নবম ও দশম শ্রেণী)—	৫·০০ লক্ষ টাকা
৩।	মাধ্যমিকোত্তর বৃত্তি (একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী)—	৫·৯০ লক্ষ টাকা
৪।	মৌলানা আবুল কালাম আজাদ স্মৃতি পুরস্কার—	১·৫০ লক্ষ টাকা
৫।	চাকুরী প্রার্থীদের প্রাক প্রশিক্ষন —	০·২০ লক্ষ টাকা
৬।	ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের আর্থ সামাজিক— উন্নয়নের (শিল্প/সংস্কৃতি/প্রচার উৎসব প্রদর্শনী ইত্যাদি)	১·০০ লক্ষ টাকা
৭।	ছাত্রী নিবাস নির্মান—	১০·০০ লক্ষ টাকা
৮।	ছাত্রীদের শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য বিশেষ পুরস্কার দান	১·০০ লক্ষ টাকা
	মোট—	২৯·৬০ লক্ষ টাকা

অর্থনৈতিক বিষয়ক

৯। ভূমিহীন পুনর্বাসন প্রকল্প— ৭·৯০ লক্ষ টাকা
১০। চিকিৎসার জন্য আর্থিক সহায়তা— ১০·০০ লক্ষ টাকা
১১। খাবার বাগান করার জন্য সাহায্য প্রদান— ০·১০ লক্ষ টাকা
১২। সংখ্যালঘু উন্নয়ন নিগমের জন্য মূলধনী সহায়তা প্রদান— ১০·০০ লক্ষ টাকা

মোট— ২৮·০০ লক্ষ টাকা

১৩। প্রশাসনিক ব্যয় বেতন ভাতা ইত্যাদি প্রদান— ৯·০৯ লক্ষ টাকা

সর্বমোট— ৬৬·৬০ লক্ষ টাকা

Admitted Un-Starred Question No :—3

Name of the Member :— Shri Samir Deb Sarker

Will The Hon'ble Minister-In-Charge of the Social Welfare & Social Education Department be Pleased to State.

প্রশ্ন

১। রাজ্যে সংগঠিত ও অসংগঠিত শ্রমিক অধ্যুষিত এলাকায় শ্রমিক মায়েদের শিশু সন্তানদের (মায়ের কর্মরত সময়ে) লালনের জন্য কতটি Creche centre বর্তমানে চালু আছে? এবং

২। ভবিষ্যতে সরকারী উদ্যোগে অথবা এন, জি ও দের উদ্যোগে নতুন Creche Centre চালু করার সম্ভাবনা আছে কি?

উত্তর

১। রাজ্যে বর্তমানে মোট ৬টি Creche Centre চালু আছে।

২। হ্যাঁ, সম্ভাবনা আছে।

Admitteed Un-Starred Question No.—4

Name of the Member :— Sri Joy Gobinda DebRoy

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Sch. Castes, O. B. Cs & Minorities Welfare Deptt. be pleased to State :--

প্রশ্ন

১। রাজ্যে হরিজন পরিবারের সংখ্যা কত? (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

২। হরিজনদের জন্য রাজ্যে মোট কতটি আবাসন প্রকল্প প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, এবং তাতে কতটি পরিবারকে আবাসনের সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে? (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব) এবং

৩। আবাসনের সুযোগ থেকে বঞ্চিতদের এই আর্থিক বৎসরে আবাসন তৈরী করে দেওয়ার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা?

উত্তর

১। "হরিজন" কথাটির অর্থ সঠিক বোঝা যাচ্ছে না। তবে তপশীলি জাতি ভুক্ত নিম্ন লিখিত সম্প্রদায়গুলির (Vulnahable group) পরিবারের সংখ্যা রাজ্য সরকারের—১৯৯১—৯২ইং সনের সার্ভে অনুযায়ী নিম্নরূপ :—

১)	চামার মুচি	—১৮১১—	পরিবার
২)	ডোম	— ৬০	,,
৩)	মেথর	— ২৮৪	,,
৪)	মুশাহার	— ১৪৭	,,
	মোট	—২৩০২	,,

২। তপশীলি জাতি, ও, বি, সি ও মাইনরিটি কল্যান দপ্তর থেকে এ ধরনের কোন আবাসন প্রকল্প প্রতিষ্ঠা করা হয়নি তবে আগরতলা পুর পরিষদ সুইপারদের পুনর্বাসনের জন্য ভগৎ সিং কলোনী কালিকাপুর, আগরতলাতে ১টি এবং আগরতলা সংলগ্ন বড়জলাতে ১টি আবাসন প্রকল্প চালু করেছে। এছাড়াও তপশীলি জাতি ওবিসি ও মাইনোরিটি কল্যান বিভাগ বিশালগড় মহকুমাস্থিত পূর্ব প্রতাপগড়ে ঋষিদাস সম্প্রদায়ভুক্ত লোকদের পুনর্বাসনের জন্য একটি আবাসন প্রকল্প প্রতিষ্ঠা করার প্রস্তাব গ্রহন করেছে।

৩। না।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Assembly House. Agartala on 3rd october. 2000. Tuesday at 11 A. M.

PRESENT

Shri Jitendra Sarkar, Speaker in the Chair, the Chief Minister, the Deputy Speaker, 17 Ministers and 30 Members.

QUESTIONS & ANSWERS

মিঃ স্পীকার :— আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়গণ কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যগণের নাম বললে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লিখিত যে কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন। মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা।

শ্রীশ্যামাচরন ত্রিপুরা (ছাওমনু) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪১।

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪১।

প্রশ্ন

১। রাজ্য লটারী চালুর পরিকল্পনা আছে কি ?

২। থাকলে কবে চালু হবে ?

৩। না থাকলে কারণ ?

উত্তর

১। রাজ্য লটারী চালু করার সরকারের কোন পরিকল্পনা নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার লটারীর মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ পশ্চিমবঙ্গে হয়েছে এবং উড়িষ্যাতে বারবাটি স্টেডিয়াম সেটাও লটারীর মাধ্যমে তৈরী করা হয়েছে। নাগাল্যাণ্ডে এবং মিজোরামে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ চলছে এবং অন্যান্য রাজ্যেও চলছে। বিশেষত ভূটানে

একমাত্র ইন্‌কাম বলতে যা বুঝায় তা লটারীর মাধ্যমে হচ্ছে। সেই ক্ষেত্রে লটারী যখন বিভিন্ন রাজ্যে চলছে সেখানে ত্রিপুরা সরকার এই লটারীর প্রতি এত অনীহা কেন ?

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, ভারত সরকার ইতিমধ্যে এই লটারী প্রহিভিশান বিল ১৯৯৯ সংসদে তারা পেশ করেছেন এই লটারীকে বন্ধ করার জন্য। এবং সংসদে সেটাকে পেশ করার পর সেটাকে স্টেণ্ডিং কমিটি হোম এফেয়ার্স সেখানে পাঠিয়েছেন সেটাকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার জন্য। তার পরে সংসদ এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন। যখন তারা জেনেছেন যে আমরা লটারী বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এই জন্য রাজ্যসরকারকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। এই সমস্ত কারনে রাজ্য সরকার এটাকে বিবেচনা করার কোন প্রশ্নই উঠেনা যেহেতু এই ব্যাপারে একটা বিল সংসদে এসেছে।

শ্রীমানিক দে (মজলিশ পুর) :— সাপলিমেন্টারী স্যার, লটারী রাজ্যে নিষিদ্ধ। কিন্তু রাস্তার পাশে এবং রাজ্যগুলিতে বিভিন্ন লটারী চলছে স্কুটার, গাড়ী ও অন্যান্য সামগ্রী ইত্যাদির মাধ্যমে। এই সম্পর্কে রাজ্য সরকার কোন আইন প্রনয়নের কথা ভাবছেন কিনা ?

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মি স্পীকার স্যার, এইগুলি সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোন আইন নেই। কিন্তু যারা করেন এইগুলিও আইন সম্মত নয়। যেখানে যে ধরনের অভিযোগ পাওয়া গেছে সেই ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসন ব্যবস্থা তারা গ্রহণ করেছেন।

শ্রীসমীর দেব সরকার (খোয়াই) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার সাপলিমেন্টারী হচ্ছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা, যদি নির্দিষ্ট আইনের অভাবে এই সমস্ত কাজগুলি চলতে থাকে তাহলে রাজ্যের ছাত্র এবং যুব সমাজকে সেখানে বিপথে পরিচালিত করবে। এইগুলি বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেবেন কিনা ?

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা নিশ্চয়ই পরীক্ষা করে দেখা যাবে। কিন্তু যেখানে যেখানে অভিযোগ আসছে সেখানে সেখানে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (রাইমাভ্যালী) :— সাপলিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কিনা, বিভিন্ন জায়গায় অবৈধ লটারী চলছে, যেমন কোথাও দীপাবলী গিফ্‌ট, আবার কোথাও ক্রিসমাস গিফ্‌ট, আবার কোথাও পূজা গিফ্‌ট এই সমস্ত নাম দিয়ে লটারী খেলাগুলি চলছে প্রকাশ্যেই। এর জন্য কি সরকারকে কোন টেক্স দিতে হয় কিনা ? এই রকম কোন আইন আছে কিনা ? যদি এই রকম কোন আইন নাই থেকে থাকে তা হলে এইগুলি বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন কিনা ? এবং তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা ? সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) : মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ব্যাপারে আমি আগেও বলেছি। সরকার এই ধরনের এটা কিভাবে একটি বিধি অনুসারে আইন তৈরী করে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখবেন

সে সম্পর্কে আইনগত ভাবে কি নেওয়া যেতে পারে। এটা করার জন্য এই রকম আইনও নেই যে কারণে আমরা এখন কিছু ব্যাবস্থা নিতে পারছি কিছু কিছু জায়গাতে। যেহেতু মাননীয় সদস্য এটা বলেছেন সবাই এটার জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন নিশ্চই সরকার এটা বিবেচনা করে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখবেন।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কিনা, টাকারজলার মত একটা জায়গা অর্থনৈতিক দিক থেকে পশ্চাৎপদ ৩০০ টাকা টিকিট. একটি গিফট এর নাম করে। এটা এক ধরনের ক্রাইম বা জুয়াচুরী এটা বন্ধ করার কোন ব্যাবস্থা নেবেন কিনা?

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার এটা তো ঠিকই বলেছেন, সব সদস্যই সেই ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং প্রাইভেট লটারী বন্ধ করার জন্য ইতিমধ্যেই ফিনান্স দপ্তর থেকে একটি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এখন সবাই বলেছেন এটা আইন করে বন্ধ করা যায় কিনা নিশ্চই আমরা দেখব। মাননীয় সদস্য শ্যামাবাবু যেটা বলেছেন এটা নিশ্চই অপরাধ।

শ্রীজওহর সাহা :— স্যার, রাজ্যে লটারী বন্ধ করার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার পদক্ষেপ নিয়েছেন এটা অভিনন্দন যোগ্য। এটাকে আমরা সঠিক পদক্ষেপ বলতে পারি। কারণ এর মধ্যে দিয়ে সব চেয়ে গরীব অংশের মানুষ তারাই ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। স্যার মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই ব্যাপারে ব্যবস্থা নেবেন কিনা যে বিভিন্ন সংস্থাগুলো লটারীর ঠিক নাম দিয়ে নয় বিভিন্ন কৌশল গত ভাবে বিভিন্ন রকম কুপন ইত্যাদির মাধ্যমে যে কথা মাননীয় সদস্য শ্যামাবাবু ও বলেছেন যে এগুলো করছে যে বিশেষ করে থানার আশ পাশ এলাকাগুলোতেই এগুলো তাদের নিরাপদ স্থান হিসাবে তা ব্যবহার করছে এবং অনেক সময় কর্তৃপক্ষ গোচরে রেখেই এগুলো করা হচ্ছে। সুতরাং থানার কর্তৃপক্ষকে এই ব্যাপারে এই সকল কাজের সাথে যুক্ত যারা এবং সকল লটারীগুলোকে যারা বেআইনী ভাবে কাজ করছে তাদের বিরোদ্ধে কঠোর ব্যাবস্থা নেওয়ার জন্য কোন ব্যবস্থা কিংবা উদ্যোগ রাজ্য সরকার নেবেন কিনা?

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, প্রথমত মাননীয় সদস্যরা সবাই বলেছেন এটার জন্য সমাজের যে সচলতা দরকার। এখানে আমরা যারা আছি বা এন. জি. ও বা অন্য যে ধরনের সংস্থাগুলো আছে সেগুলোর কাছে আমরা আবারও আবেদন করব এর খারাপ দিকগুলো যাতে তারা নিয়ে যান এগুলো বন্ধ করার জন্য যাতে জনগণের দিক থেকে উদ্যোগ সেখানে গ্রহণ করেন। দ্বিতীয়ত প্রাইভেট লটারী কমপ্লিটলি বেণ্ড করা হয়েছে এবং সেই অনুসারে ফিনান্স দপ্তর থেকে ২৭-০৮-১৯৯৫ তে এইভাবে অর্ডারও করা হয়েছে। মাননীয় বিরোধী দলনেতা যেটা বলছেন এখানে নির্দিষ্ট অভিযোগ করলে নিশ্চই সরকার চেষ্টা নেবে। সরকার এই ব্যবস্থা নেওয়ার মত বিধি ব্যবস্থা আছে এগুলো যেহেতু বেআইনী জিনিস। যেহেতু আইন সম্মত নয় সেগুলো সম্পর্কে সরকার নিশ্চই চেষ্টা করবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য সুধন দাস।

শ্রীসুধন দাস (রাজ নগর) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৮।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী :— স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৮।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য রাজ্যের বিভিন্ন ইট ভাট্টা সেলস্ টেক্স সময় মত পরিশোধ করে না।

২) যদি সত্য হয়, তবে মোট কয়টি ইট ভাট্টার কত বকেয়া আছে।

৩) প্রতিটি ইট ভাট্টা বৎসরে কত টাকা সেলস্ টেক্স দেয়।

৪) টি, এস, আই, সি পরিচালিত ইট ভাট্টা গুলিতে প্রতি ভাট্টা কত টাকা সেলস্ টেকস্ দেয় ?

উত্তর

১) হ্যাঁ ইহা সত্য যে, রাজ্যের অল্প কিছু সংখ্যক ইট ভাট্টা সময় মত সেলস্ টেকস্ পরিশোধ করে না।

২) বিগত ৩ (তিন) বৎসরের তথ্যানুসারে যে সমস্ত ইট ভাট্টা সময়মত সেলস্ টেকস্ পরিশোধ করে না, এদের সংখ্যা এবং বকেয়ার পরিমান নিম্নরূপ :—

সময়মত সেলস্ টেকস্ পরিশোধ করে না, এমন ইট ভাট্টার সংখ্যা :— ৪৯ (উনপঞ্চাশ) টি।

মোট বকেয়ার পরিমান :— ৪০,০৪ ৫৪৫ টাকা (চল্লিশ লক্ষ চার হাজার পাঁচশত পঁয়তাল্লিশ) টাকা।

৩) বিগত ১৯৯৬–৯৭ ইং হইতে রাজ্য সরকারের সঙ্গে শর্তসাপেক্ষে চুক্তিবদ্ধ প্রতিটি ইট ভাট্টার নিকট হইতে অগ্রিম লাম্পসাম অর্থ বিক্রয় কর বাবদ আদায় হইতেছে।

১৯৯৬—৯৭ ইং ·····১,০৫,০০০ টাকা,

১৯৯৭—৯৮ ইং······১,২৫,০০০ টাকা,

১৯৯৮—৯৯ ইং······১,৪৫,০০০ টাকা,

১৯৯৯—২০০০ ইং······১,৫০,০০০ টাকা।

রাজ্য সরকারের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ নয় এমন ইট ভাট্টাগুলি ১২ শতাংশ হারে বিক্রয় কর প্রদান করিতেছে।

৪) টি, এস, আই, সি পরিচালিত ইট ভাট্টাগুলিতে পৃথক কোন হিসাব রক্ষিত হয় না।

টি, এস, আই, সি নিজেই সমস্ত ইট ভাট্টাগুলির পক্ষে বিক্রয় কর জমা দেয়।

বিগত দুই বৎসরে টি এস আই সি দ্বারা পরিচালিত ইট ভাট্টাগুলি হইতে নিম্নোক্ত পরিমানে বিক্রয়কর আদায় হইতেছে।

১৯৯৮—৯৯ ইং······৬,৬৪,২৯৩ টাকা, ১৯৯৯—২০০০ ইং······১৩,১৫,৩৩৮ টাকা, এবং ২০০০—২০০১ ইং······৩,০০,০০০ টাকা। (আগষ্ট, ২০০০ ইং পর্য্যন্ত)

শ্রীসুধন দাস :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার যে সমস্ত ইট ভাট্টার সেলস্ টেকস্ আছে এইগুলি আদায় করার জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ! দ্বিতীয়ত, একটা এমাউন্ট যে প্রাইভেট ইট ভাট্টাগুলি দেয়, সেই একই পদ্ধতিতে টি. এস. আই. সি. পরিচালিত ইট ভাট্টাগুলিদের কার্যকরী করার কি ব্যবস্থা করা হবে ?

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, তারা তো দিচ্ছে না, টেকস্ সেই সম্পর্কে সরকার তার নিয়মঅনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। এবং সেইগুলি সম্পর্কে আমাদের আইনও আছে যদি না দেয় সেইগুলি সম্পর্কে আমরা ব্যবস্থা নিতে পারব। কিন্তু ১৯২টি ইউনিট এখন আমাদের রাজ্যে আছে। আমরা দেখছি বেশীর ভাগ ইউনিটগুলি সরকারের সঙ্গে চুক্তি বদ্ধ হয়েছে। সেই টেকস্ তারা দিয়ে যাচ্ছে। দ্বিতীয়ত, টি.এস.আই.সি-র সঙ্গে বেসরকারী ইট ভাট্টাগুলির যে চুক্তি পত্র হয়েছে। সেই রকম করা যায় কিনা বিবেচনা করে দেখছি।

শ্রীজওহর সাহা : — স্যার, এই রাজ্যে শিল্পের সম্ভাবনা যাই ছিল তা রাজ্যের উগ্রপন্থীর তৎপরতার কারণে সেটা স্তিমিত হয়ে যাচ্ছে। শুধু ইট ভাট্টা না, এর মধ্যে আরো অনেক ছোট ছোট শিল্প আছে টিম টিম করে জ্বলছে। এখন স্যার, আমরা দেখছি উগ্রপন্থীদের আক্রমনের কেন্দ্র ইট ভাট্টা এবং চা-বাগানগুলি সেখানকার ম্যানাজার স্থানীয়। সেখানকার শ্রমিকদের অপহরণ করে খুন করা এইগুলিও হয়েছে। এখন রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থা যদি শক্তিশালী করতে হয় তাহলে ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে উজ্জিবীত করতে হবে। এটা থাকবে সরকারের দায়িত্ব। স্যার, মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি যে এই শহরের উপর ইট ভাট্টা হতে পারবে না, শহর থেকে দূরে হতে হবে। চা বাগান শহরের উপর হতে পারবে না, শহর থেকে দূরে হতে হবে। তার ফলে এই রাজ্যের ছোট ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠান, এই শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি শুধু টেকসে ভিত্তিতে নয়, শুধু রাজস্ব আদায়ের ভিত্তিতে নয়। এইগুলিকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোন উদ্যোগ নেওয়া হবে কি না। এই ব্যপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, আমার কাছে এই ব্যাপারে বিস্তৃত কোন তথ্য নেই। আমি শুধু এটুকু বলতে পারি ১৯৯৮—১৯৯৯ ইং সালে যেখানে বেসরকারী ইট ভাট্টা ১৯৭টি ছিল, ১৯৯৯—২০০০ এ সেটা ১৯২তে দাঁড়ায়, নানা কারণে এই ভাট্টাগুলি বন্ধ হয়ে গেছে। দেনা পাওনার জন্য হয়ত বন্ধ হয়েছে। উগ্রপন্থীর কারণে এই ইট ভাট্টা বন্ধ হয়েছে এইরকম তথ্য আমাদের কাছে নেই। দুর্গম অঞ্চলে তো ইট ভাট্টা আছে আর যেখানে যাওয়া যাচ্ছে না টি.এস.আই সি কর্মীরা সেখানে ইট ভাট্টা নিয়ে যাচ্ছে। যেমন গণ্ডাছড়ার জন্য, লংতরাই এর জন্য, কাঞ্চনপুরের মধ্যে যাতে ইট সরবরাহ বাধা প্রাপ্ত না হয় সেই সমস্ত জায়গায় টি.এস আই সি. ইউনিট করেছে। কুমারঘাটে আছে ? এই বছর কাঞ্চনপুরেও তারা ইট ভাটা খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই সমস্ত দুর্গম অঞ্চলে বেসরকারীরা যেতে চান না নানা কারণে,

সেইজন্য সেখানে যেতে আমাদের রাস্তাঘাটের কাজ, অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজ বা ব্লক ভিত্তিক যেসমস্ত কাজ আছে, এইগুলি যাতে কোন অবস্থাতেই ক্ষতিগ্রস্থ না হয় সেইজন্য টি.এস.আই সি. তারা উদ্যোগ নিয়ে ইট ভাট্টা খুলেছেন। সুতরাং ইট ভাট্টা শিল্প এই রকম একটা সংকটের মধ্যে পড়েছে সরকারের কাছে এই ধরনের কোন তথ্য নেই। বরং এত অসুবিধার মধ্যেও আমরা আমাদের রাস্তাঘাট উন্নয়নমূলক কাজ সেইগুলি আমরা অব্যাহত রাখতে পারছি, এটাও প্রয়োজনে বেশী হচ্ছে, এবং চাহিদা অনুযায়ী আমরা উৎপাদন করতে সক্ষম হচ্ছি।

শ্রীমানিক দে :— স্যার, ইট ভাট্টাগুলি নতুন করে তৈরী হচ্ছে যেহেতু এখানে এটার চাহিদা আছে। আর ইট ভাট্টাগুলি যে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় যেভাবে হয়ে যাচ্ছে, সেখানকার এনভাইরনম্যান্ট সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে। কোন গাছে ফুল ফল ধরে না। এই সম্পর্কে জিলা শাসকের কাছে অভিযোগও জানানো হয়েছে। এবং এই ইট ভাট্টাগুলিও লাইসেন্স এর ক্ষেত্রে সরকারের কোন নিয়মনীতি চালু আছে কি না? যেমন জিরানীয়াতে একটা জায়গাতে ৫০টা ইট ভাট্টা এবং টোট্যালি সেখানে এনভাইরনম্যান্ট নষ্ট হয়ে গেছে। বার বার আপত্তি জানানো সত্ত্বেও লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে, এইবারও পাঁচ সাতটা লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। এবং সেচ দপ্তর থেকে যেখানে জমিতে ইরিগেশান পাইপগুলি তুলে ফেলে সেখানে ইট ভাট্টা তৈরী করা হচ্ছে। এতে যেটা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে এই সম্পর্কে যদি কোন নিয়মনীতি থাকে সেটা কার্য্যকরী করার জন্য সরকারী তরফ থেকে কোন পদক্ষেপ নেওয়া হবে কি না?

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মাননীয় সদস্য যে কথাটা বলেছেন, যখন ইট ভাট্টা লাইসেন্সের ব্যাপার হবে সেই সময় আমরা এইগুলি বিবেচনার মধ্যে রাখব।

শ্রীজয়গোবিন্দ দেবরায় :— স্যার উদয়পুর মহকুমায় রাজেন্দ্রনগরে এবং বাগমায় টি.এস.আই.সি. পরিচালিত কতগুলি ইট ভাট্টা ছিল এইগুলি পুনরায় চালু হবে কি না?

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, এটা তো আমরা ঠিক করতে পারব না। টি.এস.আই.সি.-র একটা কমিটি আছে তারা ঠিক করবেন যে কি করবেন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীজওহর সাহা :— স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে ১৯৭ টা ইট ভাট্টা ছিল সেটা কমে হয়েছে ১৯২ টা। এই যে ১৯২ টা, স্যার ৯৩ সাল পর্য্যন্ত এই রাজ্যে টি.এস.আই.সি. এর অধীনে ইট ভাট্টা সংখ্যা যা ছিল ২০০০ ইংরাজিতে আমরা দেখছি

টি.এস আই.সি ইট ভাট্টাগুলি লুপ্ত হওয়ার পথে। এই বেসরকারী ভাবে মাননীয় সদস্য মানিক দে বলেছেন যে, নতুন নতুন ভাবে হচ্ছে অর্থাৎ সংখ্যাটা কম বোঝা যাচ্ছে না। টি.এস.আই.সি. ইট ভাট্টাগুলি সংকুচিত হওয়ার কারণ কি? এইগুলো তো সরকারী প্রতিষ্ঠান। সরকারীভাবে এইগুলো পরিচালনা করা হয়। ফলে এইগুলোর সংখ্যাটা কমতে কমতে এটা প্রায় শূন্যের কোঠায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। এর কারণটা কি এবং এইগুলো আবার পুনরায় চালু করার কোন উদ্যোগ কিংবা ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মাননীয় সদস্য এটা খুব ভাল প্রশ্নই তোলেছেন। ইটের ভাট্টা কয়টা হবে, নূতন করে কয়টা তারা চালু করবেন এটা টি, এস, আই, সি, কর্তৃপক্ষ এটার অর্থরিটি আছে। তারা সেগুলো সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। টি.এস,আই.সি, আগে কয়টা চালাতেন এখন কয়টা চালান এটা আমার কাছে তথ্য ইতি মধ্যে নেই। মাননীয় সদস্য নিশ্চয়ই জানেন যে টি.এস.আই.সি.র আজকে এই দুরাবস্থা কেন। মাঝখানে গভর্ণমেন্ট ছিল আমি জানিনা তিনি তখনও মন্ত্রী ছিলেন। এই শিল্প দপ্তরের দায়িত্বটা কার ছিল এবং তিনি হয়তো সবচেয়ে ভাল বলতে পারবেন যে টি, এস, আই, সি, র এই করুন অবস্থাটা আজকে কেন দাঁড়িয়েছে। এখন দেখা যাচ্ছে সেই সময়টা কর্মচারীর সংখ্যা হঠাৎ করে দ্বিগুন থেকে বেশী হয়ে গেল। তাদের কোন কাজ নেই, কোন নির্দিষ্ট নেই কোথায় কিভাবে হবে। তারপরে শিক্ষাগত যোগ্যতা যা যা থাকা দরকার সেগুলো পর্যান্ত এখন নেই। সমস্ত তদন্ত করার পরে এখনও একটা ভাল অংশ কর্মচারী যারা আছেন তাদেরকে বসিয়ে সেখানে টাকা দিতে হচ্ছে এখন টি, এস, আই, সি, কর্তৃপক্ষকে। সেগুলি সম্পর্কে এখন টি, এস, আই, সি, অথরিটির তারা ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন। তারা যাতে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারেন সেই সম্পর্কে তারা উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। এখন সেই দিক থেকে তারা প্রথম অবস্থায় যখন এইখানে দায়িত্ব নেন এই জোট গভর্ণমেন্ট যাওয়ার পরেই তিনটা ইট ভাট্টা তখন চালু ছিল। সেই থেকে আস্তে আস্তে বাড়িয়ে তারা এটাকে ৬টাতে দাঁড় করিয়েছেন। আর টি, এস, আই, সি, মূলত ব্যবসায়ীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার জন্য না আমরা আগেও বলেছি এই এলাকাগুলির মধ্যে বেসরকারী বা অন্যদের নিয়ে যাওয়া যাচ্ছে না। সেই এলাকায় সরকারী কাজকর্ম যাতে ইটের অভাবে আটকে না থাকে সেখানেই আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি যাতে সরকারের কাজগুলো সঠিকভাবে করতে পারেন। টি.এস,আই.সি, সরকারের এই দৃষ্টিভঙ্গীকে লক্ষ্যে রেখে তারা নতুনভাবে ভাট্টা খোলার এই সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছেন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (অম্পিনগর) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এড্মিটেড্ কোয়েশ্চান নং—২৫।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এড্মিটেড্ কোয়েশ্চান নং—২৫।

প্রশ্ন

১। Accelerated Irrigation Benefits Programme এই রাজ্যে কোন সাল থেকে চালু হয়েছে,

২। এযাবদ রাজ্য সরকার কত অর্থ পেয়েছে, এবং

৩। এই অর্থে রাজ্যে কোন কোন প্রকল্প নেওয়া হয়েছে (তার বিবরন আর্থিক ব্যয় বরাদ্দ সহ)।

উত্তর

১। AIBP Medium Irrigation 1996-97 থেকে এবং Minor Irrigation এ ১৯৯৯-২০০০ইং থেকে চালু হয়েছে।

২। এ বাবদ ৭৮৪৪.২৫ লক্ষ টাকা ১৯৯৯-২০০০ ইং পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়েছে।

৩। এই অর্থে Medium Irrigation - এ ৩টি যথা-ক) গোমতী খ) খোয়াই গ) মনু

CLA released Rs. 2010-25 Iacs.

ইহা ছাড়া Minor Irrigation এ নিম্নলিখিত প্রকল্পগুলি বিভিন্ন দপ্তরের মঞ্জুরী পাওয়া গিয়েছে—ক) জল সম্পদ 335 Nos. 333 Nos L. I. & 2 Nos. Diversion Scheme)

খ) TTAADC-20 Nos. (Diversion Schemes)

গ) R. D. 207 Nos. (Diversion Schemes)

ঘ) Agriculture—33 Nos. (Diversion Schemes)

Total—595 Nos.

C. L. A released Rs. 2834.00 Iacs. প্রকল্পগুলির নাম সংযাক্তিত হইল।

ANNEXURE-'A'

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এসোলারেটড্ ইরিগেশান বেনিফিট প্রোগ্রাম-এ যে মিডিয়াম ইরিগেশানে ট্রাইবেল এলাকায় কোন প্রজেকট্ নেওয়া হয়েছে কিনা বা নেওয়ার পরিকল্পনা আছে কিনা ? ২ নং হচ্ছে ট্রাইবেলদের জন্য যে আলাদা ফাণ্ড এলট করা হয়েছে তার পরিমান কত এবং তার থেকে কত ব্যয় করা হয়েছে।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, বিস্তৃত তথ্য নেই। কিন্তু আমি এটা বলতে পারি এখন ডাইভারশান স্কীম বলে যেগুলো নেওয়া হয়েছে তার মধ্যে বলা আছে প্রায় ৮০ পারসেণ্ট বা ৮৫ পারসেণ্ট এই ডাইভারশান স্কীম সবই হচ্ছে উপজাতি এলাকার মধ্যে বিশেষ করে টি, টি, এ, এ,ডি, সি, এলাকার মধ্যে নূতন এই স্কীমটা চালু হওয়ার পর কিন্তু আর ডিপ ইরিগেশানের ক্ষেত্রে আমাদের গভর্ণমেণ্টের এই রকম তালিকা দেওয়া আছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী

বিভিন্ন সময়ে মিটিং করে সেগুলি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এমনকি ডিসট্রিক্ লেভেল পর্য্যন্ত। মিনিমাম ৫০ পারসেন্ট এখন নূতন করে আমরা যে সমস্ত লিফট্ ইরিগেশান করব অন্তঃ ৫০ পারসেন্ট যাতে উপজাতি এলাকার মধ্যে সেগুলি করা হয় এটাকে লকের মধ্যে না রেখে আমরা আমাদের কর্মসূচীতে সেটাকে রূপায়িত করেছি। আর মিডিয়াম ইরিগেশান ক্ষেত্রে যে ক্রাইটেরিয়া লাগে সেটাকে আমরা হিসাব করে দেখেছি এই ৩টা ছাড়া আমাদের ক্রাইটেরিয়া কাভার করেন না। সুতরাং নতুন করে উপজাতি ও অউপজাতি এলাকায় মিনিমাম ইরিগেশন এর যে নর্মস সেই নর্মসগুলিকে আমরা সার্ভে করছি। সার্ভে করার পরে রিপোর্ট পেলে এইগুলি সম্পর্কে রাজ্য সরকার তখন সিদ্ধান্ত নেবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমি যতটুকু জানি 'একস্সেলারিটেড্ প্রজেকট্ সম্বন্ধে' এটার মূল উদ্দেশ্য। একটা ডাইভারশন স্কিম করা। এটা বড় বা মিডিয়াম স্কিম। এটা পিত্রাছড়া বা কিল্লাতে যদি করার উদ্যোগ নেয় তাহলে এটা মিডিয়াম পর্যায়ে পড়বে। যদি এটা টাকার জল ও সম্পুইজলার মাঝামাঝি বুড়িমা জায়গা নামক করা হয় তাহলে এটাও অনেকটা মিডিয়াম পর্যায়ে পড়বে। এই ইরিগেশান ত্রিপুরা রাজ্যে এই দুটো স্কিম এর মধ্যে কোন একটাতে নেওয়া হবে কিনা। ট্রাইবেল এলাকার জন্য ১৬ কোটি টাকার উপ ধার্য্য করা আছে। তাহলে এই রকম দুই একটা স্কিম নিতে পারি।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— ৪র্থ বাম সরকার ক্ষমতায় আসার পর আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করেছি তা কিছুটা আলোচনায় রাজী করাতে পেরেছি। মিডিয়াম ইরিগেশন থেকে এটাকে মাইনর ইরিগেশান এনেছি। মাইনর ইরিগেশনকে তারা ইনক্লোড করেছে। তাদের কতগুলি শর্তবলী এখনো আছে। তাতে প্রথমত হচ্ছে, 'কষ্ট এ্যাণ্ড লাইসেন্স পার হেকটার' এখানে ১ লক্ষ টাকার অধিক হতে পারবেনা। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে যে ভূমি ব্যবস্থা তাতে এই কষ্ট এ্যাণ্ড লাইসেন্স থেকে এই ১ লক্ষ টাকা দিয়ে হয়না। বিশেষ করে এই ডাইভারশন স্কিম-এ টাকার পরিমান বাড়িয়ে ২ দুই লক্ষ টাকা করার জন্য দাবী করেছি ইতিমধ্যে। দ্বিতীয়ত হলো সেটাকে আণ্ডার গ্রাউণ্ড ওয়ার্কার হিসাবে এই স্কিম দেওয়ার কোন সুযোগ নেই। আমরা সেটাও কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি গোচরে নিয়েছি যে গ্রাউণ্ড ওয়ার্কার আছে সেটাকে এই স্কীমের মধ্যে যাতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। করমছড়া, সোনাই, মৈনাক ও খোয়াই সেখানে এই সব গ্রাউণ্ড ওয়ার্কার দিয়ে অলরেডি করা হয়েছে। আমরা এখানে ইতিমধ্যে কাজের দায়িত্ব পেয়েছি এবং সেই অনুসারে তারা কাজ শুরু করেছে। মাইনর ইরিগেশানে অন্তর্ভুক্ত করার পরেও আরও যে কাজ করার সুযোগটা আছে সেই সুযোগটাকে আমরা কাজে লাগাতে পারি। দ্বিতীয়ত পিত্রা আর বুড়িমা সরার কথাগুলি বলছি সেইগুলি

মিডিয়াম ইরিগেশনে কোন কাভার হয়না। কারণ মিনিয়াম এরিয়া হচ্ছে ১৭ হাজার হেক্টার। এর থেকে বেশী হত এইগুলি কোনটাই হচ্ছেনা। সেইজন্য আমরা সেই ধরনের স্কিমগুলিকে সারণ্ডে করছি। ২০০০ হেক্টারের কষ্ট এণ্ড লাইসেন্স যদি আমরা ঠিক করতে পারি তাহলে মাইনর ইরিগেশন সেখানে আমরা রাখব। আমরা অলরেডি সাবেক্তে ওর্য়াক দিচ্ছি। মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য আরও বলতে পারি করমছড়া, সোনাইছড়া ও খোয়াই সেখানের মধ্যে এইগুলি অলরেডি ওর্য়াক ইস্যু করা হয়েছে। ইতিমধ্যে আমরা সেই কাজগুলি এওর্য়াড করছি। এন. টি. সি. সি অধিকাংশ তাদের দায়িত্ব পেয়েছেন। সেই অনুসারে তারা সেখানে কাজ শুরু করছে। সুতরাং নদীগুলি সবই উপজাতি পাহাড়ী ট্রাইবেল এলাকা থেকে এসেছে। আমরা সেই দিক থেকে ডাইভারশন স্কিমটাকেই গুরুত্ব দিয়েছি। যে যত বেশী সংখ্যক ডাইভারসন স্কিম করলে পরে উপজাতি এলাকার বেশী জমি সেখানে কাভার করা যায় সেই জন্য টি টি; এ. ডি. সি.: আর. ডি, এগ্রিকালচার এই সমস্ত জায়গার এই রকম ছোট ছোট ছরা নালা যেসমস্ত গুলি আছে সেখানে যতটুকু জল পাওয়া যায় লাক স্কেলী তারা সেখানে এই স্কিমগুলি রোপায়িত করছেন। সরকারের চারটি ডিপার্টমেন্ট এ. ডি. সি সহ এই ব্যাপারে তারা সেখানে কাজ করছেন যাতে দ্রুত এইগুলি রোপায়িত করা যায়। কারণ আমাদের সরকার অন্যতম প্রধান গুরুত্ব আমরা দিয়েছি যে সেচ এলাকার সম্প্রসারন করা এবং এটা করতে পারলে পরে এখানকার যে সমস্যা সেই সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে এটা সবচেয়ে বেশী সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার. একটা বিষয় আপনার নজরে এনেছি যে করমছড়া মৌলাগছড়ার এবং সোনাইছড়া ১৯৭২ সালে সেংশান করা তিনটা প্রজেক্ট। তখনই সব টাকা পয়সা সেংশান হয়ে গেছে। এক্সসালিরেটেড বেনিফিট প্রোগ্রামে এই সমস্ত প্রজেকট নিয়ে এসেছে। ১৯৯৬-৯৯ এবং ৯৯-২০০০ এই একসেলারিটেড প্রোগ্রাম শুরু হয়। এই প্রজেক্টটা ১৯৯২ সালেই শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। এটা ৯২ ইং সালে জোট সরকারের আমলের প্রজেকট। এই এ্যাকসিলারেটেড প্রজেকট এখন আসবে না।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্য তখন মন্ত্রী ছিলেন। সরকারী টাকা পয়সা কিভাবে বরাদ্দ হয় এটা তো তাঁর অজানা নয়। উনি যখন মন্ত্রী ছিলেন তখন টাকার ব্যবস্থা করতে পারলেন না কেন ? আমরা ক্ষমতায় আসার পর এই স্কীমটাকে অন্তর্ভূক্ত করে কাজ শুরু করেছি। উনি আসলে স্বপ্ন দেখেছিলেন। কিন্তু স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার ক্ষমতা উনাদের ছিল না। এই সব কথা বলে আপনারা ক্ষোভ প্রকাশ করতে পারেন। কিন্তু সমস্যার সমাধান করার ক্ষমতা আপনাদের ছিলনা।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— আপনারা ইনকোয়ারী করবেন কিনা বলুন। স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে মিথ্যা কথা বলছেন।

শ্রীরতন লাল নাথ (মোহনপুর) :— স্যার, সোনাইছড়ি যে প্রজেক্ট এটা ৯২ সালে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— এটা ৯১-৯২ ইং সালে বা তার আগেও হতে পারে। পরিকল্পনা ছাড়া কোন প্রজেক্ট মানে স্বপ্ন দেখা। স্বপ্ন বাস্তবায়িত করার ব্যাপারে আপাদের কোন ভুমিকাই ছিল না।

(ইন্টারাপশান)

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— আপনার ইনকোয়ারী করবেন কি না বলুন। প্রজেক্ট যদি পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা না হয়ে থাকে তাহলে ৯২ ইং সালে কাজ শুরু হল কি করে?

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— আপ টু ৯২ কোন প্রজেক্টে কাজ শুরু করা হয় নি। এখন কাজ শুরু করা হয়েছে।

শ্রীজওহর সাহা :— স্যার, ৯২ ইং সালে কাজ শুরু করা হয়েছিল।

(ইন্টারাপশান)

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— এটা তদন্ত করা হবে কিনা?

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :—স্যার, হাউসকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— ৯৭ ইং সালে স্কীমটাকে পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ পেয়েছি এবং অর্থের ব্যবস্থা করে আমরা কাজ শুরু করেছি।

শ্রীজওহর সাহা :— স্যার, আমি নিজে খোঁজ নিয়েছি যে ৯২ ইং সালে কাজ শুরু করা হয়েছিল।

শ্রীপ্রণব দেববর্মা (সিমনা) :— স্যার, এই প্রজেকটা আমার বিধানসভা নির্বাচনীক্ষেত্র এলাকায়। মাননীয় সদস্য মহোদয় বলেছেন যে ৯২ ইং সালে এই প্রজেক্টের কাজ শুরু হয়েছে। আমি যতটুকু জানি টাকা পয়সা স্যাংশান হয়ে কাজটা গত বছর থেকে শুরু হয়েছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মিঃ স্পীকার স্যার মৈলাছড়াতে ৯২তে কাজ শুরু হয়েছিল।

(গণ্ডগোল)

শ্রীজওহর সাহা :— স্যার, হাউসকে বিভ্রান্তি করা হচ্ছে ভুল তথ্য দিয়ে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মিনিষ্টার এভাবে উত্তর দিতে পারেন কিনা। ইন্‌কোয়ারী হোক।

শ্রীরতনলাল নাথ :— ১০ লক্ষ টাকার উপরে এম, টি, স্কীমের আওতায় আসতে পারে না। এটা হল ৪০ লক্ষ টাকার উপরে কাজ।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— এম.টি স্কীমের কোন কথাই এখানে বলা হয়নি। এটা হল এ,আই,বি,পি, স্কীম। এম,টি স্কীমে কোন ডাইভারশান স্কীম নাই।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, এলাকাটি হল সোনাই নদীর উপর। সিমনা অ্যাসেম্বলী কনষ্টিটিউয়েন্সী, মান্দাই, মোহনপুরের কর্ণারে। মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন, মাননীয় সদস্যও মন্ত্রী ছিলেন, আমিও পাশাপাশি কনষ্টিটিউয়েন্সীর সদস্য। আপনি একটা কমিটি পাঠিয়ে দিননা, কাজটা কবে শুরু হয়েছে দেখা যাক। কবে সেংশান হয়েছে। চলুন।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মাননীয় সদস্য রতনবাবু যে প্রস্তাব দিলেন, সানন্দে গ্রহণ করলাম। নগেন্দ্রবাবু চেয়ারম্যান থাকবেন, রতনবাবু থাকবেন প্রণববাবু থাকবেন। কখন সিদ্ধান্ত হয়েছিল, কখন কাজটা শুরু হয়েছিল উনারা দেখে আসবেন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— এটা বলার পর আর বলার কিছু নাই।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, মিনিষ্টার উইল অ্যাকসেস গো।

(গণ্ডগোল)

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— উনারা যাক, কাগজপত্র দেখুক।

(গণ্ডগোল)

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— স্যার, উনার জন্য রাজ্যের কত ক্ষতি হচ্ছে। ৯২তে এসটিমেট কস্ট ছিল ১ কোটি টাকা, এখন এটা সাড়ে তিন কোটি টাকাতে দাঁড়িয়েছে এই বিলম্বের জন্য। এই অতিরিক্ত টাকা বরাদ্দ হয়েছে রাজ্যের এই ক্ষতির জন্য এই মিনিস্টার দায়ী।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর দেব সরকার।

শ্রীসমীর দেব সরকার (খোয়াই) :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—২০ স্যার।

শ্রীপবিত্র কর (মন্ত্রী) :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—২০

প্রশ্ন

১। রাজ্যে চর্মজাত শিল্পের সাথে যুক্ত শিল্পীদের সংখ্যা কত ?

২। চর্মজাত দ্রব্য উৎপাদনে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন (লেদার টেকনোলজি) কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, এবং

৩। রাজ্যে চর্মজাত দ্রব্যের চাহিদার কত শতাংশ রাজ্যের শিল্পী, উৎপাদকগন উৎপাদন করছেন ?

উত্তর

১। চর্মজাত শিল্পের সংগে যারা যুক্ত, আমরা আমাদের ক্ষুদ্র শিল্পের যে যে রেজিস্ট্রেশান, সেই রেজিস্ট্রেশান রেখেছি।

২। এই রেজিষ্ট্রেশানে আসেনি বলে আমাদের কাছে তথ্য নেই। ইতিমধ্যে এই ব্যাপারে এবং এই শিল্পীদের যাতে রেজিষ্ট্রেশানের মধ্যে আনা যায় আমরা এটা চেষ্টা করছি। এটা যেহেতু নাই এবং এই শিল্প উন্নয়নে লেদার টেকনোলজির ব্যবস্থা আমাদের রাজ্যে নাই।

শ্রীসমীর দেব সরকার :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যে এই চর্মজাত শিল্প অথবা একে প্রযুক্তি করনের সঙ্গে যুক্ত অন্ততঃ কয়েক-শ শিল্পী রাজ্যে বিভিন্ন মহকুমায় আছে। শিল্প দপ্তর এখন পর্য্যন্ত এই শিল্পটাকে শিল্প নিবদ্ধি করনের আইনের আওতায় আনেননি। এটা খুব দুঃখজনক। কিন্তু আমরা জানি যে এই রাজ্যের ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল, এখানে সম্ভাবনা আছে। একে বাড়িয়ে তোলার জন্য, অথবা এই চর্মজাত শিল্পের সঙ্গে যারা যুক্ত তাদেরকে শিল্পী হিসাবে মর্যাদা দেওয়ার জন্য খুব দ্রুত দপ্তরের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মন্ত্রী মহোদয় উদ্যোগ নেবেন কিনা? দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন জায়গায় বেসরকারী মালিকানাধীন এই সমস্ত কাজের সঙ্গে যুক্ত ৫ থেকে ১০ জন শিল্পী আছেন এমন ইউনিটের সংখ্যা কত তা জানার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা এবং এই শিল্পের আইনের আওতায় ছোটখাট ইউনিটগুলি যেখানে দুই-তিনজন করে কাজ করে, তাকে টেকনোলজিতে সাহায্য করা, অর্থনৈতিক দিক থেকে সাহায্য করার জন্য কোন উদ্যোগ নেওয়া হবে কি? মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কিনা?

শ্রীপবিত্র কর (মন্ত্রী) :— আমি যেটা বলছি সেটা হল যে. এস. এস, আই. রেজিষ্ট্রেশন তার কতগুলি ক্রাইটেরিয়া আছে তাতে এরা পড়ে না এই কারনেই আমাদের এখানে তাদের লিস্ট নাই এর আগের সেশানেও মাননীয় সদস্য এই রকম আর একটা প্রশ্ন এনেছিলেন. আমাদের যারা মৃৎ শিল্পি তাদের জন্য আমরা এই দুইটা বিষয়কে তার পরবর্তী সময়ে টেক-আপ করেছি। আমরা ব্লক ওয়াইজ সার্ভে করে সেটাকে বলা হয় টিনি সেকটর, আমরা তাকেও রেজিস্টেশান করব যাতে করে আমরা তাদের কি কি সুযোগ দিতে পারি তার জন্য আমরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখব। তবে আমাদের এখানে একটা টেন্যারি এক্সার সাইজ রেজিষ্ট্রেশন আছে এবং এটা এখন পর্য্যন্ত যেটা মার্কিং করে আমাদের এখানে চর্মজাত যে জিনিষ আছে তারা এটা প্রসেস করাচ্ছে কিন্তু এটাতে না পেরে না। এটা হল যারা প্রসেস চামড়া নিয়ে কাজ করছেন তারা হলেন চর্মশিল্পী। ফলে পূর্বে এই ধরনের যারা শিল্পী আছেন তাদেরকে তফসিলী জাতি কল্যান দপ্তরের পক্ষ থেকে আমাদের ইণ্ডাষ্ট্রি দপ্তরের থেকে কিছু সাহায্য তাদেরকে দেওয়া হত মানে সাবসিডি এবং আমাদের খাদি বোর্ড এই ধরনের কিছু সাবসিডি আমরা দিতাম। কিন্তু এই খাদি বোর্ডের সাবসিডিটা কেন্দ্রীয় সরকার এখন তুলে দেওয়ার ফলে আমরা এটা আর দিতে পারছি না। ফলে এই বিষয়গুলি আবার ভেবে দেখা যেতে পারে। ক্ষুদ্র ধরনের শিল্পকে উৎসাহিত করার জন্য মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন আমরা সেটা পরীক্ষা করে দেখব যে. এই ধরনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মানে একেবারে প্রাইভেট সেকটরে যারা আছে তাদেরকে কিভাবে সাহায্য করা যায় এবং পরীক্ষা করে তাদের জন্য এই ব্যবস্থা আমরা গ্রহণ করব।

শ্রীমানিক দে :— সাপ্লিমেণ্টরী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, কিছু কিছু স্কীমে বিভিন্ন সংস্থার মধ্য দিয়ে ব্যবস্থা নিয়েছেন। আমার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, যারা এই কাজের সঙ্গে যুক্ত মানে যারা জুতো নির্মান বা বিভিন্ন ধরনের সামগ্রী তৈরী করেন এগুলির ক্ষেত্রে ইণ্ডাষ্ট্রি ডিপার্টমেন্ট থেকে সাবসিডি বা তাদের আর্থিক সহায়তা দিয়ে স্বনির্ভর করার জন্য নির্দিষ্টভাবে কোন স্কীম চালু করছেন কি না? দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, কাপড় বিক্রী করার জন্য পূর্বাশা ইত্যাদি দোকানের মাধ্যমে যেভাবে বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়েছে, সেইভাবে এদের ক্ষেত্রেও এই জাতীয় সামগ্রীগুলি বিক্রি করার জন্য শিল্প দপ্তরের উদ্যোগে কোন আলাদা দোকান খোলা হবে কিনা বা খোলার ব্যবস্থা নেওয়ার কোন চিন্তা ভাবনা সরকারের তরফে আছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীপবিত্র কর (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমিতো আগেই বলেছি মাননীয় সদস্য যে কথাটা বলেছেন সেটা সম্পর্কে যে, আমরা এটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখব যাতে তাদের জন্য আলাদা স্কীম করা যায়। এখন এমনিতে আমাদের প্রধানমন্ত্রী রোজগার যোজনা এবং আমাদের টি.আই.ডি.সিতেও কিছু স্কীম আছে যে স্কীমে আমরা এই রকম কিছু সাহায্য দিয়ে থাকি। শুধু খাদি বোর্ডের স্কীমগুলি এখন বন্ধ আছে এবং আমরা স্বনির্ভর প্রকল্পের জন্য আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটা মিটিং করেছেন এবং চীফ সেক্রেটারীকে চেয়ারম্যান করে একটা কমিটিও করে দিয়েছেন এই ধরনের ছোট ছোট সেকটরে কিভাবে আমরা রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আরও স্বনির্ভর প্রকল্প করতে পারি তার জন্য। কাজেই এই কমিটির রিপোর্ট আসলে পরে আমরা তা পরীক্ষা করে দেখব যাতে এগুলি আমরা আরও ভালভাবে করতে পারি। তবে মার্কেটিং-এর যে বিষয়টা তার জন্য ইতিমধ্যে বিভিন্ন জায়গায় পঞ্চায়েতে এবং আগরতলা শহরও তার মধ্যে আছে তাদেরকে স্টল দেওয়া হয়েছে যাতে তারা এখন মার্কেটিংটা করতে পারে। আগে কেন্দ্রীয়ভাবে আমাদের খাদি বোর্ড তাদের এগুলি সেখানে বিক্রির ব্যবস্থা করত, এখন প্রেকটিক্যালী সেই প্রসেসটা নাই। আমরা আবার এটা দেখতে পারি যাতে দুই একটা মার্কেট আমরা করতে পারি, তাদের এই বিষয়টা এবং তাদের উন্নয়নে জন্য রাজ্য সরকারের তরফ থেকে কি ব্যবস্থা করা যায় সেটা আমরা দেখব।

শ্রীরতনলাল নাথ :— সাপ্লিমেণ্টরী স্যার, চর্ম শিল্পের বন্নয়নের জন্য শিল্প দপ্তর থেকে কলেজ লেদার টেকনলজী সাপ্লাইর ব্যাপারে কোন উদ্যোগ নিয়েছে কিনা এবং শিক্ষা দপ্তরের সঙ্গে এই ধরনের কোন কিছু টেক-আপ করা হয়েছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীপবিত্র কর (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, লেদার টেকনলজীতে আগে আমাদের রাজ্য থেকে আমরা স্পনসরড করতাম মানে বাহিরে গিয়ে তারা পড়ে আসতো। এটা একটা হাইলি টেকনিক্যাল ব্যাপার এবং তার জন্য যে পরিকাঠামো দরকার তাতে এখানে কলেজ

করলে এটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট্ হবে কিনা সেটা ভাবার দরকার আছে। তবে এখনও যদি কোন অ্যাপ্লিকেশন্ আসেতো আমরা তাদেরকে স্পনসর্ করি। এরকম কিছু আছে যারা আগে পড়াশুনা করেছিলেন গিয়ে। এখানে ইন্সটিটিউশন যদিও করা যেতে পারে, কিন্তু যারা পড়াশুনা করবেন তাদের কর্মসংস্থানের যদি কোন ব্যবস্থা না থাকে এটা করে লাভ হবে কিনা সেটা পরীক্ষা করে দেখতে পারি।

শ্রীসুধন দাস :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, আমাদের রাজ্যে চামড়াকে প্রোসেস্ করার কোন ব্যবস্থা বা শিল্প ইউনিট আছে কি না ?

২। মাংস বিক্রির পর যে চামড়া পাওয়া যায় এটা প্রোসেস্ করার কোন ইউনিট আছে কি না ?

৩। এই চামড়া বিক্রি করার জন্য রাজ্যের ভেতরে বা বাইরে বিক্রি করার জন্য কোন লাইসেন্স দেওয়ার ব্যবস্থা আছে কি না. তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীপবিত্র কর (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল ডেভেলাপমেণ্ট কর্পোরেশন থেকে ঋণ নিয়ে স্থানীয় চর্মশিল্পিরা যে ট্যানারী করেছেন তাতেই তারা নিজেরাই কাঁচা চামড়া প্রোসেস্ করেন এবং বিক্রির ব্যবস্থা করেন। তাদের এই ইউনিটটা মোটামোটি ভালই চলছে।

এছাড়া আমাদের এখানে যে এন, জি, ও আছে তারা চামড়াকে প্রোসেস্ করার জন্য একটা ইউনিট করেছে বিশালগড়ের মুড়াবাড়ীতে। এটা চামড়া থেকে যে মাংসটা আছে সেটা থেকে সার তৈরী করা এবং বোন থেকে বোনমেইল তৈরী করার জন্য তারা একটা ফ্যাক্টরী করেছে গভার্মেণ্ট অব্ ইণ্ডিয়ার সায়েন্স অ্যাণ্ড টেক্নোলোজি ডিপার্টমেণ্টের সাহায্য নিয়ে।

আর যে সব ইউনিট এই ব্যাপারে কাজ করছে তাদের চামড়া বিক্রি করার জন্য লাইসেন্স দেওয়া হয়ে হয়। যারা প্রোসেস্ করছে ট্যানারীতে তারা বিক্রিও করছে।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই লেদার টেকনোলোজি মূলতঃ গরুর চামড়ার উপর নির্ভরশীল। আর ত্রিপুরাতে গো হত্যা নিষিদ্ধ সেই রাজার আমল থেকেই। কাজেই এই নিষিদ্ধ আইন চালু থাকা সত্ত্বেও এই লেদার টেক্নোলোজির ডেভেলা-পমেন্ট এটার কোন প্রশ্নই উঠে না। কাজেই এটা আকলিটিং এর কোন ব্যবস্থা করা হবে কি না। রাজার আদেশ সবগুলিইতো ধীরে ধীরে তোলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু গো-হত্যা প্রটার্দিং অব্ কাউজ্ ইন্ পাব্লিক প্লেসেস্ এটা এখনো চলছে। এর কারন কি ?

শ্রীপবিত্র কর (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই প্রশ্নটা যদিও রিলেটেড নয়, তবু বলছি শুধু গরুর চামড়াই যে প্রোসেস্ করছে তা নয়। আমরা খবর নিয়েছি যে বেশীর ভাগ চামড়া যেটা তারা প্রোসেস্ করছে সেটা হলো ছাগল পাঠার চামড়া। আর আমাদের রাজ্য সংখ্যালঘু

সম্প্রদায়ের যারা আছে তাদের অনুষ্ঠানের সময় গো হত্যা করার জন্য পার্মিটেড। সুতরাং তাদের চামড়া তো আসেই, তাছাড়া মারা যাবার পর যে চামড়া ড্র করা হয় সেগুলিই প্রোসেস করা হয়। কাজেই এই বিষয়গুলি এখন ভাবতে হচ্ছে না। এবং এইগুলি প্রোসেসিং হচ্ছে আমাদের ট্যানারীতে এখানে যারা প্রাইভেটলি করছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীঅনিল চাকমা।

শ্রীঅনিল চাকমা (পেচারথল) :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—২৯।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—২৯

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, উপজাতি শিক্ষিত বেকারদের ১১ নং কর্মের কাজ দেওয়া হয় এবং দেওয়া হলে কোন্ ডিভিসনে কত লক্ষ টাকার কাজ দেওয়া হয়েছে ?

২। উক্ত উপজাতি শিক্ষিত বেকারদের মাথা পিছু কত টাকা পর্যন্ত কাজ দেওয়া হয়ে থাকে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ। বর্তমান আর্থিক বছর অর্থাৎ ২০০০-২০০১ ইং সনে পূর্ত দপ্তরের বিভিন্ন ডিভিশনে ট্রাইবেল বেনিফিসারী স্কীমে উপজাতি শিক্ষিত বেকারদের কাজের জন্য ২০৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে।

ডিভিশন ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হলো :—

১।	নন্দনগর ডিভিশন—	১৫ লক্ষ
২।	কৈলাসহর ডিভিশনে—	১০ লক্ষ
৩।	কুমারঘাট ডিভিশন —	২০ লক্ষ
৪।	কাঞ্চনপুর ডিভিশন—	২০ লক্ষ
৫।	আমবাসা ডিভিশন—	২০ লক্ষ
৬।	তেলিয়ামুড়া ডিভিশন—	১৫ লক্ষ
৭।	আগরতলা ডিভিশান নং—২	২০ লক্ষ
৮।	আগরতলা ডিভিশন নং—৪	২০ লক্ষ
৯।	আগরতলা ডিভিশন নং—১	১০ লক্ষ
১০।	সাউদার্ন ডিভিশন নং—২	১০ লক্ষ

১১। সাউদান ডিভিশান নং—৩ ২০ লক্ষ
১২। অমরপুর ডিভিশান ১৫ লক্ষ
১৩। সাব্রুম ডিভিশন ১৫ লক্ষ

মোট ২০৫ লক্ষ

২। উপজাতি শিক্ষিত বেকারদের মাথা পিছু প্রতিটি কাজের জন্য সর্ব্বোচ্চ ১৫,০০০ টাকা করে প্রতি বছরের মোট ৩টি কাজ সংকুলান হলে পর্য্যায়ক্রমে দেওয়া হয়ে থাকে। গত আর্থিক বছরে অর্থাৎ ১৯৯৯-২০০০ ইং সনে মোট ২১৫৫ জন উপজাতি বেকার যুবককে ট্রাইবেল বেনিফিসারী স্কীম ফর্ম-১১ এর মাধ্যমে কাজ দেওয়া হয়েছে।

শ্রীঅনিল চাকমা ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ১৫ হাজার টাকা ১১ নং ফর্মে উপজাতি বেকার যুবকদের যে কাজ দেওয়া হয়ে থাকে সেটা সার্কুলেশন করা হয়েছে কিনা? দ্বিতীয়ত, এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার এবং অন্যান্য ইঞ্জিনিয়ার তারা বলেন যে দশ হাজার বেশী কাজ দেওয়া হয় না ১১নং ফর্মে। কিন্তু এখানে মন্ত্রী মহোদয় বললেন ১৫ হাজার টাকা পর্য্যন্ত কাজ কাজ দেওয়া হয়। যদি ১৫ হাজার টাকার কাজ দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে ওয়ার্ক অর্ডার ছাড়া এইরকম কাজ দেওয়া হয় কিনা?

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য যেটা বললেন এখানে ১৫ হাজার টাকা পর্য্যন্ত মোটামোটিভাবে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। তাতে অনেক সময় ১৫ হাজার টাকা থেকে একটা ইষ্টিমেট কমও হতে পারে আবার ১৫ হাজার টাকা থেকে এক বা দুই হাজার টাকা বেশীও হতে পারে। এবং মোটামোটিভাবে বলা হয়েছে ১৫ হাজার টাকা পর্য্যন্ত। এবং বছরে তিনটা কাজ দিতে পারে যদি টাকা-পয়সা ঠিক মত থাকে। এটা দফতরের সিদ্ধান্ত এবং প্রত্যেক এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের কাছে আছে। সুতরাং কোন এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার যদি এই রকম অস্বীকার করেন তাহলে নিশ্চয়ই এটা খোঁজ নিয়ে দেখা যাবে। আর ওয়ার্ক অর্ডার ছাড়াতো কাজ দেওয়া হয় না। ১১নং ফর্মের নির্দিষ্ট ফর্ম আছে সেই অনুসারে কাজ দেওয়া হয়।

শ্রীপ্রনব দেববর্মা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, ১১নং ফর্মে উপজাতি বেকারদের যে কাজ, উপজাতি বেকারদের নামে সেগুলি অউপজাতি কনট্রাকটাররা কাজগুলি করছেন এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা? যদি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য থাকে তাহলে যারা কাজ পাবেন তারাই যাতে কাজ করতে পারে সেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা?

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) : – স্যার, মাননীয় সদস্য যেটা বলছেন, কাজতো পি-ডাব্লিউ, ডি অফিস থেকে উপজাতি যুবকের নামে ওর্য়াক অর্ডার ইস্যু করা হচ্ছে। সেই ওর্য়াক অর্ডার কোন উপজাতি যুবক পাওয়ার পর তার কাজ যদি অউপজাতিরা করে আমি জানিনা দফতর সেখানে হস্তক্ষেপ করার কতটুকু সুযোগ আছে। এটা ঠিক যে কিছু কিছু অভিযোগ এইরকম আছে যে এই সমস্ত ওর্য়াক অর্ডার দেওয়ার পরে বাইরে গিয়ে অনেকে সেই ওর্য়াক অর্ডার বিক্রি করে দেন অন্যদের কাছে। তাতে মিনিমাম যেটা লাভ পান সেই লাভটাই তিনি নেন। এগুলি সচেতনার প্রশ্ন। যাদের আমরা কাজ দেই তারাই এই কাজ করুক এবং এই কাজের মধ্যে তারা অভিজ্ঞতা অর্জন করুক এবং পরবর্তী সময় যাতে আরও বড় কাজের দায়িত্ব নিতে পারে সেইভাবে তারা নিজেদের গড়ে তুলুক। এটাই আমরা তাদের কাছ থেকে চাই। এটা ছাড়াও রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতিতে উপজাতি এলাকায় যেসমস্ত কাজকর্ম এই ১১নং ফর্মের বাইরেও আমরা সেইসমস্ত যুবকদের দিয়ে অত্যন্ত অর্থ ওর্য়াক জাতীয় যেসমস্ত কাজগুলি আছে বা মেইনটিনেন্স, রিপায়েরিংয়ের কাজ অধিকাংশ আমরা তাদের দিয়ে করাই। তার পরও কিছু কিছু বড় রকমের কাজ ট্রাইবেল এলাকার মধ্যে যাদের একটু ফিনান্সিয়ালি রিসোর্স আছে অত্যন্ত কম বেশী যাদের কিছু টাকা আছে, সেখানে লাইসেন্স না থাকলেও পরেও আমরা তাদের ডেকে এনে একটা রিকুইজিশান করে যাতে কাজটা তুলে আনা যায় এবং তিনি যাতে সেই উপজাতি এলাকার মধ্যে দায়িত্ব নিলে উপজাতি যুবক বা অন্যদের কাজে লাগিয়ে সেই কাজ করতে পারেন এটাও আমরা দফতরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা রূপায়িত করছি। তাতে ১১নং ফর্মের বাইরেও আমরা বেশ কয়েকশ উপজাতি যুবকদের সেই জায়গায় কাজ দিতে আমরা সক্ষম হচ্ছি বা কাজ দিচ্ছি।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :-- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই যে ১১নং ফর্মে কাজ দেওয়া হয়, এটা কিসের ভিত্তিতে সিলেক্ট করা হয় এবং কাদের নিয়ে সিলেক্ট করা হয়? কারণ এখানে বেকারত্বের জ্বালায় অনেকে কন্ট্রেকটারী করতে চাইছে। আর একটা হচ্ছে দীর্ঘদিন থেকে বামফ্রন্টের একটা লক্ষ্য ঘোষনা যে ট্রাইবেলদেরকে স্বনির্ভর করার জন্য ঠিকাদারী কাজেও তারা যেন উদ্যোগ নেয় এবং স্ব উদ্যোগ নেয় সেই হিসাবে তাদের উৎসাহিত করা। দ্বিতীয় বামফ্রন্ট এবং তৃতীয় বামফ্রন্টের আমলেও আমরা দেখেছি সুনির্দিষ্ট টাকা দিয়ে দেওয়া হয় একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের কাছে যে যে টাকা আছে সেই টাকা ট্রাইবেলরা পাবে। এইভাবে কোন টাকা এখনও দেওয়া হচ্ছে কি না? এবং এই ফর্ম ১১ তে কাজ করার জন্য কোন এনলিস্টেড সার্টিফিকেট লাগে কি না? আর যদি এনলিস্টেড কন্ট্রাকটর থাকে তাহলে তাদেরকে কতজনকে কাজ দেওয়া হয়েছে এবং তারমধ্যে এস টি কতজন আর এস সি কতজন? তারপরে এটা মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না, এই কাজ

দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যাপক দলবাজী হচ্ছে, যারা সি, পি, এম-এর পতকা তলে থেকে যারা ইন্‌কিলাপ বলবে তাদেরকেই শুধু দেওয়া হচ্ছে এবং যারা সেই কাজ করার মত আর্থিক সামর্থ্য নেই তাদেরকে ও সেই কাজ দেওয়া হচ্ছে এবং পরে অউপজাতি ঠিকেদারের কাছে সামান্য টাকার বিনিময়ে বিক্রি করে দিচ্ছে এটা মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি ?

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— ডিভিশনের ভিত্তিতে টাকা একটা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। যেটা আমরা দিয়েছি সেটা আমি সভার সামনে রেখেছি। সেটি হচ্ছে ২০০০-২০০১ ইং সালের। যেটা দেওয়া হচ্ছে সেটি হচ্ছে ফর্ম ১১ কাজ দেওয়া, যারা এন্‌লিষ্টেড কণ্ট্রাকটর আছে তাদেরকে ট্রাইবেলদের ক্ষেত্রে আলাদা, উপজাতিদের মধ্যে অনেক সময় যারা ইন্টারেষ্টেড যুবক আছে তারাও দরখাস্ত পাঠায় আর পঞ্চায়েত সমিতি বা বি সি মাধ্যমেও নামের তালিকা পাঠান। তাছাড়া যারা জনপ্রতিনিধি আছেন তারাও দরখাস্তের মধ্যে সুপারিশ করে পাঠান, ট্রাইবেল কণ্ট্রাকটরদের ফর্ম ১১ কাজ দেওয়ার জন্য। এই ব্যাপারে আমি আগেই বলেছি যে সমস্ত এলাকায় কাজ থাকে সেই সমস্ত এলাকার যুবকদের বাছাই করে এই সমস্ত কাজগুলি বণ্টন করে দেওয়া হয়। আর এখানে মাননীয় সদস্য যেটা জানতে চেয়েছেন যে এনলিষ্টেড এস, টি, এস সি, কণ্টাকটর কতজন আছে সেই তথ্য এখন আমার কাছে নেই। কিন্তু তবুও বলব এনলিষ্টেড কণ্ট্রাকটর ট্রাইবেলদের মধ্যে খুবই কম। তবে প্রেজেন্ট যে সিচুয়েশন এই সিচুয়েশনের মধ্যে ইণ্টেরিয়রে কাজ করা ক্ষেত্রে তারা আমাদের খুব সহায্য করছে। যারা এই ধরনের করতে পারে দপ্তর তাদেরকে ডেকে এনে তাদের হাতে কাজ তোলে দিচ্ছে এবং আমরা সেইভাবে কাজ তোলে নিয়ে আসছি।

মিঃ স্পীকার:— প্রশ্ন পর্ব শেষ। যে সমস্ত প্রশ্নগুলি মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নাই সেই সমস্ত প্রশ্নগুলি লিখিত উত্তর সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

ANNEXURES-"B & C"

MATTER RAISED BY MEMBER

শ্রীজওহর সাহা :- স্যার, আমার একটা সেম্‌শার মোশানের নোটিশ ছিল।

মিঃ স্পীকার :— সেনশার মোশানটি গ্রাহ্য হয় নি। তাছাড়া এটা হাইপোথেটিক্যাল কিছু ব্যাপার আছে এই কারণে এটা গৃহীত হয়নি। এখানে যেটা লিখেছেন সব এডিটিউড এসেছেন তা কোর্ট থেকে। কাজেই এটা গ্রহণও হয় নি। সেই কারণে এটা গৃহীত হয় নি।

শ্রীপ্রদীপ রায়বর্মন (আগরতলা) :— স্যার, এখানে ইমেজিনারী যেটা বলেছেন সেটি কোনটা স্যার, আপনি এই ব্যাপারে কোন কিছু জানিয়েছেন ?

মিঃ স্পীকার :— এটা রিজেক্ট হয়ে গেছে।

শ্রী জওহর সাহা— রিজেক্ট যে হয়েছে এটাতো আমাদের জানাবেন ?

মিঃ স্পীকার :— রিজেক্ট হলে জানানোর দরকার নেই।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ :— স্যার, আপনি গত হাউজে বলেছিলেন যে রিজেক্ট হলেও আমাদেরকে জানাবেন।

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে, তা দেখতে হবে। তবে এটা জানানোর দরকার নেই।

(গণ্ডগোল)

শ্রীজওহর সাহা :— কোন জানানোর দরকার নেই। আপনি বলেছিলেন যে রিজেক্ট হলেও আমাদেরকে জানাবেন।

মিঃ স্পীকার :— এই মোশানটা এটাতে আমাদের এমনিতে যে রুলস্ আছে তার মধ্যে কোন নিয়ম নেই। কিন্তু আমরা যেটা ফলো করি, একচুয়েলি আমরা অন্যান্য যে মোশানগুলি আনি সেই মোশানই হবে। আমরা কাউলের বইটা ফলো করি। অন্যান্য মোশানগুলি যে মেনারে আনার দরকার এই মোশানটাও এই মেনারেই আনতে হবে। কিন্তু যেভাবে মোশানটা এসেছে অন্যান্য মোশানের সঙ্গে তুলনা করলে এই ফর্মে আসেনা।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ :— স্যার, আমাদের জানাবেন বলেছিলেন গত হাউজে কিন্তু আমাদেরকে জানাননি।

(গণ্ডগোল)

Sri Ratanlal Nath :— Mr. Speaker Sir. Rules if the Speaker admits notice of a motion and no date is fixed for the discussion of such motion. if shall be immediately notified in the bulleting with the heading :— No-Day-Yet Named Motions.

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য রতনবাবু আপনি যেটা বলেছেন এটা তো গ্রহণ করলে হবে। আমি তো এটাকে বাতিল করে দিয়েছি।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ :— আপনি কিভাবে এটাকে বাতিল করলেন ?

(গণ্ডগোল)

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ :— স্যার, আপনি গত অধিবেশনে বলেছিলেন যে রিজেক্ট হলে সেটা বিধানসভার সেক্রেটারীর মাধ্যমে আমাদেরকে ইনফর্ম করবেন !

মিঃ স্পীকার :— সেটা আমার মনে হচ্ছে না।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ :— স্যার, আপনি বলেছিলেন যে আমাদেরকে ইনফর্ম করবেন।

মিঃ স্পীকার :— এটা এডমিট হলে পরে জানতেন। আর যেহেতু এডমিট হয়নি এটা জানার কোন প্রশ্নই নেই।

শ্রীজওহর সাহা :— স্যার, আপনি তো রুলিং দিয়েছেন।

মিঃ স্পীকার :— আরে আমার তো দেখতে হবে। না এই রকম হয় না। এই রকম রুলস নেই। রুলস্ এডমিট হয়নি, কাজেই এটা জানতে হয় না। দরকার নেই।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— প্লীজ বসুন, প্লীজ বসুন।

শ্রীজওহর সাহা :— স্যার, আমাদেরকে জানিয়ে দিতে হয়।

মিঃ স্পীকার :— এটা হয় না। বসুন, বসুন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— প্লীজ বসুন, প্লীজ বসুন, প্লীজ বসুন।

(গণ্ডগোল)

REFERENCE CASES

মিঃ স্পীকার :— আজকের কার্য্যসূচীতে ৩ (তিনটি) উল্লেখ্য বিষয়ের উপর (রেফারেন্স পিরিয়ড) সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন।

উল্লেখ্য বিষয়টির প্রথমটি মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া মহোদয়, কর্তৃক গত ২৯ ০৯ ২০০০ ইং তারিখে উত্থাপিত নিম্নে উল্লিখিত বিষয়বস্তুটির উপর স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর উনার বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তুরটিহলো :—

"আর, কে, পুর, থানাধীন রাজনগর গাঁও পঞ্চায়েএর বাসিন্দা শ্রীবিদ্যা কুমার জমাতিয়ার ঘরটি গত ২০ ৯, ২০০০ ইং তারিখে রাত অনুমানিক ৯ টায় সম্পূর্ণ ভষ্মীভূত হওয়ার সম্পর্কে"।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— আরে না হবে না, না না এমন করে হয় না। বসুন। বসুন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— প্লীজ বসুন, প্লীজ বসুন, প্লীজ বসুন। না না এটা দেখব পরে।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— আমি আইন কানুন পরে দেখব। আমাদের যদি ত্রুটি হয়ে থাকে তাহলে এটাকে সংশোধন করা হবে।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— বেআইনী না, আইনের মধ্যেই বলছি। প্লীজ আপনারা যার যা

জায়গায় গিয়ে বসুন। বুঝেছি অন্যান্য যে মোশান আছে। এইভাবে মোশানটা তৈরী হয় না। প্লীজ যান এটা রুলের মধ্যে হবে।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসুদীপ রায়বর্মণ :— আমি লিখছি এটা।

মিঃ স্পীকার :— আপনি লিখতে পারেন। এটাব ফর্ম হয় নি। লিখেছেন বড় কথা না। আপনি লিখতে পারেন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— প্লীজ, সাহায্য করুন. আপনারা যার যার জায়গায় বসুন।

শ্রীসুদীপ রায়বর্মণ :— স্যার, এটা বেআইনী কাজকর্ম হচ্ছে।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— এই ব্যাপারে কোন প্রশ্ন নেই।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী **:—** "আর. কে পুর, থানাধীন রাজনগর গাঁও পঞ্চায়েতের বাসিন্দা শ্রীবিদ্যা কুমার জমাতিয়ার ঘরটি গত ২০.৯.২০০০ ইং তারিখে রাত আনুমানিক ৯টায় সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হওয়া সম্পর্কে"।

বিগত ২১.৯.২০০০ ইং সকাল ৮টা ৪০মিঃ এ রাধাকিশোরপুর থানাতে শ্রীবিদ্যা কুমার জমাতিয়া, পিতা মৃত মুক্তিপদ জমাতিয়া, সাকিন রাজনগর একটি লিখিত অভিযোগ করেন যে গত ২০.৯.২০০০ ইং তাং রাত্রিতে কোন অজ্ঞাত দুস্কৃতকারী রাজনগরস্থিত গৃহে আগুন লাগাইয়া দেয়। ইহার ফলে তার ঘরটি আগুনে পুড়িয়া ভস্মীভূত হয়। এই অভিযোগ মূলে রাধাকিশোরপুর থানায় ১৯০/২০০০ নং মামলা রুজু করা হয় ভারতীয় দণ্ড বিধির ৪৩৬ ধারায় এবং ঘটনার তদন্তে জানা যায় বাদীর বাড়ী রাজনগরস্থিত চীনাহরি বাড়ীতে যাহা রাধাকিশোরপুর থানা হইতে আনুমানিক ৪ কিঃমিঃ উত্তর-পূর্ব দিকে। ঐ চীনাহরি বাড়ীতে পূর্বে কিছু সংখ্যক উপজাতি পরিবার বসবাস করিতেন। বিগত দুই বৎসর পূর্বেই উপজাতি ও বাঙ্গালীদের মধ্যে পিত্রা বাজারে কোন একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া উত্তেজনা বৃদ্ধি পাওয়াতে ঐ উপজাতি পরিবার নিজেরাই চীনাহরি বাড়ী হইতে সরিয়া অন্যত্র চলিয়া যান। প্রকাশ, চীনাহরি বাড়ীতে কোন উপজাতি পরিবারের বাড়ীতে কোনরূপ হামলা হয় নাই এবং তাঁহারা সকলের সাথেই ভ্রাতৃত্ববোধ বজায় রাখিয়া চলিতেন। বাদী বিদ্যা কুমার জমাতিয়ার বসত বাড়ীটি পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল। বসবাস না করাতে বাড়ীর চতুর্দিকে জঙ্গল গজাইয়া উঠে এবং সেখানে কোন লোকই যাতায়াত করিত না। পরিত্যক্ত অবস্থা পাইয়া কোন দুস্কৃতকারী বাড়ীতে (মাটির দেওয়াল, টীনের চাল) রাতের অন্ধকারে আগুন লাগাইয়া দেয়। বাদীর সঙ্গে এলাকাবাসীর কোন শত্রুতা

ছিল বলিয়া জানা যায় নাই। ঘরের ভিতর কোন আসবাব পত্র ছিল না। এই ঘটনায় কোন গ্রেপ্তারের সংবাদ নাই। ঘটনার প্রকৃত কারণ এখনও জানা যায় নাই তদন্ত চলিতেছে।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া (বাগমা) :— স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে তথ্য দিয়েছেন এটা একটু গোলমাল হয়ে গেছে। কারণ গত ২০ তারিখ ঘরটি ভস্মীভূত হওয়ার পর ২৩ তারিখই থানাতে এফ আই, আর, করা হয়েছে তা সত্ত্বেও আর, কে, পুর থানা থেকে কোন তদন্তে যায়নি। আমি বিগত ১৭ তারিখ যখন ইনফরমেশন পাই তখন সেখানে গেলাম। এবং ২৩ তারিখই এফ আই. আর করছে কেন সেটা নেওয়া হল না। আমার সামনেই অনেক খোঁজাখোঁজি করা হয়েছিলস্বীকার করছিল। এর পর দিন উনাদেরকে আমার সামনে বলা হল, আপনারা কালকে না হয় পরশু অতএব ২৮ | ২৯ তারিখে আবার নূতন করে দেওয়া হোক। এটা হল মূল কারণটা। জোট আমলে চীনাহরি পাড়াতে ১৪টি পরিবার ছিল। সাত বাট চৌদ্দ এই হিসাবে টিনের ঘর চাউনি দেওয়া হয়েছিল এবং জোট সরকারের ক্ষমতা চলে যাওয়ার পর তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার যখন ক্ষমতায় আসল তখন একের পর এক তাদের ঘরগুলিকে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। ঘরগুলি পুড়ে দেওয়ার পর যে টিনগুলি পুড়ে যায় নি ও টিনগুলি নিয়ে তারা অনত্র চলে গেছে, এটাও ঠিক কারা কারা গেছে এখানে উল্লেখ আছে। গত পরশু দিনও গুনধর বাবু এসেছিলেন আমার এখানে। উনার বাড়ীও চীনাহরি পাড়াতে। একটা পরিবার আছে যার নাম হরেন্দ্র, বাবা লগিকুমার উনি চিনাহরি পাড়াতেই আছেন। উনার বাড়ি পুড়া যায় নি আর বাকি তেরটি পরিবার একেবারেই শূন্য অবস্থায়। তাদেরকে ফিরিয়ে এনে এরা যাতে থাকতে পারে এই ব্যবস্থা করবেন কি না এবং যাদের ঘর পুড়ানো গেছে, চতুর্থ বামফ্রন্টের সময়ে যে লোকগুলি চলে গেছে তাদেরকে ফিরিয়ে আনার জন্য ব্যবস্থা করবেন কি না? যারা চলে গেছেন এরা হলেন গুনধর জমাতিয়া, পশুপদ জমাতিয়া, পৃথ্বীরাজ জমাতিয়া, মৃত কুমার জমাতিয়া, তাদের বাবা হল মৃত শক্তিপদ জমাতিয়া। কৃষ্ণবানি জমাতিয়া বাবা মৃত রাধাপদ জমাতিয়া. শুম কুমার জমাতিয়া এটা লকিচরন জমাতিয়া, হরেন্দ্র, লকি কুমার জমাতিয়া, হরিকান্ত, ইকুমার জমাতিয়া, পগণ্ড কুমার জমাতিয়া, গোবিন্দ কুমার জমাতিয়া, মনমোহন জমাতিয়া, রোতী জমাতিয়া সরং জমাতিয়া, পিতা চরন জমাতিয়া, শান্ত দয়াল, পিতা চরন জমাতিয়া, বিদ্যা কুমার উনার ঘরটা গত ২০ তারিখে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাদেরকে টিন দিয়ে তাদের দখলীকৃত জায়গাগুলিতে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করবেন কি না? এখানে শান্তির বাতা বলে সৃষ্টি করে ঐ ১৪টি পরিবারকে আবার সেখানে আনার ব্যবস্থা করবেন কি না? এটা আমি জানতে চেয়েছি।

শ্রীযাদব সরকার (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে যে তথ্যটি মাননীয় সদস্য বলেছেন যে ২৩ তারিখে পুলিশকে জানানো হয়েছিল। তারা কেউ যান নি। এরা এখানে

লেখেছেন ২৯ তারিখ। এই রকম যদি হয় এটা তো খুব খারাপ জিনিস। এটা তো ঠিক না। এটা নিশ্চয়ই আমি দেখব এবং এটা যদি হয় তাহলে তো এটা প্রত্যক্ষ অবহেলা। এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এটা নিশ্চয়ই যদি সেই জায়গায় থেকেই থাকেন কিন্তু ব্যবস্থা নেওয়া যায় সেটা আমরা দেখব। দ্বিতীয় যে মূল প্রশ্ন যারা চলে গেছেন যে কোন কারনে, যেতে তারা বাধ্য হয়েছেন তারা এই এলাকায় কি করে দ্রুত ফিরে আসতে পারেন। এটা তো মাননীয় সদস্য জানেন যে এই এলাকাটার মধ্যে গত বেশ কিছু দিন যাবৎই একটা অস্বাভাবিক অবস্থা সৃষ্টি করে খুব পরিকল্পিত প্রচেষ্টা চলছে, প্রশাসন যে উদ্যোগ দিচ্ছে ঘটনা তা না। তবে কাম্য পর্যায়ে যে সাফল্য সবটা যে আসছে ঘটনা তাও না। সরকারের দিক থেকে জেলা প্রশাসনকে যুক্ত করে যারা চলে গেছেন তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে কিভাবে উনাদের ফিরিয়ে এনে আবার স্বাভাবিকভাবে জীবন যাত্রা শুরু করতে পারেন তার জন্য চেষ্টার কোন ঘাটতি থাকবে না। এখন যারা চলে এসেছেন তাদেরও কতগুলি ইচ্ছা অনিচ্ছার বিষয় আছে। ফলে তারা এখানে আসবেই এই গ্যারান্টি তো আমরা দিতে পারব না। কিন্তু উনাদের সঙ্গে কথা বার্তা বলে যেভাবে সাহায্য করা যায় সরকারের দিক থেকে যাদের সাহায্য করলে পরে উনারা ফিরে আসতে পারেন সেই দিক থেকে সব রকম চেস্টা আমরা নেব।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— চীনাহরি পাড়া এটা খুব প্রাচীন গ্রাম। মহারাজা সেই গোবিন্দ মানিক্যের আমল থেকে এখানে জমাতিয়াদের বাস। এই গ্রামটিতে প্রায় ত্রিশ পরিবারেরও বেশী ছিল। আমি নিজেও ছোট বেলায় অনেকবার গিয়ে দেখেছি সমৃদ্ধ গ্রাম। কিন্তু গত দুই বছর আগে আমাদের কাছে অভিযোগ আসে যে এইগ্রামের বাসিন্দাদের জমি জোর করে পাশের এলাকার বাঙ্গালীরা নিয়ে নিচ্ছে। আমি নিজেও ডেপুটেশানে গিয়েছিলাম। চিফ মিনিষ্টার ছিলেন না। চিফ্ সেক্রেটারীর সঙ্গে আমাদের ডেপুটেশান হয়। তখন আমরা বলেছিলাম যে জমিগুলি উদ্ধার করে দেওয়ার জন্যে। পরে এস, ডি ও জানালেন যে এটা সম্ভব নয়। কারন প্রশাসনের পক্ষেও এই জমিগুলিকে আর উদ্ধার করা হয়নি। সেখানে জমাতিয়া পরিবার ২৫-৩০ ছিল।

মিঃ স্পীকার :— আপনি এটা রেজিলিউশেন্টের সময়ে বলুন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— এই জমিগুলির মালিকরা তারা স্বেচ্ছায় ছেড়ে যেতে রাজী হয়েছে। এটার কনভারশেসন অথবা তাদের ফেরত দেওয়া অথবা ক্ষতিপূরন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে কি না?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় সদস্য, জেলাপরিষদ প্রসাশন তরফ থেকে বিষয়গুলিকে দেখার জন্য আমি আগে বলেছি। এবং তারা কোথায় আছেন, কি অবস্থায় আছেন, আমরা কিভাবে সাহায্য করতে পারি সেটা দেখব।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশন স্যার. এখানে যে জমিগুলি আছে এবং সেখানে তারা চাষাবাদ করতে পারছেনা। সেটা এখনো অনাবাদী অবস্থায় রয়েছে। এটা আর. কে পুর অঞ্চলের অবস্থা। কাজেই সেখানে যাতে সরকার তরফ থেকে উদ্যোগ নিয়ে বিক্রি অথবা কোন ব্যবস্থা করা যায় কিনা সেই ব্যবস্থা করবেন কিনা।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী):— প্রথম ক্লারিফিকেশন যে জানতে চেয়েছেন তাতে আমরা জেলাপরিষদ থেকে কিংবা প্রশাসন থেকে সমস্ত বিষয়টা আগে ভালভাবে দেখে তারপরে জায়গাটাতে যাওয়া। এখানে যারা ডিস্ প্লেস্ হয়েছেন এবং যারা এখানে ছিলেন তাদের জীবন যাত্রা সাময়িকভাবে শুরু করুক। এখানে সেটা করতে গিয়ে যদি কোথাও অসুবিধায় থেকে থাকে তাহলে এটা কিভাবে আমরা একাকার হয়ে সাহায্য করতে পারি সেটা পরীক্ষা করে দেখব আমাদের সাধ্যমত। আর ক্যাম্পের ব্যাপারে যেটা বলেছেন সেখানে সিকিউরিটি আমাদের শর্টেজ রয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— ২য় বিষয়বস্তুটি হল "মেডিকেল আসন কেলেঙ্কারীর জন্য অভিযুক্ত রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এস, মজুমদার সহ অন্যান্যদের বিরোদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থাদি সম্পর্কে।" এখন আমি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রীকে অনুরোধ করব এই বিষয়ের উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) — মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়. আমি যতটুকু বলেছি ততটুকু সব দিক দিয়ে ভেবে" —গিয়ে বলেছি। সিভিল রোল ৩৫' ১৯৯৬ মামলায় মাননীয় গৌহাটি হাইকোর্ট আগরতলা শাখার নির্দেশ মূলে রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরে মেডিকেল আসন বন্টন সংক্রান্ত বিষয় নয়াদিল্লীর চানক্যপুরী থানায় একটি এফ আই আর দাখিল করেন। হাইকোর্টের নির্দেশ মূলেই এই মামলার তদন্তভার সি. বি, আই নিউ দিল্লী গ্রহন করেন। সি. বি, আই ২২-১১-৯৭ইং, তারিখে রাজ্য সরকারের কাছে রিপোর্ট দাখিল করেন। ঐ রিপোর্টে শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার, শ্রীযুক্ত কাশীরাম রিয়াং, শ্রীযুক্ত গুরু দয়াল সিং এবং শ্রীযুক্ত অমল কুমার রায়ের বিরুদ্ধে মামলা করার জন্য যথেষ্ট প্রমানাদি সংগ্রহীত হয়েছে। বলে জানান এবং এই মামলা দায়ের করার জন্য প্রয়োজনীয় অনুমোদন (সেংশান) প্রার্থনা করেন। ১৭-১২-১৯৯৭ইং তারিখে রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তর প্রয়োজনীয় অনুমোদন প্রদান করেন। বর্তমানে মামলাটি নয়াদিল্লীর স্পেসিয়াল জজ্ এর আদালতে বিচারাধীন আছে।

মিঃ স্পীকার :— তৃতীয় রেফারেন্সটি গত ২১-১-২০০০ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক দে মহোদয় উত্থাপন করেছিলেন। এখন আমি পরিবহন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নে উল্লেখিত বিষয়বস্তুটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তুটি হলো :—

"৪৪ নং জাতীয় সড়কের অন্তর্গত মেঘালয়ের সোনাপুরে রাস্তায় বারবার ধ্বস নামার ফলে এবং আসামের পাথারকান্দি এলাকায় রাস্তা ভেঙ্গে যাওয়ার ফলে রাজ্যের সাথে বহি রাজ্যের সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সংকট সম্পর্কে।"

শ্রীসুকুমার বর্মণ (মন্ত্রী) :— মি: স্পীকার স্যার, আমি মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক দে মহোদয় কর্তৃক আনীত উল্লেখ্য বিষয়টির উপর বিবৃতি দিচ্ছি।

প্রতি বছরই বর্ষাকালীন সময় উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের ফলে পাহাড় ধ্বসে রাস্তাঘাট বন্ধ হয়ে যায়। বিশেষ করে ৪৪ নং জাতীয় সড়কে অনেক সময়ে বন্ধ হয়ে যায়। বহিরাজ্যের সাথে যোগাযোগ রক্ষাকারী এই একমাত্র সড়কটি বন্ধ হয়ে গেলে আমাদের যাত্রী চলাচল সহ পন্য পরিবাহন অচল হয়ে পরে। এ বৎসরও অতিরিক্ত বৃষ্টি পাতের ফলে মেঘালয়ে সোনারপুরে রাস্তায় ধ্বস পরে রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। গত ২৬ শে, সেপ্টেম্বরের শেষ বারের মত ধ্বস নামে। এই নিয়ে এবারের বর্ষায় মোট পাঁচ বার ধ্বস নামে। ফল স্বরূপ গাড়ি সহ অন্যান্য যানবাহন রাস্তায় আটক হয়ে পড়ে। তাতে একদিকে যেমন লড়ি চলাফেরা অসুবিধায় পরেছে অন্যদিকে রাজ্যে পন্যের যোগানও কম হয়ে পরছে। পণ্যের যোগান কমের সুযোগে কিছু কিছু অসাধু ব্যবসায়ী দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি করে ভোক্তা জনসাধারনকে হয়রানী করছে। বর্তমানে সময়ে আসামের পাথারকান্দীতে রাস্তার উপর দিয়ে বৃষ্টির জল গড়ানোর ফলে রাস্তায় বড় বড় গর্তের সৃষ্টি হয়। বাইরে থেকে আসা পণ্য বোঝাই গাড়িগুলি গর্ত অতিক্রম করে আসতে পারছে না। প্রায় ৫০০ থেকে ৭০০ লড়ি ১০। ১৫ দিন যাবৎ আটক হয়ে রয়েছে যার ফলে পণ্যের যোগানে ঘাটতি দেখা দেয়। পণ্য বোঝাইলড়িগুলিকে রাজ্যে নিয়ে আসার জন্য যাতে তাড়াতাড়ি রাস্তা মেরামত করা হয় তার জন্য রাজ্যের মুখ্যসচিব মেঘালয় এবং আসামের মুখ্যসচিবের নিকট গত ১৯.৯.২০০০ ইং তারিখে ফেকস বার্তা পাঠান। আমি নিজে গত ২১শে সেপ্টেম্বর তারিখে অনুরূপভাবে ভারত সরকারের সারফেইস ট্র্যান্সপোর্ট মিনিষ্টারকে ফেকস বার্তা পাঠিয়ে প্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ করার অনুরোধ জানিয়েছি।

খাদ্য ও জনসংবরণ দপ্তরের তথ্যে রাজ্যে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের মজুত সন্তোষজনক থাকায় এই আটকে বিশেষ কোন অসুবিধার সৃষ্টি করতে পারে নাই। তবে মাছ, ডিম, ফল এবং এল, পি, জি গ্যাসের ক্ষেত্রে সাময়িক অভাব দেখা দেয়। চাল, চিনি সমস্ত প্রকার ডাল, সরিষার তৈল এবং পেট্রোলিয়মজাত দ্রব্য ইত্যাদির বর্তমান মজুত আগামী দেড়মাসের চাহিদা পূরণ সক্ষম। রাস্তা বন্ধের অজুহাতে কৃত্রিম অভাব তৈরীর চেষ্টাকে রোধ করার জন্য রাজ্য সরকার খাদ্য ও জনসংভরণ দপ্তরের আধিকারিকগণকে তীক্ষ্ণ নজর রাখার নির্দেশ দিয়েছে।

বর্তমানে রাজ্যে এল, পি, জির কিছুটা সংকট রয়েছে। রাজ্য সরকার এই সংকট লাঘবের জন্য অর্থাৎ এল, পি, জির রাজ্যে সরবরাহের জন্য আই, ও সি ও এ, ডি, ওর উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ রাখছে। ইতিমধ্যে এল, পি, জি সরবরাহের কিছুটা উন্নতি হয়েছে। শিলচর থেকে প্রতিদিন পাঁচ গাড়ী এল, পি. জি সিলিণ্ডার আনা হচ্ছে। আশা করা যায় আসাম, মেঘালয় এবং কেন্দ্রীয় সরকার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে অতি শীঘ্রই বর্তমান সংকটের

নিরসন হবে। সর্বশেষ আমাদের রাজ্যে ১৮ মুড়ায় ধ্বস পড়ায় কিছু লড়ি আটকে পরেছে। আশা করা যাচ্ছে সহসায় এই ধ্বস সরিয়ে আগরতলায় পৌঁছতে পারবে।

শ্রীমানিক দে :— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, আসলে এই বিষয়টা আমাদের প্রতিটি বিধানসভায় কম বেশী আলোচনায় আসছে। আমরা লক্ষ্য করলাম ৭০-এর দশকে বর্ডার রোড অর্গনাইজেশান এই কাজটা হাতে নিয়েছেন। এই জাতীয় সড়কের দায়িত্ব তারা নিয়েছেন। এই রোড হচ্ছে আমাদের একমাত্র যোগাযোগ মাধ্যম। মনে হয় বিষয়টা নিয়ে উনারা ছেলেখেলামি শুরু করেছেন। প্রতি বছর হাই টেকনলজির যুগে দেখা গেছে প্রত্যন্ত অঞ্চলে বহু রাস্তা নির্মিত হয়েছে যেখানে ধ্বস পড়ার মত কোন অবস্থা নেই। টেকনলজিকে ব্যবহার করে সেইভাবে রাস্তাটা নির্মান করা হয়েছে। ৭০ এর দশক থেকে ৩০টা বৎসর অতিক্রান্ত হয়ে গেল, এখন পর্যন্ত কেন আমাদেরকে প্রতি বৎসর রাস্তায় বার বার ধ্বস নামার ফলে দুর্ভোগের শিকার হতে হচ্ছে। কাছাড় ডিসট্রিকটেও একই অবস্থা। এখানে ৩ | ৯ তে দেখা গেল একবার, ৭ | ৯তে, ১৩ | ৯তে তৃতীয়বার, ২৪ | ৯তে চতুর্থবার, আবার কয়েক ঘণ্টার জন্য গাড়ী যাওয়ার পর ২৬ | ৯ এ আবার এইভাবে ৫ বার ঘটনা হয়েছে। সবচেয়ে মজার কথা হল, এই খবরগুলি পড়েছে যারজন্য বিভিন্ন রাজ্যের গাড়ীগুলি আটক পড়ে আছে, তার যে খবর, সেই খবরটা দিয়ে কোথায় ধ্বস পড়েছে, কোথায় গাড়ীগুলি আটক পড়ে আছে তারজন্য একটা কন্ট্রোল রুম খোলার ব্যাপারে এগুলি কিছুই ব্যবস্থা নেই। যেখানে গাড়ীগুলি আটক পড়ে আছে সেখানে কোন খাওয়ার ব্যবস্থা নাই, খাওয়ার জলের কোন ব্যবস্থা নাই। সেখানে শত শত লরী এবং যাত্রীবাহী গাড়ী আটক পড়ে আছে। মাসের পর মাস এইভাবে চলছে। এগুলি খবরাখবর দিয়ে তারজন্য যে কোন ব্যবস্থা করা তা দেখছিনা। তারপর দেখেছি গাড়ীগুলি আটক পড়ে আছে, সেগুলিকে ডজার দিয়ে ধাক্কা দিয়ে গাড়ীটাকে পার করে, তারপর দেখা যায়, তার পেছনের গাড়ীটা আটক পড়ে আছে। আবার ডজার দিয়ে সেটাকে পার করতে হচ্ছে। গতকাল থেকে আমাদের রাজ্যে আঠারমুড়াতেও একই অবস্থা। দেখা যায়, যেখানে রাস্তাটা ভাঙ্গতে পারে, তারজন্য কোন প্রিভেনটিভ মেজার তারা নেননা। ভাঙ্গার পর গিয়ে তারা তৎপরতা করছেন। কেন এমনটা হচ্ছে? মাননীয় মন্ত্রী উনার স্টেটমেন্টে বলেছেন যে, তিনি সার্ভে ট্রান্সপোর্টের দৃষ্টিতে নিয়েছেন। আমার মনে হয় এই উদ্বেগের বিষয়টা আমরা আমাদের রাজ্যের পক্ষ থেকে খুব সিরিয়াসলি কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিতে আনতে চাই যাতে এই রাস্তাটা সম্পর্কে উনারা নজর দেন। আমরা লক্ষ্য করছি, শুধু এখানে না, দক্ষিণ ত্রিপুরাতে একটা রাস্তা তারা করলেন অত্যন্ত নিম্নমানের। গত বিধানসভায়ও এই রাস্তাটা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আমি রেফারেন্স হিসাবে এটা বলছি। আপনি (স্পীকারের উদ্দেশ্যে) গিয়ে দেখুন স্যার, রাস্তাটার ব্যাপারে বার বার দৃষ্টি আকর্ষণ করার পরও তারা কোন

ব্যবস্থা নিচ্ছেনা। এই কারণে একটা আমি প্রস্তাব রাখছি, বহিঃরাজ্যের সঙ্গে একমাত্র যোগাযোগ রক্ষাকারী ৪৪নং জাতীয় সড়কের মেরামতির কাজ দ্রুত শেষ করার জন্য সমস্ত রকম উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এই বিধানসভা থেকে আপনার মাধ্যমে এই প্রস্তাবটা আমরা সার্ভে ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টের দৃষ্টিতে নিয়ে যেতে চাই এবং উদ্বেগের বিষয়টাও আমরা জানাতে চাই।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত মাসে আমাদের এন ই,সির একটা মিটিং হয়েছিল গৌহাটিতে। এই জায়গাটার সমস্যা তখনও ছিল। তখনও রাস্তায় ধ্বস নামাতে রাস্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। গৌহাটির বিধানসভার মাননীয় অধ্যক্ষ, উনার সরকারী বাসভবনে একদিন সান্ধ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। সেখানে আমি নিমন্ত্রিত ছিলাম এবং বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যারা ছিলেন তারাও উপস্থিত ছিলেন। তাতে আমি বিস্ময়ের সংগে লক্ষ্য করলাম কাছাড় জেলার যেসমস্ত বিধায়করা আছেন, সেদিন উনাদের বিধানসভার অধিবেশন ছিল, তারা সবাই এসে আমাকে ধরলেন যে বিষয়টা একটু আপনি টেক-আপ করুন। এই রাস্তা-ত বন্ধ হয়ে গেছে, আমরা-ত যেতে পারছি না। আমি বললাম, আপনারা আসামে আছেন, আসামে কথা বলছেন না কেন ? বললেন, আমরা বলেছি। আমাদের রাজ্য-ত অনেক বড রাজ্য, কিন্তু আমাদের যে জেলার সমস্যা সেটার সঙ্গে ত্রিপুরার মিল আছে। ফলে আপনাকে উদ্যোগ নিতে হবে। আমি এই ব্যাপারে স্পীকার সাহেবের সংগে কথা বলার পর উনি বললেন, হ্যাঁ, উনারা গাড়ীতে যেতে পারছেন না, তাদের প্লেনে যাওয়ার ব্যবস্থা করেছি। ওখানে জেনারেল পুরী এটার দায়িত্বে আছেন এখন এবং কিছুদিন আগে তিনি আমাদের রাজ্যে এসেছিলেন। তিনি দ্বিতীয়বার যখন আসেন তখন ত্রিপুরা-বাংলাদেশ বর্ডারের কাজের ব্যাপারে এসেছিলেন। তাকে সংগে সংগে আমি অনুরোধ করি, এটা কি হচ্ছে, আমাদের জিনিসের দাম বেড়ে যাচ্ছে, তাতে সমস্যা হয়ে যাচ্ছে। এখানে তিনি কথা দিয়েছেন যে, দুইদিনের মধ্যে রাস্তাটা খোলা করেন। আমি বলেছি, আসাম, ত্রিপুরা উভয়েই আমরা সমস্যায় পড়েছি। তারা যা বলেছেন তা হল, সমস্যা যেটা হচ্ছে সেখানে একবার যদি ধ্বস নামতে শুরু করে, ঐ সীজনে একাধিকবার হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। সবটা তাদের নিয়ন্ত্রনের মধ্যে নেই।

এখানে টেকনিক্যাল যে বিষয়গুলি বলেছেন যে, হাই টেকনিক্যাল আমাদের যে সুযোগ সুবিধাগুলি এসেছে সেগুলিকে কাজে লাগিয়ে রাস্তাটাকে যাতে প্রতি বছর এই ধরনের সমস্যায় পড়তে না হয় তার একটা চেষ্টা করা দরকার, এটা ঠিকই বলেছেন। এখন ধরুন যারা রাস্তাটাকে ঠিক করার দায়িত্বে আছেন সাধারণত যারা শ্রমিকরা বা এখানে যে সমস্ত অফিসাররা আছেন তাদের সবাইকে কিন্তু আমি দায়ি করতে পারছি না। কারণ এটার টুটাল যে প্ল্যানিং-টা এই প্ল্যানিং বিষয়টার মধ্যে যদি কোথাও কোন দুর্বলতা থেকে থাকে তো ওটা নিয়ে আমাদের আলাপ আলোচনা সেখানে করতে হবে। মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন সেটা তো নিশ্চয়ই

উদ্বেগের এবং আমরা মাচ এ ট্র্যান্সপোর্ট যে ডিপার্টমেন্ট সেই ডিপার্টমেন্টের মিনিস্টারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি, আমাদের রাজ্যের মাননীয় মন্ত্রী এবং চীফ সেক্রেটারীতো আগে একাধিকবার এই ব্যাপারটা নিয়েছেন সেখানে। আমরা মেঘালয় গভর্ণমেন্টের সঙ্গেও কথা বলেছি, আমরা বলেছি যে, দেখুন আমাদের খুব অসুবিধা হয়, আপনারা আপনাদের পূর্ত দপ্তরকে কাজে লাগিয়ে বি. আর. টি, এফকে সাহায্য করে আমাদের গাড়ীগুলিকে শুধু পাস দিতে সাহায্য করুন, তাদের সীমাবদ্ধতা আছে কিন্তু তারা সাহায্য করেনি, কাজেই এটা একটা স্থায়ী সমস্যার মত হয়ে যাচ্ছে। ধরুন আমরাতো এখান থেকে প্রতিশ্রুতি কিছু দিতে পারছি না, আমরা আমাদের উদ্যোগ নেব এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কথা বলব। কারণ যে স্পিরিটটা এখানে এক্সপ্রেস্ হয়েছে লিখে প্রস্তাব পাঠানোটা নিশ্চয়ই এটার গুরুত্ব আছে, তা সত্ত্বেও আমরা আলাদাভাবে সরকারের পক্ষ থেকে এই ব্যপারটা কেন্দ্রীয় সরকারের নজরে নেব। আর আমাদের রাজ্যের ব্যাপার সেটা বলেছেন এখানে, আমাদের আঠার মুড়ার ৪৭ মাইলে যে ধ্বস পড়েছে সেটা গত কাল রাতে আমরা খবর পেয়েছি, সঙ্গে সঙ্গে যোগাযোগ করেছি, সকালবেলা যেটা আমাকে জানানো হয়েছে যে, লাইট ভেহিক্যাল চালানো হয়েছে এবং বি, আর, টি, এফ-এর যিনি কমান্ডেন্ট তিনি স্পটে গেছেন আমি আমাদের চীফ সেক্রেটারী মহোদয়কে বলেছি যে, আমাদের যে ইঞ্জিনীয়ারিং ইন্ চীফ আছেন তাকে নির্দেশ দেওয়ার ব্যবস্থা করুন যাতে তাদের উপর নির্ভর না করে ব্যবস্থা করতে যাতে পূজোর মুখে আমাদের এখানে গাড়ীগুলি এসে যায় এবং প্যাসেঞ্জারদের আসা যাওয়া যাতে করতে পারে। কারণ পূজোর ছুটি কাল থেকে শুরু হয়ে যাবে তার পর তারা আসা যাওয়া করবেন তার যাতে কোন অসুবিধা না হয়। আমরা যাতে দরকার মত পূর্ত দপ্তরকে ও তাদের সঙ্গে যুক্ত করে রাস্তাকে আমরা খোলা করতে পারি। আমাকে জানানো হয়েছে যে তারা আশা করছেন কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই হেভী ভেহিক্যাল্ সেখানে পারাপারের ব্যবস্থা তারা করবেন। তার সঙ্গে সঙ্গে দুইটা জেলায় কালকে খুব বৃষ্টি হয়েছিল গত কয়েক দিন যাবতই হচ্ছে এবং তাতে কমলপুর ও কৈলাশহরের কাছাকাছি কোন কোন জায়গায় কিছু জল জমে ছিল, কিছু লোক বাড়ী ঘর ছেড়ে এসেছিল তারা আবার ফিরে গেছেন। দুইটা ব্রীজের অ্যাপ্রোচ্ থেট্যাল হয়েছে, এই সমস্যাটা আছে। ফলে রাজ্যের ব্যাপারটা যেটা মনে হচ্ছে আমাদের স্টেটের ভিতরে বোধহয় এটাকে আমরা সামলে উঠতে পারব কিন্তু এই যে জায়গাটা যেটা মেঘালয়ের পার্টে পড়েছে সেটা আমাদের টেকআপ করতে হবে, সমস্যাতো আছেই। আমি একটা অনুরোধ করব, এখানে যারা বি, আর টি, এফ-এর কাজ করছেন সবটা দায়িত্ব তাদের কাছে চাপালে কিন্তু তারা নিরুৎসাহিত হবেন এবং এটা একটা ভুল মেসেজ যাবে! তাদের কতগুলি প্রবলেম আছে, আমি, তাদের ডাকব আমাদের ট্র্যান্সপোর্ট মিনিস্টারকে সহ কি কি অসুবিধা তাদের আছে আমরা তা বোঝার চেষ্টা

করব এবং আমরা কিভাবে সাহায্য করতে পারি সেটা দেখব। আপনারা জানেন যে, এখানে খয়েরপুর থেকে আরম্ভ করে চন্দ্রপুর এই রাস্তাটা কিভাবে নষ্ট হয়েছিল। তখন বি, আর, টি,এফ-এর যে ভদ্রলোক দায়িত্বে ছিলেন তিনি একটা নেগেটিভ অ্যাটিচিউড নিয়েছিলেন, আমরা তাদের উপর নির্ভর না করে রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়ে আমাদের পুর্ত দপ্তরকে কাজে লাগিয়ে কাজটা শুরু করি। আমি স্পটে গিয়েছিলাম তখন এই ভদ্রলোক এক্স্প্রেস্ করেছেন তার বক্তব্য হচ্ছে, এই রাস্তাটা টিকবে না আপনাদের পি, ডব্লিউ, ডি, যেভাবে কাজ করেছে। তখন পি, ডব্লি, ডি-র ইঞ্জিনীয়ারা দাঁড়িয়ে বলেছেন, আমরা দায়িত্ব নিয়ে বলছি অন্তত তিন বচর এই রাস্তাটা নষ্ট হবে না। রাস্তাটা ভালই আছে, কাজেই এই ধরনের যে একটা ঘটনা এতে আমরা সাধারণ মানুষ সমস্যায় পড়ে যাচ্ছি। এগুলি থেকে বেরিয়ে এসে উভয় সংস্থাকেই একসঙ্গে মিলে আমাদের কাজ করতে হবে। এর বেশী আর কি বলার থাকতে পারে ? জিনিষ পত্রের দাম দর সম্পর্কে যেটা বলেছেন, আমি আশা করব আমাদের রাজ্যের যারা ব্যবসায়ী বন্ধুরা আছেন তারা এই প্রাকৃতিক কারণে যে সমস্যাটা তৈরী হয়েছে একটা উৎসব মুখর পরিবেশের সামনাসামনি আমরা তার সুযোগ নিয়ে তারা যাতে অতিরিক্ত মুনাফার চেষ্টা কেউ না করেন, এটা আমার অনুরোধ থাকবে।

শ্রীসমীর দেবসরকার :— স্যার, বহির্রাজ্যে এই ধ্বংসের কারণে যখন গাড়ীগুলি দীর্ঘদিন আটকে থাকে তখন রাজ্যের হাজার হাজার মানুষ এবং তাদের আত্মীয় পরিজনরা সব সময় একটা দুঃশ্চিন্তার মধ্যে থাকেন। এই অবস্থায় সেখানে সঙ্গে সঙ্গে একটা কনট্রোল রুম খোলা হবে কিনা এবং আমাদের রাজ্যে একটা মেসেজ্ পাঠানো যে এই ঘটনাগুলি ঘটেছে বলে, তার ব্যবস্থা করা হবে কিনা। এবং তাৎক্ষণিক কিছু রিলিফ মেডিক্যাল্ সার্জারিক্যাল্ দিয়ে এই সম্পর্কে খোঁজ খবর নেওয়া বা সে ব্যবস্থা করা হয় কিনা সেটা জানানোর ব্যবস্থা করা হবে কি না। তার সঙ্গে হচ্ছে, মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক দে যেটা উল্লেখ করেছেন যে, এই ঘটনাগুলি সম্পর্কে যে উদ্বেগ রাজ্যবাসীর সেই উদ্বেগটা যেন আমরা বিধানসভার পক্ষ থেকে প্রস্তাব আকারে পাঠাতে পারি আপনার মাধ্যমে স্যার, এটা একটু বিবেচনা করে দেখার জন্য অনুরোধ করছি।

মিঃ স্পীকার :— এটার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত উদ্যোগ নেবেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বলেছেন। কাজেই এটাই মনে হয় এনাফ।

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার :— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর কারা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিয়ে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি কারা দপ্তরের

ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :— "ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন কারাগারে দীর্ঘমেয়াদী কয়েদীদের কারাগারের অভ্যন্তরেই পারিবারিক সান্নিধ্যের ব্যবস্থা করার জন্য এবং কয়েদীদের মানসিক অবস্থার সুস্থ বিকাশ ও সংস্কারের লক্ষ্যে রাজ্য সরকার কর্তৃক 'ত্রিপুরা কারা আইন' সংশোধন করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে।"

শ্রীবলরাম রিয়াং (কারামন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরায় বর্তমানে ত্রিপুরা সরকার কর্তৃক অনুমোদনক্রমে "দি বেঙ্গল জেইল কোড" প্রচলিত রয়েছে। উক্ত কারা আইনের ১৭ নং অধ্যায়ে কয়েদীদের সঙ্গে তাদের আত্মীয় পরিজনদের সাক্ষাৎ এবং যোগাযোগের বিধান লিপিবদ্ধ রয়েছে।

এই বিধান অনুযায়ী কয়েদীদের আত্মীয় পরিজনেরা প্রতি দু'মাসে একবার কয়েদীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং পত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারে। কিন্তু বিশেষ বিশেষ অবস্থায় —যেমন কয়েদীদের ঘোরতর অসুখ, নিকট আত্মীয়ের মৃত্যু, দূরবর্তী স্থান থেকে আত্মীয়-স্বজনদের আগমন, কয়েদীদের মুক্তি আসন্ন এবং মুক্তির পর কর্ম সংস্থানের যোগাযোগ অথবা অন্য যে কোন যুক্তিগ্রাহ্য কারণে কারা তত্ত্বাবধায়কে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে আত্মীয় পরিজনদেরকে কয়েদীদের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ দিতে পারে। উক্ত সাক্ষাতের জন্য আত্মীয় পরিজনদেরকে সেই মর্মে লিখিত বা মৌখিকভাবে কারা তত্ত্বাবধায়কের নিকট আবেদন করতে হবে। উল্লেখ থাকে যে, উপরিউক্ত সুযোগ লাভের জন্য কয়েদীদের জেইল অভ্যন্তরে সুস্থ চরিত্রের অধিকারী হতে হবে, অন্যথায় সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকবে।

কয়েদীদের মানসিক অবস্থার সুস্থ বিকাশ ও সংস্কারের জন্য ত্রিপুরার প্রতিটি কারাগারে পড়াশুনা, খেলাধুলা, গান বাজনা এবং কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে যাতে জীবিকা অর্জন করতে পারে তারজন্য ছাপাখানার কাজ, তাঁতের কাজ, বাঁশ বেতের কাজ, বই বাঁধানোর কাজ, শুকর পালন, মুরগী পালন, খরগোশ পালন, মৎস চাষ, কৃষি কাজের শিক্ষার ব্যবস্থা আছে।

যেহেতু ত্রিপুরায় প্রচলিত বর্তমান কারা আইনে কয়েদীদের সঙ্গে কারাগারের অভ্যন্তরে পরিবারের এবং আত্মীয় পরিজনদের সান্নিধ্যের পর্যাপ্ত বিধান রয়েছে এবং কয়েদীদের মানসিক অবস্থার সুস্থ বিকাশ ও সংস্কারের পর্যাপ্ত সুযোগ রয়েছে, সেই হেতু উক্ত বিষয়ে বর্তমান "ত্রিপুরা কারা আইন" সংশোধন করার কোন পরিকল্পনা আপাতত, সরকারের নেই।

শ্রীরতনলাল নাথ ,— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, বর্তমানে কারাগারকে কারাগার বলেনা এটাকে বলে সংশোধনাগার। এবং পাপকে ঘৃণা কর পাপীকে নয় আমাদের রাজ্যের প্রতিটি জেলের গেইটেই লেখা রয়েছে হেইট্ দ্যা সিন্, নট দ্যা সিনার"। এটা ভারতবর্ষে এবং

পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় এখন কেউ খুন করলে, ডাকাতি করলে এরজন্য শাস্তির বিধান আছে সাত বছর, ১৪ বছর এবং তাদেরকে বিভিন্ন কারাগারে পাঠানো হয়। হিউম্যান রাইটস্ বলছে যে, যে লোকটা খুন করেছে সে জন্য সে অপরাধী. কিন্তু তার স্ত্রী, তার পুত্র, কন্যা তাদের স্বামীর সঙ্গ থেকে বঞ্চিত করা, পুত্র স্নেহ থেকে বঞ্চিত হবে এটা হতে পারে না। সেজন্য ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের লালগোলাতে একটা ওপেন জেইল করেছে। আমি পশ্চিমবঙ্গে গিয়ে কারা দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আলাপ করেছি।, এবং আই, জি, (প্রিজন) এর সঙ্গেও আলাপ করেছি। সেখানে 'প্রভিশন রয়েছে লালগোলাতে এখন ৬০টা কটেজ আছে। সেখানে একটা স্ক্রুটিনি কমিটি করা হয়েছে তাতে হোম সেক্রেটারী, আই, জি, প্রিজন, পুলিশের হেড্ একজন তাদেরকে নিয়ে করা হয়েছে। সাত বছর থেকে তদূর্দ্ধ যেসব কয়েদী আছে তাদের আত্মীয়-স্বজন সেই ওপেন কটেজে এসে থাকতে পারেন সে ব্যবস্থা রয়েছে। এখন ১৬০ জন কয়েদী সেখানে আছে। গত ১. অক্টোবর থেকে সেই লালগোলা জেলে আরো অনেক কয়েদীদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখন আমার বক্তব্য এখানে কারা আইনের সংশোধন না করলে হবে না। এখন যে বলছেন পারিবারিক সান্নিধ্য এটা সান্নিধ্য বলা যায় না। সাক্ষাৎকার হলে কথাবার্তা বলা যায়. ইনফর্মেশন পাওয়া যায়। এখন জেলের যে গেইট আছে সেখানে গিয়ে কথাবার্তা বলতে পারে। প্যারোলের একটা প্রভিশন আছে সেটা অন্য প্রসিডিউর। সুতরাং পশ্চিমবাংলা থেকে এনে আমার মনে হয় এই জিনিসটা কারাগারের আরও অন্য ব্যাপার আছে সেইজন্য এই কারা আইনটা সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা আছে বলে আমি মনে করি। এবং হিউম্যান রাইটস থেকে এই ধরনের নির্দেশ দেওয়া রয়েছে। সুতরাং এই ব্যবস্থা করা হবে কিনা আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রীর কাছে জানতে চাই।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে সাহায্য করার জন্য বলছি। এখানে উনি উনার বিবৃতিতে বলবার চেস্টা করছেন। এটা ঠিকই সেটা বলেছেন যে পাপকে ঘৃণা কর, পাপীকে নয়। কিন্তু মানুষকে বাদ দিয়ে বিষয়টা ভাববারও সুযোগ নেই.। কারণ পাপটা আপনা আপনি সংগঠিত হয় না। সেই জায়গায় কিছু কিছু ব্যক্তি বিশেষে এগুলিতে কঠোর শাস্তি নিতে হয় যেটা উপায় থাকে না। হাউ অভাব. আমরা চাই লোকটা সংশোধিত হউক এবং আর যাতে কেউ এই ধরনের কাজের দিকে না যায়। আর শাস্তি পাওয়ার পরে অনেকের মনের পরিবর্তন হয় এবং এই পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তাকে জেলখানার ভিতরে কিভাবে সাহায্য করা যায় এটা হচ্ছে মূল জিনিষ।. আমরা যে ব্যবস্থাগুলি নিয়েছি এতে এমন মনে করার কোন কারণ নেই এগুলি যথেষ্ট। আরও অনেক কিছু ইমপ্রুভ করার ব্যাপার আছে। প্রথমত তার ভিতরের যে পরিবেশটা পরিমণ্ডলটা সেটাকে ইমপ্রুভ করার চেষ্টা করা এখানে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন লাইব্রেরী থেকে আরম্ভ করে খেলাধুলা, গানবাজনা

বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি করে অনেকে পড়াশুনা করেন, পরীক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করছেন আবার কেউ কেউ পাশ করছেন। এখানে এটাও আছে যদি কেউ ইন্টারভিউ দিতে চায় বেরিয়ে যাবার আগে যদি দেখা যায় যে আগামী কয়েকদিনের মধ্যে বেরিয়ে যাবে তার ইন্টারভিউর একটা সুযোগ আছে সেখানে তাকে এলাউ করা হচ্ছে। আর প্যারোলের ব্যাপারে একটা লেনিয়ান ভিউ নেওয়া হচ্ছে। যেটা মাননীয় সদস্য বলেছেন পশ্চিমবাংলার লালগোলার কথা এটা আমরা পত্রিকায় দেখেছি, এই সম্পর্কে বিস্তৃত ধারণা আমাদের নেই। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি তাঁর দপ্তরের মাধ্যমে ওখান থেকে এটা আনতে, আমরা এটা পরীক্ষা করে দেখি আমাদের রাজ্যে সেটা যদিও আমাদের সামর্থ সীমাবদ্ধ, তবে জেলের সংস্কারের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ স্কীমে কিছু সাহায্য তারা করেন এবং আমাদের রাজ্যের জেলগুলির কিছু কিছু সংস্কার আমরা করছি তাতে সেই সাহায্য আমরা পাচ্ছি। হয়ত প্রতুল না দিক সাহায্য আমরা পাচ্ছি। এটা না পেলে হয়ত আমাদের এই সংস্কারগুলি করা সম্ভব হত না। একটা মিলিয়ে একটা মডেল কোন স্কীম নেওয়া যায় কিনা আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি না আরমা এগুলি পরীক্ষা করে দেখব। আমরা চাই যাতে তারা সেখান থেকে একটা নতুন ধরনের মানুষ হিসাবে বেরুতে পারেন এবং পারিবারিক যে সম্পর্ক এবং বন্ধন এটা যাতে নষ্ট না হয়ে যায় দ্যাট ইজ আউটলুক।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ— পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী ঠিকই বলেছেন জেল আইন সংশোধনের দরকার নেই। কারণ আমরা পশ্চিমবঙ্গের জেলকোর্ট লালগোলাতে যদি সংশোধনাগার করা যায় এবং কয়েদীদের সেখানে পারিবারিক জীবনযাপনের ব্যবস্থা করা যায় তাহলে ত্রিপুরায় এটা করা যাবে না কেন, ত্রিপুরায় এই ব্যবস্থা চালু করবেন কিনা ?

দুই নং হচ্ছে, এখানে রাজার আমলে দুইরকম ব্যবস্থা ছিল। ট্রাইবেল কয়েদীদের জন্য আলাং নক বলে একটা আলাদা ব্যবস্থা ছিল। সেটা বাড়ীঘরের মত, সেখানে পাহাড়া বা পুলিশ থাকত না। কারণ, তখন ধরে নেওয়া হত ট্রাইবেলরা এত ক্রিমিন্যাল প্রকৃতির নয়, তাদের মধ্যে এই মানুসিকতা নেই। খুব বিরাট রকমের ক্রিমিন্যাল ছিল না। এই কারণে তাদেরকে বাড়ীঘরের মত রাখা হত। কাজেই এই রাজার আমলের যে চিন্তাধারা এবং পশ্চিমবাংলার লালগোলাতে যে চিন্তাধারা এটা এক। এটাকে এখানে সম্প্রসারিত করা হবে কিনা।

মিঃ স্পীকার :— এটাতো মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— আমিতো মাননীয় সদস্য যেটা জানতে চেয়েছেন প্রথম প্রশ্নে সেটা অলরেডি বলেছি। আর রাজার আমলে যে কনসেপ্ট সেই জায়গাতে এখন গঙ্গা গোমতীর বুক দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেছে। কাজেই সেই জায়গায় স্ট্রিক কর

সুযোগ আছে ? সাধারণভাবে উপজাতি জনগণকে নিশ্চয়ই দায়ী করা যাবে না। কিন্তু তন্ত্র·····

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— না, না, আমি ট্রাইবেলদের জন্য বলছি না ইনজেনারেল বলছি।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— একজেকটলি. ফলে সেটা আজকের পরিবর্তিত যে পরিস্থিতি সেই পরিস্থিতিতে কতটা মানে বাস্তব সম্পন্ন সেটাও পরীক্ষা করার বিষয়। হাউ অন্যার, লালগোলাব যে কনসেপ্টটা সেটা আমরা এনে পরীক্ষা করে দেখি এবং ধরুন এগুলি করতে গেলে আমাদের ও সামর্থ্যের প্রশ্ন আছে। সবটা মিলিয়ে একটা ভাল জিনিষ করতে কার আপত্তি থাকবে, প্রত্যেকে উদ্যোগ নেবেন, সবাই সমর্থন করবেন, কারোর ও আপত্তি থাকার কথা নয়। কিন্তু ব্যাপ্যরটা প্রপার পরীক্ষা করতে হবে সেটা আমরা নিশ্চয়ই করব।

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো মাননীয় সদস্য শ্রীজয়গোবিন্দ দেবরায় এবং সুধন দাস মহোদয়গণ আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল— "ত্রিপুরা সহ সারা দেশে টেলিফোন পরিসেবা বিপর্যাস্ত হওয়া সম্পর্কে।"

শ্রীসুকুমার বর্মণ (মন্ত্রী :— মিঃ স্পীকার স্যার, নোটিশের বিষয়বস্তু হলো— "ত্রিপুরা সহ সারা দেশে টেলিফোন পরিসেবা বিপর্যাস্ত হওয়া সম্পর্কে।"

স্যার, রাজ্যের টেলিফোন ব্যবস্থা যে সন্তোষজনক নয় এই ব্যাপারে রাজ্য সরকার সচেতন। কেন্দ্রীয় যোগাযোগ মন্ত্রী শ্রীরামবিলাস পাশোয়ান মহোদয় গত ১৯শে আগষ্ট ত্রিপুরা সফরে এলে রাজ্যের টেলিফোন ব্যবস্থার এক বিস্তৃত রিপোর্ট মাননীয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর নিকট পেশ করা হয়। সেই সূত্রেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর অফিস কক্ষে গত ২০শে আগষ্ট টেলিফোন দপ্তরের উচ্চ পদস্থ অফিসারদের সাথে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বিস্তৃত আলোচনা হয়। ইহাতে বলা যে রাজ্যের নিম্নলিখিত ৮টি ব্লকে যথা দশদা, দামছড়া, ছামনু, ছেম্মামারা, তুলাশিখর, কিল্লা করবুক ও রূপাইছড়িতে এখনো টেলিফোন পরিষেবা চালু হয় নাই। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই বৈঠকে প্রত্যন্ত অঞ্চলে টেলিফোন পরিষবা আশু চালু করার ব্যাপারে টেলিকম দপ্তরের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা-দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। টেলিকম দপ্তর প্রতিশ্রুতি দেয় যে আগামী ২০০১ সালের মার্চ মাসের মধ্যে দশদা ও দামছড়ায় টেলিফোন পরিষেবা চালু হয়ে যাবে। তুলাশিখর এবং মোহনপুর ব্লক সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই টেলিফোন পরিষেবা আওতাভুক্ত করার প্রতিশ্রুতি দেন। রূপাইছড়ি ব্লকে সেটেলাইটের মাধ্যমে টেলি যোগাযোগ করার ব্যবস্থা করবে বলে টেলিকম দপ্তর জানায়। নিম্নলিখিত ব্লকগুলিতে টেলিফোন পরিষেবা মোটেই সন্তোষ জনক নয় ১। ধর্মনগর, ২। ডুম্বুরনগর, ৩। কল্যাণপুর, ৪। কাঁঠালিয়া, ৫। ঋষ্যমুখ ৬। রাজ-নগর, ৭। কুমারঘাট ৮। জম্পুইজলা ও ৯। কদমতলা ব্লক। এ ব্যাপারে টেলিকম দপ্তর জানায়

যে মেঘালয়ের সোনারপুর রাস্তায় ধস নামায় তাদের যন্ত্রপাতি আটকে পড়ায় কল্যাণপুর কাঠালিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের ৩০ চ্যানেলের উন্নত টেলিফোন পরিষেবার চালু করার কাজ দেরী হচ্ছে।

টেলিকম দপ্তর আরো জানায় যে আগামী নভেম্বর মাসের মধ্যেই এই সমস্ত ব্লকের টেলিফোন পরিষেবার উন্নতি করা যাবে! দপ্তর আরো জানায় ঋষ্যমুখ ও রাজনগর ব্লকে ৩০ চ্যানেল যুক্ত টেলিফোন পরিষেবা আগামী নভেম্বর মাসের মধ্যেই চালু করা যাবে। প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে টেলিফোন পরিষেবার কাজ চালু রাখতে প্রয়োজন বোধে নিরাপত্তা কর্মী দেওয়ার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে নির্দেশ দিয়েছেন যাতে নিরাপত্তার অজুহাতে দপ্তরের কাজ সম্পাদন-এর অযথা বিলম্ব না হয়।

এই আলোচনায় রাজ্য সরকারের পক্ষে বলা হয় যে কাঞ্চনপুর খোয়াই, সাব্রুম, অমরপুর, কমলপুর, বিলোনীয়া মহকুমা সদরের টেলিফোন পরিষেবা সন্তোষজনক নয়। টেলিকম দপ্তর জানায় যে, চলতি অক্টোবর মাসের মধ্যেই বিলোনীয়া কমলপুর অমরপুর ও ডুম্বুরনগরের টেলিপরিসেবা উন্নত করা যাবে। বক্সনগরে নতুন ভবন ও টাওয়ারের কাজ শেষ হলেই তা উন্নত পরিসেবার আওতায় আনা যাবে বলে তারা আশ্বাস দেন।

রাজ্যের প্রত্যন্ত ও অতীব গুরুত্বপূর্ণ গ্রামগুলিতে টেলি পরিষেবা চালু করার জন্য রাজ্য সরকার গুরুত্ব আরোপ করেন। শিলাছড়ি, বড়কাঁঠাল, দলুগাঁও, ধুমাছড়া, ৮২ মাইল, হরিনা, খেদাছড়া, তৈদুবাড়ী, কালাংসাল, জম্পুই, মতাই, বীরচন্দ্রমনু, গোলাঘাটি প্রভৃতি গ্রামে উগ্রপন্থী কার্যকলাপের প্রতি আরক্ষা দপ্তরের যোগাযোগ রক্ষা করার প্রয়োজনে ঐ সমস্ত অঞ্চলে টেলিকম পরিষেবা চালু করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। টেলিকম দপ্তর আশ্বাস দেয় যে ৩০০ বা ততোধিক টেলিযোগাযোগ ভি, পি, পি, (ভিলেজ পঞ্চায়েত ফোন) এই স্কীমের আওতায় আনা হবে। ইহা ব্যতীত আগরতলা, খোয়াই, কমলপুর, বিলোনীয়া এবং সাব্রুম মহকুমায় স্যাটেলাইটের মাধ্যমে যোগাযোগ রাখার ব্যবস্থা করার জন্য গুরুত্ব দেওয়া হয়, কারন সেই সমস্ত রুটে টেলিযোগাযোগ অবস্থা প্রায়ই বিচ্ছিন্ন থাকে। প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে যথা গণ্ডাছড়া ছাওমনু, কিল্লা, দামছড়াতে সেটেলাইট ষ্টেশান এর মাধ্যমে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা চালু রাখার জন্য টেলিকম দপ্তরকে বলা হয়।

বর্তমানে যে সমস্ত টেলিফোন এক্সচেঞ্জ আছে সেগুলির কর্মক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করার জন্য টেলিকম দপ্তরকে বলা হয় যাতে অপেক্ষামান ১১ হাজার প্রার্থীর টেলি সংযোগের ব্যবস্থা করা যায়। আগরতলা শিলচরের মধ্যে অপটিক্যাল ফাইবার যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু করার জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষে দাবী জানানো হয়।

উপরোক্ত আলোচনার পর ঐ কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে দ্বিতীয় দফায় আলোচনা...অক্টোবর

মাসে বসার কথা আছে। ইতিমধ্যে সারা দেশেব্যাপি টেলিকম কর্মীদের ধর্মঘটে টেলিফোন পরিসেবা মুখ থুবরে পড়েছে। কোন কোন জায়গায় টেকনিকেল কর্মীরা গড় হাজির থাকায় মেরামতির কাজের অভাবে উত্তর ও দক্ষিন জেলায় বেশ কয়েকটি মহকুমা ব্লকের টেলে যোগাযোগ রীতিমত বন্ধ হয়ে রয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— ক্ল্যারিফিকেশন রিসেসের পরে হবে। এই সভা বেলা ২ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতবী রইল।

AFTER RECESS AT—2 P.M.

মিঃ স্পীকার :— আজ আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীসমীব দেব সরকার এবং শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়গণ কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশের বিষয়বস্তু হলো :— "গত ৩১শে আগষ্ট ২০০০ ইং, সাম্প্রদায়িক দুবৃর্ত্ত বাহিনীর আক্রমণে কল্যাণপুর পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান, ডি. ওয়াই, এফ, আই খোয়াই এর বিভাগীয় সম্পাদক তপন চক্রবর্তী নৃশংসভাবে খুন হওয়া সম্পার্কে।"

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :- মাননীয় উপাধ্যক্ষ. মহোদয়, গত ৩১শে আগষ্ট, ২০০০ইং রাত্র আনুমানিক ৮.৩৫ মিঃ সময় বাবুল দে পিতা মৃত পিতা নরেশ চন্দ্র দে. সাং বাজার কলোনী, কল্যাণপুর, কল্যাণপুর থানায় কর্তব্যরত অফিসারের নিকট লিখিত অভিযোগ করে যে ৩১.০৮ ২০০০ইং বৃহস্পতিবার ডি, ওয়াই, এফ, আই-এর দুর্গাপুর প্রাথমিক কমিটির উদ্যোগে শান্তিনগর স্কুলগৃহে বিকাল ৩টা থেকে ৫টা পর্য্যন্ত একটি সভানুষ্ঠিত হয়। সভাশেষে শ্রীতপন চক্রবর্তী, শ্রীরমাকান্ত পাল, শ্রীপ্রবীর বিশ্বাস সহ আরও ১০/১২ জন শান্তিনগর খেয়া ঘাটে নৌকা দিয়ে দক্ষিণ পারে পৌঁছা মাত্রই আগে থেকে উৎপেতে থাকা বেশ কয়েকজন দুস্কৃতকারী তাদের উপর ঝাপিয়ে পড়ে। আক্রমণকারীরা রিভলবার থেকে গুলি ছুঁড়ে। তাতে ডি, ওয়াই, এফ, আই-এর নেতা শ্রীতপন চক্রবর্তী গুরুতরভাবে আহত হন। অভিযোগকারী এবং অন্যান্যরা কোন প্রকারে দৌড়ে প্রাণ রক্ষা করেন। ঘটনার সময় আনুমানিক সন্ধ্যে ৬ ৩০মিঃ হবে। আক্রমণকারীরা ইউ. বি,-এল, এফ, টি নামধারী সংগঠনের সদস্য বলে জানা গেছে। আক্রমণকারীদের মধ্যে অভিযোগকারী যাদের চিনতে পেরেছে বলে দাবী করেছেন তাদের নাম :—

১) শ্রীসুমেশ দাস, পিতা —ভগবান দাস, রতিয়া কলোনী,

২) শ্রীমৃনাল দাস, পিতা শ্রীউ—পেন্দ্র দাস, সাং রতিয়া কলোনী,

৩) শ্রীতপন দাস, পিতা শ্রীউপেন্দ্র দাস, সাং রতিয়া কলোনী,
৪) শ্রীঅসীম ভট্টাচার্য্য, পিতা অসিৎ ভট্টাচার্য্য, সাং দুর্গাপুর,
৫) শ্রীপ্রদীপ দাস, পিতা বিচিত্র দাস, সাং রতিয়া কলোনী,
৬) শ্রীশৈলেস দাস, পিতা অস্পষ্ট, সাং পশ্চিম ঘিলাতলী,
৭) শ্রীসুবল দেব, পিতা সচিন্দ্র দেব, সাং উত্তর ঘিলাতলী,
৮) শ্রীগৌতম দাস, পিতা গোপাল দাস, সাং রতিয়া কলোনী,

উল্লেখিত অভিযোগ পাওয়ার পর কল্যাণপুর থানার কর্তব্যরত পুলিশ অফিসার ৮৫/২০০০নং মামলা ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮/১৪৯/৩২৬/৩০৭ এবং অস্ত্র আইনের ২৭ ধারা মোতাবেক নথীভুক্ত করেন ও তদন্ত কার্য্য আরম্ভ করেন।

৩১ ০৮ ২০০০ ইং রাতে শ্রীতপন চক্রবর্তী জি, বি, হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তদন্ত চলাকালে পুলিশ শ্রী গৌতম দাস পিতা গোপাল দাস, শ্রী বিকাশ দাস পিতা বিচিত্র দাস, শ্রী রাধাকান্ত দাস পিতা লালমোহন দাস, শ্রী রতন শুক্লদাস পিতা প্রফুল্ল শুক্লদাসকে গ্রেফতার করে। অভিযোগ উল্লেখিত বাকী আসামীরা পলাতক থাকায় গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয় নাই। তদন্ত কার্য্য চলছে।

শ্রীসমীর দেব সরকার :— পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য আছে কিনা, যে প্রয়াত যুব আন্দোলনের নেতা তপন চক্রবর্তী ছোট জামানায় কল্যাণপুর মোটর স্ট্যাণ্ড তৎকালিন দুস্কৃতকারীর দ্বারা মারাত্মকভাবে আহত হয়ে পরবর্তী সময়ে কলকাতাতে চিকিৎসিত হয়েছিলেন। এবং তার মাথার অবস্থা গুরুতর হয়েছিল। এরপর কিছুদিন আগে রাস্তা রুখু ছাত্র নামধারী কিছু লোক কল্যাণপুরে এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় যখন আক্রমণ সংগঠিত করে কৃষক আন্দোলনে ডাকে তখনও তপন চক্রবর্তী বাড়িতে আক্রান্ত হয়, বাড়ি ঘর পুড়িয়ে দেওয়া হয় এবং তার ছোট ছেলেকে আগুণে ফেলে মারানোর মত চক্রান্ত সে দিন সংগঠিত হয়েছিল। এরপর তৃতীয় বার গত এক মাস আগে ইউ, বি, এল, এফ, টি বা তথাকথিত বাঙালি সাম্প্রদায়িক বাহিনী তপন চক্রবর্তীর বাড়িতে আক্রমণ করে রাত্রি বেলা, তপন চক্রবর্তী নিজে থানায় খবর জানান এর সঙ্গে সঙ্গে সি, আর, পি, এফ-এর জওয়ানরা যাওয়ার ফলে সে দিন তিনি প্রাণে রক্ষা পান। এবার নিয়ে তার উপর আক্রমণ হলো ৪র্থ বার। এটার তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এর কাছে আছে কিনা। দ্বিতীয়তঃ এরপরও গত ৩১শে আগষ্ট মিটিং গেল। সেই মিটিং-এ যাওয়ার আগে তপন চক্রবর্তী যথারীতিভাবে থানাকে লিখিত ভাবে জানিয়েছেন যে, এই তারিখ মিটিং আছে। এরপর সেদিন থানা থেকে তার জন্য প্রয়োজনীয় কোন সিকিউরিটি ব্যবস্থা নেওয়া হলো না কেন ? বার বার আক্রান্ত হচ্ছে এক নেতৃত্ব স্থানীয় ব্যক্তি যিনি পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান তার এই আগাম কর্ম-

জানানো সত্ত্বেও পুলিশ ব্যবস্থা নিল না কেন এই সম্পর্কে দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা এবং জানা থাকলে এটা খতিয়ে দেখা হবে কিনা এবং এই অবস্থা হলো কেন ?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, তপন চক্রবর্তীর উপর চার বার আক্রমণের কথা বলা হয়েছে। সে ব্যাপারে আমার জানা আছে। আমি সেগুলো নিয়ে বিস্তৃত আলোচনায় যাচ্ছি না। দ্বিতীয়তঃ যে বিষয়টা এখানে বলবার চেষ্টা করেছেন যে মিটিং অরগানাইজ হয় এই সম্পর্কে পুলিশকে জানানো হয়েছে তারপরও সেখানে পুলিশ কোন রকম সিকিউরিটির ব্যবস্থা করেনি। আমাদের কাছে তথ্য আছে তাতে দেখা গেছে তপন চক্রবর্তী চিঠি দিয়েছিলেন পুলিশকে এবং তার চিঠিতো শুধু সে দিনের মিটিং-এর কথা না গোটা ৩/৪ দিনের ওখানে উনি যে সংগঠনের সাথে যুক্ত সেই সংগঠনের তরফে ৩/৪ দিনের একটি প্রোগ্রাম এর সময় লিপি দেওয়া আছে যে এই সময়গুলোতে তারা যাতে মিটিং করতে পারে কিছু মিছিল ছিল এগুলো যাতে করতে পারেন তার জন্য পুলিশ চেয়েছেন। এবং পুলিশের দিক থেকে প্রয়োজনীয় সিকিউরিটির কথা বলেছেন। এবং এটাও তথ্য আছে যে জায়গাতে মিটিং করতে গিয়ে তিনি ফেরার পথে আক্রান্ত হন এবং পরবর্তী সময়ে তিনি জি. বি.-তে মারা যান। মিটিংটা ৩০শে অগাষ্ট হওয়ার কথা ছিল কিন্তু বৃষ্টির কারণে সেদিন হতে পারেনি। পরের দিন মিটিং হয়েছিল এবং এই মিটিং চলাকালীন সি. আর. পি. এফ. জওয়ানদের টহলদারী ছিল। মিটিং শেষ হওয়ার পর তিনি যখন বাড়িতে ফিরে যাওয়ার সময় খোয়াঘাট পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার উপর আক্রমন ঘটে। তখন ঐখানে টহলদারী ছিল না। এটা ঘটনা। এখানে নদী পাড় হচ্ছে কাজেই ওখানে ছিল না।

শ্রীসমীর দেব সরকার :— পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা জানা আছে কিনা যে, এই ঘটনায় যারা প্রথম এফ. আই. আর. করেছেন বাবুল দেব, তিনি যাদের নাম বলেছেন যে ঘটনার সময়ে যারা ছিলেন প্রবীর বিশ্বাস এবং আমাদের কাছে যে তথ্য পূর্ববর্তী সময়ে পুলিশকে জানানো হয়েছে তপন চক্রবর্তী ছোট ভাই প্রণব চক্রবর্তী সে দিন বড় ভাইকে আনার জন্য রওয়ানা হয়েছিলেন বাগানবাজার থেকে এবং পূর্ববর্তী সময়ে যখন আক্রমণকারীরা আক্রমণ করছে তপন চক্রবর্তী মাটিতে পড়ে গেছে সেই অবস্থার মধ্যে প্রণব চক্রবর্তী সেই জায়গায় গিয়ে পৌছেন এবং আক্রমণকারীদের সঙ্গে তাদেরও ধস্তাধস্তি হয়। পুলিশ করে প্রবীর বিশ্বাস তার স্বাক্ষ্য গ্রহণ করেছে, প্রণব চক্রবর্তী স্বাক্ষ্য গ্রহণ করছে কিনা এবং কেন স্বাক্ষ্য গ্রহণ করতে দেরী হচ্ছে তা মাননীয় মন্ত্রীর জানা আছে কিনা এবং পুলিশের এই জিনিসটা দেরী হচ্ছে এটা দেখা হবে কিনা এবং এই ব্যাপারে পুলিশের তৎপরতা বাড়ানো হবে কিনা ?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য যা বলেছেন পত্রপত্রিকাতে আমি দেখেছি যে তপন চক্রবর্তীর জীবনের উপর যে কোন সময় আক্রমণ আসতে পারে। এটা অনুমানের বাইরে ছিল না। কারণ তার আগে পর পর তিনটা আক্রমণ হয়ে গেছে। তিনি যেখানে যেতেন সতর্কতা নিয়ে চলতেন। ফলে এই দিন যখন মিটিং করে ফিরে

আসবেন কল্যাণপুরে তার যে সহপাটিরা তার ভাইও হতে পারেন, অন্যান্যরাও হতে পারেন। তারা ওখানে যেতেই পারেন তাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসার জন্য। এবং এই ঘটনায় তিনিও গেছেন, তারপর তিনিও আক্রান্ত হন এটা হতে পারে। তার সুনির্দিষ্ট কোন তথ্য আমার কাছে নেই। নিশ্চয়ই স্থানীয়ভাবে পুলিশের জানা থাকতে পারে। দ্বিতীয়ত, সাক্ষ্য ইত্যাদি গ্রহণ করার ব্যাপারে ওখানে গাফিলতি হওয়া উচিত নয় এবং হওয়ার কোন কারণ না বিষয়টা যে সব দিক থেকে গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। এবং এই ব্যাপারটা তদন্ত করার জন্য উপর স্তরের পুলিশ অফিসার যারা আছেন তাদেরকে বিশেষ করে বলা হয়েছে। কারণ খুনটা খুবই নিন্দনীয় এবং যে ব্যাপারটা এটা একটা সহজ সাধারণ ব্যাপার না। এটা বুঝতে কোন অসুবিধার কারণ নয়। কারণ এটা যদি বিশেষভাবে দেখা হয় এবং গাফিলতির কোন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকে আমি মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করব এইগুলি আমাদের কাছে সুনির্দিষ্টভাবে দিলে নিশ্চয়ই আমরা দেখব। আর যদি কোন পুলিশ অফিসার স্থানীয় থানার স্তরে গাফিলতি দেখান তাহলে নিশ্চয়ই এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। আমরা চাই খুনের একটা কিনারা হোক।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য কাজল বাবু বলুন।

শ্রীকাজল দাস :— স্যার, গত ৩১ তারিখ যে ঘটনাটা হয়েছে তপন চক্রবর্তীর উপর এটা খুবই দুঃখজনক ঘটনা। আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে জানতে চাইছি ৩১ তারিখ মিটিং এর যে পারমিশন ছিল এবং পুলিশ সেখানে যাওয়ার জন্য তৈরী ছিল। আমি তখন বাইরে ছিলাম পুলিশকে কে বা কারা আসতে বলছে, আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই। তদন্ত করতে কারা বাহন করল যেতে হবে না। এটা তদন্তে যাহারা বাধা দিয়েছেন বা না করেছেন তাদের কোন শাস্তি বিধান হবে কিনা? এবং তপন বাবু যখন শান্তিনগর বাজার থেকে কেয়াঘাট দিয়ে ফিরে আসছিলেন তখন তার সঙ্গে আরো অনেক লোক ছিল শুধু তাকে মারল অন্যের মধ্যে কোন আচও পরল না। এখানকার মানুষ কল্যানপুরের মানুষ এবং খোয়াই এর মানুষ বিশেষ করে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ তপন বাবুর সম্বন্ধে একপ্রকার সন্দেহ এর মধ্যে রয়েছে। কারা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত তা বের করতে হবে এবং ১৯৯৬ সালে একটা ঘটনা ন্যক্কিন মানুষ তার কিনারা এখনও পাননি। এটা সি, বি, আইয়ে তদন্তের মাধ্যমে মানুষের কাছে পরিষ্কার ভাবে জানানো হবে কিনা এটা আমি জানতে চাই।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) : — স্যার, মাননীয় সদস্যরা যা বললেন তাতে দেখা ওখানে তথ্য আছে। আমি অনুরোধ করব এইগুলি নিয়ে তদন্ত কারী যারা তাদে

সাহায্য করলে প্রকৃত অপরাধীদের ধরতে সুবিধা হবে আর সি, বি, আইরে, প্রশ্ন তো এখানে বলে লাভ নেই বার বার সি, বি, আই, এর প্রশ্ন আসছে। আর আমাদের রাজ্যে কিন্তু পুলিশের আস্থা নষ্ট হয় নি। রাজধানী আগরতলার জনবহুল জায়গায় যে লোকটাকে খুন করে চলে গেল সেই সি, বি, আই, এর তদন্ত কিন্তু এখনও কোন তথ্য বের হয়নি। সি, বি, আই, করলে সব তথ্য বেরিয়ে যাবে মনে করার কারণ নেই। এই কথা বলে আমি সি, বি, আইকে কোট করছি না। আর পুলিশের উপর আস্থা নষ্ট হয়েছে মনে হওয়ার কোন কারণ নেই। তবে বেরোবেই, যারা অপরাধ করছে, আজ না হয়, কাল বেড়োবেই।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় অনেক হয়েছে।

শ্রীসমীর দেবসরকার :— স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলছেন যে যাদের নাম আসে নি এফ, আই, আর, এর উক্ত যাদের নাম আছে এরা আত্মগোপন করে আছে বলে এখনো তাদের গ্রেফতার করা যাচ্ছে না। আমরা যতটুকু জানি যারা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত তারা একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এই কাজটা করছে। দীর্ঘদিন যাবৎ এই কল্যাণপুর এবং পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোতে সশস্ত্র বাহিনী তৈরী করছে। এই সশস্ত্রবাহিনী নানা জায়গায় ঘোরছে চাঁদা আদায় করছে হুমকি দিয়ে, গণ্ডগোল চালাচ্ছে এবং তপন চক্রবর্তীর ঘটনার পর এখন অব্দি এই দক্ষিণ দুর্গাপুর পশ্চিম ঘিলাতলী থেকে শুরু করে তেলিয়ামুড়া থানার কৃষ্ণপুরে কিছু এলাকা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে একটা জায়গা বলা যায় দখল কৃত হিসাবে বেছে নিয়েছে। এবং সশস্ত্র ভাবে ঘোরা ফেরা করছে পোষাক পড়ে কখরও আসাম রাইফেলের কখনও পুলিশের। পুলিশের নজরে আনা হচ্ছে কখনও কখনও এবং এরা শুধু স্থানীয় দুস্কৃতকারী নয়। ত্রিপুরা রাজ্যে কখনও কখনও তাদের কথা ভাষা থেকে বুঝা যাচ্ছে তাদের বাইরে থেকে ট্রেনিং করে আনা হয়েছে। এবং এই আসামীরা গেল এদের সঙ্গে নিয়ে কখনও তেলিয়ামুড়াতে কখনও খোয়াই কখনও তাদের সেই গ্রামগুলিতে। সাধারণ মানুষ তাদেরকে দেখছে এবং থানাতে জানাচ্ছে। কিন্তু পুলিশকে যতটুকু নজর দেওয়া দরকার তা তারা দিচ্ছে না। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব আপনার এই তথ্য জানা আছে কিনা? এই ঘটনাগুলি সম্পর্কে কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং তাদের গ্রেতার সম্পর্কে কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, শুধু তপন চক্রবর্তীর হত্যা কাণ্ডের ব্যাপার না। খোয়াই কল্যাণপুর এবং তেলিয়ামুড়া এই তিনটা থানা নিয়ে খোয়াই সাবডিভিশন। আজ থেকে কিছু দিন আগে এই তিনটা থানায় যারা আমাদের পুলিশ ষ্টাফ আছে তাদেরকে যারা পরিচালনা করেন তারা এবং তাদের উপরে যারা আছেন জেলার যারা পুলিশের কর্তা আছেন তারা এবং যারা রাজ্যের পুলিশের কর্তা আছেন তাদেকে নিয়ে আলাদা করে একটা বিশেষ সভা আমরা

করি। এই রকম কতগুলি সেকটরে আমরা করি। যে যে জায়গাগুলোতে সন্ত্রাসবাদী বা অন্যান্য দুষকৃতীকারীদের দৌরাত্বটা এইভাবে বাড়ছে। কাজেই এই জায়গাগুলোতে যেটা বলছেন মাননীয় সদস্য যে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এই সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টি আছে এটা মনে করার কোন কারন নেই যে সরকারের দৃষ্টি নেই এবং এটা হচ্ছে সবচেয়ে উদ্বেগের মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন যে এমন কিছু লোকজন এখানে আসছেন যারা এখানকার লোক নায়. তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে বাইরের লোক যারা আসছেন তাদের এখানে লোক আছে যারা থাকার জায়গা করে দিচ্ছে। তাহলে যারা আসছেন তাদের যারা থাকার জায়গা করে দিচ্ছেন তারা কিন্তু বেশী অপরাধী। এটা একটা খারাপ প্রবনতা এবং এখানে পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে একটা জিনিষ তো বুঝতে হবে জনগণের দিক থেকে সর্ব্বোত সাহায্য পেলে পরেই পুলিশের কাজে দুষকৃতীকারীদের মোকাবেলার প্রশ্নে অপরাধীদের মোকাবেলার প্রশ্নে পর্যায়ক্রমে সাফল্য আসতে পারে। আমি অনুরোধ করব তথ্যাদি যা আছে সেই তথ্যাদি দিয়ে যারা এই দুষকৃতী-কারীদের বিরোদ্ধে অভিযানে লিপ্ত রয়েছেন তাদের সাহায্য করুন এবং তদন্তকারী যারা করছেন তাদেরও সাহায্য করুন। সর্বোপরি এলাকায় যে একটা অস্থিরতা, অস্বাভাবিক অবস্থা বাজিয়ে রাখবার জন্য একটা অংশ ওটা তো না হলে আপনার কি হচ্ছে না ঘটনাগুলো। যে সক্রিয় ভূমিকা নিচ্ছে এটা ভাল না তাদেরকে বুঝাবার চেষ্টা করুন এবং যদি তারা বুঝতে না চায় তাদেরকে তো জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করা ছাড়া রাস্তা নেই। তাদের বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করুন। এবং সবচেয়ে সমস্যা হচ্ছে এখানে একটা সাম্প্রদায়িক অস্থির পরিস্থিতি তৈরী করে রাখার চেষ্টা করছে। এক্টা হচ্ছে সবচেয়ে খারাপ দিক। ফলে এই দিক থেকে সবাই মিলে চেষ্টা করা দরকার দলমতে উর্দ্ধে উঠে। এটাই আমার আবেদন থাকবে।

শ্রীরতনলাল নাথ :— আমি যদি শুনতে ভুল না করে থাকি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে, এর আগেও তিন বার বোধ হয় আক্রমণের খবর উনার কাছে রয়েছে। কি কারণে তা নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে নি? পত্রিকায় আমি দেখেছি ইউ. বি. এল. এফ. একটা সংস্থা কি খুনের দাবী করে একটা স্টেটমেন্ট উঠেছে? সাথে সাথে আবার এইটাও দেখেছি আমরা বাঙ্গালী সেখানে মিটিং করে বলছে এই খুনের ঘটনা দলীয় কোন্দল (শাসক দলীয়) এটাও উঠেছে। এই লাইনে ইনফরমেশানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে রয়েছে কিনা? আর থেকে থাকলে এই লাইনে তদন্ত করার জন্য পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হবে কি না?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— পত্রিকায় যেটা বলেছেন আমি অবশ্য সংবাদটা নিজে পড়িনি। কিন্তু এই রকম একটা সংবাদ বেড়িয়েছে। আমরা বাঙ্গালী কি বলেছে আমি জানিনা। পুলিশ কিভাবে তদন্ত করবে কোন লাইনে কি করবে মন্ত্রীরা ঠিক করে দেয় না।

এটা পুলিশ ঠিক করবে। তদন্তকারী যারা তারা ঠিক করবে।

শ্রীরতনলাল নাথ :— ইন্‌ফরমেশান আছে কি ?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মানে কিসের ইন্‌ফরমেশান ?

শ্রীরতনলাল নাথ :— আমি যে লাইনে বললাম সেই লাইনে এই ব্যাপারে ইন্‌ফরমেশান রয়েছে কি না ? না পুলিশ আপনার কাছে দিয়েছে।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— এই রকম ইন্‌ফরমেশান আমার কাছে নেই। পুলিশের কাছে কি আছে পুলিশ বলতে পারবে। তবে তদন্তের ব্যাপারে পুলিশ সক্রিয় ভূমিকা নিচ্ছে এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস (মন্ত্রী) :— স্যার, পরবর্তী কার্যসূচীতে যাওয়ার আগে আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে সম্প্রীতি পেট্রোলপণ্যের যে মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে তাতে আমি তার সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিটা পরিস্কার করে বলতে পারি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— এক কাজ করুন না। এটার উপরে তো আমরা বিধানসভায় একটা প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারি। দাম কমানোর জন্য সর্বসম্মতভাবে। ওটা বরং রাখতে পারেন।

STATEMENT BY THE MINISTER

শ্রীগোপাল দাস (মন্ত্রী) :— কেন্দ্রীয় সরকার এক তরফাভাবে ঘোসণা করে গত ২৯-৩০শে সেপেটম্বর, ২০০০ইং থেকে পেট্রোলের দাম বাড়ছে। এছাড়াও এল. পি. জি. রান্নার গ্যাসের দাম বাড়িয়েছে। গত ২৩শে মার্চ পর্যন্ত পেট্রোলের মূল্য ছিল লিটার প্রতি ২৩ টাকা ৪৩ পয়সা থেকে ২৬ টাকা ৩ পয়সা। ডিজেল এর ক্ষেত্রে ৯ টাকা ৭৫ পয়সা থেকে ১৩ থাকা ১৩ পয়সা। কেরোসিনের ক্ষেত্রে লিটার প্রতি ৩ টাকা ১৭ পয়সা থেকে ৮ টাকা ৩০ পয়সা। এল. পি. জি সিলেণ্ডার ক্ষেত্রে ১৫৫ টাকা সর্বস্তরের আরও ব্যাপক টাকা এখনো কাটিয়ে না উঠতে ছয় মাসের মাথায় আবার সম্প্রতি দাম বেড়েছে।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এটা কোন রোলে এসে পড়েছে। এটা কিন্তু হাই প্রাইস নিয়ে আলোচনা হয়েছে কাজেই এখানে এই বিষয়গুলি নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— এখানে যেহেতু চেয়ার থেকে বলছি যদি সম্ভব হয় তাহলে সমর্থনে একটা প্রস্তাব ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করার দরকার।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ :— স্ট্যাটমেণ্টটা কিসের উপর. ষ্ট্যাটমেন্টতে কি চাইল ;

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— না উনি আমার কাছ থেকে অনুমতি চেয়েছেন। আপনি উনাকে বলার অনুমতি দিচ্ছি।

শ্রীজওহর সাহা :— উনি যদি থাকতেন তাহলে ভালই হত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যেত।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— জহওরবাবু বসুন। প্লীজ আমি অনুরোধ করছি।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— এখানে মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী একটা আর্জেন্ট ইস্যু নিয়ে বলার জন্য প্রশ্ন উঠেছে যেটা সারা রাজ্যের মানুষ চেয়ে আছে। সেই ধরনের ইমপরটেন্ট বিষয়ে সরকার পক্ষ থেকে একটা ইমপরটেন্ট স্ট্যাট করতে পারে। তিনি একটা স্ট্যাটমেন্ট করতে পারে নিশ্চয়ই।

(গণ্ডগোল)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— প্লীজ আপনারা জায়গায় গিয়ে বসুন।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ :— স্যার, উইদাউট নোটিশ কি কি মোশান আনা যায় এ্যাজ পার রুলস ৯৮ ইফ ইউ গো থ্রো দা রুল ৯৮ অব দ্য রুলস অব প্রসিডিউর এ্যাণ্ড কনডাকট অব বিজনেস অব দ্য ত্রিপুরা লেজিসলেটিভ এ্যাসেমব্লী তাহলে বুঝতে পারবেন। উইদাউট গিভিং এনি নোটিশ ভি ক্যান নট মীভ আউট এনি স্টেটমেন্ট।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— উনি যেহেতু সময় মতো তুলেছেন, লিখেছেন, তাই চেয়ার পারমিশান দিয়েছে।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ :— উইদাউট গিভিং এনি নোটিশ কি কি মোশান আনা যায় এটা রুল ৯৮ এ বলা আছে। এগুলি ছাড়া অন্য কোন মোশান তোলা যায় না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— ইট যেজ নট এ মোশান, ইট ইজ অনলী এ স্টেটমেন্ট। এটা প্রস্তাবও না।

শ্রীসুদীপ রায়বর্মণ :— আণ্ডার হোয়াট প্রভিশান? এটা তোলা যায় না স্যার।

(গণ্ডগোল)

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, এগুলি বেআইনী চলছে।

(গণ্ডগোল)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— প্লীজ আপনারা বসুন।

শ্রীরতনলাল নাথ :— বিজনেস নাসপেণ্ড করে এটা তোলা যায় না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আমি আণ্ডার রুল ৩৬১ অব রুলস অব প্রসিডিউর এ্যাণ্ড কনডাকট অব বিজনেস অব দ্য ত্রিপুরা লেজিসলেটিভ পড়ে শুনাচ্ছি—

'A statement may be made by a Minister on a matter of public importance with the consent of the Speaker but no question shall be asked at the time the statement is made.'

So it is c'ear.

শ্রীজওহর সাহা ঃ— স্যার, আপনিতো বলেছিলেন এটা প্রস্তাবাকারে আসবে। আপনিতো প্রস্তাব এলাউ করেছিলেন। আপনিতো ষ্টেটমেন্ট-এর কথা বলেন নি ?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ- আমি উনাকে বলেছি উনার ষ্টেটমেন্টের পরে এটা প্রস্তাবাকারে আসবে।

শ্রীগোপাল দাস (মন্ত্রী) : — মিঃ স্পীকার স্যার, অত্যন্ত ক্ষোভ ও দুঃখের সঙ্গে আমি এমন একটা বিষয়ের প্রতি এই বিধানসভার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যা ত্রিপুরার আপামর জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় আবারও চরম আঘাত রূপে নেমে এসেছে।

আপনি নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে অবগত হয়েছেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার একতরফা ঘোষণা বলে ২৯-৩০শে সেপ্টেম্বর মধ্যরাত্রি থেকে পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন ও রান্নার গ্যাসের আবারও ব্যাপকভাবে মূল্য বৃদ্ধি ঘটিয়েছে। মাত্র গত ২৩শে মার্চ ২০০০ ইং তারিখে অনুরূপ এক ঘোষণায় পেট্রোলের মূল্য ২৩.৪৩ টাকা থেকে ২৬.০৩ টাকা, ডিজেলের ক্ষেত্রে ৯.৭৫ টাকা থেকে ১৩.১৩ টাকা, কেরোসিনের ক্ষেত্রে ৩.১৭ টাকা থেকে ৬.০৩ টাকা এবং এল. পি. জি. সিলিণ্ডারের ক্ষেত্রে ১৫৫.৭১ টাকা থেকে ২০৩.০৬ টাকা মূল্য বৃদ্ধি ঘটানো হয়েছিল। সর্বস্তরে এর ব্যাপক ধাক্কা এখনো কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই ছয় মাসের মাথায় আবার সাম্প্রতিক এই প্রচণ্ড মূল্য বৃদ্ধির ফলে নুতন ঘোষণায় ত্রিপুরায় পেট্রোল ও ডিজেলের মূল্য হবে লিটার প্রতি যথাক্রমে ২৮.৪৩ টাকা ও ১৫.৫৪ টাকা। কেরোসিনের ক্ষেত্রে আগরতলায় মূল্য দাড়াবে ৮.৮১ টাকা উপরে, গণ্ডাছড়ায়, সাব্রুম এবং চাউমনুর মত প্রত্যন্ত এলাকায় মূল্য দাড়াবে ৯ টাকার উপর যাহা বিগত দেড় বছরের মধ্যে হলো তিন গুণ। আর একটি গৃহস্থের নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু এল. পি. জি. সিলিণ্ডারের ক্ষেত্রে বর্তমান মূল্য দাড়ালো মং ২৪২.০০ টাকার কাছাকাছি।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বিগত বিধানসভার অধিবেশনগুলিতে এ ধরনের অযৌক্তিক মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল। এবং কেন্দ্রীয় সরকারের গোচরে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এই সকল প্রতিবাদ বা প্রস্তাবের প্রতি কোন কন পাত না করেই প্রত্যেক বছরই ধাপে ধাপে মূল্য বৃদ্ধি ঘটিয়ে চলেছে। ১৯৯৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাস থেকে পেট্রোলের ক্ষেত্রে তিনবার, ডিজেলের ক্ষেত্রে চারবার, কেরোসিনের ক্ষেত্রে ছয়বার এবং এল. পি. জি. গ্যাসের ক্ষেত্রে চারবার মূল্য পরিবর্তন করা হয়েছে।

আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছে যে, এধরনের নিত্য প্রয়োজনীয় মূল্য বৃদ্ধি ত্রিপুরার মতো এক প্রত্যন্ত রাজ্যে কি ধরনের প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে। আমাদের দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলে, যেখানে অত্যন্ত গরীব অংশের জুমিয়াদের বাস, সেখানে লিটার প্রতি মং ৯.০০ টাকা মূল্যে কেরোসিন

কিনে ঘরে আলো জ্বালানো সম্ভব কিনা এ আশঙ্কা অমূলক নয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও সুপ্রীম কোর্টের নিষেধাজ্ঞা ও অন্যান্য কারণে ত্রিপুরায় বনজ জ্বালানী বস্তু সরবরাহ প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। রান্নার জন্য বিকল্প জ্বালানী কয়লা এখানে পাওয়া যায়না। ফলে নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে ও বর্তমানে দৈনন্দিন রান্নার জন্য এল, পি, জি, গ্যাসের উপর নির্ভর করতে হয়। ত্রিপুরায় বর্তমানে একলক্ষ কুড়ি হাজার পরিবার এল, পি, জি গ্যাসে কানেকশান হয়েছে। এদের ক্ষেত্রে এক বছরের মধ্যে এল, পি জি খাতে ৯৫ টাকা মূল্য বৃদ্ধি কি নিদারুন পরিহাস। প্রত্যন্ত এই ত্রিপুরার পন্য আনা ও যাতায়াত ক্ষেত্রে ডিজেল চালিত যানবাহনই একমাত্র ভরসা। প্রতিবারই দেখা যায় ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধির সাথে সাথে অন্যান্য ক্ষেত্রেও মূল্য বৃদ্ধি আবশ্যকীয় হয়ে পড়ে ও যাহার চাপ গরীব অংশের মানুষেরই বেশী বহন করতে হয়। বিগত ফেব্রুয়ারী ৯৯ সালে যেখানে ডিজেলের মূল্য ছিল ৮.৪৫টাঃ তা বর্তমানে মং ১৫.৫৪টাঃ দাঁড়িয়েছে। দেড় বছর সময়ের মধ্যে প্রায় দ্বিগুন ? এই মূল্য বৃদ্ধির কি চাপ রাজ্য বাসীকে বহন করতে হচ্ছে তার বিস্তারিত ব্যাখা নিস্প্রয়োজন।

সুতরাং অদ্য তিপ্রা বিধানসভার এই অধিবেশনের সুযোগে এই সভার সকল মাননীয় সদস্যগনের নিকট ত্রিপুরা সরকারের পক্ষে আমি বিষয়টি উপস্থাপন করলাম এবং কেন্দ্রীয় সরকারের এ জনবিরোধী নীতি ও সিদ্ধান্ত পর্যালোচনা করে এই সভার পক্ষে এই মূল্য বৃদ্ধির জোরালো প্রতিবাদ করছি ও এই মূল্য বৃদ্ধি প্রত্যাহারের দাবিতে একটি সর্ব্বসম্মত প্রস্তাব গ্রহনের জন্য আমি স্পীকার মহোদয়ের মাধ্যমে প্রস্তাব রাখছি। বর্ধিত মূল্য প্রত্যাহার করার জন্য প্রস্তাব রাখছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ- এই ব্যাপারে কারো কোন আপত্তি নাই ত ? (সদস্যদের উদ্দেশ্যে)

(সদস্যরা সম্মতি জানানোর পরে)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— তাহলে আমি মনে করি প্রস্তাবটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হলো।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্ম্মা :— স্যার পরবর্তী বিজনেসে যাওয়ার আগে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আজকের দৈনিক সংবাদ পত্রিকায়...

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— না, না এটা হয়না। এটা হবেনা।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ ঃ— স্যার এটা প্রস্তাব হয় কি করে ?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— মিনিস্টার স্টেটমেন্ট দিতে পারে।

শ্রী জওহর সাহা ঃ— স্যার, হাউসের প্রত্যেক সদস্যের সমান অধিকার। একজন মন্ত্রীকে বিনা নোটিশে আপনি একটা স্টেটমেন্ট দেওয়ার জন্য অ্যালাউ করলেন। আর মাননীয় সদস্য কি বিষয়ে এনেছেন, আগে বিষয়টা শুনুন।

(গণ্ডগোল)

শ্রীজওহর সাহা :— হাউসের প্রতিটি সদস্যের সমান অধিকার। উনি কি বলতে চায় আগে শুনুন। আপনি আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, বিরোধীদের কোন কিছু তুলতে দেবেন না।

মি: ডেপুটি স্পীকার :— না, না, এটা কোন যুক্তি হতে পারেনা।

শ্রীজওহর সাহা :— এটা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের কি অবস্থা চলছে তার ব্যাপার। এটা ত্রিপুরা সরকারের অত্যন্ত লজ্জার ব্যাপার, ১২০ টাকা দিয়ে সন্তান বিক্রী হয়েছে।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ :-- স্যার, মূল স্পিরিট থেকে আমরাও সমর্থন করছি। But we should not be limited in such wrong thing in future, আপনারা বলেছেন, আমরা বলবনা কেন ? এই যে, Statements by ministers on matters of urgent public Importance. In order to keep the house informed about matters of public importance or to state the government's policy in regard to a matter of topical interest, ministers make statements in the House from time to time, with the consent of the speaker. A minister who desires to make a statement has to intimate in advance the date on which he proposes to make the statement. The intimation is required to be sent as far as possible, at least one day in advance, so that the item may be included in the list of Business. এখানে ইন্টিমেশন্ কোথায় ?

মি: ডেপুটি স্পীকার :— আমাদের যে রুল আছে তাতে এটা প্রভাইড করে।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ :— স্যার, আমরা যেখানে মূল স্পিরিট থেকে সমর্থন করছি সেখানে এভাবে বে-আইনীভাবে হবে কেন ? এদিকে আমরা কিছু বলতে আমাদেরকে থামিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

মি: ডেপুটি স্পীকার :— আপনারা যেটা বলতে চাইছেন সেটা হয় না। আপনারা যখন পত্রিকা নিয়ে পড়বেন এবং পত্রিকার কথা তুলবেন এভাবে এটা হয় না।

QUESTION OF PREVILEGE

মি: ডেপুটি স্পীকার :— একটি ঘোষণা। মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আমি মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা মহোদয়ের নিকট থেকে একটি স্বাধিকার ভঙ্গের নোটিশ পেয়েছি। উক্ত নোটিশটি তিনি এনেছেন। কলকাতা ত্রিপুরা ভবনের ডেপুট রেসিডেন্ট কমিশনার শ্রী টি, কে, চাকমা এবং সেখানকার অন্যান্য কিছু কর্মচারীর বিরুদ্ধে।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হল গত ২০শে সেপ্টেম্বর, ২০০০ইং ত্রিপুরা বিধানসভার পাবলিক একাউন্টস কমিটির সদস্যদের সঙ্গে তিনি কলকাতা ত্রিপুরা ভবনে গিয়েছিলেন, তখন ডেপুটি রেসিডেন্ট কমিশনার শ্রী চাকমা এবং সংশ্লিস্ট অন্যান্য কর্মচারী শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা মহোদয়ের জন্য ত্রিপুরা ভবনে যথা সময়ে থাকার সুবন্দোবস্ত না করা সম্পর্কে।

উক্ত বিষয়টি আমি পুংখানুপুংখভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে উনার নোটিশটি অনুমোদন করেছি, এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা মহোদয়কে বিষয়টি সভায় উৎথাপন করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এটা খুবই দুঃখজনক, আমার এটা বলার ইচ্ছাই ছিল না। গত ১০ ৯ ২০০০ইং তারিখ আমাদের পি, এ, সি কমিটির একটা স্টাডি ট্যুর ছিল, টিকেটের অভাবে ১৯ এবং ২০ দুই দিনে মিলে আমরা গেছি। আমি লাস্টের দিন যাই চেয়ারম্যান সহ আরও অন্যান্য মেম্বারও ছিলেন সেখানে, অফিসিয়্যালও ছিলেন। সেখানে যাওয়ার পর প্রথমেই আমাকে বলা হল চেয়ারম্যানের সঙ্গে ওনার রুমে থাকতে, এটা অনেক হয়ে থাকে। কিন্তু একজন চেয়ারম্যানের সঙ্গে আর একজন মেম্বার সাধারণত থাকে না, তবু আমি বলেছি ঠিক আছে আমি থাকব। তারপর আমাদের প্রোটোকল অফিসার যিনি উনি এসে জানালেন যে, কেন, আপনার জন্য তো রুম এলট করা হয়েছে। আমি বললাম কি জানি আমি যখন জিজ্ঞাসা করেছি তখন ওরা বলেছে রুম নেই, কাজেই আমাকে এখানে থাকতে হবে, আমিও রাজী হয়েছি। তারপর চেয়ারম্যান প্রকাশ বাবু স্নান ছেড়ে আসার পর আমাদেরকে বলা হল চলুন নীচে গিয়ে খেতে হবে। আমি বললাম কেন রুম সার্ভিস কি বন্ধ হয়ে গেছে? উনি বললেন যে, "না বন্ধ না থালা বাসনের কিছু সর্টেজ আছে তাই আপনাদেরকে এনে দেওয়া যাবে না, আপনারা নীচে গিয়ে খেয়ে নিন"। এই যে ঘটনা টা এটা শুধু একবারই হয়নি এর আগেও আমি যখন প্রথম পি, এ সি-র চেয়ারম্যান হিসাবে ডিসেম্বর ১৯১৮ইং সালে কলিকাতায় গিয়েছিলাম তখনও ঠিক একই রকম ব্যবহার করা হয়েছিল। তারপর গতবছর এপ্রিল মাসে অশোক বাবু এবং তপন চক্রবর্তী সহ আমরা কেরালা যাই তখনও আমার সঙ্গে একই ব্যবহার করা হয়েছিল। অথচ অন্যাদেরকে রুম সার্ভিস দেওয়া হয়েছে, আর অশোক বাবু আর আমাকে নীচে গিয়ে খেতে বাধ্য করা হয়েছে। তারপর আমরা এবার জানতে পারলাম যে, না রুম সার্ভিস আছে এবং দেওয়া হয় লোক বুঝে।

এমনকি আগরতলারই একজন তিনি আগে আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটির একস্ মেম্বার-সামু চক্রবর্তী, উনি আমার এবং অশোকবাবুর পার্শে ছিলেন উনাকে রুম সার্ভিস দেওয়া হচ্ছে, অথচ ভট্টাচার্য একজন এগ্‌জিস্‌টিং এম এল, এ, এবং আমিও একজন এগ্‌জিস্‌টিং এম, এল, এ, আমাদের বলছে—"আপনারা আপনাদের প্লেট নিয়ে আসুন অথবা নিচে গিয়ে খান"। আমরা প্রথমে এইগুলিে

কিছু মনে করিনি, কারণ মনে করার কোন বিষয়ই নেই। নিচে গিয়ে খাওয়া আর ঘরে বসে খাওয়া এক কথা। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে কেন ডিস্‌ক্রিমিনেট্ করা হবে? এরপর আমি জিগ্যেস্ করলাম আমাদের স্টাডি ট্যুরের একজন এম, এল, এ,কে,তিনি বল্লেন' আমরা তো রুম্ সার্ভিস্ পাচ্ছি। তখন আমি তাদেরকে বল্লাম' –তোমরা এই ধরনের ডিস্‌ক্রিমিনেশন কর কেন? আমার বয়সটাও বেশী-তোমাদের তো এমনিতেই বলা উচিৎ ছিল যে, না, আপনাকে নিচে যেতে হবে না, আমরাই রুম্ সার্ভিস্ দেব। এই কথা না বলে তোমরা এই ধরনের দুর্ব্যবহার করছো। তোমাদের একজন ছাড়া তো চারজনই পারমানেন্ট তোমাদের চাকুরীই যেখানে অস্থায়ী সেখানে তোমাদের এইভাবে দুর্ব্যবহার করা এটাতো ঠিক নয়। এরপর মানিক বাবু গেলেন আমাদের রুমে। তিনি এইগুলি জানতে পারলেন। তারপর তিনি চারমাকে ডেকে আনলেন। চারমাও শুনলেন কিন্তু তিনি কিছুই করলেন না। এমন কি মানিকবাবু তাদের বললেন যে তোমরা দুঃখ প্রকাশ কর। কিন্তু তারা কোন দুঃখ প্রকাশও করলো না, না কোন অফিসার, এবং কোন কর্মচারী পর্যান্ত দুঃখ প্রকাশও করলো না। কাজেই এটাই যদি মডেলিটি হয়, শাসক দলের মেম্‌বারদের সঙ্গে এক রকম, আর বিরোধী দলের মেম্বারদের সঙ্গে আরেক রকম ব্যবহার করবে। আর যেখানে আমরা একটা টিম্ হিসেবে গিয়েছি সেখানে আমাদের তো কোন দলের মেম্বার সে পরিচয় থাকতে পারে না। একমাত্র পি, এ, সি-র মেম্বার, এই হচ্ছে আমাদের পরিচয়। সেখানে কেন এই ধরনের ডিস্‌ক্রিমিনেশন হবে। শুরু তাই নয়, প্রত্যেক বারই আমরা দেখেছি এই ধরনের দুর্ব্যবহার করা হচ্ছে। এর আগেও দুই বার এই ধরনের ব্যবহার করেছে। এবং তখনো আমি ব্রীচ্ অব প্রিভিলেজ আনতে পারতাম, কিন্তু আনিনি। এইবার আমি বাধ্য হয়েই এনেছি এটা তারা আমাদের সঙ্গে ব্রীচ অব্ প্রিভিলেজ অধিকার ভঙ্গ করেছে বলে আমি তাদের অভিযুক্ত করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আমি বিধানসভার রুলস্ অব্ প্রসিডিউর অ্যান্ড কণ্ডাক্ট্ অব্ বিজনেস্ এর ১৮০ ধারা অনুযায়ী মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরন ত্রিপুরা মহোদয় কর্তৃক আনীত ব্রীচ অব্-প্রিভিলেজ মোশানটি বিধানসভার প্রিভিলেজ কমিটির কাছে রেফার করছি। উক্ত বিষয়টি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে কমিটি বিধানসভায় তার রিপোর্ট পেশ করবেন।

এখন সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো পেপার্স টু বি লেইড অন্ দ্যা টেবল্ অব্ দ্যা হাউস্।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন যে ১২০ টাকায় সন্তান বিক্রি করা হয়েছে। আপনি উপাধ্যক্ষ হিসেবে অধ্যক্ষের আসনে আছেন। আপনার কাছে এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করাটা নিশ্চয়ই অনভিপ্রেত নয়। এটা একটা সন্তান বিক্রির ঘটনা। এই ব্যাপারে

আপনিতো অন্ততঃ মিনিস্টারকে বলবেন যে এই ব্যাপারটা দেখবেন বা এই ব্যাপারে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। কিন্তু আপনি কিছুই বললেন না, এই ব্যাপারে কি আপনার কোন রিয়েকশন থাকবে না?

(গণ্ডগোল)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— না, না, এইভাবে এটা বলাটা ঠিক নয়, আজকে শেষ দিন, এভাবে এটা আনা যায় না, এটা এসেম্বলীর নিয়ম কানুনের মধ্যে পড়েনা।

(গণ্ডগোল)

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— আপনার এতে কোন রিয়েকশন নেই, আপিন পাথর— — —

(গণ্ডগোল)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আপনারা আমাকে পাথর বলুন আর যাই বলুন না কেন এটা এইভাবে আনা যায় না, এসেম্বলীর কোন নিয়ম কানুনের মধ্যে পড়ে না।

শ্রীশ্যামচরণ ত্রিপুরা :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, ৯৮ রুলস অনুযায়ী উইদাউট নোটিশে কোন মেম্বার কোন বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন। এই যে ঘটনা একজন ১২০ টাকায় তার সন্তানকে বিক্রি করেছে এটাতো উদ্বেগজনক খবর। এটা সত্যিও হতে পারে, মিথ্যাও হতে পারে। তবে এই ব্যাপারে তো রাজ্য সরকারের খোঁজ খবর নেওয়া দরকার।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আপনি নিয়ম কানুন সম্পর্কে যা বলেছেন তার প্রতি আমার পূর্ণ আস্থা রেখেই আমি বলছি যে—এই সংবাদটি অবশ্য আমার দৃষ্টিতে আসেনি। এই প্রথম আমি এটা জানতে পারলাম। এই ধরনের ঘটনা যদি ঘটে থাকে নিশ্চয়ই আমরা এটা তদন্ত করে দেখব এবং যা' যা' করা দরকার সেটা করব।

LAYING OF REPLIES TO THE POST PONTED QUESTIONS

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :— "লেয়িং অব্ রিপ্লাইস্ টু দ্যা পোস্টপণ্ড কোয়েশ্চানস্।"

বিধানসভার গত অধিবেশনে পোস্টপণ্ড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৩৮৬ ও ২০৮ এবং পোস্টপণ্ড আনস্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—১৪৯-এর উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি।

এখন আমি বনবিভাগের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৮৬ এর উত্তরপত্র সভার টেবিলে পেশ করার জন্য।

শ্রীনারায়ণ রূপিনী (মন্ত্রী) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তুত নেই, তবে পরে দিয়ে দেব।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— যেহেতু বিষয়টি বিজনেসে উল্লেখ রয়েছে সেহেতু আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব—প্রস্তুত হয়ে আসার জন্য। এখন আমি শিক্ষা ও তফসীলি জাতি দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি পোস্টপণ্ড স্টার্ড কোশ্চন নাম্বার ২০৮-এর উত্তরপত্র সভার টেবিলে পেশ করার জন্য।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) **:—** মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আই ব্যাগ টু লে এ কপি অব্ রিপ্লাই অব্ দ্যা পোস্টপণ্ড স্টার্ড কোশ্চেন নাম্বার ২০৮ অন্ দ্যা টেবিল অব্ দ্যা হাউস।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— এখন আমি মৎস্য ও পরিবহন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি পোস্টপণ্ড আন-স্টার্ড কোশ্চেন নাম্বার ১৪৯-এর পত্র সভার টেবিলে পেশ করার জন্য।

শ্রীসুকুমার বর্মণ (মন্ত্রী) **:—** মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আই ব্যাগ টু লে এ কপি অব্ দ্য রিপ্লাইজ অব্ দ্য আন-স্টার্ড কোশ্চেন নাম্বার ১৪৯ অন্ দ্য টেবিল অব্ দ্য হাউস।

PRESENTATION OF THE COMMITTTE REPORT

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল, কমিটি অন্ এস্টিমেটস্-এর ৫৫তম প্রতিবেদন সভার সামনে উৎথাপন। এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর দেব সরকার, (চেয়ারম্যান অব্ দ্য কমিটি অন্ এস্টিমেটস্) মহোদয়কে অনুরোধ করছি, কমিটির ৫৫তম প্রতিবেদনের প্রতিলিপি সভায় পেশ করার জন্য।

শ্রীসমীর দেবসরকার :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আই ব্যাগ টু প্রেজেন্ট এ কপি অব্ দ্য ফিফ্টি ফিফথ্ রিপোর্ট অব্ দ্য কমিটি অন্ এস্টিমেটস্ অন্ দ্য টেবিল অব্ দ্য হাউস।

PRESENTATION OF PETITION

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়ের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, আমি একটি পিটিশান পেয়েছি। পিটিশানটি দিয়েছেন শ্রীতরণী গোপ এবং গং ২৫০ জন। পিটিশানটির বিষয়বস্তু হলো :—

"Regarding prayer for construction of an embankment on the side of the river Manu to save the property of the people of Jalai Gaon Panchayat area".

Shri Birajit Sinha (Kailasahar)**:—** Mr. Speaker Sir, I beg to lay a pition signed by Shri Tarani Gope and other 250 persons regarding prayer for construction of an embankment of the side of the river Manu to save property of the people of Jalai Gao Panchayet area on the table of House.

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য পরিচালন বিধির ২৫৭নং ধারা মূলে উক্ত পিটিশানটি পিটিশান কমিটিতে প্রেরণ করা হলো।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— স্যার মুখ্যমন্ত্রীর প্রাণের হুমকির উপর একটা ভয়ংকর খবর এখানে আছে টেলিগ্রাফে। আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। দি নেশান্যাল লিবারেশন ফ্রন্ট অব্ ত্রিপুরা···।

মিঃ স্পীকার :— না, না এটা কোন ভিত্তিতে বলছেন, এটার ভিত্তিটা কি ?

শ্রীশ্যামাচরন ত্রিপুরা :— পত্র পত্রিকায় উঠেছে।

মিঃ স্পীকার :— রুলস আছেতো, কিসের ভিত্তিতে ? শ্যামাবাবু আপনি সব চেয়ে পুরানো। এগুলি ঠিক না।

(গণ্ডগোল)

GOVERNMENT BILLS Referred to Select Commitee

মিঃ স্পীকার :— এটা ঠিক নয় ঠিক নয়। এখন সরকারী বিল বিবেচনা ও পাশ। সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো "The Tripura District Planning Committee Bill, 2000 (Tripura Bill No, 13 of 2000"

এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি সংশ্লিষ্ট দফতরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

Shri Manik Sarkar (Chief Minister) :— Mr. Speaker sir, I beg to move that "The Tripura Distriet Planning Committee Bill, 2000 (Tripura Bill No. 13 of 2000)." to be taken into consideration.

মিঃ স্পীকার :— আপনারা কি আলোচনা করবেন ?

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— স্যার, আলোচনা করব।

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে, আলোচনা করুন।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে যে ডিস্ট্রিক্ট প্লেনিং কমিটি এটা নতুন নয়, আগেও ছিল। এখন এটাকে আইনে বিশেষত পঞ্চায়েত আইন, মিনিউসিপ্যালটি আইন এটা সংসদে গৃহীত হবার পরে এটা নতুন করে কার্য্যকরীর প্রশ্ন উঠছে। এখানে ২৪৩ জেড. ডি এখানে পরিস্কার বলা হয়েছে যে-There shall be constituted in every State at the district level a Distriet planning Committee to consolidate the plans prepared by the panchayets and the Municipalities in the District and to prepare a draft development plan for the district as a whole. এটা

ঠিকই আছে এর সঙ্গে আমাদের কোন বিরোধ নেই। কিন্তু বিরোধী হচ্ছে এটা ত্রিপুরা ভলেনটারী বিলের মতই। এটা আবার রিপাগনেন্ট হয়ে যাচ্ছে অন্য ধারার সঙ্গে। এখানে সংবিধানের অন্য টারায় আমি যাচ্ছি না। এখানে সহজ ভাবে আছে 2431C এখানে বলা হয়েছে, নাথিং ইন দিস পার্ট সুড এপ্লাই টু দ্য সিডিউল এরিয়া রেফার টচ ইন ক্লস (এ) এণ্ড ট্রাইবেল এরিয়া রেফার টু ইন (টু) অর্থাৎ ষস্ট তপশীল আর্টিক্যাল ২৪৪। এখানে বলা হয় যে ২৪৪ ধারার (এক) নতুবা (দুই) এখানে পঞ্চায়েত আইন বলবত হবে না। তবে. যদি কোন বিধানসভা দুই তৃতিয়াংশ সংখ্যা গরিষ্ঠতার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে পরে ২৪৪ (১) যেটা এটাকে সংশোধন করে অর্থাৎ পঞ্চম তপশীল ভুক্ত এলাকাতে এই পঞ্চায়েত আইন চালু করা যাবে। কিন্তু ২৪৪ (২) এটা কোন অবস্থাতে কোন ক্রমে লঙ্ঘন করা যাবে না। এটা সংবিধানে পরিস্কার লেখা আছে। এর পরেও এই ভাবে মুখ্যমন্ত্রীকে বিপথগামী করার জন্য করে থাকেন আমি বুঝতে পারি না। এখানে যেটা ষষ্ট তপশীল, এডিসন ভার্সাস ষ্ট্যাট অব আসাম সুপ্রিম কোর্ট ১৯৬৮ এস সি ১২২০ (১২২৪) এখানে পরিকার লেখা আছে

The Tribal areas of Assam, Mizoram, Meghalaya and Tripura would be government other proviso. of the costitution relating to this state of other union territories but by the proviso of six schedule which contation safe contain would it safe Government of the trible area, It is to be noted that para 21 of the six shiduled and post parlament to make any thing in the proviso of the six schedule going through the article 360.

এখানে প্রথমেই ৭৩ তম ৭৪ তম সংবিধান সংশোধনের সময় পরিস্কার এই সব রাজ্যে একটা হচ্ছে পঞ্চম তপশীল অন্তর্ভুক্ত আর একটা হচ্ছে ষষ্ঠ তপশীল অন্তর্ভুক্ত মনিপুরের হিল ষ্ট্যাশেন ট্রাইবেল এরিয়া গুর্খা ল্যাণ্ড এইসব জাগাতে পঞ্চায়েত আইন কার্যকরী হবে না। আর মিজোরামে তিনটা ডিষ্ট্রিক্ট কাউনন্সিল আছে। এরমধ্যে একটা চাকমা ডিস্ট্রিক কাউন্সিল যখম প্রথম যখন ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিলার করা হয় তাদের লোক সংখ্যা মাত্র ১১ হাজার ছিল। এখন সেটা বেড়ে ৩০ হাজার হয়েছে। এই ৩০ হাজার লোকের চাকমা ডিস্ট্রিক কাউন্সিলের জন্য তাদের নিজস্ব প্লেনিং বোর্ড আছে। তাদের নিজস্ব এডুকেশন বোর্ড আছে। কাজেই এখানে ত্রিপুরা বিরাট একটা এরিয়া এ, ডি. সিতে অন্তর্ভুক্ত। এখানে এই এ, ডি. সি, কে নিয়ে জেলা পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করার কোন অর্থই হয় না। যদি প্রয়োজন হয় তারা করবেন। এটা তাদের অধিকার আছে। যদিও মুখ্যমন্ত্রীর পর মর্শদাতারা বলবেন ষষ্ঠ তপশীলের

৩ ধারায় ঐ রকম পরিকল্পনার কথা বলা হয় নাই। কিন্তু ওখানে লেখা আছে এডমিনিস্ট্রেশন, ভিলেজ এডমিনিস্ট্রেশন এবং টাউন এডমিনিস্ট্রেশন ইনক্লোডিং প্ল্যানিং। পরিকল্পনা ছাড়া কোন প্রশাসন চালানো যায় না। এবং সবশেষ সংবিধান সংশোধন যেটা এখানে এপেণ্ডিকস্ আছে। এটা আপনার ল সেক্রেটারীর কাছেও নেই। সিক্স সিডিউল টু দ্য কন্সটিটিউশন এমেণ্ডমেণ্ড একট্ ১৯৯৫ একট্ ৪২ অব ১৯৯৫। ১২ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৫ ইং যেটা পার্লামেন্টে বিল পাশ হয়েছে কারিয়ালং এবং এন সি হিলের জন্য এই কথায় আবার উল্লেখ করা হয়েছে যে লিষ্ট স্পেসিফাইড ইন্ লিষ্ট সপ্তম সিডিউলের উল্লেখ নেই।

এর সবটাই ষষ্ঠ সিডিউলের হাতে থাকবে। এর পরেও কি কন্ফিউশানের কোন সুযোগ আছে। কাজেই এটা হয় এ, ডি, সি-র ক্ষমতা কার্টেল করার জন্য। এ, ডি, সি, একটা পরিকল্পনা বোর্ড গঠন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এটা শুনেও হয়তো রাজ্য সরকার এটাকে চাপা দেওয়ার একটা ব্যবস্থা করেছেন। অথবা রাজ্য সরকারের ক্ষমতা সম্পর্কে সংবিধানে যে ব্যাখ্যা এটাকে অপ ব্যাখ্যা করে এটা করা হয়েছে। কাজেই ডিষ্ট্রিক্ট প্লেনিং এটা ঠিক আছে। কিন্তু গ্রেটার ডিষ্ট্রিক্ট প্লেনিং এটা উদ্দেশ্যমূলক এবং সংবিধান পরিপন্থী আর এখানে যে সমস্ত নাম্বার দেওয়া হয়েছে, নাম্বার অব্ নমিনেটেড মেম্বার তাতে দেখা যাচ্ছে যে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাতে হল ৬ জন, উত্তর ত্রিপুরা জেলাতে ১০ জন, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলাতে ৫ জন আর ধলাই জেলাতে ১৫ জন। এটা কিসের ভিত্তিতে এবং কোন জনসংখ্যার অনুপাতে করা হয়েছে। রাজ্যের জনসংখ্যার অনুপাতে পশ্চিম ত্রিপুরাতে জনসংখ্যা সবচেয়ে বেশী সেখানে মাত্র ৬ জন মেম্বার রাখা হয়েছে আর দক্ষিণ ত্রিপুরাতে একেবারে কম সেখানে ৫ জন ধরা হয়েছে। আর ধলাই জেলা হচ্ছে সবচেয়ে ছোট জায়গা সেখানের জনসংখ্যা সদর থেকেও কম সেখানে কেন বেশী হবে। আমি এখানে বিলের বিরোধিতা করছিনা। আমি বিরোধিতা করছি গ্রেটার ডিষ্ট্রিক্ট প্লেনিং কমিটি বলে যেটা করা হয়েছে। অর্থাৎ এ, ডি, সিকে ইনক্লুড করে। আবার চেয়ারম্যান একই থাকবেন ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিলের এটাতো সংঘাতিক কথা। চেয়ারম্যান এবং ভাইসচেয়ারম্যান ডিষ্ট্রিক্টে থাকবে এটা হয়না। এটাকে ক্লারিফিকেশানের জন্য সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানো হউক। এটা আমার মনে হয় ভাল হবে। তাছাড়া এটা আইনে গিয়েও টিকবেনা. ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মি: স্পীকার স্যার, আমিও এটা পড়ে দেখিছি, যে গ্রেটার ডিস্টিক্ট প্লেনিং কমিটি এটা সংবিধানে পরিপন্থী। প্রথম কথা হচ্ছে ডিস্টিক্ট কাউন্সিলের সঙ্গে

এই ব্যাপার নিয়ে আলোচনা হয়েছে কিনা? ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল যদি এটা অস্বীকার করে তা হলে কিছু করার থাকবেনা। এমনি আইন যে রাজ্য সরকার যদি একটা সাব কমিটি করে গ্রেটার ডিস্ট্রিক প্লেনিং কমিটি সেখানে যদি ডিস্ট্রিক কাউন্সিল তার নমিনেটেড মেম্বার না পাঠায় যদি সেখানে তারা অংশ গ্রহণ না করে তা হলে সেখানে রাজ্য সরকারের কিছু করার থাকবেনা। কাজেই এই রকম কথা জানার পরে এই রকম একটা আইন তৈরী এটা বোধ হয় যুক্তিযুক্ত হবেনা। এবং এটা বিধানসভার পক্ষে অবমাননা হবে। কাজেই আমি এই অংশটুকু বাদ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। এই অংশটুকু বাদ দিয়ে বাকীটুকু করা যায়। এই আইনের মধ্যে কিছুতেই এ, ডি, সিকে অন্তর্ভুক্ত করা যায়না। মিঃ স্পীকার স্যার, আমি দেখিছি কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যাপার আছে। আমার মনে হয় এটা সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানোর দরকার নেই। এই চারটা বাদ দেওয়া উচিৎ। আর যদি এটা বাদ না দেয় তা হলে এটাকে অবশ্যই সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানো দরকার। কারণ এই ভাবে এটাকে পাশ করলে পর পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেবে। সরকার এবং এ. ডি. সির মধ্যে একটা বিরোধ হবেই। তাছাড়া শ্যামাবাবু বলেছেন যে এটা আইনে গিয়ে টিকবেনা। আইনে যেতে হবেনা, এ, ডি, সি, মানবেনা। এর জন্য সরকারের কিছু করার থাকবেনা। কাজেই এই অবস্থায় এখনই এই সম্পর্কে একটা সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার দরকার বলে আমি মনে করি। ধন্যবাদ।

শ্রী রতন লাল নাথ :— স্যার, লেজিশলেটিভ এসেম্বলী ইজ দ্যা ওয়াচ ডগ অব দ্যা ইনটেনশান অব দ্যা পিউপিল, এণ্ড কণ্ট্রোল দ্যা একটিভিটিজ অব দ্যা এক্সিকিউটিভ উয়িং অব দ্যা গভঃ। এখানে আজকে যে বিলটা, ত্রিপুরা ডিস্ট্রিকট প্লেনিং কমিটি বিল ২০০০, কেন করেছে, কি ব্যাপার, কি উদ্দেশ্য? আপার পোরশান ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশান আর্টিকাল ২৪৩-জে ডি মোতাবেক, লোয়ার পোরশান অব দ্যা অবজেকশান রিজিনস বাট ইট ইজ ফেল্ট এ নেসেসারী দ্যাট অটোনোমাস ট্রাইবেল এরিয়াস অব এ ডিস্ট্রিক্ট সুড অলসো ইনক্লুডেড ইন দ্যা প্লেন প্রোসেস অব ইউনিফরম ড্যাভল্যাপমেন্ট অব দ্যা ডিস্ট্রিক্ট, এচিভ দিজ পারপাস সেপারেট প্রোভিশানস হেজ বিন মেইড অব কনস্টিউশান অব গ্রেটার ডিসস্টিকট প্লেনিং কমিটি ফর ইচ ডিসস্টিকট টু রিকনসোলেটেড ইট ডেভলাপমেন্ট প্লেন অব দ্যা ডিস্টিকট প্রিপেয়ারড বাই দ্যা ডি. পি. সি।

এখন প্রশ্ন হল আমরা যেকোন বিল পাশ করি, ভারতবর্ষের এমন কোন বিধানসভা নেই বিল পাশ করতে হলে বা কোন আইন তৈরী করতে হলে ভারতীয় সংবিধানের সঙ্গে মিল রেখে

করতে হবে। গ্রেটার ডি. পি. সি ভারতীয় সংবিধানে কোন পাতায় গ্রেটার ডি. পি, সি,-এর কথা আছে। যদি এই ব্যাখ্যা দিতে হয় নিশ্চই সমর্থন করব। ২৪৩ চেক্ দিতে পরিস্কার, ডি. পি, সি, বলেছে, ডি. পি. সি হবে পঞ্চায়েত এবং মিউনিসিপ্যালটি এরিয়া নিয়ে, এর প্রোভিশানেও দায় রেখেছে। এ, ডি, সি, এরিয়াতে ডি, পি, সি, যেতে পারবে না। সুতরাং যেহেতু আমরা ওয়াচ্ ডগ্ কোন কথায় বে-আইনি বিল করতে পারিনি। আইন দপ্তর থেকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কি বলেছে আমি জানিনা এবং আরেকটা কথা, উইদ ডেভেল্যাপমেন্ট্ প্লেন অব দ্যা অটোনোমাস্ ট্রাইবেল এরিয়া প্রিপেয়বাড্ বাই এ সাব কমিটি। এখানে কিছু বলেনি সাব কিমিটি কার? ইট্ সিমস টু বি এ, ডি, সি। গ্রেটার ডি, পি, সি, তে এখন কি দাবি করবে এ, ডি, সি.? এটা আমার কথা নয়। এখানে গ্রেটার ডি, পি, সি, যদি ৬ জন প্রতি-নিধি না পাঠিয়ে, কেউ বাধা করতে পারবে তাহলে জি, ডি পি, সি, হবে কিভাবে? এখানে যে যে গ্রাফ্ দিয়েছে যে ওয়েষ্ট ত্রিপুরা ২০, এবং মেম্বার অব দ্যা নোমিনেটেড অব দ্যা ডিসট্রিকট কাউন্সিল ৬। তারা এসব করছে কি, তারা বলছে আমরা স্টেট্ প্ল্যানিং বোর্ডে থাকব না। ইট্ ইজ আওয়ার ডিমাণ্ড। এরা যদি সরাসরি প্ল্যানিং কমিশনের আওতায় যেতে চায়, এটা তাদের ডিমাণ্ড। এখানে যখন ১১ তম, ফিনান্স কমিশন এসেছে এপ্রিল ৯৯, তখন এরা এসে বলল এবং রিপ্রেজেনটেশন দিয়েছে ফিনন্স কমিশনের আওতায় চলে যাব। স্যার, এখানে ভিলেজ কাউনসিল পঞ্চায়েত নির্বাচিত কমিটি আছে, মিউনিসিপ্যালটি নির্বাচিত কমিটি আছে, নগর পঞ্চায়েত ও আছে। বিভিন্ন সময়ে এখানে দাবি উঠেছে ভিলেজ কাউনসিলে কেন নির্বাচিত কমিটি নেই, তাহলে এখানে আই, পি, এফ, টি পরিচালিত এ, ডি. সি. সরকার যে ভিলেজ কাউনসিল কমিটি বানিয়েছিল এটাকে ভেঙ্গে দিতে পারবে। রাজ্য সরকার বলছে কমিটি ভাঙ্গতে পারেনা, এটা বে-আইনী। টু কমিটিজ ফাংসানিং দেয়ার। এই পরিস্থিতিতে জি. ডি পি, সি. ইজ ইট পসিবল? স্যার, নেক্সট পয়েন্ট হল, এখানে একটা টেকনিক্যাল রিপোর্ট এ বলেছে ইট ইজ নট এ মানি বিল! উইদ ইন দ্যা মিন অব আরটিক্যাল ১৯৯ অন দ্যা কনস্টিটিউশান এণ্ড রিকোমেণ্ডেশান অব দ্যা গভর্নর অব দ্যা আরটিক্যাল ২০৭ ইজ নট রিকুয়ের্ড ফর ইচ্ ইনট্রোডাকশান ফর দ্যা লেজিশলেটিভ এসেম্বলী। আমরা ইনট্রোডাকশানের সময় বাধা দিতাম। কারন আমাদের সিস্টেমটা হল বইটা আমরা নিচে গিয়ে পাই। সুতরাং ইনট্রোডাকশানে বাধা দেওয়া যায় না। যেহেতু আমরা বইটা পরে পাই। এখানে এটা মানিবিল হবে না কেন বিতর্কের প্রশ্ন রয়েছে। বাস্তব জটিলতা, আইনের জটিলতা এই বিলটা সম্বন্ধে কারণ এটার ইনট্রোডাকশানই হয় নাই। কারন এখানে চেয়ারম্যান হবে একজন মিনিষ্টার ইন্ চার্জ অব্ দ্যা ডিসট্রিকট্। তারা পরে বলল ভাইস চেয়ারম্যানের একটা গাড়ি, একটা অফিস লাগবে। তাহলে কেন এটা মানি বিল হবে না?

গাড়ি চলবে তার টাকা কে দেবে ? কনসোলেটেড্ ফাণ্ড গভঃ অব ত্রিপুরা ইজ ইনভলবড্। সরকার যখন হবে অফিস হবে, কোয়াটার থাকবে, সব কিছুই থাকবে। মিনিষ্টার ইন্ চার্জ সেই পয়সা নিল না, যেহেতু তিনি আরেকটা পয়সা পাচ্ছে। কিন্তু ভাইস চেয়ারম্যান বলছে আমরা সিলেকট্ করব, এখানে এতক্ষন পর্যন্ত বিল ইলেকশান চলছে। টাইপটা দেখুন পরে পরে বসিয়ে দিয়েছে, সিলেকট্ এমঙ্গ দেমসেলভস্ একরডিং টু উইংস্ বাইদ্যা চেয়ার পার্সনস্। এটা হয়নি সবটা হবে নির্বাচিত এবং এটা হবে সিলেকট্। এখানে ফিনান্সিয়াল মেমোরেণ্ডাম্ বলেছে, এটার মধ্যে আমার আপত্তি রয়েছে, কারন অর্থ সংক্রান্ত জিনিষ জড়িত রয়েছে, ভাইস চেয়ার পার্সন যারাও ভাইস চেয়ারম্যান, সেক্রেটারী, ডি, এম, এটা হবে। সুতরাং স্যার, এটা তো আইনগত জটিলতা হয়। বাস্তব জটিলতা এখানে রয়েছে। সংতরাং আমার অনুরোধ এখানে একটা জিনিষ হল নুতন বিল এর পেইজ্ ১০, দ্যা চেয়ার পার্সন, ভাইস চেয়ার পার্সন এণ্ড দ্যা সেক্রেটারী অব্ দ্যা ডি পি. সি, সেল অলসো বি দ্যা চেয়ার পার্সন, ভাইস চেয়ার সেক্রেটারী। তারা কোন দিন হতে পারবে না ? এই আইনে তারা কোন দিন চেয়ারম্যান হতে পারবে না। ভাইস্ চেয়ারম্যান ও সেক্রেটারী হতে পারবে না। একরডিং টু সিক্সথ্ সিডিউলড্ ফাণ্ডে এটা ৩ টা, একটা হল কনসোলেটেড্ ফাণ্ড অব ইণ্ডিয়া আরেকটা স্টেট্ গভঃ অব ইণ্ডিয়া ত্রিপুরা, আরেকটা হল এখানে রাজ্যের যে আয় সেটা পঞ্চায়েত এবং রাজ্য সরকারকে কত বর্টন করে পাবে। এখানে স্যার, পরিস্কার উল্লেখ করেছে, ২৪২' ওয়াই' মোতাবেক মিউনিসিপ্যালটি কত পাবে, রাজ্য সরকার কত পাবে এটা ভাগ করা আছে। ফিনান্স কমিশনে যে টাকা আছে সেটা কিন্তু এ, ডি, সি, পাওয়ার কথা নয়। যেখানে ডিস্ট্রিকট্ ফাণ্ড সম্বন্ধে সেপারেটলী সিক্সথ্ সিডিউলড্ সেভেন প্যারাতে উল্লেখ করেছে যে এ, ডি, সি, এর টাকার জন্য আলাদা ফাণ্ড আছে। সুতরাং আমি অনুরোধ করছি এটা আইনগত জটিলতা নয় এটা বাস্তব জটিলতা অগচ গভর্মেন্টের এর অনুমোদন সারাই এটা প্লেস্ করে দেওয়া হয়েছে। আমরা কখন বুঝলাম যখন পরে গিয়ে বই পরলাম তখন দেখলাম। এটা মানি বিল নয় কে বলবে ? এখানে কি সিস্টেম্ আছে, কোন সিষ্টেম নেই, আর আইন ব্যবস্থা এই ধরনের সিষ্টেম নেই, এটা তো ইচ্ছা না। কিভাবে নির্বাচিত হয়েছে ইউ ক্যান নট্ গ্যারান্টি। সেখানে ভাইস চেয়ারম্যান যে হবে সেখানে প্রোভিশান্ রাখতে হবে। সুতরাং মানি ইনভলবড্ হেয়ার, তাই এটা মানি বিল। সুতরাং ইনট্রোডাকশান্‌টাই বে-আইনী। সুতরাং আমি অনুরোধ করব সেই জায়গায় প্রচণ্ড ভুল ত্রুটি আছে। এখানে যেটা বলছে ১৯৯, ২০৭, ৩০৩ দ্যা ডাস নট একসসেপ প্রভিসো অব আর্টিকেল ৩০৪ অব্ দ্যা কনষ্টিটিউশান। এটা এত মুখস্ত কিভাবে

বলা যাবে। আমরা ২৯ তারিখ দিয়েছি। আমরা দেখেছি এখানে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। এখন বিল উয়িদড্র করে নিতে আমার কোন আপত্তি নেই। উয়িদড্র না করলে এটা পাশ করা উচিত না। ফর দা ইনটারেষ্ট অব দা ত্রিপুরা পিপল ট্রাইবেল অফ নন ট্রাইবেল যাতে কোন রকম সংঘাত না লাগে। দুটো সরকার আছে যাতে কোন রকম যুদ্ধ না লাগে। সেই জন্য আমি অনুরোধ করব ইট শুড গু টু সিলেক্ট কমিটি। ধন্যবাদ।

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী মানিক দে।

শ্রী মানিক দে :— That the Tripura District Planning Committee Bill 2000 (Tripura Bill No 13 of 2000 be taken into consideration) যেটা এই হাউসে কন্সিডারেশনের জন্য এখানে ফেইস করা হয়েছে সেই বিলটাকে আমি সমর্থন করছি। এখানে এই বিল সম্পর্কে তার এইম এবং অবজেকস পরিস্কার করে দেওয়া আছে ৭৩ এবং ৭৪ এমেণ্ডমেন্টে পরে ২৪৩ জে এন টি পটি ৯ এ অনুযায়ী এখানে কোন ধরনের কমিটি গঠন করা হবে, কিভাবে করা হবে কমপোজিশন সই দেওয়া আছে। এখানে দুই একটি বিষয়ে যে টেকনিক্যাল প্রশ্নগুলি এসেছে, এইগুলি আলোচনা করা যেতে পারে। যদি আইনগত কোথাও থেকে থাকে। তাহলে নিশ্চয়ই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই বিষয়ে বলবেন। কিন্তু যেভাবে মাননীয় বিরোধী সদস্যরা বলার চেষ্টা করেছেন যে এই নিয়ে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এবং বিলের এইমস এবং অবজেকটস সম্পর্কে এই সভাকে ভুল ধারণা দিচ্ছে। মাননীয় বিরোধী সদস্যরা যদি পড়েন তাহলে এই কথা বলতেন না। গ্রাস রোড লেভেল এই দৃষ্টি ভঙ্গিকে কার্য্যকরী করার জন্য নিয়ে যাওয়া হবে।

শ্রীরতন লাল নাথ :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, বলছি বই পড়েনি, আমরা ডি পি সি'র আপত্তি করেনি। গ্রেটার ডি পি সি ইণ্ডিয়ান সংবিধানের কোন জায়গায় আছে ?

শ্রী মানিক দে :— স্যার, আমি আগেই বলেছি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলার সময় বিষয়টা বলবেন। এখানে মূল বিষয়ে যে পরিকল্পনা আমরা দেখছি এই দেশে তো অনেক পরিকল্পনা হয়েছে এবং পরিকল্পনার নামে অনেক শ্রাদ্ধ হয়েছে। কিন্তু একটা দেশের উন্নয়ন নির্ভর করছে পরিকল্পনার উপর। কিন্তু পরিকল্পনা যদি বেকার বাড়ায়, পরিকল্পনা যদি দারিদ্রতা বাড়ায়, সেই পরিকল্পনা যদি মানুষের সঙ্গে জীবনের সঙ্গে যদি কোন সম্পার্ক না থাকে তাহলে উন্নতি হবেনা। আজকে আমাদের দেশ ঋণের বোঝায় জর্জরিত দেশ আজ বিদেশের কাছে বন্দক হয়েছে। কিন্তু এখানে পরিকল্পনার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে এইমস এবং অবজেকটস এর মধ্যে কতগুলি বিষয় সুন্দরভাবে

আনা হয়েছে। আনএমপ্লয়মেন্টে একটা বিরাট সমস্যা এবং আমাদের হাতের কাছে যে রিসোর্সগুলি আছে এবং যে সুযোগগুলি আছে এইগুলি একেবারে গ্রামে লেভেল থেকে সেটাকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে এই বিষয়গুলিকে কতটা কাজে লাগানো যায় এবং এইগুলিকে কাজে লাগিয়ে আমরা কতটা স্বনির্ভর হতে পারি এবং এই সমস্ত দিক থেকে উন্নয়নের দৃষ্টিভঙ্গীকে সামনে রেখে একটা ডিস্ট্রিক্ট প্লানিং কমিটি এখানে সেট আপ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে আমরা দেখেছি সরকারের কমিটি সেট আপ এর আগেই বামফ্রন্ট সরকার নীচের তলায় পর্যন্ত এই ধরনের একটা রিসোস মিটিং এর কাজ শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু এই জাতীয় যদি পরিকল্পনা না গ্রহন করা হয় সেই পরিকল্পনার যে মুল দৃষ্টিভঙ্গী সেই দৃষ্টিভঙ্গী ব্যাহত হতে বাধ্য। কিন্তু আমরা দেখছি বিভিন্ন বিষয়গুলি এখানে যুক্ত করা হয়েছে যেমন ন্যাচারাল হিউম্যান রিসোস, ম্যাপিং মিউনিসিপ্যাল ইত্যাদি। এখানে যে পরিকল্পনা সবগুলি ইমপেরিমর করার ক্ষেত্রে তাদের একটা দৃষ্টিভঙ্গী এখান রাখা হবে এবং সবগুলি মিলে এখানে কারোর অধিকার খর্ব করার কথা বলা হচ্ছে না। এবং মিউনিসিপ্যাল গ্রাম ইভেন পঞ্চায়েত পর্যন্ত তারা তাদের রিসোস কাজে লাগিয়ে সেই বডিগুলিকে কাজে লাগাবে। বডিগুলির উপর হস্তক্ষেপ করার কথা বিলে বলা হয় নি। গ্রাম পঞ্চায়েত, তারপর পঞ্চায়েত সমিতি এবং অন্যান্য যেসমস্ত সেলফ্ অর্গানাইজেশন আছে এবং স্বশাসিত যে সংস্থাগুলি আছে সেই সংস্থাগুলি ব্যবহার করার কথা সেখানে বলা আছে। এবং এর মধ্যে যদি ননগভর্ণমেন্টের কোন অর্গানাইজেশন থেকে থাকে রিসোস ম্যাপিং থেকে শুরু করে সেই রিসোসগুলিকে কাজে লাগানোর জন্য এবং ম্যান পাওয়ার গুলিকে কিভাবে প্রোপার ইউটিলাইজ করা যায় এবং হিউম্যান রিসোসকে কিভাবে কাজে লাগানো যায় সেই দৃষ্টিভঙ্গী এই বিলের মধ্যে প্রতিফলন ঘটেছে। এই বিষয়গুলি সম্পর্কে মাননীয় বিরোধী সদস্যরা কিছু বললেন না। বললেন শুধু ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত করার চেষ্টা হচ্ছে এবং এ ডি সি-র ৬ সিডিউলে এরিয়ার মধ্যে হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা হচ্ছে। এবং এ ডি সির ৬ সিডিউলে হস্তক্ষেপ করার কোন দৃষ্টিভঙ্গী বামফ্রন্ট সরকারের নেই।

কারণ এটা বারবার প্রমানিত হয়েছে বিভিন্ন। সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে এ ডি, সির হাতে আরো বেশী কি করে ক্ষমতা দেওয়া যায়। যদি সেখানে কোন টেকনিক্যাল বিষয় থেকে থাকে যে সত্যি সিকস সিডিউল এড়িয়ার মধ্যে সেখানে কোন হস্তক্ষেপের বিষয় থাকে বা কোন কিছু বিষয় থেকে থাকে আইনের মধ্যে যদি ত্রুটি থেকে থাকে নিশ্চয়ই সেগুলো পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে এবং এর মধ্যে সিলেক্ট কমিটির কথাও উনারা বলেছেন। নিশ্চয়ই মাননীয়

মন্ত্রী যখন বললেন এ সম্পর্কে নিশ্চয়ই দৃষ্টি আছে। যদি এই রকম কোন আইনগত কিছু থেকে থাকে তাহলে মন্ত্রী মহোদয় বলবেন। কিন্তু বিলের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত যেটা বারবার বলার চেষ্টা করেছেন এটা সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ দ্বিমত প্রকাশ করছি। আসলে উনারা চাইছেন না নীচু তলার মানুষ তার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করুক, মানুষ তার নিজের পায়ে দাঁড়াক এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গীকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করুক। এই বিষয়টা উনারা চাইছেন না। যদি চাইতেন তাহলে দেশের এই হাল হত না। উনাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আগের জায়গায়। তারা যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে চাইছেন এবং সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির কোন প্রতিফলন সেখানে তাদের ঘটছে না। বাকি যে টেকনিকাল বিষয়টি উনারা এনেছেন সেগুলোর যদি সত্যিই কোন আইনগত বিষয় থেকে থাকে নিশ্চয়ই মাননীয় মন্ত্রী সেটা কনসিডারে নেবেন। এই বলে বিলকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ভালই হল আমরা একটা প্রামমূল্য বিতর্ক শুনলাম। প্রথমত আমাদের এখানে ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে এই ধরনের ডেলিগেইট কমিটির ফাংশান করছে এই রকম নেই। আমরা যারা চাইছি এই প্ল্যানটাকে ডিজসেন্টারলাইজ করতে এবং এতে সংবিধানের মধ্যে যেহেতু কিছু নির্দেশ আছে সেই নির্দেশ মোতাবেকে আমরা সেটা করতে চাইছি। এইগুলোতো অনেক আগেই ছিল। অনেক আগে করা যেতে পারত। করা হয় নি। সেই বিতর্কে আমি যাচ্ছি না। বর্তমান সরকার সামগ্রিকভাবে রাজ্যের পরিকল্পনা সম্পর্কে একটা ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করছে এবং এটার ইম্প্লিমেন্টেশানের কাজেও হাত দিয়েছে তাতে এই সময়ের মধ্যে যে রকম ফল পাওয়ার কথা আমরা ধীরে ধীরে সেই ফল পেতেও আরম্ভ করেছি। এই সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। আমি বিস্তৃত আলোচনায় যাচ্ছি না। এখানে যে প্রশ্নটা তোলা হয়েছে গ্যাটার ডিস্ট্রিক্ট প্ল্যানিং কমিটি নিয়ে এটা ঠিক সংবিধানের কোন জয়গাই এই বিষয় সম্পর্কে স্পাস্টভাবে বলা নেই। কিন্তু আমাদের যে দৃষ্টিভঙ্গিটা কাজ করছে উপজাতি অধ্যুষিত এলাকাকে বাদ দিয়ে রাজ্যের সামগ্রিক উন্নতি কি করে হলো। কাজেই আমরা চাইছি রাজ্যের সামগ্রিক উন্নতি। কাজেই রাজ্যের সামগ্রিক উন্নতি করার লক্ষকে সামনে রেখে আমাদের এখানকার যে প্রভিশান আছে এই প্রভিশানে গিয়ে এটা কাভার করা যাচ্ছে না। যাচ্ছে না বলেই গ্যাটার ডিস্ট্রিক্ট প্ল্যানিং কমিটি করার প্রশ্নটা এখানে চলে আসছে এবং কিভাবে গ্যাটার ডিস্ট্রিক্ট কমিটি হবে এটা গ্যাটার ডিস্ট্রিক্ট প্ল্যানিং কমিটি আসলে এখানে ধরে নেওয়া হয়েছে ডিস্ট্রিক্ট প্ল্যানিং

কমিটিকেই আর একটা মডিফাইড ভারসান এবং এতে কি করে এ.ডি সি. এলাকাটা ইনক্লুডেড হবে সেটারও একটা প্রভিশান এখানে বের করা হয়েছে। এখানে যেটা বলা হয়েছে, সংখ্যার বিষয় এইগুলির সব কথা আছে আমি সেখানে গিয়ে আলোচনাকে বাড়াতে চাইছি না। ওখানে এডিসি থেকে যারা আসার কথা তাদেরকে নিয়ে গ্যাটার ডিষ্ট্রিক্ট কমিটি যে সমস্ত প্লানটা ফাইন্যাল করবেন উনারাই প্রস্তাব দেবেন এবং তাতে এ.ডি সি. থেকে যারা আসবেন এটা কোথাও ৫ হতে পারে, কোথাও ৬ হতে পারে, কোথাও ১৫ হতে পারে। তারা এটা ফাইন্যাল করবেন এবং তারা যেটা ফাইন্যাল করবেন এটা ইনকনসালটেশান উইথ এ.ডি.সি. করে তারা এটা পাঠাবেন গ্যাটার ডিষ্ট্রিক্ট প্ল্যানিং কমিটির কাছে এবং তারা সবটা মিলিয়ে ফাইন্যাল প্ল্যানটা চূড়ান্ত করবেন এবং সবগুলো ডিষ্ট্রিক্ট প্ল্যানিং কমিটি যেটা করবেন তারা যেমন প্ল্যানিং বোর্ডের সঙ্গে কথা বলবেন ঠিক তেমনি এ. ডি. সি এই এলাকাটাকে নিয়ে গ্যাটার ডিসট্রিক প্ল্যানিং কমিটি যে সাব কমিটি করবেন তারাও তাদের সঙ্গে কথা বলে এইগুলো করবেন। কারণ এর বাইরেও যাতে এ. ডি সি নিজস্ব তার নিজস্ব পরিকল্পনার ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন। এখন যে প্রশ্ন এখানে এসেছে বর্তমান যে এ. ডি. সি আছে তারা এটাকে কিভাবে নেবেন। প্রশ্ন থাকতেই পারে। এটা বলা হয়েছে যে বর্তমান এ ডি সির সাথে হয়তো তাদের উপর ক্ষমতা তাদের থেকে নিয়ে কেন্দ্রীভূত করার জন্য করি। কার জন্য এটা করা হয়েছে? আমি মাননীয় সদস্যদের আশ্বস্ত করার জন্য বলব ঘটনা মোটেই তা নয় এটা অনেক আগেই এক্সারসাইজ শুরু হয়ে এবং আমাদের নতুন যে এ. ডি সি ছিল তার আগেই সমস্ত বিষয়টা তৈরী করে মন্ত্রীসভার সামনে এসেছে। মন্ত্রীসভা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দুই-তিনবার তর ব্যাখ্যা নিয়ে তারপরে আমরা সিদ্ধান্ত করে বিল আকারে এনেছি।

যেহেতু মাননীয় সদস্য এখানে কিছু প্রশ্ন তুলেছেন এবং কিছু সন্দেহ প্রকাশ করেছেন আমার মনে হয় এখানে এটাকে বিল আকারে পেশ করা হোক। এরপরে পয়েন্ট পয়েন্টে বিতর্কে যাওয়াটা ঠিক নয়। এখানে যে আইডিয়াটা সেটা হয়ে যাবে। তাহলে মাননীয় সদস্যরা বলেছেন যে এটাকে সিলেক্ট কমিটির কাছে দেওয়া। আমার মনে হয় এটা সিলেক্ট কমিটির কাছে সমস্যাগুলি সমধান হতে পারে। তার পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পরে যেভাবে ব্যবস্থা হব সেটাকে আমি গ্রহণ করতে পারিনা। আমাদের কোন আপত্তি নেই। তাহলে এই প্রস্তাবটা এসেছে যেহেতু. আমি পয়েন্ট পয়েন্ট যে প্রশ্ন করি তার জবারও আছে। জবার পাওয়ার পর কিছু যোগ্য তাও হতে পারে। আমি তো কোন বিতর্কই করতাম না। কিন্তু কেন? বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রশ্ন এসেছে। তাহলে এটা এখন সিলেক্ট কমিটির কাছে পাঠানো হোক।

মিঃ স্পীকার ঃ— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল যে, ত্রিপুরা মিউনিসিপালিটি এ্যামেণ্ডমেন্ট বিল ২০০০ ত্রিপুরা বিল নং ১৪/২০০০ইং।

আমি মাননীয় সদস্যদের অবগতির জানাচ্ছি যে মাননীয় সদস্য রতন লাল নাথ আলোচ্য বিবৃতির উপর সংশোধনী প্রস্তাব এর নোটিশ দিয়েছেন। আমি সংশোধনী প্রস্তাবগুলি উৎথাপনের অনুমতি দিয়েছি। এখন রতনলাল নাথ মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব সভায় উৎথাপন করে বক্তব্য রাখার জন্য।

শ্রীরতন লাল নাথ ঃ— মাননয়ী অধ্যক্ষ মহোদয় দি ত্রিপুরা মিউনিসিপাল এ্যামেণ্ডমেন্ট বিল, ২০০০। এই বিলের উপর আমি চারটি এ্যামেণ্ডমেন্ট এনেছি। আমার প্রথম সংশোধনী প্রস্তাব যেটা আইটেম নাম্বার ১২। সাবশেকসন ওয়ান এবং সেকশন ১৯২ শুধু মিউনিসিপ্যালিটি টেক্স। ওয়াটার টেক্স। শেপবি ইনসারটে ম্যানলি। স্যার এখানে অরিজিন্যাল প্রিন্সিপ্যাল ১৯২। আমরা যদি ১৯২ দিলে সেটা হবে কি আছে সেটা রেভেনিউ।

এখান থেকে তিনটা ঠিক রেখে এক নং—ওয়াটার টেক্স ১৯২-এর মধ্যে এনে মিউনিসি-প্যালিটি এবং নগর পঞ্চায়েতগুলি যখানে যেখানে আছে সেখানে জল কর বসিয়েছে। আগে ছিল যদি পৌরবাসীগন প্রপারলি জলের সার্ভিস পায় তাহলে জলের টেক্স দিতে বাধ্য থাকবে। কিন্তু আগরতলা শহরে জলের কোন প্রেসার নেই, জলের কানেকশান দিতে পারছে না। বহু ওয়েটিং লিষ্ট আছে, বহু কেইস পেণ্ডিং আছে। জল যা সাপ্লাই দেওয়া হচ্ছে সেটা আয়রন যুক্ত, মানুষের খাওয়ার অনুপযুক্ত এমন কি পশু খাদ্যেরও অযোগ্য। জলের সাথে পোকা মাকড় কেঁচো এমনকি সাপও বেড়িয়ে আসছে। এখন গভার্নমেট বলছে জল যাই দেওয়া হোক জলের টেক্স দিতে হবে। কিছু দিন আগে গভার্নমেন্ট থেকে মিউনিসিপ্যালিটির নিকট প্রপোজাল দিয়েছে যে— আপনারা ওয়াটার টেক্স বসান কিন্তু মিউনিসিপ্যালিটি ডিসএগ্রি করেছে। মিউনিসিপ্যালি বলছে না জলেয় টেক্স বসানো যাবে না। জল যা সাপ্লাই দেওয়া হচ্ছে ইট ইজ নট আপ টু দ্যা মার্ক। প্রভিশান আছে জলের যদি প্রপারলি সাপ্লাই না দেওয়া হয় তাহলে টেক্স বসানো যাবে না। কিন্তু সরকার বলেছে-না জলের টেক্স দিতে হবে এবং সরকার আইন করে মিউনিসিপ্যালিটি এবং নগর পঞ্চায়েত গুলির উপর জলকর বসাচ্ছেন। যেখানে মানুষের খাওয়ার অযোগ্য জল সাপলাই করা হচ্ছে সেখানে সরকার জলকর বসাচ্ছে। সেটাকে আমি ডিলিট করতে চাইছি। এখানে সরকার ৪ নং আইটেমে ২৭৩ এ ধারায় একটা নতুন সেকশান ইনসারশান করতে চাইছেন। সেখানে বলা হয়েছে— In the Principal Act, after section 273, the following new section shall be inserted, namely :—

"273A (1) The state Government shall constitute a Municipal Appelate Tribunal to hear appeals against orders of the Mnnicipal

Authorities as provided in the Act.

(2) The c mposition of sueh Tribunal, its powers and functions including the procedure to be followed by it shall be such as may be prescribed"

এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই ট্রাইবুনাল কেন? সেণ্টাল গভার্নমেণ্টের বিভিন্ন ব্যপারে ট্রাইবুনাল রয়েছে। কিন্তু প্রশাসনিক স্তরে রাজ্যসরকারের কি ট্রাইবুনাল রয়েছে? নেই। যদি না থাকে তাহলে হঠাৎ করে এই মিউনিসিপ্যালিটির উপর ট্রাইবুনাল বসিয়ে দেবার অর্থ কি? একটা যুক্তি তো থাকবে? যদি প্রশাসনিক লেভেলে ট্রাইবুনাল না থাকে তাহলে মিউনিসিপিলিটির উপর ট্রাইবুনাল বসানো কারন কি? কি এমন কারণ ঘটলো! এখানে আমি এমেণ্ডমেণ্ট এনেছি—

1. After sub section (1) and before sub section (') of the proposed sec. 273A the followi.g may be added.

"Provided that the appllete Tribunal shall be presided over by a person apprinted by the State Govt. and the presiding Officer of the Tribunal must be a District Judge or Qualifi.d to be app inted as District Judge".

মিনিসিপ্যালিটিতে সর্দারী করবার জন্য এস. ডি, ওকে বসিয়ে বে. বি. ডি, ওকে বসিয়ে দেয়। কে করবে? হো প্রিসাইড দি ট্রাইবুন্যাল? এখানে আমার আপত্তি আছে। ডিস্ট্রিক্ট জাজ অথবা তার সমান কোয়ালিফাইড লোক থাকতে হবে। কে করবে এটা এই বিলে কোথাও লেখা নাই। সুতরাং স্যার, এটা সম্বন্ধে আমার আপত্তি। সুতরাং সংশোধন চাই। এই বিলটা খুব তারাহুড়ো করে আনা হয়েছে; এখানে কিছু বললে হয়ত বলা হবে যে পলিটিক্যাল বক্তব্য রাখি। গভর্ণমেণ্ট এ, ডি, সিতে মার খেয়ে পাগল হয়ে উঠেছে। প্রভিশান করার বহু সময় গেছে। এখন সেনশাস ইজ গোয়িং অন। এখানে প্রভিশান কি? ৭ এর এইচ ডিলিট করে দিল। ডিলিট করে দিয়ে নতুন এটা প্রভাইসো ঢুকিয়ে দিল। প্রোভাইসোটা কি? সেটা হল "Provided further that after a General Election, if due to exclusion of any area from or inclusion of any area in a Municipality the number of seats and donstituencies for such a Municipali y, determined in the General Election is affected, determination of total number of seats including reservation of seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and division of the municipal area into cons-

tituencies shall be made afresh before conducting next election, in such manner. as may be prescribed. "এটাও ভুল। সব করবেন বলেছেন। এফ্রেশ করে রেখেছেন। তাড়াহুড়ো করে করেছেন, আজকে ষষ্ঠির দিন অধিবেশন। আপনারা সব অ্যাকসেপ্ট করেছেন, মহিলাদের কথা লেখা নাই। "মহিলা" ওয়ার্ডটি লেখা নাই। দপ্তর ধরিয়ে দিল তাতে আপনি সই দিয়ে দিলেন। এটাতে আপনার সই। আমরা বুঝতে পেরেছি, রিজার্ভেশান উঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সিডিউল কাস্ট সিডিউল ট্রাইব সব পাঠাবে কিন্তু উইমেনের ব্যাপারে সাইলেন্ট। এটা কি কোন প্রভাইসো হতে পারে। আপনারটা টুটাল ভুল। আপনি পাশ করিয়ে নিলেও এটা ভুল। আমার প্রভিশানটা কি?

আমার প্রভিশান হল Provided also that if the existirg elected Municipality proposes by on unanimous resolution to include certain contiguous areas into the Municipality or excluding contiguous areas from the Municpality. This State Government may include or exclude such proposes areas, আজকে ষষ্ঠি পূজার দিন অধিবেশন। আমি স্টাফদের বলেছি ৫ টার মধ্যে শেষ করে ফেলব। নেক্সট যে পয়েন্টটা সেটা ক্রুশিয়েল পয়েন্ট। আমার একটা নতুন এমেণ্ডমেণ্ট যেটা অ্যাক্টে আনে নি। স্যার, এই যে নুতন নইটা. মাননীয় মন্ত্রীকে অনুরোধ করব যে ত্রিপুরা মিউন্যাসিপ্যাল অ্যাক্ট ১৯৯৪ এটা করেছে ভারতীয় সংবিধান যখন সেভেনটি থার্ড এবং সেভেনটি ফোর্থ এমেণ্ডমেণ্ট করেছে তখন এটা করেছে। এটা করার ফলে এস, টি, এস, সি, উইম্যান রিজার্ভেশান এসেছে। মাই পয়েনট ইজ হোয়াই নট ও, বি, সি? যদি প্রপারলি উত্তর দিতে পারেন আপনি বিলংগস টু দি এস, সি কমিউনিটি আই উইল বি ভেরী হ্যাপি। অ্যাকরডিং টু ইণ্ডিয়ান কনস্টিটিউশান ২৪৩-ডি মোতাবেক পঞ্চায়েত কনস্টিটিউশান ২৪৩-ডি মোতাবেক পঞ্চায়েত কনস্টিটিউশান হবে, রিজার্ভেশান হবে রিজার্ভেশান সীটস হবে ২৪৬ ডি মোতাবেক মিউন্যাসিপ্যালিটি হবে। এখানে ইণ্ডিয়ান কনস্টিটিউশান সংশোধন হওয়ার পরে ২৪৬ (টি) তে কি বলছে, কেন এটা করলেন না। পড়ুন ইণ্ডিয়ান কনস্টিটিউশানের ৬নং- নাথিং ইন দিস পার্ট শ্যাল প্রিভেনট দ্যা লেজিসল্যাটিভ অব এ স্টেট ফরম মেকিং এনি প্রভিশন ফর রিজারভেশন অব সীটস ইফ এনি মিউনিসিপ্যালিটি অব অফিসেস অব চেয়ারপার্সন দা মিউনিসিপ্যালিটিস ইন ফেভার অব ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস অব সিটিজেন। বলবেন ত্রিপুরাতে ও বি সি রিজারভেশন অ্যাসেম্বলিতে নেই, কারেক্ট। উম্যানও তো নেই, তো উম্যানকে কিভাবে এনেছেন, ইণ্ডিয়ান কনস্টিটিউশান মোতাবেক এনেছেন। তাহলে ফিফটি পারসেনট সিকসটি পারসেনট কিছু বলা যাবে না কেন। সুতরাং আমি অনুরোধ করছি

আমি যে অ্যামেণ্ডমেন্ট এনেছি রিজার্ভেশন অভ্ সীট্স. এখানে বলেছি আইটেম নাম্বার ১১, ইন সাব-সেকশন (ওয়ান), অভ্ সেক্সন ১৮ অব প্রিন্সিপ্যাল অ্যাক্ট, আফটার দ্যা ওয়ার্ডস কাস্ট্ অ্যাণ্ড শিডিউলড ট্রাইবস অ্যাণ্ড বিফোর দা ওয়ার্ড পপিউলেশন ইন দ্যা লাস্ট লাইন দ্যা ফলোয়িং ওয়ার্ডস অব আদার ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস মেবি ইনসার্টেড। সুতরাং আমি অনুরোধ করব বিলটি আনলে একটা যুক্তি দেখাবেন। আমি ভারতীয় সংবিধানের বাইরে একটা কথাও বলিনি। আপনি বলতে পারেন যুক্তি একটাই যে, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে ও.বি.সি. সংরক্ষন নাই। কিন্তু আপনি উম্যান যদি করতে পারেন তো কেন ৭৩ অ্যামেণ্ডমেন্ট মোতাবেক যে আইন করেছিলেন সেই আইনের প্রভিশন এখানে রাখলেন না। তাই আমি মনে করি অ্যামেণ্ডমেন্ট যুক্তিযুক্ত। এই অ্যামেণ্ডমেন্টের যুক্তিযুক্ত আরও অনেক পয়েন্ট ছিল সময় প্রভাবের কারণে সংক্ষেপ করে নিলাম। একথা বলে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আমি এই ব্যাপারে স্পেসিফিক রিপ্লাই চেয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে আমার একটা কথা আছে রিমোভাল আনথরাইজড পাইপ-লাইন ইত্যাদি অনেকগুলো কাজের কথা এখানে বলা হয়েছে। কাজেই আমার মনে হয় ফিনানশিয়েল স্টেটমেন্ট এখানে বলতে হয় যে, এখানে টাকা লাগবে কি লাগবে না বলুন। এ ব্যাপারে এখানে কিছু বলা নেই। কাজেই এ ব্যাপারে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে বলব যে, একথাটা যেন এই অ্যামেণ্ডমেন্টে ইনক্লুড করা হয়। এই কথা বলে রতনবাবু অ্যামেণ্ডমেন্টকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেস করছি

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য সুদীপ রায় বর্মণ।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ :— মিঃ ডেপটি স্পীকার স্যার আমি সমর্থন করছি। "The Tripura Municipal (Amendment) Bill, 2000 (Tripura Bill No 14 of 2000) মাননীয় রতনবাবু যে অ্যামেণ্ডমেন্টগুলি এনেছেন তার স্বপক্ষে আমি তাকে সমর্থন জানাই। আমি শুধু অ্যামেণ্ডমেন্টের সেকশন ১১ এ যাচ্ছি। এটা স্যার, দিস ইজ নাথিং এটা এখন আনা হয়েছে এই যে সামনে মিউনিসিপ্যাল এবং নগর পঞ্চায়েতের নির্বাচন তাকে সামনে রেখেই এই অ্যামেণ্ডমেন্টগুলির মাধ্যমে নির্বাচনগুলিকে রিগিং করে প্রহসনে পরিণত করার প্রথম পদক্ষেপ। কেন আমি বলছি স্যার, খুব তড়িঘড়ি করে বোধ হয় ১৯৯৪ এর মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট যেটা করা হয়েছিল, সেটা খুব তড়িঘড়ি করে করা হয়েছিল। কারণ এখানে রোটেশন সম্পর্কে কোন বক্তব্য নেই, অ্যাকটেও নেই, রুলসেও নেই কোথাও নেই। স্বাভাবিক কারনে তারজন্য এবার এটাকে আনা হয়েছে। স্যার এখন আমি যদি ঠিক বলে থাকি এটা এখন সেনসাস জনগণনা চলছে। দেয়ার ইজ এ ডাইরেকশন ফ্রম দ্যা সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট যে সমস্ত কনস্টিটিউএন্সির বাউণ্ডারী বি এসেম্বলী, বি পার্লামেন্ট, বি মিউনিসিপ্যালিটি, বি নগর পঞ্চায়েত ওর অ্যানী কাইণ্ড অব পঞ্চায়েত অল কাইণ্ডস অব ডিমার্কেশন আর ফ্রোজেন

জনগণনার স্বপক্ষে। গত ১৯৯১ সনে ফার্ষ্ট নির্বাচন হয়, কিন্তু জায়গাটা পড়লে বুঝা যায় ইট্ ইজ্ জাস্ট এডেপ্টিকা অব্ দ্যা পঞ্চায়েত এটাতো ফাস্ট নির্বাচন করার একটা পদক্ষেপ। এখন কিছু এরিয়া বাড়লে, ইফ্ সাম্ ইনক্লুশন অব একস্ক্লুশন ইজ্ মেইড, যদি টোট্যাল সেট-আপ্টা চেঞ্জ হয় তাহলে দেন এলিমিনেশন হবে এরিয়াট ওয়াডস্ বাড়বে। যদি ওয়ার্ডস্ বাড়ে তাহলে রোটেশানটা ইট উই উইল্ নট ইমপ্লিকেটেড। রোটেশানটাতো কার্য্যকরী হবে না স্যার। স্ট্রেক্ রিজার্ভেশন হবে। তাহলে রুলিং লেফ্ট ফান্ট উয়িল গেট চান্স টু সি দ্যা রিজার্ভ সীটস। কিন্তু ইনক্লুশনটা করতে পারবেনা আর যদি করে তাহলে এটা হবে বে-আইনী। তাই যদি ইনক্লুশন অব এক্সক্লুশনটা হয় এরিয়া আরো বাড়ে তাহলে যে রোটেশান যেটা অ্যামেণ্ডমেন্ট আনা হয়েছে এটা কার্য্যকরী হবে না একসেপ্ট রিজার্ভেশন হবে। কাজেই স্যার, এই নির্বাচনটাকে টোট্যালী সায়েন্টিফিকালী রিগিং-এর মাধ্যমে এটা শুরু করতে চাইছে। এবং এই অ্যামেণ্ডমেন্টগুলি শুধু এই নির্বাচনকে সামনে রেখেই আনা হয়েছে। কারণ এ, ডি, সি, র গত নির্বাচনে আই, পি, এফ, টি,র কাছে হেরে গিয়ে এখন তাদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে (যেনতেন প্রকারেন নগর পঞ্চায়েত এবং মিউনিসিপ্যালিটির দখল করতে হবে তারজন্য এই অ্যামেণ্ডমেন্টগুলি অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে উনারা এনেছেন। কারণ মানুষ যদি গণতন্ত্রের মাধ্যমে রায় প্রদান করেন, এ,ডি,সি,তে তো দশটার মত সীট পেয়েছেন আর গত নির্বাচনে আগরতলা পৌরসভার নির্বাচনে তিনটি সীট পেয়েছিলেন, এইবার একখানও পাবেন না। নগর পঞ্চায়েতেও তাই হবে। মানুষের গণতন্ত্রের উপর তো এদের আস্থা নেই। কাজেই বিভিন্ন কৌশলে কায়দায় এরা নির্বাচনকে প্রহসনে পরিনত করার জন্য এই অ্যামেণ্ডমেন্টগুলি এনেছেন।

তারপর এই যে ওয়াটার ট্যাক্স বাড়ানো হচ্ছে বিভিন্ন নগর পঞ্চায়েত এবং মিউনিসি-প্যালিটিতে হাও মাচ্ সার্ভিস দে কোড প্রোভাইড দ্যা কমন পিপুল। এজন্য একটা রিপোর্টও করা হলো না এবং তারা চেয়েছে কিনা জানি না-চাওয়ার কথা ছিল কোন নগর পঞ্চায়েত এবং আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটিতে ওয়াটার ট্যাক্স্ বসাবার আগে মিনিমাম সার্ভিস আমি মানুষকে দিতে পারব কিনা, আমি যে টাকাটা আদায় করব কতটুকু সার্ভিস আমি পারব এই সম্পর্কে কোন অ্যাসেস্মেন্ট রিপোর্টে নেই। উনারা চানওনা। শুধু শুধু আননেসেসারী ইনস্পাইট অব প্রোভাইডিং অ্যানী সর্টস অসি্য সাচ সার্ভিস টু দ্যা পিপুল দে হ্যাভ ইম্পোজড দিস ওযাটার ট্যাক্সর কাজেই আমি এই অ্যামেণ্ডমেন্টের সেকশন ১২ কে ডিলিট করার জন্য অনুরোধ রাখছি এবং মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ যে সমস্ত অ্যামেণ্ডমেন্টগুলি এনেছেন সেগুলিকে সাপোর্ট করে আমার বক্তব্য শেষ করছি ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য সমীর দেব সরকার।

শ্রীসমীর দেব সরকার ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার মাননীয় নগর উন্নয়ন মন্ত্রী "The Tripura Municipal (Amendment) Bill, 2000 (Tripura Bill No. 14 of 2000)" যে বিল

এনেছেন সেটাকে আমি পূর্ণ সমর্থন করছি এবং বিরোধী দলের সদস্যরা যে অ্যামেণ্ডমেন্টগুলি এনেছেন তার বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য রাখছি।

স্যার, এখানে অবজেকটস্ অ্যাণ্ড রিজনস্-এ পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা আছে এই যে বিলটা এসেছে এটা নতুন নয়। প্রথম যে বিল এসেছিল বা যে মোতাবেক ফার্স্ট যে জেনারেল ইলেকশন হয়েছিল মিউনিসিপ্যালিটি এবং নগর পঞ্চায়েত কার্যকরী করার ক্ষেত্রে, কাজ করার ক্ষেত্রে পরবর্তী সময়ে কিছু কিছু অসুবিধা দেখা দেওয়ায় সামান্য কয়েকটি সংশোধন আনার জন্য নতুন করে এই বিলটি আনা হয়েছে এখানে।

এই সম্পর্কে প্রথম যেটা বলা হয়েছে আমরা দেখেছি যে বিলের মধ্যে কয়েকটা দিক যেগুলি এসেছে মাননীয় সদস্য কিছুক্ষণ আগে আলোচনা করেছেন যে নতুন করে সেনসাস চলাকালীন সময়ে আমি প্রথম যেটা বলার চেষ্টা করব যে নতুন করে কোন এলাকায় ইনক্লুশন করার কোন সুযোগ রইলো না। এতে আমি মনে করছি আরো কিছু কিছু ক্ষেত্র যেমন সীমানা বাড়ানো আইনগতভাবে সেটা করা হয়তো যাবে না, কিন্তু নির্বাচনের পর নির্বাচিত নগর পঞ্চায়েত এবং পৌরসভা বা ডিপার্টমেন্ট সে সম্পর্কে চিন্তা করার সুযোগ পাবে এবং সে অধিকার তাদের থাকবে। এই ক্ষেত্রে বাস্তব যে অসুবিধা আমি প্রথম বলব সমর্থন করেও আমি বলব যে কিছু কিছু এলাকা ইতিমধ্যে বিভিন্ন নগর পঞ্চায়েতে ইনক্লুশনের জন্য তারা দাবী করেছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত থেকে কিছু কিছু এলাকা এক্সক্লুডেডও হয়েছে, পরবর্তী সময়ে নগর পঞ্চায়েতে ইনক্লুডেড হবে এই আশায়। যে হেতু আইনগত কারণে ক্ষেত্রে সেটা কিছু হচ্ছে না বলে সেই সমস্ত এলাকার মানুষের মধ্যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে অসুবিধাও হচ্ছে। প্রথমত: তারা কোন নির্বাচিত সংস্থার আওতায় রইলেন না, ফলে, বিভিন্ন সরকারী কাজ-কার্ম তারা বঞ্চিত হচ্ছেন। যেমন রেশন কার্ড, সিটিজেনসীপ কার্ড বা এই ধরনের অন্যান্য সার্টিফিকেট সংগ্রহের ক্ষেত্রে তারা ঠিকভাবে অন্যান্যদের মত এগুতে পারছেন না। এই অসুবিধা আশা করি অচিরেই দূর হয়ে যাবে।

এই বিলের ভাল দিকগুলি নিয়ে কিন্তু বিরোধী পক্ষ থেকে কিছুই বলা হয় নি। এন্টি ডিফেকশান এ্যাক্টের প্রয়োজন রয়েছে। তারা এতে কথা বলবেন ইবা কি করে? তাঁদের অনেককেই দল পরিবর্তনের ব্যাপারে যত্র তত্র ছুটতে হচ্ছে বলে খবর প্রকাশিত হয়। কেউ যায় তৃণমূলে আবার কেউ যায় বি.জে.পিতে কিন্তু এক পা এগিয়ে ভয়ে দুই পা পিছিয়ে আসেন। উনাদের মধ্যে এই সবইতো চলছে। এই জনাই হয়ত এন্টি ডিফেকশান নিয়ে কিছু বলেন নাই।

পৌরসভা এবং রাজ্যের নগর পঞ্চায়েতগুলিকে রাজ্য সরকার তার সীমাবদ্ধ আর্থিক ক্ষমতার মধ্যেই অর্থ বন্টন করেন যাতে এই সমস্ত সংস্থাগুলির মাধ্যমে জনগনের প্রকৃত

উপকার তরান্বিত করা যায়। ত্রিপুরা রাজ্যে একটা সময়ে কোন নির্বাচিত সংস্থাই ছিল না। প্রথম বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর রাজ্যের বিভিন্ন নোটিফায়েড এরিয়াগুলিতে নমিনেটেড কমিটি গঠন করেছিল। দ্বিতীয় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর আইনানুসারে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে নির্বাচনের মাধ্যমে নগর পঞ্চায়েত গঠন হয় এবং এই সমস্ত নগর পঞ্চায়েতগুলির মাধ্যমে রাজ্য সরকার জনগনের সামগ্রিক উন্নয়নের কথা মাথায় রেখে আন্তরিক প্রয়াস এবং উদ্যোগ নেয়। নগর পঞ্চায়েতগুলি সরকারী অর্থ ব্যয়ের হিসাব জন সম্মুখে বছরে একবার তুলে ধরে। মানুষের মনে আশা জাগে যে এই ধরনের সংস্থাগুলির উপর সরকার কিছু কিছু দায়িত্ব নিয়ে কাজ করানোর ফলে এলাকার সামগ্রিক উন্নয়নের চালু প্রক্রিয়া ধীরে ধীরে বাড়তেই থ করে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মাত্র তিন দিন আগে আপনি নিজেও দেখেছেন যে তেলিয়ামুড়া নগর পঞ্চায়েত কতৃপক্ষ কিভাবে পুস্তিকা প্রকাশ করে জনগনের কাছে তাদের হিসাব পেশ করেছেন। অমরপুর নগর পঞ্চায়েতকে বাদ দিলে প্রতিটি নগর পঞ্চায়েত এইভাবেই কাজ করে চলছে। এর জন্য প্রয়োজন টাকার। এই বিলে ওয়াটার ট্যাক্স ইত্যাদি বিষয়গুলি রয়েছে। সাধারণ মানুষের জন্য স্টিট লাইট ফেসিলিটি, পানীয় জল এবং রাস্তাঘাটসহ অন্যান্য সমস্ত কিছুতেই নগর পঞ্চায়েতের প্রচুর টাকা ব্যয় করতে হয়। এদিকে নগর পঞ্চায়েতগুলির নিজস্ব আয় না থাকতে রাজ্য সরকারের কাছ থেকে প্রাপ্ত টাকা দিয়েই তাদেরকে চলতে হচ্ছে। নিজস্ব আয় বৃদ্ধির কথা চিন্তা করেই এই বিল এখানে আনা হয়েছে। এই জন্য আমি এই বিলকে সমর্থন করার পাশাপাশি দপ্তরকেও অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি বিশ্বাস করি এই বিলের মাধ্যমে নগর পঞ্চায়েতগুলি আরোও বেশী স্বশাসনের ক্ষমতা যেমন বাড়বে ঠিক তেমনি কার্যকর ভূমিকা নেওয়ার ক্ষেত্রে তারা সাহায্য পাবে।

সবচেয়ে বড় যেটা বামফ্রন্ট সরকার নগর পঞ্চায়েত এবং মিউনিসিপ্যালিটি শুধু করে দিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতকে যাতে তারা কাজ করতে পারে তারজন্য উদ্যোগ নিয়েছে। আগামীদিনে কার যে উন্নতিকর কাজের মধ্যে তার যে অংশ গ্রহণ আরও বেশী ব্যাপকতর করার সুযোগ বইল। আমার মনে হয় মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা এরজন্য আঁতকে উঠেছেন, এরা যেভাবে কথা বলার চেষ্টা করেছেন। ঐ স্বশাসিত জেলাপরিষদের নির্বাচনের কথা বলছেন যে সেখানে শাসক দল হেরেছে, কংগ্রেস দলের সদস্যরাও বলেছেন কথাটা। তাদের লজ্জা হওয়া উচিৎ। সেই স্বশাসিত জেলাপরিষদ নির্বাচনে দাড়ানোর জন্য চেষ্টা করেছিলেন কয়টা আসনে নমিনেশন বাতিলও হয়েছে। এমনকি যে কয়টা ছিল সেই প্রার্থীর প্রচার করতে পর্যান্ত দেউ যায়নি। বলা যায় উল্টো সেখানে সন্ত্রাসবাদী দলগুলিকে সাহায্য করেছেন। এই যে জঘন্য ন্যাক্কার জনক ঘটনা তাকে টাকার জন্য এই কথাগুলি বিধানসভার মধ্যে বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করবেন না। সেখানে গণতন্ত্রকে খতম করার প্রক্রিয়া হয়েছিল, সেখানে ধ্বংস করার চেষ্টা হয়েছিল। আর এখানে এই বিলের মাধ্যমে

গণতন্ত্রকে সম্প্রসারিত করার উন্নয়নমূলক কাজ অব্যাহত রাখার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তারজন্য যারা এই কাজগুলি করেন না তাদের ভয় বেশী। আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি, অমরপুর নগর পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েতগুলিতে যেখানে নির্বাচিত সংস্থা হওয়া সত্বেও ৫ বছর মানুষের জন্য দায়বদ্ধতা তাদের ছিলনা। সেখানে পুস্তিকা প্রকাশ করে জনগনের সামনে হিসাব নিকাশ তারা দেননি। গ্রাম সংসদ করার মত রাজনৈতিক সংকীর্ণতার উর্দ্ধে উঠে কাজ করার মত সৎ সাহস তাদের ছিল না। কাজেই নির্বাচনের আগে আঁতকে উঠছেন তারা যে হয়ত ভরাডুবি তাদের আসন্ন। এই আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি এলাকায় আমরা আসছি দেখছি প্রতিদিন। মানুষের মনে ক্ষোভ, নির্বাচিত একটা সংস্থা ৫ বছরে কেন দায়িত্ব নিল না। শুধু রাজ্য সরকারের উপর দোষারূপ করে চালিয়ে দিল। সামনে পৌরসভার নির্বাচন ভরাডুবি আসন্ন কাজেই আজকে তারা আজেবাজে বলার চেষ্টা করছেন।

আমি মনে করি বিরোধী দলের আনীত যে প্রস্তাবগুলি যেটা বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গতিহীন, সত্যিসত্যি গণতন্ত্রকে সম্প্রসারিত করার স্বার্থে এবং নগর পঞ্চায়েত পৌরসভা যাতে তাদের কাজকর্ম এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন তারজন্য অর্থ কড়ির কিছু সংশোধনী রেখে রাজ্য সরকার অবশ্যই এই বিলটাকে সমৃদ্ধ করেছেন। এরজন্য আবার এই বিলকে সমর্থন করে এবং সংশোধনী যেগুলি আসছে তার বিরোধীতা করে আমি আমার আলোচনা এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী শ্রীসুধীর দাস মহোদয় আলোচনা করুন।

শ্রীসুধীর দাস (মন্ত্রী) : — মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের এই মিউনিসিপ্যালিটি আক্ট ১৯৯৪ ইং সালের ২৮শে অক্টোবর তারিখে তৈরী হয়। আমাদের রাজ্যের মহামান্য রাজ্যপালের অনুমোদনক্রমে এবং তারপরে এই ১৯৯৪ইং সালের আইন মোতাবেক আমাদের রাজ্যে ১৯৯৫ইং সালে আগরতলা পৌর পরিষদ এবং বারটি নগর পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এবং তারপরে এই সময় পর্য্যন্ত এই অ্যাক্টের আর কোন পরিবর্তন সংযোজন এরমধ্যে আর করা হয়নি। এই সময়ের মধ্যে আমাদের কাজকর্ম করতে গিয়ে আমাদের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তার উপর ভিত্তি করে আমরা এই অ্যাক্টটাকে সংশোধন করার চিন্তাধারা করে নতুন করে আজকে ত্রিপুরা মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট অ্যামেণ্ডমেন্ট ২০০০ এটা বিধানসভায় উত্থাপন করা হয়েছে। এখানে মাননীয় বিধায়করা বিভিন্ন সংশোধনী এনেছেন তার মধ্যে। সংশোধনীর পক্ষে উনারা আলোচনা করেছেন এবং সংশোধনীর বিপক্ষেও বিধায়ক সমীর দেব সরকার এখানে আলোচনা করেছেন। মূলত আমি এখানে বিস্তারিত আলোচনা করতে চাই না। দুই-একটা পয়েন্ট আমি উল্লেখ করতে চাই। যেমন সংশোধনী যেগুলি স্যাকশান টুতে একটি সংশোধনী আনা হয়েছে সেগুলিতে আমাদের বিল্ডিংয়ের যে সংজ্ঞা

তার সঙ্গে যে বাউণ্ডারী যে ওয়াল ছিল এই বাউণ্ডারী ওয়ালটা যুক্ত ছিল না। এখানে বাউণ্ডারীটা বিল্ডিংয়ের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে এইটুকু।

তারপরে সেকশান সেভেন-এ সংশোধনী করা হয়েছে। মূল যে আমাদের আইন তার যে সাত ধারার ক্লজ এইট যেটা এটা আমরা বাতিল করছি। কারণ এখানে আমাদের ওয়ার্ডগুলির যে বাউণ্ডারী যে সংজ্ঞা পুনঃনির্দ্ধারণ করতে পারেন কিন্তু আমাদের বার ধারা যেটা আছে বার ধারার চার উপধারাতে এখানে এটা পৌরসভাকে নির্দিষ্ট সংখ্যক ওয়ার্ডে ভাগ করার ক্ষমতা রাজ্যসরকার অথরিটিকে দিয়ে থাকেন।

এই যে ৭ ধারার ক্লোস (ইচ) এটা আমাদের ১২ ধারার সঙ্গে সংগতপূর্ণ নয়। তারজন্য এটা সংশোধন করার জন্য প্রস্তাবটা আনা হয়েছে। ১২ ধারাতে আছে ভারতের মূল আইন যেখানে উল্লেখ আছে যে বিভিন্ন সময় নির্বাচনের আগে আসন বাড়ানো মাঝে মধ্যে বাধ্যবাধকতা হয়ে পড়ে, তারপরেও আছে এলাকা সংকোচন ও বিভাজন করার প্রয়োজন হয়ে পরে। এবং এস. সি এস. সি-দের সংরক্ষণের ব্যাপার ও সংশোধন করতে হয় সেই কারণে এই ধারাটা সংশোধন করার অতি আবশ্যক হয় পরেছে। তাছাড়া এখানে ১৮ ধারার ৩ উপধারার মহিলা সংরক্ষণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলি আর্টিকেল ২৭৪ (৩) এর সঙ্গে সঙ্গতি রাখার জন্য এখানে এটাকেও রাখা হয়েছে। ১৮ ধারার ৪ উপধারার চেয়ারম্যানের যে অফিসগুলোর যে রিজার্ভেশন সেই রিজার্ভেশনের ক্ষেত্রেও রোটেশনে রিজার্ভেশনের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু রিজার্ভেশনে যে রোটেশন অনুসারে যদি সদস্য পাওয়া না যায় তাহলে পরবর্তী রোটেশনের লোক বা সদস্য সেখানে বসতে পারবে এই সংশোধনে এই প্রস্তাব রাখা হয়েছে। সঙ্গতি রাখার জন্য এখানে রাখা হয়েছে। এবং এখানে যুক্ত করা হয়েছে সেটা ৫৯ ধারার এ এবং বি এখানে দলত্যাগ আইনকে বলবৎ করা হয়েছে। কোন প্রতিনিধি যদি তার দলের টিকেটে নির্বাচিত হয়ে দলত্যাগ করে বা নির্দল প্রার্থী যদি নির্বাচিত হওয়ার পর যদি কোন দলে যোগদান করে তাহলে তার মেম্বারশীপ খারিজ করা হবে। ওয়াটার ট্যাক্সের ক্ষেত্রে যেটা এমেণ্ডমেন্ট এনেছেন এখানে মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ এখানে অন্য কিছু প্রোপার্টি ট্যাক্সের সঙ্গে ওয়াটার ট্যাক্সটা যুক্ত।

এখানে এই ট্রাইব্যুনালের ক্ষেত্রে রতনবাবু যে এমেণ্ডমেন্ট এনেছেন উনি এখানে একজন জেলা জজকে দিয়ে ট্রাইব্যুনালের কাজ করানোর কথা বলেছেন। কিন্তু আমরা যেটা মনে করি এই যে ট্রাইব্যুনাল মূলত কি কাজ করবেন ? আগরতলা শহরের মধ্যে বা কোন পৌর পরিষদ এলাকায় নগর উন্নয়নের যে কাজ কর্ম পৌরসভাগুলি করেন অনেক ক্ষেত্রেই অনেক বাধা আপত্তি তৈরী হয় যেমন আগরতলা শহরে যদি কেউ বাড়ী তৈরী করতে চান এখানে পৌর পরিষদের যে আইন আছে সেটাকে লংঘন করে যদি বাড়ী তৈরী করেন তা হলে পৌরপরিষদ তাকে বাড়ী

ত্রৈরীর ক্ষেত্রে বাধা দেবে। যার বিরুদ্ধে বাঁধা দেওয়া হল তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন করার সুযোগ পাবেন সেই ট্রাইবিউন্যালে গিয়ে।

শ্রীরতনলাল নাথ :— এই যে ট্রাইব্যুন্যালটা হবে সেটা কাকে দিয়ে গঠন করা হবে।

শ্রীসুধীর দাস (মন্ত্রী) :— এটা রুলসের মধ্যে থাকবে। রুলস্ করা হবে সেটা রুলসের মধ্যে থাকবে। রতনবাবুর যে বক্তব্য জেলা জাজকে দিয়ে করানো এটা যদি করানো হয় তাহলে আমরা যে উদ্দেশ্য করলাম মূলত সেটা সফল হবেনা। সেটা দীর্ঘ মেয়াদী হয়ে যাবে। তৎক্ষনাৎ পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রশ্ন, সেটাতো এখানে প্রাধান্য পাবেনা। কাজেই যে যুক্তিতে এটা এনেছেন আমার মনে হয় এটা যুক্তিসংগত না। তাবজন্য আমি এটাকে সমর্থন করতে পারছি না। এছাড়া কিছু কিছু যে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন এইগুলি তার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ না। কেউ কেউ এখানে বলতে চেষ্টা করেছেন যে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার জন্য এই আইনটা এনেছেন এটা ঠিক নয়। এখানে সুদীপবাবু বলেছেন যে রিগিং-এর কথা। এই কথাটা ১৯৭২ ইং সনে পশ্চিমবঙ্গে আমদানি করেছিলেন সিদ্ধার্থশংকর রায়। আর ত্রিপুরা রাজ্যে আপনারা সেটা করলেন। তার আগেতো এই রাজ্যের মানুষ রিগিং কি জিনিস সেটা জানত না। আগরতলা মিউনিসিপালিটির যা অবস্থা সেটা সুদীপবাবুও ভাল করে জানেন। এতদিন চিৎকার করেছে যে টাকা পয়সা নেই। আমরা স্বীকার করি টাকা পয়সার কিছু সমস্যা আছে কিন্তু তার মধ্যে সরকার আগরতলা শহরকে পরিস্কার পরিচ্ছন রাখার জন্য পূজা উপলক্ষ্যে জুলাই মাসের ২৯ তারিখ এ ৬৭ লক্ষ টাকা দিয়েছে, আজকে দুই মাসের উপরে। কি কাজ আপনারা করেছেন? আপনাদের পরিচালিত আগরতলা পৌরপরিষদ আগরতলা এলাকার ১৭ টা ওয়ার্ডের মধ্যে একটা ওয়ার্ডের একটা গলির রাস্তা দেখাতে পারবেন যে রাস্তাটার জন্য ন্যূনতম দায়িত্ব তারা পালন করছে। সেটা দেখাতে পারবেন না। একদিন পত্রিকাতে দেখেছিলাম সুদীপ বাবুকে প্রজেকট্ করে ইলেক্শান করবে এবার। আমরা যে রিজার্ভেশানটা আনলাম এই রিজার্ভেশান আসলে উনি প্রজেক্ট এ পড়বে কিনা এটা হলো দেখার বিষয়।

মিঃ স্পীকার :— প্রজেকটএর উপর পয়েন্ট অব অর্ডার হয় না

শ্রীসুদীপ রায় বর্মন :— স্যার, রিজার্ভেশানের উপর উনি বলছেন।

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে মন্ত্রী মহোদয়, কনক্লোড করুন।

শ্রীসুধীর দাস (মন্ত্রী) :— আমার বক্তব্য এখানে উৎথাপন করলাম, আমার অনুরোধ থাকবে সবাই আলোচনাক্রমে এই বিলটা পাশ হোক এবং বিরোধী দল থেকে যে এ্যমেণ্ডমেণ্ট এনেছে এটার বিরোধীতা করে এই বিলের সমর্থন রেখে আমার আলোচনা শেষ করলাম। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— আর কি ? মন্ত্রী বললে তো আর বলা যাবে না।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— এ্যামেণ্ডমেণ্ট যেখানে আছে সেখানে হয়। এখানে মাননীয় মন্ত্রী ৩৪৩ ডি ক্লাস থ্রি রিজার্ভেশান ফর ওমেন, থার্ড এটার সঙ্গে এ্যামেণ্ডমেণ্ট অব সেকশান ১২ প্রভাইড সোড এটা একটু বেমিল আছে, এটা তো আবার আমাদের সংশোধন করতে হবে। এখন সংশোধন করলে করতে পারেন। না হলে আবার সংশোধন করতে হবে। কারন এখানে রিজার্ভেশান ফর উইম্যান কথাটা নেই।

শ্রীরতনলাল নাথ :— মাননীয় পরিষদীয় মন্ত্রী একটি বিল এনেছিলেন, আবার আজকে মডিফিকেশান হয়েছে কোন অসুবিধা নেই। মডিফিকেশান করা উচিত নতুবা এটা ভুল থেকে যাবে।

মিঃ স্পীকার :— আর তো কেউ বলবেন না। এখন আমি বিলের ধারাগুলো ভোটে দিচ্ছি।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, আপনি ভোটে দিতে পারবেন। কিন্তু এক লাইনের একটি মডিফিকেশান করবেন না। বিলটা আমরা জেনেশুনে ভুলভাবে পাশ করব।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন, এখানে যে জিনিসটা এড করা হয়েছে সেটা যদি মিনিউসিপ্যাল এলাকা বা নগর পঞ্চায়েত এলাকাকে ইনক্লোশান অর এক্সক্লোশান করা হয় তাহলে এস সি এবং এস টি রিজার্ভেশান গোলমাল হতে পারে। সেইজন্যই এটা বলা হয়েছে। কিন্তু প্রিন্সিপ্যাল একট যেটা আছে ওয়ান থার্ড মহিলাদের জন্য রিজার্ভ আছে। অলরেডি ইন দ্যা প্রিন্সিপ্যাল এ্যাক্ট।

শ্রীরতনলাল নাথ :— প্রিন্সিপ্যাল এ্যাক্টকে প্রভাইডেড করছে।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) এটা তো কোন অসুবিধা হবে না।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি জাষ্ট দুটো কথা বলব। এখানে একটি ওয়াটার টেক্স নিয়ে এসেছে আরেকটা ইনক্লোশান এক্সক্লোশান এর প্রশ্ন এসেছে। ওয়াটার টেক্স যে প্রশ্নটা এনেছেন, যেটা করবেন সবটা মিনিউসিপ্যাল করবে। তাদের সুবিধার জন্য এটা করা হচ্ছে। এখন যেটা আছে তাতে সবটা এক সঙ্গে মিলে কিন্তু ওয়াটার ব্যাপারে একটা হিউজ খরচা হচ্ছে যেটা এখন যেমন ধরুন প্রতি মাসে প্রায় এক কোটি টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছে তারা টাকাটা তুলতে পারছেন। সমস্যায় পড়ে গেছেন। এটা তারা ঠিক করবেন গভর্ণমেণ্ট তাদের টাইম টু টাইম এডভাইজ করতে পারবেন। এখন তাদের হাতকে ষ্ট্রেংথেন করা হচ্ছে, সেখানে কেউ ইণ্টার ফেয়ার করতে যাচ্ছে না।

শ্রীরতনলাল নাথ :— উনি যদি প্রপারলি জলের ব্যাপারে দায়িত্ব পড়ে তাহলে এটাই করতে পারে।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— প্রশ্ন হচ্ছে, এখানে আপনার হল্ডিং টেক্সের সাথে ৩ / ৪টা মিলে ওয়াটার মিলিয়ে একসাথে করা হয়েছে ফলে ওয়াটারের জন্য কথা আলাদা করা কোন

স্কোপ নেই। এই জায়গাতে আলাদা করে হচ্ছে। কারণ প্রত্যেকটা নগর পঞ্চায়েতকে আমরা এই সুযোগ দিয়ে দিয়েছি এবং আগরতলা মিনিউসিপ্যালকে অনেক আগে আমরা বলেছি যে বেতন ভাতা যা আছে ওয়াটার রিলেশানে সব গভর্ণমেন্ট বেয়ার করবে। সার্ভিসটা আপনারা দিন। আপনারা নিজেরা রক্ষণাবেক্ষণ করুন। টেক্স আদায় করুন। তারা এটা নিতে রাজী নয়। কিন্তু দায়িত্ব তো নিতে হবে। কোন একটা জায়গায় এটা এনক্রোজমেন্ট না রাদার ইট ইজ স্ট্রেনজেনিং দ্যা হ্যাণ্ড অব মিনিউসিপ্যালিটি, মানে আরবান লোক্যাল বডিজ্‌ এবং এখন এদের জানা থাকা ভাল যে আমাদের ১১—১২টা নগর পঞ্চায়েত আছে তাদেরকে ডেকে আনা হয়েছে। তাদের সঙ্গে বসেছেন আমাদের মাননীয় দপ্তর মন্ত্রী এবং উনাদের কাছে প্রস্তাব চেয়েছেন আমরা এইগুলি তুলে দিচ্ছি, আপনারা এখন ঠিক করুন এইগুলির টেক্স সহ আপনারা কি কি বসাবেন। তারা বসে প্রস্তাব করেছেন এবং সরকারের পক্ষ থেকে যেহেতু নুতন আস্তে আস্তে করুন সার্ভিসটা। আগে বরাবর হোক, যদি জল ঠিক ঠিক ভাবে পায় তাহলে টেক্সটা দিতে অসুবিধা হবে না। এর সার্ভিস যদি ভাল না হয় তাহলে টেক্স কি করে বসাব। এখানে প্রশ্ন হচ্ছে টেক্সটা কত বসাব। আমাদের পক্ষে গ্রহণ করতে পারেন বা নাও করতে পারেন, এটা আপনার ভিউস মাননীয় সদস্য সুদীপ বাবু একটা সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, ইয়েস্‌ ইট্‌ ইজ্‌ ফ্রিজড্‌. কিছু অপারেশান শুরু হয়েছে এটা ফ্রিজড্‌। এটা এক্সক্লুশান অর ইনক্লুশানের কোন স্কোপ নেই। কাজেই যে প্রশ্নটা এখানে এসেছে আমাদের তো ভোটাভোটি করতে হবে, তার সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে। তার পরে যখন তার ভ্যালিডিউ শেষ হবে সেটা চলবে কি করে। কাজেই এই এ্যমেণ্ডমেন্ট করে . কোন জায়গায় ইনক্লুশান বা এক্সক্লুশান করার কোন সুযোগ নেই। এই জায়গায় আমি মাননীয় সদস্যকে নিশ্চিত করতে পারি।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, ট্রাইবুন্যাল ?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, ট্রাইবুন্যালের প্রশ্ন মাননীয় সদস্য সঠিকভাবে বলেছেন এটা টাইপ করে দেওয়া ঠিক নয়। আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় রুলস যখন হবে জাজও হতে পারে। জাজের ট্রাইন্যাল আসতে হবে এমন কোন কথা নেই। কাজেই সেই জায়গায় আমরা এটাকে কম্প্যুটারালাইজড্‌ করতে চেয়েছিলাম। এটা ওপেন থাকা ভাল, রুলস যখন ফ্রেমড্‌ হবে সেখানে থাকবে, জাজের এমেণ্ডমেন্টে যা লেখা আছে। এর পরেও আমরা চাইছি কাজটাকে এক্সপেডাইজড্‌ করতে এবং মানুষের যদি মিনিউসিপ্যালিটির কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আপত্তি থাকে এবং সেটাকে প্রোপার ওয়েতে রেফিউজড্‌ এর জন্য আমরা এটা বলেছি। ফলে আমার মনে হয় যে যখন কোন আইন তৈরী হয় তখন মনে হয় সর্বাংশে এটাকে যখন প্র্যাক্টিসে নিয়ে যাই তার কতগুলি ফাঁক ফোকও বেরোয়। আমরা সেইগুলি বলব না এখানে এমেণ্ডমেন্ট হিসাবে সেটা আনা হয়েছে এটাই চুড়ান্ত। এটাকে ডেমোক্রেটিক দৃষ্টিভঙ্গি করার জন্য এই সবগুলি করার চেষ্টা করছে। কাজেই সেই দিক থেকে এমেণ্ডমেন্টগুলি এসেছে

এইগুলি সাপোর্ট করার প্রশ্নই আসে না। এবং আমরা সবাই মিলে যদি ঠিক ঠিকভাবে কাজ করতে পারি এই প্রত্যাশা রেখেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— এখান আমি বিলের ধারা গুলি ভোটে দিচ্ছি। এক্ষেত্রে প্রথমে সংশোধনী প্রস্তাবটি ভোটে দেব। তারপর, সংশ্লিষ্ট ধারাগুলি ও সর্বশেষে বিলের অন্তর্গত অন্যান্য ধারাগুলি ভোটে দেব। এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ মহোদয় কর্তৃক বিলের ধারা ও উপধারার উপর উৎথাপিত সংশোধনী প্রস্তাবগুলি ভোটে দিচ্ছি। সংশোধনী প্রস্তাবটি হলো :—

1. After sub section (1) and before sub section (2) of the proposed sec. 273A the following may be added. "provided that the appellate Tribunal shall be preisded over by a person appointed by the State Govt. and the presiding officer of the Tribunal must be a District Judge." or Qualified to be appainted as District Judge."

2. Sub section (2) of prcose sec. 273A may be substituted as followes.

"The powers and functioning including the proeedure to be followed by the Tribunal shall be suchas may be prescribed."

3. After Sub-section (g) of Section 7 of principal Act. the following proviso may be added.

"Provied that if the existing Elected Municipality proposes by an unanimous resolution to included certain contiguous areas into the Minicipality or exclude any the State Govt. may include or exclude such propose areas.

4. In sub-section (1) of section 18 of principal Act after the words "Castes or Scheduled Tribe" and before the word "popluation" in the last line the following words "or other backward classes "may be inserted".

1· In item No. 12 in sub-section (l) of section 192 of the principal Act. after clause (i) proposed amendment clause" (a) a water Tax "may be deleted".

অতএব, সংশোধনী প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক ধ্বনি ভোটে বাতিল হলো।

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, নগরোন্নয়ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃ উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো :— "The Tripura Municipal (Amendment) Bill, 2000 (Tripura Bill No. 14 of 2000)"

বিবেচনা করা হউক।

অতএব প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক ধ্বনি ভোটে গৃহীত হলো।

মিঃ স্পীকার :— আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। প্রথমে আমি যে সকল ধারার উপর সংশোধনী প্রস্তাব এনেছি সেই ধারাগুলি ভোটে দেব তারপর অন্যান্য ধারাগুলি ভোটে দেব। বিলের অন্তর্গত ৩ নং, ৫ নং, ১২ নং এবং ১৪ নং ধারাগুলি এই বিলের অংশ রূপে গণ্য করা হউক।

বিলের উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশ রূপে সভা কর্তৃক ধ্বনি ভোটে গৃহীত হলো।

মিঃ স্পীকার ঃ— আমি বিলের অন্তর্গত অন্যান্য ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১ নং, ২ নং, ৪ নং, ৬ নং, ৭ নং ৮ নং, ৯ নং, ১০ নং, ১১ নং এবং ১৩ নং ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

বিলের উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশ রূপে সভা কর্তৃক ধ্বনি ভোটে গৃহীত হলো।

মিঃ স্পীকার ঃ— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো :— বিলের শিরোনামটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক।

বিলের শিরোনামটি উক্ত বিলের অংশ রূপে সভা কর্তৃক ধ্বনি ভোটে গৃহীত হলো।

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো, "The Tripura Municipal (Amendment) Bill, 2000 (Tripura Bill No. 14 of 2000.)"

পাশ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন। আমি নগরোন্নয়ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাবটি উত্থাপন করার জন্য।

শ্রীসুধীর দাস (মন্ত্রী) ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে, "The Tripura Municipal (Amendment) Bill 2000 (Tripura Bill No. 14 of 2000)." পাশ করা হউক।

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, নগরোন্নয়ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো :— "The Tripura Municiapl (Amendment) Bill 2000 (Tripura Bill No. 14 of 2000)." পাশ করা হউক।

আলোচ্য বিলটি সভা কর্তৃক ধ্বনি ভোটে গৃহীত হলো।

মিঃ স্পীকার ঃ— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো, "The Salary, Allowances and pension of Members of Legislative Assembly (Tripura) (Fifteenth Amendent) Bill, 2000 (Tripura Bill No. 15 of 2000,)".

এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি সংসদীয় দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

CONSTITUTION OF SELECT COMMITTEE ON THE TRIPURA DISTRICT PLANNING COMMITTEE BILL—2000

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :- - মিঃ স্পীকার স্যার, একটু আগে একটা বিল সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানো হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— সিলেক্ট কমিটির এটা পড়বেন, আচ্ছা পড়ুন।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— এটার প্রস্তাবটা আমি উত্থাপন করছি। In Parsuance of rules 119-2 (a) of the rules of proceedure & conduct of business in the Tripura Legislative Assembly. I beg to move that The Tripura District Planning Committee Bill (Tripura Bill No. 13 of 2000).

We referred to a Select Committee consisting of the following Members.

1.	Shri Manik Sarkar,	Chief Minister, Ex-Officio	Chairman,
2.	Shri Aghore Deb Barma	Minister,	Member,
3.	Shri Badal Choudhury,	Minister,	Member,
4.	Shri Keshab Majumder,	Minister,	Member,
5.	Shri Gopal Chandra Das,	Minister,	Member,
6	Shri Manik Day,	M.L.A,	Member,
7.	Shri Amitabha Datta,	M.L.A,	Member,
8.	Shri Shyama Charan Tripura,	M.L.A,	Member,
9.	Shri Jawhar Saha,	Leader of the Oppisition	Member,
10.	Shri Ratan Lal Nath,	M.L.A,	Member,
11	Shri Nagendra Jamatia,	M.L.A,	Member,

মিঃ স্পীকার :— এখন আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত মোশানটি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হল :— In Persuance of rules 119-2 (a) of the rules of procedure & conduct of business in the Tripura Legislative Assembly. I beg to move that the Tripura District Planning Committee Bill, 2000 (Tripura Bill No. 13 of 2000). We referred to a Select Committee consisting of the following Members.

1.	Shri Manik Sarkar,	Chief Minister, Ex-Officio,	Chairman,
2	Shri Aghore Deb Barma,	Minister,	Member,
3.	Shri Badal Choudhury,	Minister,	Member,

4.	Shri Keshab Majumder,	Minister,	Member,
5.	Shri Gopal Chandra Das,	Minister,	Member,
6.	Shhr Manik Dey,	M.L.A.	Member,
7.	Shri Amitava Datta,	M.L.A.	Member,
8.	Shri Shyama Charan Tripura,	M.L.A.	Member,
9.	Shri Jwahar Saha	,Leader of the Oppisition	Member,
10.	Shri Ratan Lal Nath,	M.L.A.	Member,
11.	Shri Nagendra Jamatia	M.L.A.	Member,

বিবেচনা করা হোক।

অতএব, এই মোশানটি সভা কর্তৃক ধ্বনি ভোটে গৃহীত হলো।

GOVERNMENT BILLS—Adopted in amendend form

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো, "The Salary Allownces and Pension of Members of Legislative Assembly (Tripura) (Fifteenth Amendent) Bill, 2000 (Tripura Bill No. 15 of 2000)"

এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

Shri Keshab Majumder (Minister) :— Mr Speaker Sir, I beg to move that "The Salary, Allowances and Pension of Members of Legislative Assembly (Tripura) (Fifteenth Amendment) Bill, 2000 (Tripura Bill No. 15 of 2000)"

বিবেচনা করা হউক।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়ের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা এবং মাননীয় মন্ত্রী কেশব মজুমদার মহোদয় আলোচ্য বিলটির উপর একটি সংশোধনী প্রস্তাবের নোটিশ দিয়েছেন। সংশোধনী প্রস্তাবটির কপি মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ পেয়েছেন। আমি সংশোধনী প্রস্তাবটি উত্থাপনের অনুমতি দিয়েছি।

এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলের উপর আনীত উনার সংশোধনী প্রস্তাবটি সভায় উত্থাপন করে উনার বক্তব্য রাখার জন্য।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার এই এমেণ্ডমেণ্টটা এটা কোন ভিত্তির কিছু নয়। অনারেবল মিনিষ্টার যে বক্তব্য রেখেছেন তার পরিপ্রেক্ষিতে এবং অনারেবল

মেম্বাররা যদি মনে করেন এর মধ্যে কিছু সমর্থন যোগ্য আছে তাহলে গ্রহণ করতে পারেন। আমি আন্তরিকভাবে বলছি এই বিলটা খব প্রসংশা যোগ্য এবং গ্রহণ যোগ্য। আমার কাছে ১০/১২ টা রাজ্যের বেতন ভাতার কপি আছে। সে সবের তুলনায় ত্রিপুরারটা মোটেই খারাপ হয় নি। আমাদের পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি অর্থনৈতিক সংস্থান এই সব দিক থেকে। তবে মিনিস্টার যেহেতু বলেছেন যে, ১৯৮৮ইং সালে বেতন রিভাইসড করা হয়েছিল। এরপরে এই দুই বছর জিনিষ পত্রের দাম অনেক বেড়ে গেছে। কাজেই এই দুই বছরে জিনিস পত্রের দাম বেড়ে যাওয়ার ফলেই এখন এই টাকা দিয়ে সংস্থান করা অসম্ভব হয়ে পড়াতে নতুন করে পে স্পেল অন্যান্য এমেলিটিজ দেওয়ার প্রযোজন হয়েছে। এটা মিনিষ্টার বলছে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে আমার বলা উচিৎ ছিলযে, রেস্ট্রোপেকটিভ এফেকট টা ৯১ সাল থেকে দেওয়া হোক। কিন্তু আমি তা বলিনি। উনার কথা মত হলে এই রকমই বলা উচিৎ ছিল। আমি বলছি যে কোন একটা বিলের এর রেষ্ট্রোপেকটিভ এফেকট থাকে। বিল পাশ হবে গ্যাজেট নোটিফিকেশানের পরে এটা এফেকট হবে এটা এই রকম কোন বিল আজ পর্যন্ত দেখিনি। কাজেই অন্তত আমি ফাষ্ট-এপ্রিল এর কথা বলছি। ফাষ্ট এপ্রিল না হয়ে ফাষ্ট সেপ্টেম্বর, ফাস্ট আগষ্ট অর্থাৎ কিছু একটা করা দরকার। কিন্তু কবে গ্যাজেট নোটিফিকেশান হবে। এটা ঠিক বিলের সঙ্গে প্ররোচিত নীতি বিরোধী। তিন নং এ উনি নিজেই এ্যমেন্টমেণ্ড নিয়েছেন এটার এ্যাফেকট এপ্রিল ২০০০ থেকে ধরা হয়েছিল। আর একটা ক্ষেত্রে বলার দরকার যে আমরা ট্যুরে যাওয়ার সময় বিভক্ত হয়ে কেউ ফাস্ট ক্লাস টিকেট নিয়ে যেতে হয়। কিছুদিন আগে আমরা উড়িষ্যায় গিয়েছিলাম। টিকেটে ফার্স্ট ক্লাশ লেখা আছে। এটা এ, সি টু টায়ার লেখা আছে কিন্তু টু টায়ার আর নিতে পারিনা। এটার এ্যামেটমেণ্ড উনি নিজে এনে ভালই করেছেন। এটার সঙ্গে আমিও একমত। আর একটা বিষয়ে এখানে সেকশান ফোর-সি-তে টেলিফোন এ্যালাউন্স দেওয়া হবে ৫০০ টাকা করে। এটাতেও আমি একমত হয়েছি। কিন্তু টেলিফোনটা যে নেই। টেলিফোনের টাকা কি করে নেব ? কাজেই এখানে টেলিফোনের ব্যবস্থা করা দরকার। টেলিফোন নেই অথচ টেলিফোন এ্যালাউন্স ? সবখানেই ইনসট্রকশন অব টেলিফোন কথা আছে। তাহলে আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে টেলিফোন এ্যাসেনসিয়াল কমোডিটিজ। তাই আমরা কি করে এটাকে সৌখিন বলব। প্রাক্তন এম. এল. এ দের টেলিফোন ব্যবস্থা করে দিলে হয়তো এ্যালাউন্স দিতে হবে না। মফস্বলে নতুন টেলিফোন লাইনের জন্য এক হাজার টাকা করে দিলেই ইনসটোলেশন করা হয়। আগরতলা শহরে হয়তো আরও বেশী লাগতে পারে প্রায় দুই থেকে তিন হাজার টাকা। আমার মনে হয় ব্যাপারটা কনশিডারেশন করলে ভাল হবে। আর মিজোরাম কিংবা অন্যান্য রাজ্যে যে এল, টি, সি চালু আছে সেই তুলনায় আমাদের এখানে ট্যুরে যাওয়ার সময় সে রকম ফেসিলিটি আমরা পাই না। যা টি, এ এবং ডি, এ দেওয়া হয় সব ক্ষেত্রে আমরা

কাভার করা যায় না। ফলে বাস, টেক্সি ভাড়া নিতে গিয়ে আমরা খুবই অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছি। আর একটা বিষয়ে আমি বলছি সেটা হচ্ছে ডেথ্ গ্র্যাচুয়িটি সেটা মিজোরামে চালু আছে। কর্মঅবস্থায় কোন এম. এল এ মৃত্যু হলে, মিনিষ্টারের মৃত্যু হলে দুই লক্ষ থেকে তিন লক্ষ করে দেওয়া হয়। আমাদের প্রয়াত বিমল সিনহা মারা গেলেন এ নিয়ে অনেক আলোচনা করে আমরা মাননীয় মন্ত্রীকে বললাম, কোন ব্যাবস্থা করে দেওয়া হয়নি। গত মাসের সাত তারিখে মারা গেলেন তাকে আমরা হারালাম। তার পরিবার হয়তো পেনশন পাবেন কিন্তু সেই পেনশন দিয়ে পরিবার চলতে কষ্ট হবে। অন্যান্য রাজ্যের বিধানসভাতে ডেথ্ গ্র্যাচুইটি যেভাবে চালু আছে এবং যে রকম সুযোগ সুবিধা আছে এই রকম প্রথা চালু করলে আমাদের সুবিধা হবে। এম, এল, এ দের চিকিৎসার ব্যাপারে আসা-যাওয়া এবং শুধু ঔষধ পত্র কেনার ব্যাপারে সরকার থেকে পাবে কিন্তু তার পরিষেবার জন্য খরচ এখনো প্রভিশান নেই। কাজেই এইজন্য আমি প্রস্তাব রেখেছি যে অন্তত ৩ জনের ডি, এ যদি দেওয়া হয় তাহলে মানবিক দিক থেকে ভাল হবে।

স্যার, আমরা উত্তর ত্রিপুরায় যারা আছি, আমি বার বার বলেছি যে, আমাদের পক্ষে রোগীদেরকে কলকাতায় নেওয়া কষ্টকর। আমাদের পক্ষে গৌহাটি বা শিলচড়ে নেওয়া সুবিধাজনক। সুতরাং এটা করা হোক। কিন্তু এটা করা হচ্ছে না। স্যার, উড়িষ্যা সরকার বিধায়কদের এ্যাজ মেনি এ্যাজ ৬৯ হসপিটাল সিডিউল করে দিয়েছে। সেখানকার এম.এল.এ.গণ যে কোন হসপিটালে গিয়ে তাঁর পরিবারের রোগীদের চিকিৎসা করাতে পারেন। আমাদের শুধু আছে কলকাতার এস এস.কে.এম. হাসপাতাল। সেখানে আবার জায়গা পাওয়া যায় না। স্যার, হরটিকালচার ডিপার্টমেন্টের ডাইরেকটর, উনি রিটায়ার করেছেন। উনাকে কলকাতা এস এস.কে.এম. হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। সেখানে যাওয়ার পর তাকে বলা হয়েছে যে ১৫ দিনের আগে জায়গা পাওয়া যাবে না। তাই তিনি বসে না থেকে এক থেকে দেড় লক্ষ টাকা খরচ করে জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসা করিয়েছেন। কিন্তু উনি মেডিক্যাল রিএম্বার্সমেন্ট করতে গেলেন তখন তাকে বলা হলো যে আপনাকে এস-এস.কে,এম. হাসপাতালে রেফার করা হয়েছিল। কিন্তু আপনি কেন জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসা করিয়েছেন। সুতরাং রিএম্বার্সমেণ্ট পাওয়া যাবে না। উনার পক্ষে হয়তো এক দেড় লক্ষ টাকা খরচ করে চিকিৎসা করানো সম্ভব হয়েছে। কিন্তু আমাদের মত এম.এল.এ.দের পক্ষে চিকিৎসা করানো সম্ভব হবে না। আর শুধুমাত্র এস.এম.কে.এম. হাসপাতালে চা করে অল ওভার ইণ্ডিয়ায় আরও কয়েকটা হাসপাতাল যদি ইনক্লুড করা হয় তাহলে আমার মনে হয় ভাল হবে। এটা মানবিক দিক থেকে যদি গ্রহনযোগ্য হয় তাহলে গ্রহণ করবেন। এই হচ্ছে আমার বক্তব্য। যেগুলির ব্যাপারে আপত্তি আছে বলবেন আমি উইথড্র করে নেব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী শ্রীকেশব মজুমদার।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, আমার তো কিছু এমেণ্ডমেণ্ট ছিল, সেগুলি মুভ করার জন্য পারমিশান নিয়েই আমি বলছি। আমার অ্যামেণ্ডমেণ্টগুলি হলো :—

1. "In clause 7 of the Bill—
   in clause (b) of Section 7A after of words "First Class" "the words" or A.C. two tier" shall be inserted.
2. In Clause 8 of the Bill—
   a) for existing Sub-Section (2) of Section 9A the following Sub-Section shall be substituted namely.

"(2) The amount of advance shall carry interest at the rate of Rupees five percent per annum."

(b) after Sub-Section (2) the following Sub-Section shall be inserted, namely—

"(3) Other terms and Conditions of advance shall be such as may be prescribed."

স্যার, এই সম্পর্কে খুব বেশী বলার কিছু নেই। এই বিলটার বিশেষ কারণ হচ্ছে, শ্যামা বাবুও বলেছেন এবং আমিও অবজেকণ্টস এ্যাণ্ড রীজনস-এও বলেছিল যে জিনিষপত্রের দাম যে ভাবে বেড়ে চলেছে, বিধায়কদেরও বেতন ভাতা আছে, তাঁদের বেঁচে থাকার মত একটা সঙ্গতি করে দেওয়া এই বিলের মধ্য দিয়ে। সেই সব বিচার বিশ্লষণ করে, এম. এল. এ যারা নির্বাচিত জন প্রতিনিধি তাঁরা যা কাজ করেন সেটা দেশের জন্যই করে থাকেন। তাঁদের এই সার্ভিসটাকে টাকা পয়সা দিয়ে মাপার মতো ব্যবস্থা আমরা করি না এবং আমরা এটা মনে ও করি না। কিন্তু তাঁদের বেঁচে থাকার জন্য যে টুকু প্রয়োজন শুধু সেটাই এই বিলের মধ্যে আমরা সংস্থান রেখেছি। আমাদের আশেপাশের রাজ্যগুলি এবং অন্যান্য রাজ্যে এই বিলে আমরা যা বলেছি তার চাইতে কম কোথাও নেই, বরং বেশী আছে। কিন্তু আমাদের-ত আর্থিক সংগতি সেই জায়গায় নেই যে, সবটা আমরা সেইরকম করে একসংগে দিতে পারি। স্যার, সেই কারণেই যতটা সংগতির মধ্যে আমাদের কুলায়, সেইভাবে আমরা বিলটা এখানে এনেছি। তার সংগে মাননীয় সদস্য শ্যামাচরণ ত্রিপুরা, তিনি কতগুলি অ্যামেণ্ডমেণ্ট এনেছেন। আমরা খুশী হতাম যদি সবগুলি অ্যামেণ্ডমেণ্ট নিয়ে এর সঙ্গে যুক্ত করে আরও কিছু সুযোগ

সুবিধা ইত্যাদি বাড়ানো যেত। কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে আমাদের-ত আর্থিক সংগতির ব্যাপার রয়েছেই, আরও কিছু আইনগত অসুবিধা রয়েছে। যেমন বললেন, যারা চিকিৎসার জন্য যাবেন তাদের জন্য ডি, এ-র ব্যবস্থা করা। ডি এ সাধারণতঃ গভর্নমেন্ট ওয়ার্কে যখন যায় তখন ডি, এ এলাউড, আদারওয়াইজ-ত ডি, এ এভাবে এলাউড হয়না। এটা করলে চিকিৎসার ক্ষেত্র হিসাবে তা করা যেত, কিন্তু এটা করা আমার যুক্তিযুক্ত মনে হয়না। সেজন্য আমার এটার প্রভিশান এখানে রাখিনি বা রাখাও সম্ভব হবেনা। হাসপাতালের ব্যাপারে যেমন কথা বলেছেন, অলরেডী আমাদের স্টেটের কতগুলি হাসপাতাল আছে যেগুলি সিলেক্টেড, সারা ভারতবর্ষে কিছু কিছু জায়গায় সেগুলি আছে। এটা শুধু এস, এস, কে, এম, নয় রোগ বুঝে মাদ্রাজে পাঠানো হয়, দিল্লীতেও আমাদের লোকজন পাঠানো হয়, গৌহাটিতেও পাঠানো হয়। এই ধরনের কিছু কিছু হাসপাতাল রয়েছে। ক্যালকাটাতে শুধু এস, এস কে, এম, নয়, আরও কিছু গভর্ণমেন্ট হাসপাতাল তারমধ্যে রয়েছে। এখানে একটাই যেতে হবে এটা বিভিন্ন রোগের জন্য বিভিন্ন জায়গায় পাঠানো হয়। তবে শ্যামাচরণবাবু তার অ্যামেন্টমেন্টে যেটা উল্লেখ করেছেন যে কতগুলি রোগ সম্পর্কে বলা, আমি অন্তুতঃ এটা করিনা, কিছু নির্ধারিত রোগ ইত্যাদি সম্পর্কে বলে দেওয়া এরকম হয়ত সঠিক হবেনা। হয়ত সেই কারণেই এটা সমর্থন করা গেলনা। কিন্তু একটা জায়গায় আমাদের আছে যেমন আমাদের লিস্ট বাড়বে তেমন তেমন সেইসব হাসপাতালেও আমাদের এখান থেকেও যেতে পারবে। অন্যান্য ক্ষেত্রেও যেসব অ্যামেণ্ডমেণ্ট এনেছেন, আমি বলেছি যদি সেগুলি আমি কনসিডার করতে পারতাম তাহলে খুশী হতাম। কিন্তু আমাদের বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে, আর্থিক সংগতির ইত্যাদির দিক বিবেচনা করে আমরা সেগুলি করতে পারছিনা। এটা সঠিক এখানে বলা হয়েছে, ফার্ষ্ট ক্লাসের কথা। সেখানে সেজন্য আমি অ্যামেণ্ডমেন্ট এনেছি, এ, সি টু টায়ার সেখানে করে দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া এম, এল, এদের বাড়ীঘর তৈরী করার জন্য আলাদা কোন প্রভিশান ছিলনা। অনেক দুঃস্থ এম, এল, এ আছেন তাদের পক্ষে বাড়ীঘর তৈরী করা কষ্টকর ব্যাপার। সেজন্য আমরা লোনের ব্যবস্থা করেছি।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ :— এখানে কি সিম্পল ইন্টারেষ্ট দিতে হবেনা কম্পাউণ্ড ইন্টারেষ্ট।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— এটা সিম্পল ইন্টারেষ্ট কাউন্ট হবে। এটাতে টাইপ মিসটেক হতে পারে। অন্য জায়গায় হয়ত অনেক বেশী থাকতে পারে, কিন্তু আমাদের এখানে আপটু তিন লাখ পর্যন্ত্য, সেখানে যতটা যার দরকার তারা তেমন নিতে পারেন, এই প্রভিশানও সেখানে রাখা হয়েছে। অন্যদিকে এই প্রস্তাবের মধ্যে আর একটু রাখা হয়েছে, বার বার বন্ধু শ্যামাচরন ত্রিপুরা, অন্যান্য সদস্যরা দাবী করেছিলেন যে এই ধরনের একটা বিল আনা যেটা ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গাতে আছে কনস্টিটিউয়েন্সির ব্যাপার সাপেক্ষে কিছু ভাতা এই ধরনের একটা কাণ্ড এলাউণ্ড হয়ে থাকে, দিয়ে থাকেন। এই ধরনের প্রভিশান রাখার জন্য উনারা বার বার

দাবী করেছেন। আমরা একটা প্রভিশান রেখেছি। তারপর সেগুলি রুল্‌স ইত্যাদি তৈরী করার ক্ষেত্রে, অন্যান্য ক্ষেত্রে সেটা দেখা যাবে আর্থিক সংগতি অনুযায়ী সে, ই এমাউন্টটা কি হতে পারে ফাণ্ডের সেজন্য বিচার বিবেচনার সুযোগ এই বিলের মধ্যে রাখা হয়েছে। সুতরাং যতটা সম্ভব, ঠিক ততটাই এই বিলের মধ্যে আনা হয়েছে। অর্থাৎ আমাদের সংগতিতে যা কুলোয় সেটাই আনা হয়েছে। তার জন্য আমি অনুরোধ করব এই পরিস্থিতিতে আমাদের যে বিলটা উত্থাপিত হয়েছে মাননীয় সদস্যরা সেই বিলটাই মানবেন। আমরা অতিরিক্ত কিছু এর মধ্যে দিতে পারছিনা। সেজন্য আমি শ্যামাচরণবাবুকে অনুরোধ করব যাতে আর ভোটাভুটিতে যেতে হয়, সেইরকম একটা অবস্থায় বিলটা পাশ করা।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— ঠিক আছে, আমি উইথড্র করে নেব। আমার একটা অনুরোধ থাকবে, এই যে হাসপাতালের বিভিন্ন চিকিৎসা কেন্দ্রগুলি এটা-ত অ্যামেণ্ডমেন্ট লাগে না। এটা-ত গভর্ণমেণ্টের অর্ডার দিয়ে করা যায়।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— হঁ্যা।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— ঠিক আছে, আমার অ্যামেণ্ডমেন্টগুলি উইথড্র করে নিলাম।

শ্রীরতন লাল নাথ :— স্যার আপনার মাধ্যমে এই বিল সংক্রান্ত না অথচ বিল সংক্রান্ত নট কর দি এম এল, এস. এটা বিলে লাগবেনা। আমার মনে হয় এটা একটা গেজেট নোটিফিকেশান দিলে হবে, এ, এম, আর, আই সি, এম, আর আই, কৃষি জেনারেল হাসপাতল, পিয়ারলেস হাসপাল, অ্যাপোলো হাসপাতাল, শংকর নেত্রালয় (মাদ্রাজ) শংকর নেত্রালয় (গৌহাটি) এবং শিলচর মেডিক্যাল কলেজ। এটা বিলে লাগবে না। এটা কর অল দীজ্‌ হো আর রেফার্‌ড ফ্রম আগরতলা, এগুলি থাকা উচিত। নট কর এম, এল, এ, অল পাব্লিক।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, এই সম্পর্কে আমি বলছি, এটা হেলথ্‌ ডিপার্টমেণ্টের ডিসিশনের বিষয়, এটা এখানে রুলসের মধ্যে বা এ্যাক্টের অন্তর্ভুক্ত করার বিষয় না। অলরেডী আমরা এটা নিচ্ছি, তবে আমরা দেখেছি পসিবিলিটি পরীক্ষা করে যে, শিলচর হস্পিট্যালে রেফার করাটা খুব অসুবিধাজনক। কারণ আমাদের রেফার বোর্ড হচ্ছে ষ্টেট লেবেলে। সুতরাং ষ্টেট লেবেল বোর্ড একটা ডিস্‌ট্রিক্ট্‌ লেবেল হস্পিট্যালে রেফার করার ক্ষেত্রে এইগুলি কতগুলি আইনগত বিষয় আছে সেগুলি আমরা খতিয়ে দেখছি, দেখে তারপর পরবর্তী সময় এটা সম্পর্কে আমি বলব। কাজেই বিষয়টা সম্পূর্ণ ডিপার্টমেণ্টের ব্যাপার।

মিঃ স্পীকার :— তাহলে শ্যামা বাবু আপনি আপনার অ্যামেণ্ডমেণ্টটা উয়িদ্‌ড্র করে নিচ্ছেন তো।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— হঁ্যা, স্যার।

মিঃ স্পীকার — তাহলে এটা আর লাগবে না। কাজেই আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি ওনার সংশোধনী প্রস্তাবটি সভায় উত্থাপন করার জন্য।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার সংশোধনীটি সভায় সবাই গ্রহণ করার জন্য আমি প্রস্তাব উত্থাপন করছি।

মিঃ স্পীকার :— তাহলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত সংশোধনীটি সমেত এই বিলটাকে মানে এই প্রস্তাবটাকে এই সভা সমর্থন জানাল ধরে নিলাম।

মিঃ স্পীকার :- এখন আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১নং, ৫ নং ৭ নং এবং ৮ নং ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

অতএব, বিলের উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হলো।

মিঃ স্পীকার :— আমি বিলের অন্যান্য ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ২ নং ৩ নং ৪ নং এবং ৬ নং ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

অতএব, বিলের উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হলো।

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো :— "বিলের শিরোনামটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক।"

অতএব, বিলের শিরোনামটি উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃ গৃহীত হলো।

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো, "The Salary, Allowances and Pension of Members of Legislative Assembly (Tripura) (Fifteenth Amendment) Bill-2000 (Tripura Bill, No. 15 of 2000)." পাশ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন। আমি সংসদীয় দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উত্থাপন করার জন্য।

Shri Keshab Majumder (Minister) :— Mr. Speaker Sir, I beg to move that the Salary, Allowances and Pension of Members of Legislative Assembly (Tripura) (Fifteenth Amendment) Bill, 2000 (Tripura Bill No. 15 of 2000) be passed.

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, সংসদীয় দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো :— "Th Salary, Allowances and Pension of Members of Legislative Assembly (Tripura) (Fifteent Amendment) Bill, 2000 (Tripura Bill No. 15 of 2000)" পাশ করা হউক।

অতএব, আলোচ্য বিলটি সভা কর্তৃক সংশোধিত আকারে গৃহীত হলো।

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো, "The Salary and Allowances of Minister (Tripura) (Elevent Amendment) Bill, 2000 (Tripura Bill No. 16 of 2000)" এখন এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করতে আমি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

'hri Keshab Majumder (Minister) :— Mr. Speaker Sir, I beg to move that the salary and Allowances of minister (Tripura) (Eleventh Amendment) Bill, 2000 (Tripura Bill No. 16 of 2000).

মিঃ স্পীকার :— এটাতো আলোচনার দরকার নেই।

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন উহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো :— "The Salary and Allowances of Ministers (Tripura) (Eleventh Amendment Bill, 2000 (Tripura Bill No. 16 of 2000)." be taken into considerntion.

(আলোচ্য প্রস্তাবটি ধ্বনিভোটে সভা কর্তৃক গৃহীত হলো।)

মিঃ স্পীকার :— আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১ নং হইতে ২ নং পর্য্যন্ত ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হোক।

(বিলের উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক ধ্বনিভোটে গৃহীত হলো।)

মিঃ স্পীকর :— এখন বিলের অনুসূচীটি (সিডিউল) ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১ নং হইতে ২ নং পর্য্যন্ত অনুসূচীটি (সিডিউল) এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হোক।

(উক্ত অনুসূচীটি (সিডিউল) বিলের অংশরূপে সভাকর্তৃক ধ্বনিভোটে গৃহীত হলো।)

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো :— 'বিলের শিরোনামাটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হোক।

(বিলের শিরোনামাটি উক্ত বিলের অংশরূপে সভাকর্তৃক ধ্বনিভোটে গৃহীত হলো।)

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো : "The Salary and Allowances of Minister (Tripura) (Eleventh Amendment) Bill 2000 (Tripura Bill No. 16 of 2000.)

পাশ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন। আমি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উত্থাপন করার জন্য।

Shri Keshab Majumder (Minister) :— Mr. Speaker Sir, I beg to move that "The Sallary and Allowances of Minister (Tripura.) (Eleventh Amendent) Bill, 2000 (Tripura Bill No. 16 of 2000)—be passed.

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো :— "The Salary and Allowances of Minister (Tripura) (Eleventh Amendment) Bill, 2000 (Tripura Bill No. 16 of 2000)." পাশ করা হোক।

(আলোচ্য বিলটি সভা কর্তৃক ধ্বনিভোটে গৃহীত হলো।)

VALE DICTORY SPEECH MADE BY THE SPEAKER

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যবৃন্দ, আপনাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি—আজকে এই যে শরৎকালীন অধিবেশন স্বল্পকালীন অধিবেশন-দুই দিন চলছে-আজকে শেষ দিন। কাজেই এই অধিবেশনের কাজ চালাতে গিয়ে সরকার এবং বিরোধী পক্ষের বন্ধুরা যেভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন তাতে আমি আপনাদেরকে অভিনন্দন জানাই।

অভিনন্দন জানাই সাংবাদিকদের যারা তাদের কলম ধরেছেন এই সভার কার্যবিবরণী গুলি সংবাদপত্রে প্রকাশ করার জন্য।

আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি আমার সচিবালয়ের সচিবকে এবং সচিবালয়ের অন্যান্য কর্মচারী বন্ধুদের, আরক্ষা দপ্তরের বন্ধুদের এবং আমাদের ওয়াচ্ অ্যাণ্ড ওয়ার্ড এবং অন্যান্য যারা আমাকে এই সভা পরিচালনা করার জন্য সাহায্য করেছেন—তাদের আমি আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি। এবং এই অভিনন্দন জানিয়ে আপনাদের এই যে পূজা আসছে—তাতে যাতে সবাই হাসিমুখে যাতে এই শারদোৎসবকে আমরা ভোগ করতে পারি এই আশা পোষন করে আবারো আপনাদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে এই সভা অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবী ঘোষণা করছি।

Admited Qus. No.—25 ANNEXURE—'A'

WATER RESOURCES (A. I. B. P.)
LIST OF LIFT IRRIGATION SCHEMES (NEW)

Sl.No.	District	Name of Scheme with Block	Estimated Cost (In Lacs)
1	2	3	4
1.	West Tripura	Dhalaibil under Khowai Block (Genl)	Rs 15·45
2.		Kasba East under Bishalgarh Block (Genl)	Rs 15·57
3.		Pathaliabari under Bishalgarh Block (Genl)	Rs 23·84
4.		Bikramnagar II under Dukli Block (TSP)	Rs 11·06
5.		Kemtali under Melagarh Block	Rs 8·20
6.		Bamarayan under Melagarh Block	Rs 8·20
	North Tripura		
7.		Paschim Kanchanbari under Kumarghat Block	Rs 23·97
8.		Conversion of TLI Scheme at Ganganagar Under Kumarghat Black	Rs 17·12
9.		Chandipur under Kumarghat Block	Rs 22·24
10.		Demdum under Kumarghat Block	Rs 14·80
11.		West Betcherra under Kumarghat Block	Rs 16·52
12.		Tegsri under Kumarghat Block	Rs 19·03
13.		Ganganagar near Joyiayti School under Kumarghat Block	Rs 17·35
14.		Sukanta Colony under Kumatghat Block	Rs 10·26

1	2	3	4
15.		Sembihari under Kumarghat Block	Rs 17·69
16.		Sonaimoti field IV under Kumatghat Block	Rs 12·304
17.		East Kanchanbari Field II under Kumarghat Block	Re 13·254
18.		Ujandudhpur field II under Kumarghat Block	Rs 14·214
19.		Masli Field II (Gangaon) under Kumarghat Block	Rs 13·254
20.		Bhati Duonpur-II under Kumarghat Block	Rs 2·088
21.		Sonaimuti field III under Kumar ghat Block	Rs 13·254
22.		Deoracherta under Kumarghrt Block	Rs 13·899
23.		Srirampur II under Kumarghat	Rs. 9 877
			Rs. 327·245
24.		Bardupata under Dasda Block	Rs 6·53
25.		Satnala field II under Dasda Block	Rs 11·927
26.		Lalijuri (Sikhiyakarbaripara) under Dasda Block	Rs 14·213
27.		Biswapara under Dasda Block	Rs 11·515
28.		Suknacherra under Dasda Block	Rs 11·675
29.		Nalkata under Pecharthal Block	Rs 16·099
30.		Narendranagar under Pecharthal Block	Rs 14·214
31.		Bagaicherta under Pecharthal Block	Rs 12·922
32.		Ramguria under Pecharthal Block	Rs 13·319
33.		Bilyapur under Pecharthal Block	Rs 12.956

1	2	3	4
	Dhalai		
34.		Ambassa under Ambassa Block	Rs 12·956
35.		Chandrai Cherra under Ambassa Block	Rs 19·807
36.		Nimai Debnath Para under Ambassa Block	Rs. 15.225
37.		Harinmaramath field-III under Ambassa Block	Rs. 18.55
38.		South Lalcherra under Ambassa Block	Rs. 18.55
	North Tripura		
39.		Betangi (Purba Tiltai) under Panisagar Block	Rs. 12.67
40.		Jubarajnagar under Panisagar Block	Rs. 14.735
41.		S ute East Panisagar under Panisagar Block	Rs. 12.933
42.		Pagyapur under Kadamtala Block	Rs. 16.40
43.		South Hurua under Kadamtala Block	Rs 17.72
44.		Gobindapur under Kadamtala Block	Rs. 15.38
45.		Ichilal Cherra under Kadamtala Block	Rs. 24.46
46.	Dhalai	Manikpur field-II under Chamanu Block	Rs. 11.461
47.		Kanta Choudhury para under Chamanu Block	Rs. 9.72

1	2	3	4
48.		Balaramword No.-I under Ambassa Block	Rs. 8,47
49.		Avanga-I under Salema Block	Rs. 13.62
50.		Panchashi field-II under Ambassa Block	Rs. 16.54
			Rs. 709.599
51.		Maya Cherra (Jangalbari) under Salema Block	Rs. 18.83
52.		Mara Cherra (Noagaoun) under Salema Block	Rs. 20.65
53.		Hinustanbasti under Salema Block	Rs. 16.11
54.		Malayamath-I (Golmura) under Salema Block	Rs. 16.112
55.		Lengatibasti under Salema Block	Rs. 14.225
56.		Kamalnagar (Dhashamighat) under Salema Block	Rs. 14.225
57.		Malaymath field-V under Salema Block	Rs 16.11
58.		Malayamath field IV under Salema Block	Rs. 16.11
59.		Malayamath field-III under Salema Block	Rs. 16.11
60.		Masli field-II under Manu Block	Rs 13 89
61.		Mainama under Salema Block	Rs. 13 94
6 .		West Karamcherra field-II	Rs, 21.89
	South Tripura		
63,		Kamlai No.-I under Amarpur Block	Rs. 6,94
64,		Debari F-II under Amarpur Block	Rs, 10,50

1	2	3	4
65.		Dikshit Malbassa under Amarpur Block	Rs. 12.50
66.		Kaipangpara under Amarpur Block	Rs. 5.18
67.		Dhalekhapara under Amarpur Block	Rs. 5.40
68.		Burbura under Amarpur Block	Rs. 14.00
69.		Malbassa near Gishery	Rs. 15.00
70.		Nutanbazar-II near Ramkrishna Ashram under Amarpur Block	Rs. 13.70
71.		Dhanlekhacherra uuder Amarpur	Rs. 13.70
72.		Kamariakhola-F-II under Amarpur Block	Rs. 12.00
73.		Kawamara-II under Amarpur	Rs. 10.00
74.		North Taidu under Amarpur	Rs. 8.75
75.		Baishyamanipara-II under Amarpur	Rs. 9.68
76.		Majumderbari under Amarpur Block	Rs. 8,75
77,		Purba Daluma under Amarpur Block	Rs, 14,36
78,		Mulairaibari under Amarpur Block	Rs, 8,75
79,		Bhagandhol under Amarpur Block	Rs, 12,00
80,		Santipally under Amarpur Block	Rs, 9,32
81.		Gamakomath under Amarpur	Rs, 14,22
82,		Raibari under Amarpur Block	Rs, 14,22
83,		Hapaiyabari under Amarpur	Rs, 8,75
84,		Nabinjoypara under Amarpur	Rs, 15,00
85,		Sinaibari under Amarpur Block	Rs, 14,22
86,		Tabidapara under Karbook Block	Rs, 14,00
87,		Labacherra under Karbook	Rs, 12,00
88,		14-Card under Karbook Block	Rs, 8,75

1	2	3	4
89.		West Ekcheri under Karbook Block	Rs. 11.00
90.		South Chellagang-II under Karbook Block	Rs. 12.50
91.		Bangali Samatalpara-II under Karbook Block	Rs. 10,00
92		Bangali Samatalpara-III under Karbook Block	Rs. 15.00
93.		Malamkia-II under Karbook	Rs. 1.200
94.		Ekcheri under South Chellagang in Karbook Block	Rs. 11.20
95.		Bairagi Dokam under Karbook Block	Rs. 10.99
96.		Anandapara under Satchand Block	Rs. 11.35
97.		Ratanmani-I under Satchand Block	Rs. 13.89
98.		Sindukpathar under Satchand Block	Rs. 14.81
99.		Brajendranagar-II under Satchand Block	Rs. 11.58
100.		Govindamath-IV under Satchand Block	Rs. 12.13
101.		Brajendranagar-III under Satchand Block	Rs. 14.23
102.		Kalacherra under Satchand	Rs. 16.18
103.		Sinchari-II under Rupaicheri Block	Rs. 14.00
104.		Mothmog under Rupaicheri	Rs. 12,53
105.		Uttar Maharani under Matabari Block	Rs. 24,03
106.		Lulunga under Matarbari Block	Rs. 21,01
107.		Anantardhum under Matabari Block	Rs. 23,32

1	2	3	4
108.		Baishnabirchar-I under Matabari Block	Rs. 24.18
109.		Salgarha (Pachimpara) under Matabari Block	Rs. 23.62
110.		Tepania (Conversion) under Matabari Block	Rs. 23.62
111.		Kushamara (Mashrarchar) under Matabari Block	Rs. 22.02
112.		Gangfirm near Jamjuri under Matabari Block	Rs. 22.38
113.		South Mirzamath under Matarbari Block	Rs. 21.90
114.		Kacharirtilla under Matabari Block	Rs. 23.32
115.		Gangacherra (Vaghyermath) under Matabari	Rs. 22.01
116.		Baishnabirchar-II under Matabari Block	Rs. 22.32
117.		Chandrapurpara under Matabari Block	Rs. 20.01
118.		Pitra South Baramura under Killa Block	Rs. 08,42
119.		Majumdarkhamar under Bagafa Block P.H. Complex	Rs. 12.36
120.		Chagaria under Bagafa Block	Rs. 05.51
121.		Laxminarayanpur under Bagafa	Rs, 08.22
122.		Gaburcherra under Bagafa Block	Rs, 18,05

1	2	3	4	
123.		Mhadevkim under Bagafa Block	Rs.	13.23
124.		West Charakbari (Kalibari math) under Bagafa Block P,H, Complex	Rs.	15.32
125.		Debipur under Bagafa Block	Rs.	07 74
126.		Debipur under Rajnagar Block	Rs.	13.52
127.		Barojcolony under Rajnagar	Rs.	13.58
128.		Sapmara (conversion) under Rajnagar Block	Rs.	17.70
129.		Ghocherra (conversion) under Rajnagar Block	Rs.	14.28
130.		Maichera under Ra nagar	Rs.	15.19
131.		Jagaharipara under Rajnagar	Rs.	13.13
132.		Uttar Beloniapara under Rajnagar Block	Rs.	14.39
133.		East Tuichama under Rajnagar	Rs.	14.99
134.		Hrishyamukh market under Rajnagar Block	Rs.	13.36
135.		Barpathari math under Rajnagar Block	Rs.	21.88
			Rs.	1931.011

LIST OF LIFT IRRIGATION SCHEMES (ON GOING)

Sl, No,	Name of District	Name of Scheme of Block	East Cost (Rs, in lack)	
1	2	3	4	
1.	West Tripura	Durganagar (west) under Mandai Block (Genl.)	Rs.	10,14
2.		Shibbari under Khowai Block (TSP)	Rs.	1 .51

1	2	3	4
3.		Siphaihaor Samatalpur under Khowai Block (TS l)	Rs. 19.41
4.		North Chebri under Khowai Block (Genl)	Rs. 18.42
5.		K.K. Nagar F-II under Bishalgarh Block (Genl)	Rs. 12.57
6.		Vhati Gopinagar under Bishalgarh Block (SCCP)	Rs. 7.65
7.		Nabinagar-II under Bishalgarh Block (SCCP)	Rs. 15.57
8.		Makkum Cherra under Teliamura Block (TSP)	Rs. 11.60
9.		Jharjharia under Melaghar Block	Rs. 9.44
10.		Kamrangatali under Melaghar Block	Rs. 9.24
11.		Barkathal under Mohanpur Block (TSP)	Rs. 19. 5
12.		Noagang in Fatikcharra under Mohanpur Block (SCCP)	Rs. 8.12
13.		Kamaighat under Mohanpur Block (Genl)	Rs. 5.87
14.		Jagatpur under Mohanpur Block (Genl)	Rs. 9,91
15,		Purbarampur in Gamchakobra under Mohanpur Block (TSP)	Rs, 6.63
16.		Uttar Debendranagar under Mohanpur Block (TSP)	Rs. 5,32
17,		Sonatala (M.P. Found) under Mohanpur Block (Genl)	Rs. 7,00

1	2	3	4	
18.		Sonatala (R/B) under Mohanpur Block (Genl)	Rs.	10.00
19.		Taranagar under Mohanpur (SCCP)	Rs.	17.92
20.		Khadakarpara under Melagarh	Rs.	8.65
21.		Rabindranagar under Melagarh	Rs.	7 83
22		Kalamakhet under Melagarh	Rs.	5.87
23.		Kajli Cherra under Melagarh	Rs.	8.33
24.		Dhalai School math under Melagarh	Rs.	4,90
25.		Induri under Melagarh	Rs	9.50
26.		Grantali (L/B) under Melagarh	Rs.	8.17
27.		Gratali (R/B) under Melagarh	Rs.	7.02
28.		Bogabaran under Melagarh	Rs.	5 50
29.		North Veluarchar under Melagarh	Rs.	8.76
30.		Rangamura under Melagarh	Rs.	7.96
31.		Matinagar West of Boyer under Block	Rs.	8.54
32.		Madhuban (Khedabari) under Melagarh Block	Rs.	10.00
33.		Panchalia under Melagarh Block	Rs	10,50
34.		Telkajla under Melagarh Block	Rs.	10,13
35.		Kamalnagar near Rural Hospital under Melagarh Block	Rs,	11,18
36.		Grantali L/B-II under Melagarh Block	Rs,	4,51
37.		Nalchar R/B under Melagarh Block	Rs.	8,20
38.		Nalchar L/B under Melagarh Block	Rs,	8,20
39.		Sarkarpara under Melagarh Block	Rs,	9,86
40.		Chandaniamura under Melagarh Block	Rs,	8,03

1	2	3	4
41.		Beniacherra under Melagarh Block	Rs, 10,47
42.		Dayarampara under Bishalghar Block (TSP)	Rs. 13.52
43.		Rayermura near Hapania Market under Bishalghar Block (Genl)	Rs, 9,12
44.		Gopinagar-II under Bishalghar Block (SCCP)	Rs, 9,13
45.		Noapara under Bishalghar Block (Genl)	Rs, 9,96
46.		Chandranagar under Bishalghar Block (Genl)	Rs. 11.78
47.		K,K, Nagar under Bishalghar Block (Genl)	Rs, 7,71
48.		North Routhkhala under Bishalghar Block (Genl)	Rs, 7,71
49.		Nadilac under Bishalghar Block (Genl)	Rs, 7,71
50.		Raghunathpur under Bishalghar Block (Genl)	Rs, 10,62
51.		Tebaria under Bishalghar Block (Genl)	Rs, 9,46
52.		Shibnagar under Bishalghar Block (Genl)	Rs. 7,71
53,		Ambagan under Bishalghar Block (Genl)	Rs, 13,24
54,		Chelikhola under Bishalghar Block (SCCP)	Rs. 9,07

1	2	3	4
55.		Amtali Field under Bishalghar Block (TSP)	Rs, 6,02
56.		Rangapania under Bishalghar Block (TSP)	Rs, 15,02
57.		Ramcherra Field under Bishalghar Block (Genl)	Rs. 8.43
58.		Kamthana under Bishalghar Block (Genl)	Rs. 15.57
59.		Surjyamaninagar under Dukli Block (Genl)	Rs. 5.46
60.		Jugalkishorenagar under Dukli Block (Genl)	Rs. 7.05
61.		Dhanracherra under Dukli Block (TSP)	Rs. 9.40
62.		Belcherra under Jirania Block (TSP)	Rs. 8.59
63.		Noabadi under Jirania Block (TSP)	Rs. 10.41
64.		Ranirkhal under Jirania Block (Genl)	Rs. 10.41
65.		Purba Debendranagar under Jirania Block (TSP)	Rs. 10.75
66.		Radhapur under Jirania Block (TSP)	Rs. 12.30
67.		Paschim Kebrampara under Jirania Block (Genl)	Rs. 10.75
68.	West Tripura	Madhya Assampara under Jirania Block (Genl)	Rs. 10.41
69.		Paschim Debendranagar under Jirania Block (TSP)	Rs. 10.65
70.		Dasharambari under Jirania Block (TSP)	Rs. 10.39

1	2	3	4
71.		Rabicharan Thakur Para under Jirania Block (TSP)	Rs. 10,45
72.		Sudarai Thakur Para under Jirania Block (SP)	Rs. 5,62
73.		Samkumabari under Jampuijala Block (TSP)	Rs. 7,27
74.		West Takarjala underJampuijala Block (TSP)	Rs, 13.20
75.		Jampuijala near Market under Jampuijala Block (TSP)	Rs. 10.45
76.		Purba Kalyanpur (Batkha) under Teliamura Block (Genl)	Rs. 14,18
77,		South Brahmacherra under Teliamura Block (Genl)	Rs. 10.47
78.		Santinagar under Teliamura Block (Genl)	Rs. 11,15
79.		Maiganga under Teliamura Block (Genl)	Rs. 13.23
80.		Ghaniamara under Teliamura Block (Genl)	Rs. 10.70
81.		Santipur under Teliamura Block (Genl)	Rs. 17.60
82.		Banglhour Baganbari under Teliamura Block (Genl)	Rs. 9.02
83,		Barabil under Khowai Block (Genl)	Rs. 33.00
84.		South Padmabil under Khowai Block (TSP)	Rs. 3.93

1	2	3	4
85,		Singhicherra under Khowai Block (SCCP)	Rs. 10.60
86,		Uttar Ramchandraghat under Khowai Block (TSP)	Rs. 12.33
87,		Purba Ramchandraghat under Khowai Block (TSP)	Rs. 12.59
88,		Champahour under Tulashikar Block (TSP)	Rs. 11.50
89,		Badhan Chowdhury para under Tulashikar Block (TSP)	Rs. 10.65
90,		Tulashikar Market under Tulashikar Block (TSP)	Rs. 10.29
91,	North Tripura & Dhalai District	South Emrapassa under Kumarghat Block	Rs. 4.986
92,		East Betcherra under Kumarghat Block	Rs. 9.707
93.		Kampi (Tuichakma) under Dasda Block	Rs. 10.58
94,		Gopalpur under Dasda Block	Rs. 7.11
95.		Purba Barahaldi under Dasda Block	Rs. 6.025
96.		Dewanbari under Pecharthal Block	Rs. 8.152
97,		Kamalcherra field-II under Ambassa Block	Rs. 12.202
98.		Galebassa field-II under Panisagar Block	Rs. 12.90
99.		Rajnagar (Mahadev tilla) under Panisagar Block	Rs. 14.38
100.		Rajnagar V.P. under Panisagar Block	Rs, 12,993

1	2	3	4
101.		Lawganj under Panisagar Block	Rs. 16.993
102.		Ramnagar field-II under Panisagar Block	Rs, 14,391
103.		Uttar Padmabil-II under Panisagar Block	Rs. 15,676
104.		Jaruram karbari para under Manu Block	Rs, 7,639
105.		Nilmohan karbari para under Manu Block	Rs, 12,876
106.		Chakramani Roaja para under Manu Block	Rs, 9,895
107.		36-card under Dumburnagar Block	Rs, 8,482
108.		60-card under Dumburnagar Block	Rs, 14,954
109.		Narayanpur under Dumburnagar Block	Rs. 6.841
110.		Katalutma under Salema Block	Rs, 7,83
111.		Panchashi-III under Salema Block	Rs, 16,54
112.		Durang-II under Salema Block	Rs, 17,955
113,		Santosh Choudhury para under Salema Block	Rs. 7.857
114,		Manik Bhander field-IV under Salema Block	Rs, 19,44
115.		Laxmipur (Conversion) under Dumburnagar Block	Rs, 18,224
116.		Noagaon Tribal basti under Salema Block	Rs. 15.10
117.		Halahali under Salema Block	Rs. 16,11
118.		Masli field-I under Manu Block	Rs. 16,46

1	2	3	4
119.		Uttar Panisagar under Panisagar Block	Rs, 13,79
120.	South Tripura	Rangamati-VI under Amarpur Block	Rs, 5,65
121.		Paharpur under Amarpur Block	Rs, 10,87
122.		Hafizuddinchar under Amarpur Block	Rs. 5,68
123.		Khedarnal under Amarpur Block	Rs, 10.48
124.		Birganj-II under Amarpur Block	Rs. 23,20
125.		Bampur-II under Amarpur Block	Rs, 15,94
126.		Chalniya under Amarpur Block	Rs. 7.00
127.		Gamako-I under Amarpur Block	Rs. 14,00
128.		West Taislong under Amarpur Block	Rs. 7,88
129.		Debbari Ferryghat under Amarpur Block	Rs. 10.50
130.		Daktarimura under Amarpur Block	Rs. 15.00
131.		Purba mailak under Amarpur Block	Rs, 14.00
132.		Rangamati–V under Amarpur Block	Rs. 12.00
133.		Birganj-III under Amarpur Block	Rs. 12.50
134.		Birganj-IV under Amarpur Block	Rs. 12.00
135.		South Mailak under Amarpur Block	Rs. 23,56
136.		North Mailak under Amarpur Block	Rs. 12.00
137.		Uttarchar under Amarpur Block	Rs. 10.50
138.		Malbassa Madhyapara under Amarpur Block	Rs. 10.50
139.		Sinaibari under Ampi Block	Rs. 14.22
140.		Bhanughat (Bhanu Karb ri) under Karbook Block	Rs. 19.34

1	2	3	4
141.		Sukhiadaspara under Karbook Block	Rs. 17.50
142.		South Chellagang-III under Karbook Block	Rs. 10.50
143.		Chalitachari under Satchand Block	Rs 5.70
144.		Fulchari under Satchand Block	Rs, 23.31
145.		Amlighat-II under Satchand Block	Rs, 6.02
146.		Doulbari-II under Satchand Block	Rs. 12.25
147.		Gobindamath Vill.-IV in Mahamani G/S under Satchand Block	Rs, 11,82
148.		Buratali Cherra under Satchand Block	Rs, 10,78
149.		Satchand under Satchand Block	Rs, 15,46
150.		Barkhola-II under Satchand Block	Rs. 15.33
151.		Maguncherra under Satchand Block	Rs. 15·46
152.		Harina under Satchand Block	Rs. 12·55
153,		Thaiboom under Satchand Block	Rs. 14·61
154,		Doulbari-III under Satchand Block	Rs. 13·33
155.		Gobindamath—V under Satchand Block	Rs. 11·27
156.		West sabroom under Satchand Block	Rs. 13·93
157.		Chalitachari Koni mog para under Satchand Block	Rs. 5·70
158.		Ratanmani—II under Satchand Block	Rs. 13·29

1	2	3	4
159.		South Chalita Manu Bankul under Satchand Block	Rs. 15·73
160.		Banduar under Matabari Block	Rs. 13·34
161.		Gamaria under Matabari Block	Rs. 10·30
162.		Palatada Beri under Matabari Block	Rs. 5.47
163.		Chinhari Tribal Para under Matabari Block	Rs. 5·59
164.		West Sataria near Mosque under Matabari Block	Rs. 19.92
165.		Left Bank of Ranicherra under Matabari Block	Rs. 5·36
166.	South Tripura	Samuk Chena under Matabari Block	Rs. 15·15
167.		Amtali Char under Matabari Block	Rs. 23·32
168.		Shilghati Laltilla under Matabari Block	Rs. 20·37
169.		Khilpara under Matabari Block	Rs, 23,12
170.		Rajdharnagar under Matabari Block	Rs, 23,66
171.		Singhercbar under Matabari Block	Rs. 21,40
172.		Hadra Amtali Purba Para under Matabari Block	Rs. 17.70
173.		Murapara (Shastri Colony) under Matabari Block	Rs. 11·71
174.		North Brajendranagar under Killa Block	Rs. 8·36

1	2	3	4
175.		PatiChari under Bogafa Block	Rs. 13·96
176.		Rangiabari under Bogafa Block	Rs. 14·04
177,		Mogpara (Ratanpur) under Bogafa Block	Rs. 16.29
178.		Kakulia Palpara under Bogafa Block	Rs. 12.71
179.		West Charakbai under Bogafa Block	Rs. 12·55
180.		Rajapur Jamatiapara under Bogafa Block	Rs. 6.60
181.		East Santirbazar under Bogafa Block	Rs, 6·05
182.		Madhya Pillak under Bogafa Block	Rs. 23·52
183,		Laxmicherra under Bogafa Block	Rs. 22·21
184.		Lowgang S. C. Village under Bogafa Block	Rs. 7 73
185.		Radhakishoreganj under Bogafa Block	Rs. 14·76
186.		Choudhury Pathar under Bogafa Block	Rs. 8·14
187.		Bamcherra under Bogafa Block	Rs. 15·01
188.		Patichari under Bogafa Block	Rs. 13·96
189.		East Pillak under Bogafa Block	Rs. 5·68
190.		Raimohan Nama Para under Rajnagar Block	Rs. 14·64
191.		Baldakhal under Rajnagar Block	Rs. 14·75

1	2	3	4
192.		Madhya Kishoreganj—II under Rajnagar Block	Rs. 15·24
193.		Safar Mand Para under Rajnagar Block	Ra. 16·03
194.		Batikhola under Rajnagar Block	Rs. 14·85
195.		Rangamura (Conversion) under Block	Rs. 15·88
196.		Shilchari under Rajnagar Block	Rs. 15·00
197.		Shibpur under Rajnagar Block	Rs, 13·92
198.		Rangamura-II under Rajnagar Block	Rs, 16·36
		Total—	Rs. 4276.65
			Say 4276 Lakhs.

Diversion Project

1.	South Tripura	Mahamaya Cherra	Rs 0.45
2.	North Tripura	Karam Cherra	Rs. 1.07

ACCELERATED IRRIGATION BENEFIT PROGRAMME (CENTRAL LOAN ASSISTANCE) FOR DIFFERENT NEW MINOR IRRIGATION PROJECTS WITHIN ADC AREA IN TRIPURA (1999-2000)

(Rs. in croers)

Name of Project	Area to be irrigated (Ha)	Latest Cost as per 1998 price level	Expdr Upto 31.3.99	Central Loan Assistance released during 98-99	Requirement of fund during 99-2000-	TTAADC share for 1999-2000	Central loan Assistance require under AIBP during 1999-2000	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Diversion project over Aloycherra South Maharani, Udaipur	70	0.26	Nil	Nil	0·18	0·046	0.135	Work to be started in 1999-2000.
2. Diversion Project over Takma Charra, Belonia.	55	0.285	Nil	Nil	0.20	0.05	0.25	Do
3. Diversion Project over Taithang Charra, Udaipur,	55	0·28	Nil	Nil	0·21	0·0525	0·1575	Do
4. Diversion Project over Shilacchari, Sabroom.	50	0·25	Nil	Nil	0·18	0·045	0·135	Do

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5. Diversion Project over Ganjee Charra, Udaipur	80	0·36	Nil	Nil	0·25	0·0625	0·1875	Do
6. Diversion Project over Patichari Charra, Belonia	70	0·285	Nil	Nil	0·20	0·05	0·15	Do
7, Diversion Project over Rupaichari Charra, Sabroom.	60	0·26	Nil	Nil	0.16	0·04	0·12	Do
8, Diversion Projct over Waktasncharra Manu Bankul.	70	·268	Nil	Nil	·20	·05	·15	Work to be started in 1999-2000.
9. Diversion Project over Ramacharra of East. Bachaibari, Khowai.	90	·34	Nil	Nil	·22	·055	·165	Do

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10. Diverson Project over Somoro Charra, Khowai.	75	·28	Nil	Nil	20	·05	·15	Do
11. Diverson Project over Twimadhucharra, Khowai.	50	·28	Nil	Nil	0·22	·055	·165	Do
12. Diverson Project over Kalacharra Sadar Sub-Division	120	·46	Nil	Nil	·36	·09	·27	Do
13. Diverson Project over Duski Charra, Khowai.	50	·28	Nil	Nil	·20	·05	·15	Do
14. Diverson Scheme over Andri Charra, Bishalgarh.	60	·27	Nil	Nil	·20	·05	·15	Do
15. Diverson Project over Sonai Charra, Sonamura.	110	·45	Nil	Nil	·36	·09	·27	Do

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16. Diverson Scheme over Koraimura Charra at Bishalgarh.	110	·45	Nil	Nil	·30	·075	·225	Do
17. Diversion project over Kandrai Charra, Jampui Jala.	120	·42	Nil	Nil	·30	·075	·225	Do
18. Diversion Project over Dhup Charra East Belbari, Sadar.	100	.46	Nil	Nil	·30	·075	·224	Do
19. Diversion Project over Haja Charra at Kanchanpur Suldi.	90	·42	Nil	Nil	·30	.075	·225	Do
20. Diversion Project over Kala Charra, 82 Miles, Longtarai Valley.	110	·45	Nil	Nil	·30	·075	·225	Do
Total :—		6·808	Nil	Nil	4 84	1·21	3·63	Do

STATE FIGURE

ACCELERATED IRRIGATION BENEFIT PROGRAMME (CENTRAL LOAN ASSISTANCE) FOR DIFFERENT NEW AND ONGOING MINOR IRRIGATION PROJECT IN TRIPURA STATE (1999-2000)

Sl. No.	Name of District	No. of projects	Area to be irrigated (ha)	Cost as per 1998 price level (lakhs)	Expdr upto 31.3.99 (lakhs)	Central loan assistance released during 1989-'99	Requirement of fund during 1999-2000 (lakhs)	State Govt. share for 1999-2000 (lakhs)	Central Loan assistance required under AIBP during 1999-2000	Tribal area/ Non-Tribal area	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	West Tripura District	129	3510	943.28	—	—	943.28	235.82	707.46	Tribal area = 74 Non-Tribal area = 55	Work to be started in 1999-2000
2.	Dhalai District	25	810	787.865	—	—	292.885	73.221	219.664	Tribal area = 25	do
3.	North District	19	820	583·3	—	—	461.6	115·4	346·2	Tribal area = 10 Non Tribal	do

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	South District	34	2136	257·93	— —	— —	257·93	64·48	193·45	Tribal area = 24 Non-Tribal area = 10	do
	Grand Total	207	7276	2572·375	—	—	1955·695	488·921	1466·774	Tribal area = 133 Non-Tribal area = 74	

ACCELERATED IRRIGATION BENEFIT PROGRAMME (CENTRAL LOAN ASSISTANCE) FOR DIFFERENT NEW AND ON GOING MINOR IRRIGATION PROJECT IN SOUTH TRIPURA DISTRICT (1999-2000)

(Rs. in Lakhs)

No.	Name of Project	Area to be irrigated (Ha)	Latest cost as per 19-98 price level (in lakhs)	Expdr Upto 31.3.9	Central Loan Assistance released during 98-99	Requirement of fund during 99-2000-(lakhs)	State Govt share for 1999-2000	Central loan Assistance require under AIBP during 1999-2000 (lakhs)	Remarks
1	2	3	4	.	6	7	8	9	10
1.	Diversion project over Gaijeecherra	55	5·50236	Nil	Nil	5·50236	137559	4·12677	were to be stared in 1999-2000
2.	Diversion project over Jalema Naya cherra	50	8.64	Nil	Nil	8·64	216	648	do
3.	Pick up weir over Rayacherra (Division Projectj)	80	8·64	Nil	Nil	8·64	216	648	do
4.	Diversion Project over Gajia tillacherra	55	5·50236	Nii	Nil	5·50236	137559	4·12677	do

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Diversion project over Karmya cherra	9	1 02717	Nil	Nil	1·02717	077038	025679	do
6.	Diversion Project over Saigarahcherra	9	1·027[illegible]	Nil	Nil	1·02717	0·7738	0·25679	do
7.	Diversion Project over Hazachan cherra	65	6·98677	Nil	Nil	6·98577	1·74644	5·23933	do
8.	Diversion Project over Hazachari cherra	65	6·98577	Nil	Nil	6·98577	1·74644	5·23933	do
9.	Diverson project over Ladhua cherra	65	6·98577	Nil	Nil	6·98577	1·74644	5·23933	do
10.	Diversion project over Sukna chan	65	6·98577	Nil	Nil	6·98577	1·74644	5·23933	do
11.	Diversion Project over chalita baukul Cherra	65	6·93577	Nil	Nil	6 98577	1·74644	5·23933	do
12.	Diversion Project over Bhapuri pathar	65	6 98[illegible]77	Nil	Nil	6·98577	1·74644	5·23933	do
13.	Diversion project over Taikumba cherra	80	14·53367	Nil	Nil	14 58367	3.64592	10·93775	do

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions and Answers)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	14. Liversion Project Chalita cherra	50	6·88300	Nil	Nil	6·88300	1·7207	5·16255	do
	15. Construction of diversion project over Chagal Naya cherra	80	3·64	Nil	Nil	8·64	2·16	6·48	do
	16. Construction of over Pamilata cherra under Damdama G P.	65	6·98577	Nil	Nil	6·98577	1·74644	5.23933	do
	17. Diversion project over Abhoya cherra	65	6·93577	Nil	Nil	6·98577	1·74644	5·23933	do
	18. Construction earthen Dam over Panchami cherra	18	2·738	Nil	Nil	2·738	·6545	2·0535	do
	19. Construction of diversion project over Kukicherra	80	13·75792	Nil	Nil	13·75792	3·43948	10·31844	do
	20. Construchon of diversion project over Mahamayacherra	65	6·98577	Nil	Nil	6·98577	1·74644	5·23933	do

2	3	4	5	6	7	8	9	10
21. Constructon of diversion project over Raiya cherra	80	13.75792	Nil	Nil	13·75792	3·43948	10·31844	do
22. Constructon of diversion project over Pati chari cherra	80	13·75792	Nil	Nil	13·75792	3·43948	10·31844	do
23. Construction of diversion project over Takma cherra	80	13 75792	Nil	Nil	1·375792	3·43948	10·31844	do
24. Diversion project over Ranga cherra	65	6·98577	Nil	Nil	6 98577	1.74644	5·23933	do
25. Diversun project over Tuimulve cherra	65	6·98577	Nil	Nil	6·98577	1·74644	5.23933	do
26· Diversion project over Hatalia cherra	65	6·98577	Nil	Nil	6·98577	1·74644	5·23933	do
27. Diversion projeet over Dimatali cherra	65	6·98577	Nil	Nil	6 98577	1·74644	5.23937	do
28. Diversion project over Gardhang cherra	65	6 98577	Nil	Nil	6·98577	1·74644	5·23933	do

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.	Diversion project over Taidurn cherra	65	6 93577	Nil	Nil	6·98577	174644	523933	do
30	Diversion Project over Gauthang cherra	65	6 98577	Nil	Nil	6·98577	1·74544	5·23933	do
31.	Diversion Project over Purba kupilang cherra	65	6·98577	Nil	Nil	6·98577	1·74644	5·23933	do
32.	Diversion Project over Kala cherra	65	6·98577	Nil	Nil	6·98577	1·74644	5·23933	do
33.	Diverson project over Charkbai cherra	65	6·98577	Nil	Nil	6·98577	1·74644	5·23933	do
34.	Diversion project Pillak cherra	65	6·98577	Nil	Nil	6·98577	1·74644	5·23933	do
	Total		257 93.1	Nil	Nil	257·93111	65·50933	192·42128	

ACCELERATED IRRIGATION BENEFIT PROGRAMME (CENTRAL LOAN ASSISTANCE) FOR DIFFERENT NEW MINOR IRRIGATION PROJECT IN DHALAI DISTRICT (1999-2000)

(Rs. in Lakhs)

Name of Project	Area to be irrigated (Ha)	Latest cost as per 19-98 price level (in lakhs)	Expdr Upto 03.99	Central Loan Assistance released during 98-99	Requirement of fund during 99-2000 (lakhs)	State Govt sharefor 1999-2000	Central loan Assistance require under AIBP during 1999-2000 (lakhs)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Irrigation well at Haripu 20-card colony at Dumburnagar Block	19	5·12	Nil	Nil	5·12	1·28	3·84	
2. Irrigation well at chailengtha near the hour of M. Debnath at Manu Block	20	3·45	Nil	Nil	3·45	0·863	2·59	
3. Irrigation well at Tilak para at Manu Block	20	3·43	Nil	Nil	3·43	0·89	2·54	
4. Irrigation well at Santir bazar at Santir Block	20	3·43	Nil	Nil	3·43	0·89	2·54	

1	2	3	4		6	7	8	9
5. L. I. Scheme at Chandra Kisore Para at Dumburnagar Block	12	4·67	Nil	Nil	4·67	1·17	3 5	
6. L. I. Scheme at 30 card colony over Sarma river at Dumburnagar Block	12	5·13	Nil	Nil	5 13	1·3	3·85	
7. L. I. Scheme at Choudhury para over Rainna River Dubmbu-rnagar Block	13	3·25	Nil	Nil	3·25	0·81	2·44	
8. L. I. Scheme at North 60-card colony at Dumburnagar Block	12	4·24	Nil	Nil	4·24	1·06	3·84	
9. L. I Scheme at Gangadhan Karbari para at Dumburnagar Block	13	6·12	Nil	Nil	6·12	1·53	4·59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10. L. I Scheme at Gusbagan para over sarma river at Dumbu-rnagar Block	13	6·31	Nil	Nil	6·31	1·58	4·73	
11. L. I. Scheme at Haripur 20-card colony at Dumburnagar Block	13	8·58	Nil	Nil	8 58	2·15	6·44	
12. L. I scheme at 60 -card at Debnath para Dumburnagar Block	13	6·66	Nil	Nil	6·66	1·67	5·00	
13. L. I. Scheme at Manikpur over karachi cherra at Chowmanu Block	18	5·01	Nil	Nil	5.01	1.25	3·76	
14. L. I scheme a t North Dhuma cherra over Dumcherra at Manu Block.	17	14·00	Nil	Nil	14	3·5	10·5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15. Diversion scheme over chiching cherra at Manu Block	50	105·027	Nil	Nil	105·027	26·3	78·8	
16. Diversion scheme at Jamthuhg at Salema Block	90	135·615	Nil	Nil	135·615	33·90	101·72	
17. Liversion scheme at Mandai at salema Block	85	105·696	Nil	Nil	105·696	26·42	79·27	
18. Diversion schem at Bilashcherra at salema Block	120	105·697	Nil	Nil	105·697	26·42	79·27	
19. Diversion project over Balaram cherra at Ambassa Block	120	128·267	Nil	Nil	128·267	32·07	96·20	
20. Diversion scheme at Ganta cherra at Ambassa Block	140	128·053	Nil	Nil	128·053	32·01	96·04	

ACCELERATED IRRIGATION BENEFIT PROGRAMME (CENTRAL LOAN ASSISTANCE) FOR DIFFERENT NEW MINOR IRRIGATION PROJECT IN NORTH TRIPURA STATE (1999-2000)

(Rs. in crores)

(Figure corrected upto three digit)

Name of Project	Area to be irrigated (H)	Latest cost as per 98 once level	Expdr upto 03/99	Central Loan assistance release during 98-99	Requirement fund during 99-2000 of	State govt share for 99-2000	Central loan assistance require under AIBP during 99-2000	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Diverston seheme over Balueberra at Narendranagar under D. sla Block	40	0·180	Nil	Nil	0·.80	0·045	0·135	Scheme under Tsp (TTAADC) Area 100·/. Tribal Cnltivator
2. Diversion Projedt over Atingacherra, Anlyapur Kanchanpur under Dasda Block	40	0·150	Nil	Nil	0·150	0·033	0·113	Scheme under Tsp (TTAADC) Aaea 40·/. Tribal Cultivator
3. Diversion schneme over Rambahadurpara cherra South Dasda GP under Dasda Block	25	0·120	Nil	Nil	0·120	0·030	0·090	Scheme under TSP (TTAADC) Area 100·/. Tribal Cultivator

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. Irrigatiion scheme for Orange orchard in different villages of Jampui Hill Bloekg pounding the rain water & natural perennial sources at Vanghgmun under Jampui Hill Block	45	0·964	Nil	Nil	0·652	0·163	0·489	Scheme under Tsp (TTAADC) draught prone Area 100% Tribal Cultivator
5. Fatikcherra Diversion project at Radhanagar under Kumarghat Block	48	0·210	Nil	Nil	0·210	0·052	0·158	The Scheme under general draught prone area
6. Mioi Diversion Scheme over Fultailcherra under Gournagar Block	50	0·250	Nil	Nil	0·250	0·062	0·188	The scheme under general draught prone area
7. Diversion scheme over Cuwacherra, Khedacherra under Damcherra Block	8	0·068	Nil	Nil	0·068	0·017	0·051	Scheme under Tsp (TTAADC) Area 100% Tribal Cultivator

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Lift Irrigation comprising 3(three) nos new scheme.	104	0·375	Nil	Nil	0·375	0·094	0·281	2(two) nos. covering 30 Hac. are under Tsp (TTAADC) Area with 100% Tribal cultivator
9. Diversion scheme over Ujan Muchmarra at Hemsukhlapara, Hanchanpur under Dasda Block	52	0.580	Nil	Nil	0·360	0·090	0·270	Scheme under Tsp (TTAADC) Area 100% Tribal Culiivator
10. Diversion over Kurticherra at Kurti G P. Dharmanagar under Kadamtala Block	60	0·850	Nil	Nil	0·500	0·125	0 375	General Area
11. Diversion scheme over Jagoricherra, Machmarra under Pecharthal Block	45	0·550	Nil	Nil	04·50	0·112	0·338	Scheme under Tsp (TTAADC) Area 100% Tribal Cultivator
12. Diversion scheme over Chakrabouty Cherra one at Kanchanbari G·P and other Ratacherra G.P. Kumarghat Block	50	0·620	Nil	Nil	0·380	0·095	0·285	General Area

1	2	3	4		6	7	8	9
13. Diversion scheme over Pipalcherra under Damcherra Block	25	0 180	Nil	Nil	0·180	0·045	0·135	Scheme under TSP (TTAADC) Area 100% Tribal Cultivalor
14. Diversion scheme over Sonaicherra (up stream) under Gournagar Block	30	0·045512	Nil	Nil	0 016	0·011	0·035	Works to be started 99-2000 SC & Minority population
15. Diversion scheme over Sakhaicherra at Bhagyapur G.P. under Kadamtala R.D. Block	30	0·122458	Nil	Nil	0·122	0·031	0·091	S.C. Minority population
16. Diversion scheme over Lalcherra at Lalcherra G.P. under Panisagar R.D. Block	38	0·0487375	Nil	Nil	0·049	0·012	0·037	—do—
17. L.I. scheme with 2 nos. Diesel pump sets over Thiltaicherra with cosnt. of pickup-weir and Mationary field channal Thiltai G.P. under Panisagar R.D. Block	40	0·17281	Nil	Nil	0·173	0·043	0·180	Minority, OBC & ST population

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18. Diversionscheme over Rowacharra at Madhabpur, Jalebasn G. P. under panisagar Block	50	0·1512445	Nil	Nil	0·151	0·038	0·113	Minority OBC & SC population
19. Diversion Scheme over Upalcherra Bashyamani para under panisagar Block	50	0·1953	Nil	Nil	0·195	00·19	0·146	Scheme under Tsp (TTAADC) Aaea 90% Tribal Cultivator
Total :—	820	5 833	Nil	Nil	4 616	1·451	3·462	

NB : 1. All are the new scheme and work to be stared during 1999

2. Figure corrected upto three digit

ACCELERATED IRRIGATION BENEFIT PROGRAMME (CENTRAL LOAN ASSISTANCE) FOR DIFFERENT NEW MINOR IRRIGATION PROJECT IN WEST DISTRICT (1999-2000)

(Rs. in Lakhs)

Sl No.	Name of Project	Area to be irrigated (Ha)	Cost as per 1998 price level (Lac)	Requirement of fund during 99-2000-in (Lac)	State Govt share for 1999-2000 (Lac)	Central loan Assistance require under AIBP during 1999-2000 (Lac)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
	JIRANIA						
1.	Const. of Mini Sluice gete over Dhup cherra near theland of Jitendra Mirak at Marakpara of Dhup Cherre G/P under Jirania RD. Block	10	5.98	5·98	1·495	4·485	Tribal area
2.	Const. of Mini sluic gate over Nagi cherra near the land of subash Laskar at Tulakona G/P under Jirania R. D. Block	20	5·98	5·98	1·495	4·485	Tribal area

1	2	3	4		6	7	8
3.	Const. of Mini Sluice gate Jagannathicherra rear the land of Bhabatosh Chakra-borty at old Agartala of Uttar Champamura G/P under Jirania R.D. Block.	20	5.98	5.88	1.495	4.485	Tribal area
4.	Const. of Sluice gate over Bhaiyam Cherra at Barjala near 2 Nos bridge at Engineering college road of Bankimnagar G/P under Jirania R.D. Block	30	6.97	6.97	1.740	5.23	Tribal area
5.	Const. of Earthen Mini Barrage Labta Cherra near the land of Sukumar Deb Sarma at Basanta Sarkar Para of Jirania Khola G/P under Jirania Block	50	7.94	7.94	1.990	5.95	Tribal area

1	2	3	4	5	6	7	8
	B. F. from page '.	140	32·85	32·85	8·215	24·635	
6.	Const. of Earthen Mini Barrage over Takbhag Cherra near the liad of Sukumar Deb Barma at kshirode Sarkar para of Jirania khola G/P under Jirania R D. Block	50	7·94	7.94	1·99	5·95	Tribal area
7.	Conat. of pick-up-weir with wooden gate over Machinga cherra near the land of Rabindra Deb Barma at Radha charan para under Radha pur G/P under Jirania Block	30	7·2	7.20	1·80	5·40	Tribal area
8.	Const. of spill wag over Golak Thakur cherra (Chiching Cherra) near the land of Charan Deb Barma at Biswa Chandra para under Barjala Manipani G/P under Jirania R.D Block		3·80	3·80	0·95	2·85	Tribal area

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	Const. of Low Height Pick-up-wire over Dhumakuluk Cherra near the laud of Madhu Deb Barma at Nabin Thakur para in Uttar Joynagar G/P under Jirania R D. Block	10	3.62	3.62	0.985	2.715	Tribal area
10.	Const. of Low Hight Pick-up-weir over Bhayan Cherra near the land of Debendra Deb Nath at Brajanagar under Uttar Majlishpur G/P at Jirania R.D. Block	10	3.62	3.62	0.925	2.715	Tribal area
11.	L.I. Scheme at Dhup Cherra under Jirania Block	30	17.37	17.37	4.342	13.028	Tribal area
12.	Const. of Sluice Gate at West Champamura under Jirania Block	30	6.97	6.97	1.74	5.23	
13.	Const. of Sluice Gate at Kalinagar under Jirania Block, Debia Cherra	30	6.97	6.97	1.74	5.23	Tribal area

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	Const. of Spill way over Dhumakuluk Cherra at Joynagar in Joynagar G/P	10	3.80	3.80	0.95	2.85	Tribal area
	MOHANPUR BLOCK						
15.	L.I. Scheme at Surma Lunga under Mohanpur Block	30	17.37	17.37	4.342	13.028	
16.	Const. of Mini Sluice Gate at Patunagar under Mohanpur Block	20	5.9	5.96	1.495	4.485	
17.	Const. of Low Height pick up Weir at Barjala of Lichu Bagan G/P over Jaghi Cherra under Mohanpur Block	10	3.62	3.62	0.905	2.75	
18.	Const. of Pick up weir with wooden gateover Chinaihani Cherra in Singerbill G/P under Mohanpur Block	30	7.20	7.20	1.80	5.40	

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	Const. of Mini Sluice Gate at Dakshin Rangutia in Paschim Bamutia G/P under Muhanpur Block	20	5.98	5.98	1.495	4.485	
20.	Const. of Sluice gate over Laxmi lunga Cherra under Laxmilunga G/P in Mohanpur Block	30	6.9 7	6.97	1.74	5.23	
21.	Const. of Sluice Gate at Berimura Baugior or Purba Bamutia G/P under Mohanpur Block	30	6.97	6.97	1.74	5.23	
	HEZAMARA BLOCK						
22.	Const. of Law Height pick-up-Weir over Lock Cherra near the land of Jitendra Deb Barman at Khamper Para in Sarat Chowdhuri para G/P under Hezamara Block	10	3.62	3.62	0.905	1.715	

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	Const. of Low Height-pick-up-weir over Dura Cherra at Uttar Budhjung Nagar G/P under Hazamara Block	10	3.62	3.62	0.905	2.715	
24.	Const. of Low Height-pick-up.weir over gajaria Cherra at Uttar Budhjung Nagar G/P under Hezamara Block	10	3.62	3.62	0.905	2.715	
25.	Const of Low Height-pick-up-weir over Rubi Cherra near Bidhu Das para under Tamakari G/P in Hezamara Block	10	3.62	3,62	0.905	2.715	Tribal area
26.	Const. of Mini Sluice Ga te over Tulsak thang in Barkathat G/P under Hezamara Block	20	5.95	5.98	1.495	4.485	Tribal area

1	2	3	4	5	6	7	8.
27.	Const. of Low Height-pick-up-weir over Ranga Cherra under Shankhola G/P in Hezamara Block	10	3.62	3.62	0.905	2.715	Tribal area
	MANDAI BLOCK						
28.	Const. of Low Height-pick-up-weir over Sukuiduck Cherra at Kanta Kobra in Bakimnagar G/P under Mandai R.D. Block	10	3.62	3.62	0.905	2.715	Tribal area
29.	Const. of Low Height-pick-up-weir over Tuirumu Cherra at Laxmi Kobra of Borakha G/P under Mandai R.D. Block	10	3.62	3.62	0.905	2.715	Tribal area
30.	Const. of Low Height-pick-up-weir over Debta Cherra at Kali Nagar of Laxmipur G/P under Mandai Block	10	3.62	3.62	0.905	2.715	Tribal area

1	2	3	4	5	6	7	8
	B.F	620	183·17	318·17	45·799	137·381	
31	Const of Low Height pick up-weir over Garmani cherra at Gasiha para of Mandai G/P under Mandai R. D. Block.	10	3·62	3·62	0·925	2·715	Tribal area
32.	Conet. of low height pick up-weir Type permanent Bundh over Dhakdu Cherra at kathiram under Mandai Block.	50	20·34	50·34	5·090	15·0	Tribal area
		640	207·12	207·13	51·784	155·346	

Proforma for submission of Minor Irrigation proposal under AIBP 1999 – 2000 by State Govt.

1. NAME OF THE STATE : TRIPURA
2. NAME OF THE PROJECT : Construction of Mini Sluice Gate over Dhup Cherra near the land of Jitendra Marak at Marak Para of Dhup Cherra G. P. under Jirania R. D. Block.
3. BRIEF DESCRIPTION OF THE PROJECT :

The project situated in WEST district of the TRIPURA State envisages construction of Construction of Mini Sluice gate to cover CCA of 20 ha The project on completion will create ultimate irrigation potontil of 20 ha. The project was approved by State Government (TAC) in the year 1999-2000 for Rs 0·058 croros and expenditure till 12/98 is Rs Nil crores. The project was started during the year 1999 and is likely to be completed by March. 2000

The progress of main components as on 31/03/98 is as follows : Does not arise as the proposed scheme is now one.

i) Head Works	Nil
ii) Main & Branch Canals	Nil
iii) Water Courses	Nil

The potential achieved till 12/98 is Nil ha. against ultimate potential of 120 ha,

Whether the project is receiving any external/domestic assistance of so, the details may be furnished here. NO

ACCELERATED IRRIGATION BENEFIT PROGRAMME (CENTRAL LOAN ASSISTANCE) FOR IRRIGATION PROJECT IN BISHALGHAR SUB-DIVISION UNDER WEST TRIPURA DISTRICT

(Rs. in Lakhs)

Sl No.	Name of Project	Area to be irrigated (Ha)	Cost as par 1998 price level (Lac)	Requirement of fund during 1999-2000 (Lac)	State Govt share for 1999-2000 (Lac)	Central loan Assistance require under AIBP during 1999-2000 (Lac)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
	BISHALGHAR BLOCK						
1.	Const. of Mini Sluice Gate over Madhupur Cherra near the land of Jogendra Bhowmik at Madhupur G/P under Bishalghar Block.	20	5.98	5.98	1.495	4.485	Tribal area
2.	Const. of Mini Sluice Gate over Maya Cherra near the land of Lalit Deb Barma at Konaban G/P under Bishalghar Block	20	5.98	5.98	1.495	4.485	—do—

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Const. of Mini Sluice Gate over Dhannyagan Cherra near the land of Mahindra Debnath at Lal Singh Mura G.P. under Bishalghar Block	20	5.98	5.98	1.495	4.485	—do—
4.	Const. of Mini Sluice Gate over Kalkalia Cherra near near the land of Swadesh Sarkar and Pramode Bhowmik at Gopinagar G/P under Bishalghar RD Block.	20	5.98	5.98	1.495	4.485	—do—
5.	Const. of Mini Sluice Gate over Batadepha Cherra near the land of Chandu Singh at Gakulnagar under Bishalghar RD Block.	20	5.98	5.98	1.495	4.485	—do—
6.	Cont. of Mini Sluice Gate over Andhi cherra near steel bridge and bairamura at Bastali G/P under Bishalghar RD Block.	30	6·97	6·97	1·740	5·230	

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	Const. of sluice Gate over Laugang cherra near the land of malek miah at Nabibnagar G/P under Bishalghar RD Block.	30	6·97	6·97	1·740	5·230	Tribal area
8.	Const. of sluice Gate over Raghunathpur cherra near the land of Mari Goswami at Raghunathpur G/P under Bishalghar Block	20	5·98	5·98	1·495	4·485	DO
9.	Const. of Mini Sluice Gate over Arabindanagar cherra near the land of Manindra Bhowmik at Arabindanagar G/P under Bishalghar Block	20	5·93	5.98	1·495	4·485	DO
10.	Const. of Low Height pick-up-weir over Tarapada warang Bari Cherra near the land of Narendra Bardhan at warang Bari of pataliggnat G/p under Bishalghar Block	10	3·62	3·62	0·905	2·715	D O

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	Const. of Pick-up-weir with wooden Gate over Rangapania Cherra near the Nine Bullet club at Ram cherra G. P. under Bishal ghar Block	30	7·20	7·20	1·80	5·40	Tribal area
12.	L. I. Schem at Andhi Cherra under Bishalghar RD Block	30	17·37	17·37	4·34	13·03	Tribal area
13.	Const. of Sluice Gate at Rangamati under Bishalghar RD Block	30	6.97	6·97	1·74	5·23	Tribal area
14.	Const. of Mini sluice gate at Ramnagar under Bishalghar RD Block.		205·98	5·98	1·495	4·485	Tribal area
15.	Const. of Mini Sluice Gate at Herma under Bishalghar RD Block	20	5.98	5·98	1·495	4·485	Tribal area
16.	Const. of 2 Nos. RCC Spill way at Debipur under Bishalghar RD Block	42	7·34	7·34	1·84	5·50	Tribal area

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	Const. of 2 Nos. RCC Spill way at konabon under Bishalghar RD Block.	60	7·05	7·05	1·76	5·29	Tribal area
18.	Construction of Pick up weir with wooden Gate over Rangmala Cherra at South Herma under Rongmala G/P in Bishalghar RD Block	30	7·20	7·20	1.80	5·40	
		472	124·51	124·51	31·12	82·35	

ACCELERATED IRRIGATION BENEFIT PROGRAMME (CENTRAL LOAN ASSISTANCE) FOR IRRIGATION PROJECT IN BISHALGHAR SUB-DIVISION UNDER WEST TRIPURA DISTRICT

Sl. No.	Name of Project	Area to be irrigated (Hac)	Cost as per 1999 price leval (Lac)	Requirement of fund during 1999-2000 (Lac)	State Govt. share for 1999-2000 (Lac)	Central loan Assistance requiared under AIBP during 1999-2000 (Lac)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
	JUMPAIJALA BLOCK :						
1.	Const. of Barthen Mini Barrage over Rangapani Cherra near the land of Harilal Deb Barma at Hirapur G/P under Jumpaijala Block.	50	7.94	7.94	1.99	5.95	Tribal area
2.	Const. of Earthen Mini Ba rage over Bamanini Cherra at Dadhva Ghaniamara G/P under Jumpaijala Block.	50	7.94	7 94	1.99	5.95	—do—

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Const. of Earthen Mini Barrage over Bijoy Nandi Cherra near the land of Bikhyapada Malsem at Ujan Pathalia G/P under Jompaijala Block	50	7.94	7.94	1.99	5.95	—do—
4.	Const. of Mini Sluice gate over Chaklak Cherra at Gurudayal Par of Jampaijala G/P under Jompaijala Block	20	5.98	5.98	1.495	4.895	—do—
5.	Const. of Mini Sluice gate over Ranga Patia Cherra at Sona Charan Para near the land of Puniram Deb Barma of Amrendranagar G/P under Jompaijala Block	20	5.96	5.98	1.495	4.485	—do—

1	2	3	4	5	6	7	8
	JUMPAIJALA BLOCK. B. F :	662	160·25	160·25	40·08	120·21	
6.	Const. of Pick up weir with wooden Gate over Hamuk Cherra at Mahindra para of Sankumabari G/P under Jampaijala Block.	30	7·20	7·20	1·80	5·40	Tribal area
7.	Const. of Pick up weir with wooden Gate over Iswama Cherra at Iswarma Bari of Sankumabari G/P under Jampaijala Block	30	7·20	7·20	1·80	5·40	—do—
		722	174·65	174·63	47·68	131.01	
	DUKLI BLOCK						
8.	Const. of Mini Sluice Gate over Kuri Cherra near the land Nripendra Roy at Khas Madhupur G/P under Dukli Block.	20	5·98	5·98	1.495	4·485	

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	Const. of Mini Sluice Gate over Ranga Cherra near the land of Alim Miah at Rajnagar G/P under Dukli Block	20	5·98	5·98	1·495	4·465	
10.	L. I. Scheme at Kachu Cherra under Dukli Block	30	17·37	17·37	4·342	13·028	Tribal area
11.	L. I Scheme at Nagicherra under Dukli Block	30	17·37	17·37	4.342	13·028	—do—
12.	Const. of Mini Sluice Gate at Ghosh Para under Dukli Block	20	5·98	5·98	1·495	4·485	
13.	Const. of Mini Sluice Gate at Surjyamani Nagar under Dukli Block	20	5·98	5·98	1·495	4·485	

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	Const. of Mini Sluice Gate at kuri Pukur under Dukli Block.	20	5·98	5·98	1·495	4·485	
15.	Const. of Mini Sluice Gate Ray Para under Dukli Block.	20	5·98	5·98	1·485	4·485	
16.	Const. of Sluice Gate over Chanai River near the land of Manindra Sarkar in I. C. Nagar G/P under Dukli Block	30	6·97	6 97	1·74	5·23	
17.	Const. of Sluice Gate over Fatik Cherra near the land of Dhan Miah in pandabpur G/P under Dukli Block	30	6·97	6·97	1·74	5·23	
18.	Const of Mini Sluice Gate over Rangati Cherra near GAIL at Srinagar G/P under Dukli Block	20	5·98	5·98	1·495	4·485	Tribal area
		982	266·23	265·23	66·304	198·921	

1	2	3	4	5	6	7	8
	DUKLI BLOCK E. F. :—	932	265·23	265·23	66·309	192·921	
	19. Const. of Mini Sluice Gate over Rajnagar Cherra near the land of Tara Miah at Rajnagar G/P under Dukli Block	20	5·98	5·98	1·495	4·485	
	20. Const. of Mini Sluice gate over Chankhola Cherra near the land of Subodh Sarkar in Bikramnagar G/P under Dukli RD Block	20	5·98	5·98	1.495	4·485	—do—
		1022	277·19	277·190	69·299	207·591	

ACCELERATED IRRIGATION BENEFIT PROGRAMME (CENTRAL LOAN ASSISTANCE) FOR IRRIGATION PROJECT IN KHOWAI SUB-DIVISION UNDER WEST TRIPURA DISTRICT

(Rs. in Lakhs)

Sl No.	Name of Project	Area to be irrigated (Ha)	Cost as par 1998 price level (Lac)	Requirement of fund during 1999-2000 (Lac)	State Govt share for 1999-2000 (Lac)	Central loan Assistance require under AIBP during 1999-2000 (Lac)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
	KHOWAI BLOCK						
1.	Const. of Mini Sluice gate over at Madhya Ganki G/P near Jogesh Sukladae land nea Gungral Cherra under Khowai RD Block	20	5·980	5·980	1·492	4·488	
2	Const. of Sluice gate over Gungral Cherra near the land of Mana Majumder at Madhya Ganki G/P under Khowai Block	30	6·970	6·970	1·740	5·230	Tribal area

1	2	3	4	.	6	7	8
	3. Const of Sluice gate with Scrow type lifting system at uttar Chabri near the land of Girendra paul over Ranicherra of Dttar Chabri G/P under Khowai Block	60	34·520	34·520	8 630	25·890	
	4. Const. of Pick up weir with wooden Gate at Singicherra near the land of Upendra Deb Barma over Chena Cherra of Purba Singicherra G/P under Khowai Block	30	7·200	7·200	1·800	5·400	Tribal area
	5. Const. of Pick up weir with wooden gate at panchi Singicherra near Tati para over Singicherra of paschim Singicherra G/P under Khowai Block.	30	7·200	7·200	1·800	5·400	
		177	61·87	61·87	15·462	46·408	

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Const. of Low Height Pick up weir at paschim Singi Cherra near the land of Jogesh Deb Nath over Singicherra of Paschim Singicherra G/P under Khowai RD Block.	170 10	61·87 3·62	61·87 3·62	15.462 0·905	46·408 2 715	
7.	Const of Low Height pick up weir at Madhya Singi Cherra near the land of Digendra paul over Singi Cherra of Madhya Singi Cherra G/P under Khowai RD Block	10	3·62	3·62	0·905	2·715	
8.	Const of Low Height pick up weir at Purba Ramchandra Chat near the land of Amarendra Bhattacherjee over pampu Gherra of purba Ramchandraghat G/P under Khowai Block	10	3·62	3·62	0·905	2·716	

1	2	3	4	5	6	7	8
	TULASIKHAR BLOCK						
9.	Const. of earthen barrage over Sona cherra at Bidla bari G/P under Tulasikhar RD Block	60	13·43	13·43	3·36	10·07	Tribel area
10.	Const. of earthen barrag over Pom charra near the land of Umesh Deb barma under Purba bacnai bari G/P at Tulasikhar R.D. Block.	60	13·43	13·43	3·35	10·07	Tribel area
11.	Const of Earthen Mini barrage over Lal cherra at Malka bari under purba champa cherra G/P at Tulasikhar Block.	50	7·64	7·94	1·990	5·96	Tribel area

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	Const. of earthen Mini barrage over Saturai cherra under Badla bari G/P under Tulasikhar Block.	50	7.94	7.94	1.990	5.95	Tribal area
13.	Const. of earthen Mini barrage over Pushara cherra under Badla bari G/P under Tulasikhar R.D. Block	50	7.94	7.94	1.990	5.96	Tribal area
14.	Const. of earthen barrage over Lal cheri at Parsiram bari under west champa cherra G/P at Tulasikhar R.D. Block	60	13.43	13.43	3.360	10.00	Tribal area
15.	Const. of Low height pick up weir over ik cherra under Ban bazar G/P in Tulasikhar R.D. Block	10	3.62	3.62	0.965	2.715	Tribal area

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	Const. of spill way over Karangi cherra near the land of Dayananda Deb barma under Karangi cherra G'P in Tulasikhar Block	10	3.80	.80	0.950	2,850	Tribal area
17.	Const. of Mini Sluice gate over Karangi cherra at Biswa kumar Deb barma Para under Karangi cherra G/P in Tulasikhar Block	20	5.98	5.98	1.495	4.480	Tribal area
18.	Const. of Low height pick weir over Sona cherra under champa cherra G /P in Tulasikhar R.D. Block	10	3.62	3.62	0.985	2.715	Tribal area
		580	153.86	153.86	38.462	115.378	

ACCELERATED IRRIGATION BENEFIT PROGRAMME (CENTRAL LOAN ASSISTANCE) FOR IRRIGATION PROJECT IN KHOWAI SUB-DIVISION UNDER WEST TRIPURA DISTRICT

(Rs. in Lakhs)

Sl No.	Name of Project	Area to be irrigated (Ha)	Cost as par 1998 price level (Lac)	Requirement of fund during1999-2000 (Lac)	StateGovt share f o 1999-2000 (Lac)	Central loan Assistance require under AIBP during 1999-2000 (Lac)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
	TELIAMURA RD BLOCK BF—580		153.86	153.86	38.482	115.378	
1.	Const. of Mini Sluice gate over Trisha cherra at Radrai G/P under Teliamura Block	20	5·98	5·98	1·495	4·485	
2.	Const. of Mini Sluice gate over Ukai bari cherra near the land of Rajesh Biswas at Madhva Krishnapur G/P under Teliamura RD Block	20	5.98	5.98	1·495	4.495	Tribal area

1	2	3	4		6	7	8
3.	Const. of Sluice gate over Bala cherra near the land of Sachindra sarkar at Uttar Krishna pur G/P under Teliamura RD Block	30	6·97	6·97	1·74	5·23	
4.	Const. of Low height pick up weir over Maiganga cherra south Krishnapur G/P at Teliamura RD Block	10	3·01	5·62	0·905	2·715	
5.	Const. of earthen barrage over Duksi Cherra (near Kali Mohon para) at Uttar pulinpur G/P under Teliamura RD Block	60	13.43	12·42	3·36	10·07	Tribal area
6.	Const. of Pick-up-weir wooden gate over Tristha cherra under Jaganath bari G. P at Teliamura RD Block.	30	7·20	7·20	2·80	5·40	
		750	197 04	197·04	49·277	147·763	

1	2	3	4	5	6	7	8
	TELIAMURA R.D. BLOCK BF—750		197.04	197.04	49.277	147.763	
7.	Const. of Low height pick up weir over Sona cherra near the land of Sadhan Biswas under Uttar Krishnapur G/P at Teliamura R D. Block	10	3.62	3.62	0.915	2.715	
8.	L.I. Schemes at Korbongbari under Teliamura Block	30	17.37	17.37	4.342	13.028	Tribal area
9.	Col. Schemesat Icharbil under Teliamura Block	30	17.37	17.37	4.342	13.028	
10.	Const. of 2 Nos. R.C.C. spill way at Dinai cherra under Teliamura Block	100	14.63	14.63	3.66	10.97	
11.	Const. of 2 Nos. R.C.C. spill way on Chamul Bill under Teliamura Block	100	14.63	14.60	3.66	10.97	

1	2	3	4	5	6	7	8
	KALYANPUR RD BLOCK						
	12. Const. of Sluice gate over Maibikram Bakrai cherra at Maibikram Para in Durgapur G/P under Kalyanpur Block.	30	6·97	6·97	1·74	5·23	Tribal area
	13. Const. of pick up weir with wooden gate over Sacnarai cherra near Rom Babu Sampadak S.B school at Uttar Ghalitali G/P under Kalyanpur Block.	30	7·20	7·20	1·80	5·40	
	14. Const. of earthern, Mini barrage over Ekrai cherr near the land of Madhu Deb barma at Pachim Kalyanpur G/P under Kalyanpur RD Block	50	7·94	7·94	1·99	5·96	Tribal area

1	2	3	4	5	6	7	8
15,	Const of earthen barrage over Hatai cherra near Sadhu Para at Rupai G/P under Kalyanpur Block	60	13·43	13·43	3·36	10·07	Tribel area
16.	Const. of earthen Mini barrage over Rupai cherra near the land of Sukumar Deb barma at Rupai G/P under Kalyanpur RD Block	50	7·94	7·94	1·99	5·66	
17.	Const. of Pick up weir with wooden gate over Gongrei cherra near the wooden bridge at Purba Kunjabon G/P under Kalyanpur Block	30	7·20	7·20	1·80	5·40	

1	2	3	4	5	6	7	8
	PADMABILL BLOCK						
18.	Const. of earthen Mini barrage over Kachu cherra near the land of Parendra deb barma (Master) at south Ramchandra ghat G/P under Padmabill Block	50	7.94	7.94	1.99	5.95	Tribal area
19.	Const. of earthen Mini barrage over Mohi cherra near the land of Soajhara at Ratanpur G/P under Padmabill Block	50	7.94	7.94	1.99	5.950	Tribal area
20.	Const. of earthen Mini Barrage over Ujanai cherra near the land of Chandra Mohan deb barma under Akhra bari G/P at Padmabil R.D. Block	50	7.94	7.94	1.99	5.950	Tribal area
		1420	4[illegible]9.16	439.16	934.886	284.824	

ACCELERATED IRRIGATION BENEFIT PROGRAMME (CENTRAL LOAN ASSISTANCE) FOR IRRIGATION PROJECT IN SONAMURA SUB-DIVISION UNDER WEST TRIPURA DISTRICT

(Rs. in Lakhs)

Sl No.	Name of Project	Area to be irrigated (Ha)	Cost as par 1998 price level (Lac)	Requirement of fund during1999-2000 (Lac)	StateGovt sharefo 1999-2000 Lac)	Central loan Assistance require under AIBP during 1999-2000 (Lac)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
	MELAGHAR BLOCK						
1.	Const. of earthen Dam over Taibandal cherra rear Tuishakhandal brigde No. I at Chandal G/P under Melaghar R D. Block	50	7.28	7.28	1.82	5.46	Tribal area
2.	L I. Scheme at Kathalia mura and Gorurbund under Melaghar Block	30	17.37	17.37	4.342	13.028	Tribal area
3.	Const. of Mini Sluice gate at Kaliram under Melaghar Block. Rajib Nagar	20	5.98	5.98	1.495	4.485	Tribal area

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Const. of Low height pick up weir over Urmai charra near the land of Abdul Rajshid and Habil Miah at Madhya para under Urmai G.P. in Melaghar Block	10	3.62	3.62	0.905	2.715	Tribal area
5.	Const. of Low height pick up weir over Tuisama cherra near the land of Padmamani Noatia under Chandul G/P in Melaghar Block	10	3.62	3.62	0.905	2.715	Tribal area
6.	Const of Mini Sluice gate over Kaliram bar cherra near the house of Atul sarkar and Kanu Deb nath under Rajib nagar G/P in Melaghar Block	20	5.98	5.98	1.295	4.485	Tribal area

1	2	3	4	5	6	7	8
	7. Const of Low height pick up weir over Urmai cherra rear the land of Karim Miah and Jainal Uddin at Dakshin para under Urmai G/P in Melaghar Block	10	3 62	3,62	0.905	2,715	Tribal rrea
	8. Const. of Low height pick up weir over Kaliram cherra near the land of Anil Das under Bagabassa G/P in Melaghar Block	10	3.62	3·62	0.905	2.715	Tribal area
	9. Const. of Low height pick up weir over Tuisama cherra near the land of Jatra Kumar Noatia under Chandul G/P in Melaghar Block	10	3.62	3.62	0.905	2.715	Tribal area

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions and Answers)

1	2	3	4	5	6	7	8
	10. Const. of Low height Pick up weir over Urngri cherra near the land of krishna deb barma and Hafiz miah at kirtania bari under Dasarath bari G/P in Melaghar Block	10	3·62	3·62	0·905	2·715	Tribal are
	BOXONAGAR BLOCK						
	11. Const. of earthen dam over Pali cherra at Anandanagar G/P under Boxonagar Block	50	7·28	7·28	1·82	5·46	
	12. Const. of earthen dam over Bijoy river near L. I. scheme at Rahimpur G/P under Boxonagar R. D. Block	50	7·28	7·28	1·82	5.46	
		280	72·89	72·89	18·222	54·668	

1	2	3	4	5	6	7	8
		380	72·89	18·222	54·668		
13.	Const of low height pick up weir over Sonai chari adjacent to Matinagar market under Motinagar G/P in Boxonagar Block	10	3·62	3·62	0.905	2,715	
14.	Const of low height pick up weir over Sonai chari near the house of Abdul razzak adjacent of S, P. T bridge panchnalia under Motinagar G/P in Boxonagar Block	10	3·62	3·62	0·905	2·715	
15.	Const of low heigh pick up weir over Soani charai near the house of Nagabasi deb barma at Dhaniram pur under Mainama G/P in Boxonagar Block	10	3·62	3·62	0·903	7·715	Tribal area

1	2	3	4	5	6		8
16.	Const. of spill way over Harimangal cherra near Boxanagar Market under Boxanagar G/P in Boxonagar Block	10	3.80	3.80	0.95	2.85	Tribal area
17.	Const. of sluice gate over Pagli cherra adjacent to Kamala Nagar P.H.E. 7 under Ananda Nagar G/P in Boxonagar	30	6.97	6.97	1.74	5.23	Tribal area
	KATHALIA BLOCK						
18.	Const. of 2 Nos. RCC Pick up weir/spill way at Nidaya under Kathalia Block	48	13.88	13.88	3.47	10.41	Tribal area
19.	Const. of spill way over Korolia cherra/Dhup cherra under Monai pathar G/P in Kathalia Block	10	3.80	3.80	0.95	2.85	Tribal area

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	Const. of spill way over Daogang near Tilla bari colony under Monai Pathar G/P in Kathalia Block	10	3.80	3.80	0.95	2.85	Tribal area
21.	Const. of spill way over Chandi cherra near the house of Inspector Tripura under Kalikhola G/P in Kathalia Block	10	3.80	3.80	0.95	2.85	Tribal area
		428	119.80	119.90	29.947	89.853	

LIST OF WORKS SHOWING THE COST/COMMAND AREA OF EACH PROJECT UNDER THE A. I. B. P. SCHEME DHALAI/NORTH TRIPURA DISTRICT

Sl No.	Name of works	Total cost of project	Admn. appl accorded	Camman area.	Amt. of Central loan assistances	Amt. of state govt share.	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Constn. of R S. pick up weir on Nabincherra under KAN Agri. Sub-Divn. (ST)	7·00	7 00	40 H.	5·25	1·75	3/4th work done/ in prograss.
2.	Constn. of pick up woir with LI at Bolcherra under Salema Agri. Sub-Divn (G)	20 00	20'00	50 H	15·00	5·00	Work in prograss.
3.	R. C. C. Irrigation weir at Talakpara with pump set-? nos (G)	12·00	12·00	45 H	9·00	3 00	—do—

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Constn. of pick up weir over Lalcherra including pumphouse pumpset etc. at Baruakandi (ST) upstream.	16 53	16·53	80 H	12·40	4·13	Work completed and handedover
5.	(ST) Downstream	9·33	9 33	60 H	7·00	2·33	—do—
5.	Constn. of pick up weir with LI at Haldicherra at puspawani (upstream) (ST)	16·00	16 00	70 H	12·00	4·00	work in prograss
6.	Springlar irrigation system at Churaibari (G)	1·99	1·99	1·60	1·50	0·49	—do—
7.	Pipeline and wat erreserveir at Panisagar. (G)	2·66	2·66	1·60	21.00	0·60	—do—
8.	R. C. C Irrigation weir at Bagalessa G.P with pump house and pump set 2 nos. (G)	12·00	12·00	55·0	9·00	3·80	—do—

1	2	3	4	5	6	7	8
	9. Constn of pick up weir with LI at Hiracherra G)	6.41	6·41	45	4·81	1·60	—do—
	10 Constn of pick weir with LI Hidricherra under Manuvalley G, P, (SC)	5·34	5·34	65	4·01	1·33	—do—
	11. Constn, of pick up weir at west karamcharra with LI (Down stream under Chailengta (ST)	10·67	10·67	40	8·00	2·67	Work completed
	12. Constn. of pick up weir at Pokuacherra with pumpset & pump house etc, (G)	13·34	13·34	57·60	10·00	3·34	work in prograss
	13. Constn, of pick up weir with LI at Srinathpur G,P (S, T)	6·67	6·67	40 H	5·00	1·67	work in prograss
		139·94	139·94	6[illegible]8· 80 H	104·97	34·97	lakhs

LIST OF WORKS SHOWING THE COST OF EACH PROJECT
UNDER A.I.B.P. SCHEME (WEST DISTRICT)

Sl. No.	Name of works	Total cost of project	Admn. appl. accorded	Cammand area.	Amt. of central loan assistance	Amt; of state Govt. share	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
14.	Constn. of water harvesting structure at Chonnibil cherra Ghilatali, G.P. under Teliamura Agri. Sub-divn. (SC)	18.86	18.86	40H.	14.15	4.71	Work order issued
15.	Constn. of water harvesting stucture at Rangapania cherra/ Dharkabari, Nabinagar under Bishalgarh Agri. Sub-Divn. (G)	11.84	11.84	35	8.88	2.96	—do—

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	Constn of water harvesting stucture at Kinabancherra at Konaban, Bishalgarh Agri. Sub-Divn. (ST)	9.40	9.40	37	7.05	2.35	—do—
17.	Constn. of water harvesting structure at Kandani cherra, Devipur Bishalgarh Agri. Sub-Divn. (G)	9.79	9.79	30	7.34	2.45	—do—
18.	Constn. of apil lay on Kuri cherra at Khas Madhupur G.P. under Bishalgarh (ST)	9.65	9.65	26	7.24	2.41	—do—
19.	Constn. of water harvesting structure at Kachari cherra, Dukli, Bishalgarh (ST)	7.56	7.56	20	5.67	1.89	—do—

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	Constn. of water harvesting structure at Chinaibaricherra, Singarbil, Mohanpur, (SC)	20.01	20.01	65	15.00	5.01	—do—
21.	Constn. of water harvesting structure at Jalicherra, Lichibagan G.P. Mohanpur Agri. Sub-Divn. (ST)	19.34	19.34	52	14.50	4.84	—do—
22.	Constn. of water harvesting structure at Fatickcherra under Mohanpur Agri. Sub-Divn. (SC)	10.15	10.15	45	8.00	2.15	—do—
23.	Constn of water harvesting structure at Kamalghat cherra/ Mohanpur (G)	16.00	16.00	33	12.00	4.00	—do—

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions and Answers)

1		4	5	6	7	8
24. Constn. of water harvesting structure at Jhagicherra/ Putunagar G.P. under Mohanpur. (ST)	16.67	16.67	45	12.50	4.17	workorder issued
25. Constn. of water harvesting structure at Kalacherra Pachim Noabadi G.P. under Jirania Agri. Sub-Divn. (ST)	20.01	20.01	38	15.00	5.01	—do—
26. Constn. of water harvesting structure at Jagannathcherra/ Pachim Champamura G.P. under Jirania Agri. Sub-Divn. (SC)	21.34	21.34	50	16.00	5.34	—do—

1	2	3	4	5	6	7	8
27,	Constn, of water harvasting structure at choramara at sachindranagar colony G, P under jurania, (SC)	21·34	21·34	62	16·00	5·34	—do—
28,	Const, of water harvesting structure at davtacherra, uidhanagar G,P under jirania, (G)	22·01	22·01	55	16·00	5·51	—do—
		233·97	233·37	653H	175·83	58·14	lakhs.

LIST OF WORKS SHOWING THE COST OF EACH PROJECT UNDER THE A. I. B. P. SCHEME
SOUTH TRIPURA DISTRICT

Sl No.	Name of works	Total cost of project	Admn. appl accorded	Cammand area.	Amt. of Central loan assistnces	Amt. of state govt share.	Remarks
1	2	3	4		6	7	8
29.	Constn. of pick up weir on south Bhuratali cherra under Satchand Agri. Sub-Divn. (G)	23·01	23·01	45H	17·25	5·76	warkorder isaued
30.	Constn. of pick up weir on Chikancharra at Takhiraipara under Matabari Agri. Sub-Divn. (ST)	31·34	31·34	60	23·50	7·84	—do—
31.	Extn. of irrigation channel from the diversion scheme on Kichigungcherra, Matabari Agri. Sub-Divn. (ST)	25·34	25 34	35	19 00	6·34	—do—

1	2	3	4	5	6	7	8
32.	Constn, of irrigation channel at Gokulpur. SMF under Matabari Agri. Sub-divn. (Main channal) (G)	11·00	11·00	8 20	8·25	2·75	—do—
33.	Constn. of irrigation facilities at Rangkang under Amarpur Agri, Sub-divn, (SC)	28 75	28·75	40	21·57	7·18	—do—
		119·44	119·44	188·20H	89·57	29·87	

Grand Tota	dmn Amt.	Command area	Central shere
	493.35 lacs	1500.00 H	370.37 lacs

ANNEXURE—'B'

Admitted Starred Question : No—16

Name of Member : Shri Shyama Charan Tripura.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Department of Industries & Commerce be Please to State :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে ত্রিপুরার নির্মিত বাঁশ বেতের শিল্প সামগ্রী বিক্রির জন্য ব্যাঙ্গালোরে একটি বিপণন কেন্দ্র খোলা হবে।

২। ঐরূপ বিপণন কেন্দ্র মুম্বাইতে খোলার কোন পরিকল্পনা আছে কি না?

উত্তর

১। ত্রিপুরা হস্তত‍াঁত ও কারুশিল্প উন্নয়ন নিগম ব্যাঙ্গালোরে একটি বিপণন কেন্দ্র "পূর্বাশা" খোলার পরিকল্পনা রয়েছে।

২। এইরূপ বিপণন কেন্দ্র মুম্বাইতে খোলার পরিকল্পনা আপাতত নেই।

Abmitted Starred Question No :— 19

Name of The Membere :— Sri Nagendra Jamatia;

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the public works Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে BRDP (Border Road Div. Project) কত কিঃ মিঃ সড়ক নির্মান করা হয়েছে?

২। সড়কগুলো কোন মহকুমায় কত কি: মি আছে?

উত্তর

১। BRDP (Border Road Div Project) নামে কোন স্কীম ত্রিপুরায় চালু নেই।

২। ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

Admitted starred Question No. 22

Name of The Membere Sri Anil Chakna.

Will the Hon'ble Minister in chargeof the water Resource Department be please to state—

প্রশ্ন

১। আগামী ২০০১-২০০২ ইং আর্থিক বছরে ছাকমাঘাটে কৃষি জমিতে জল সেচের জন্য নির্মিত মাঝারি সেচ প্রকল্পটি চালু করা সম্ভব হবে কি না?

২। না হলে তার কারণ কি?

৩। রাজ্যের অন্যান্য স্থানে অনুরূপ আরো মাঝারি জল সেচ প্রকল্প চালু করার পরিকল্পনা আছে কি না?

উত্তর

১। খোয়াই মাঝারি সেচ প্রকল্পটি ১৯৯৭ ইং সনের জুলাই মাসে চালু হয়ে গিয়েছে।

২। উপরিউক্ত উত্তরের পরিপেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসে না।

৩। আপাতত: নেই।

Admitted Starred Question No. 23

Name of Member Sri Joy Gobinda Deb Roy.

Will the Hon'ble Minister in charge of the Water Resource Department be please to state—

প্রশ্ন

১। মহারানী গোমতী ব্যারেজের কাজ কোন সালে শুরু হয়েছিল?

২। সেই ব্যারেজের কাজ সম্পূর্ণভাবে শেষ হয়েছে কি না?

৩। এই ব্যারেজের কাজে ২০০০ ইং সনের আগষ্ট মাস পর্যন্ত কত টাকা খরচ হয়েছে?

৪। সেই ব্যারেজের কাজ সম্পন্ন হলে কত কানি জমি সেচের আওতায় আসবে?

৫। যদি শেষ না হয় তবে কবে নাগাদ এর কাজ শেষ হবে?

উত্তর

১। মহারাণী গোমতী ব্যারেজের কাজ ১৯৮০—৮১ ইং সনে শুরু হয়েছিল।

২। মূল ব্যারেজের কাজ ১৯৮৬ ইং সনে শেষ হয়েছে কিন্তু তৎসঙ্গীয় ক্যানেলের কাজ এখনো চলিতেছে।

৩। ২০০০ ইং সনের আগষ্ট মাস পর্যন্ত এই ব্যারেজের কাজে খরচের পরিমান ৩৪.৯৪ কোটি টাকা।

৪। এই ব্যারেজের কাজ সম্পূর্ণ হলে মোট ৪৪৮৬ হেক্টর (বামপার্শ্বে ৩৭০৮ হে: এবং ডানপার্শ্বে ৭৭৮ হে:) অর্থাৎ ২৮.২৩২ কানি কৃষি জমি সেচের আওতায় আসবে।

৫। প্রকল্পটির কাজ বামপার্শ্বের ক্যানেল মার্চ ২০০২ ইং এর মধ্যে শেষ হবে আশা করা যায়। কিন্তু ডানপার্শ্বের ক্যানেলের কাজ পিত্রাছড়া হতে পুনরায় পরীক্ষা নিরীক্ষার পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

Admitted Starred Question No. 24

Name of The Member : Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister in charge of the finance Department be Please to State

প্রশ্ন

১। রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের তুলনায় কত শতাংশ মহার্ঘভাতা কম প্রদান করা হচ্ছে এবং বর্তমান অর্থ বছরে রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় মহার্ঘভাতা প্রদানের ব্যাপারে কত টাকা বাজেট বরাদ্দ রয়েছে।

২। ১৯৯৯-২০০০ ইং অর্থ বছরে নন্ প্ল্যান এবং প্ল্যান এক্সপেণ্ডিচার খাতে ত্রিপুরা সরকারের কর্মচারীদের বেতনভাতা প্রদানে কত টাকা খরচ হয়েছে এবং সেটা বাজেটের কত শতাংশ।

উত্তর

১। প্রথমতঃ বর্তমানে রাজ্য সরকারী কর্মচারীগণ তাদের মূল বেতনের ২২ শতাংশ হারে মহার্ঘভাতা পাচ্ছেন। সেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীগন তাদের মূল বেতনের ৩৮ শতাংশ হারে মহার্ঘভাতা পাচ্ছেন। তবে কেন্দ্রীয় সরকার তার কর্মচারীদের জন্য গত ১লা জুলাই থেকে আরো ৩ শতাংশ হারে মহার্ঘ ভাতা মঞ্জুরীর ঘোষণা দিয়েছে। দ্বিতীয়তঃ বর্তমান অর্থবছরে অর্থাৎ ২০০০-২০০১ ইং সনে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের জন্যে অতিরিক্ত হারে মহার্ঘভাতা প্রদানের খাতে রাজ্য সরকার বাজেটে কোন অর্থ বরাদ্দ করে নাই।

২। ১৯৯৯-২০০০ ইং অর্থ বছরে পরিকল্পনা এবং পরিকল্পনা বর্হিভূত খাতে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের বেতন ভাতাদি খাতে প্রকৃত ব্যয়ের হিসাব এখনো এ, জি, ত্রিপুরা থেকে পাওয়া যায়নি। তবে ১৯৯৯-২০০০ ইং অর্থ বছরের পরিশোধিত বাজেটে সরকারী কর্মচারীদের জন্যে বেতন ভাতাদি খাতে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছিল এইরূপ।

রাজ্য পরিকল্পনা খাতে	১৬৫.৩২ কোটি টাকা
কেন্দ্রীয় প্রকল্পে	৩১.৭৮ কোটি টাকা
মোট পরিকল্পনা খাতে	১৯৭.১০ কোটি টাকা
পরিকল্পনা বর্হির্ভূত খাতে	৬৫৪.৪২ কোটি টাকা
সর্ব মোট	৮৫১.৫২ কোটি টাকা

এই খাতে ব্যয় বরাদ্দ ঐ অর্থ বছরের মোট বাজেট বরাদ্দের শতাংশ হারে এইরূপ :

রাজ্য পরিকল্পনা খাতে	৮.৮২ শতাংশ
কেন্দ্রীয় প্রকল্প খাতে	১.৭০ শতাংশ
মোট পরিকল্পনা খাতে	১০.৫২ শতাংশ
পরিকল্পনা বহির্ভূত খাতে	৩৪.৯২ শতাংশ
সর্বমোট	৪৫.৪৪ শতাংশ

Admitted Starred Question No : 26

Name of Member ; Shri Sudhan Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Industries & Commerce be please to state :

প্রশ্ন

১। ১৯৯৮ ইং সালের এপ্রিল মাস থেকে ২০০০ ইং সালের জুন মাস পর্য্যন্ত সরকারী ও বে-সরকারী উদ্যোগে কয়টি ছোট বড় শিল্প ইউনিট গড়ে উঠেছে ?

২। এতে কত লোকের কর্ম সংস্থান হয়েছে ?

৩। বর্তমান আর্থিক বৎসরে কি ধরনের শিল্প গড়ে উঠবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। ১৯৯৮ ইং সালের এপ্রিল মাস থেকে ২০০০ ইং সালের জুন মাস পর্য্যন্ত সরকারী উদ্যোগে রাজ্যে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেনি। তবে, বে সরকারী উদ্যোগে শিল্প স্থাপনের জন্য মোট ৮২৮টি ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানকে রাজ্য সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধীনস্ত জেলা শিল্প কেন্দ্র হতে রেজিষ্ট্রেশন দেওয়া হয়েছে।

রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলো নিম্নরূপ :—

	স্থায়ী (Permanent)	অস্থায়ী Provissional)
SIDO	১১৭	৬০৬
Non. SIDO,	২৩	৮২
মোট	১৪০	৬৮৮

উত্তর

২। তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

৩। বর্তমান আর্থিক বৎসরে তামাক, সিমেন্ট, পাওয়ার প্রোজেক্ট এবং গ্লাস ও সিরামিক জাতীয় শিল্প কারখানা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বহি: রাজ্যের শিল্পোদ্যোগীরা আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

Admitted Starred Question No : 27

Name of the Member : Samir Deb Sarkar,

Will the Hon'ble Minister in change of Fisheries Department be pleased to state

প্রশ্ন

১। বর্তমানে রাজ্যে মাছের পোনার চাহিদা কত ?

২। চাহিদা পূরনের জন্য দপ্তর কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন, এবং

৩। মৎস্য দপ্তর মাছের চাহিদা পূরনের জন্য গত বৎসর কি পরিমান মাছ বাজারজাত করেছেন ?

উত্তর

১। বর্তমানে রাজ্যে মাছের পোনার চাহিদা মোট ৮'০০ কোটি (আট কোটি)।

২। বর্তমানে রাজ্যে মাছের পোনা চাহিদার তুলনায় সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে অধিক উৎপাদিত হচ্ছে। সুতরাং চাহিদা পূরনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের প্রশ্নই উঠে না।

৩। মৎস্য দপ্তর গত আর্থিক বছরে অর্থাৎ ১৯৯৯-২০০০ সরকারী জলাশয় থেকে মোট ৪০'৭৭০ (চল্লিশ হাজার সাতশত সত্তর) কে. জি. মাছ বাজারজাত করেছেন।

Admitted Starred Question No : 28

Name of the Member : Shri Anil Chakma

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Department of Industries & Commerce be Please to State .—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে ও রাজ্যের বাহিরে কতটি পূর্বাশার শাখা বিক্রয় কেন্দ্র রয়েছে, তার মধ্যে কোন পূর্বাশা শাখাতে প্রতি মাসে সর্বোচ্চ বিক্রয় হয়।

২। আর কোন পূর্বাশাতে সর্বনিম্ন বিক্রয় হয়ে থাকে।

৩। আগামী আর্থিক বছরে নতুন পূর্বাশা বিক্রয় কেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা আছে কি না

উত্তর

রাজ্যে ও রাজ্যের বাহিরে বর্তমানে ৩০টি শাখা বিক্রয় কেন্দ্র আছে। ১৯৯৯—২০০০ ইং আর্থিক বছরে নতুন দিল্লীস্থ পূর্বাশা শাখাতে সব চেয়ে বেশী কারুজাত শিল্প তাঁত বস্ত্রাদি বিক্রয় হয়েছে।

১৯৯৯—২০০০ ইং আর্থিক বছরে উদয়পুর মাতাবাড়ী পূর্বাশা শাখা বিক্রয় কেন্দ্রে সর্বনিম্ন তাঁতবস্ত্র ও কারু শিল্প দ্রব্যাদি বিক্রয় হয়েছে।

ত্রিপুরা হস্তত াত ও কারুশিল্প উন্নয়ন নিগম কর্তৃক ব্যাঙ্গালোরে একটি নতুন ',পূর্বাশা'' বিক্রয় কেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা আছে।

Admitted Starred Question No : 30

Name of The Membore :— Sri Nagendra Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Public Works Depatment be Please to state—

প্রশ্ন

১। অমরপুর মহকুমার অমরপুর কাচকক (কাসকু) তৈদু শিংশিলুং তৈদু-পঙ্কু রাস্তাগুলোর বেহাল অবস্থা দূর করার জন্য কোন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা?

২। না নেওয়া হলে তার কারন কি?

উত্তর

১। হ্যাঁ

২। ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না

Admitted Starred Question No :— 34

Name of M.L.A. :— Sri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Public Works Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। তেলিয়ামুড়া ডিভিশান অন্তর্গত শান্তিনগর গ্রাম পঞ্চায়েত-এ পেকনীছড়া ব্রীজ থেকে পঞ্চায়েত অফিস অব্দি রাস্তাটি বর্তমান বৎসরে ব্রীক সলিং করা হবে কিনা?

উত্তর

১। হ্যাঁ। বর্তমান অর্থ বছরেই উক্ত রাস্তাটি ব্রীক সলিং করার পরিকল্পনা আছে।

Admitted Starred Question No. 35

Name of the Member Shri Shyama Charan Tripura.

Will the Hon'ble Minister in charge of the Public Works Department be please to state—

প্রশ্ন

১। Schedule of work—এ ছামনু শিকারীবাড়ী সড়কের জন্য আর্থিক বরাদ্দ থাকা সত্বেও এখন পর্যান্ত কাজ শুরু না হওয়ার কারণ কি, এবং

২। কবে পর্যান্ত ঐ কাজ শুরু হবে বলে আশা করা যায় ?

৩। বর্তমান আর্থিক বৎসরে মানিকপুর মালিধর সড়ক নির্মানের কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

৪। থাকিলে কবে শুরু হবে ?

৫। না থাকিলে কারন ?

উত্তর

১। দুর্গম অঞ্চলের এই রাস্তাটি সার্ভের কাজ সময়মত সম্পূর্ণ করা যায় নি। সার্ভের কাজ শেষ করতে না পারার দরুন রাস্তার কাজ শুরু করা সম্ভব নয়নি।

২। উক্ত রাস্তার তিন থেকে চার কিলোমিটার পর্যন্ত সার্ভের কাজ শেষ করে ইষ্টিমেট তৈরী করা হয়েছে। এই অংশের কাজ বর্তমান আর্থিক বছরের শেষ দিকে শুরু করা যাবে বলে আশা করা যায়।

৩। রাস্তাটি উন্নয়নের পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন।

৪। আর্থিক অপ্রতুলতার দরুন এবং নিরাপত্তাজনিত কারনে দুর্গম অঞ্চলে অবস্থিত সমস্ত রাস্তার কাজ একই সাথে হাতে নেওয়া সম্ভব নয়, তবে এই সড়কে রাজধর ছড়ার উপর একটি বেইলি ব্রীজ ও মালিধর ছড়ায় একটি cause way নির্মান করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বেইলী ব্রীজ ও cause way নির্মানের ডিজাইন তৈরী হচ্ছে। আশা করা যায় বর্তমান আর্থিক বছরের শেষের দিকে এই কাজগুলি শুরু করা যাবে।

৫। ৪ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No. 48

Name of the Member : Shri Ratanlal Nath

Will the Hon'ble Minister in charge of the Public works Department be Please to State

প্রশ্ন

১। রাজ্য সরকারের পূর্ত দপ্তরের মেহা নং এফ, ১৯ (৪) পি, ডব্লু, ডি (সি) ৯৮ তাং ১৮-৩২০০ এবং ১০-৪-২০০০ অনুযায়ী যে দুই মেমোরেণ্ডাম প্রকাশিত হযেছে তাতে ত্রিপুরা সরকারের আবাসন গুলির লাইসেন্স ফি ও ষ্ট্যাণ্ডার্ড রেন্ট পুনঃনির্ধারনের ক্ষেত্রে কি ধরনের পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে এবং ইতিপূর্বে পূর্বেকার লাইসেন্স ফি ষ্ট্যাণ্ডার্ড রেন্ট কত ছিল। কোন তারিখে সেটা ত্রিপুরা গেজেটে প্রকাশিত হয়েছিল ?

২। নতুন ও পুরাতন সরকারী আবাসনগুলি (সেইম টাইপ) কিছুটা ভিন্ন ধরনের হওয়ার সত্বেও উক্ত মেমোরেণ্ডাম মূলে সমহারে লাইসেন্স ফি এবং ষ্ট্যাণ্ডার্ডরেন্ট ধার্য্য করার যুক্তিগ্রাহ্য কারন কি ?

উত্তর

১। ত্রিপুরা সরকারের সরকারী আবাসনের লাইসেন্স ফি পুন নির্দ্ধারনের ক্ষেত্রে ১৯৯৬ সাল থেকে চালু নতুন বেতনক্রমে নির্ধারিত মূল বেতনের ১০% অথবা টাইপ অনুযায়ী ধার্য্য নির্দ্ধারিত অংকের মধ্যে যেটা কম হবে সেটাই লাইসেন্স ফি হিসাবে পুনঃনির্দ্ধারিত হয়েছে। আবাসনের ষ্ট্যাণ্ডার্ড রেন্ট পুনঃ নির্দ্ধরনের ক্ষেত্রে ১৯৯৮ সালের ত্রিপুরা সিডিউল অব রেট অনুসারে প্লিন্থ এরিয়া অনুযায়ী আবাসনের মূলধনী খরচ ও জমির মূল্য বিবেচনায় আনা হয়েছে।

১-১১-৮৭ তারিখে প্রাপ্ত মূল বেতন ও সি এর যোগ ফলের শতকরা ১০ ভাগ অথবা টাইপ অনুযায়ী নির্দ্ধারিত ষ্ট্যাণ্ডার্ড রেন্টের মধ্যে যেটা কম সেটাই মাসিক লাইসেন্স ফি হিসাবে ধার্য্য হতো।

ষ্ট্যাণ্ডার্ড রেন্ট নিম্নরূপ ছিল—

আবাসনের টাইপ		ষ্ট্যাণ্ডার্ড রেন্ট
টাইপ—১	—	৩৭ টাকা
,, ২	—	৭৭ টাকা
,, ৩	—	৪৯ টাকা
,, ৪	—	১৭১ টাকা
,, ৫	—	২৩৮ টাকা
,, ৬	—	৩৯৫ টাকা

১৯৬৫ সনে ত্রিপুরা গেজেটে প্রকাশিত হয়েছিল।

২। সরকারী আবাসনগুলি রাজ্যের বিভিন্ন অংশে অবস্থিত এবং স্থান ভেদে জমির মূল্যের তারতম্য ঘটে। ফলে ভাড়া নির্দ্ধারনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্থানে ভাড়ার তারতম্য হবার সম্ভাবনা থাকে। তাই, জমির গড় মূল্য ধরে এবং ১৯৯৮ ইং সনের সিডিউল অব রেট অনুসারে প্লিন্থ এরিয়া অনুযায়ী নতুন ও পুরাতন আবাসনের লাইসেন্স ফি ও ষ্ট্যাণ্ডার্ড রেণ্ট সমভাবেই নির্দ্ধারন করা হয়েছে। বর্তমানে নির্দ্ধারিত লাইসেন্স ফি প্রচলিত বাজার দর এবং বেতনের ১০% থেকে অনেক কম।

Admitted Starred Question No :49

Name of The Member : Shri Prakash Chandra Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। বর্তমান আর্থিক বছরে চেচুরিয়া হইতে আগরতলা ভায়া নোয়াগাঁও–লেম্বুছড়ার সলিং করা রাস্তাটি কার্পেটিং করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা এবং,

২। চেচুরিয়া হইতে কামালঘাট (তহশীল সংলগ্ন) সলিং করা রাস্তাটি কার্পেটিং করা সহ উক্ত রাস্তার ভগ্নপ্রায় দুইটি কাঠের সেতু দুটি সংস্কার করা হবে কিনা ?

উত্তর

১। নেই।

২। চেচুরিয়া হইতে কামালঘাট (তহশীল সংলগ্ন) সলিং করা রাস্তাটি কার্পেটিং করার কোন পরিকল্পনা বর্তমানে নাই। উক্ত রাস্তার কাঠের সেতু দুটি সংস্কার করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

ANNEXURE—'C'

Admitted Un-Starred Question No—[illegible]

Name of The Member : Shri Shyama Charan Tripura. Shri Joy Gobinda Deb Roy.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ১৯৯৮-৯৯ ইং থেকে ১৯৯৯-২০০০ ইং বর্ষে কোন মহকুমায় কতজন উপজাতি কৃষককে বেআইনী হস্তান্তরিত জমি প্রত্যর্পন করা হয়েছে প্রত্যর্পিত জমির পরিমান কত ?

২। তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকারের আমলে যে ২৯৯৯ জন উপজাতি বেআইনী হস্তান্তরিত জমি ফেরৎ পান, তাদের নাম, পিতার নাম, ঠিকানা ? (বিভাগ ভিত্তি)

৩। জমি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে অনুপজাতি পরিবারগুলি কোন আর্থিক সাহায্য পেয়েছে কিনা ? তার পরিমান কত ?

উত্তর

১। ২। ৩। তথ্য সংগ্রহাধিন আছে।

Admitted Un-Starred Question : No—6

Name of the Member : Shri Shyama Charan Tripura.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Public works Department be Pleased to State :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে প্রস্তাবিত নূতন রাজধানী কমপ্লেক্স এবং কমপ্লেক্সের প্রস্তাবিত নতুন মন্ত্রালয় ও আবাসন (টাইপ ওয়ান হইতে টাইপ সিক্স) বিধানসৌধ, সদস্য আবাস বাবদ আনুমানিক ব্যয় বরাদ্দ কত, (আইটেম ভিত্তিক পৃথক পৃথক হিসাব) ?

২। উক্ত মন্ত্রনালয় এবং বিধানসভা ভবন গ্রেনাইট পাথরে নির্মিত হবার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?

৩। না থাকলে তার কারন ?

উত্তর

১। নূতন রাজধানী কমপ্লেকস্ প্রজেক্টের জন্য সর্ব্বমোট আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছে ১৭৭ কোটি টাকা।

প্রশ্নানুসারে আইটেম ভিত্তিক পৃথক পৃথক হিসাব নিম্নে দেওয়া হল :—

ক) নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং	১৫৭৫ লক্ষ টাকা
খ) নিউ, এসেম্বলী	১২৬০ লক্ষ টাকা
গ) এম. এল. এ হোস্টেল	৫১০ লক্ষ টাকা
ঘ) রেসিডেন্টসিয়েল কোয়ার্টার	
১। টাইপ—১ (৩০০ কোয়ার্টার)	৮২৫ লক্ষ টাকা
২। টাইপ—২ (৩০০ কোয়ার্টার)	১০৩০ লক্ষ টাকা
৩। টাইপ—৩ (৪০০ কোয়ার্টার)	১৭২৪ লক্ষ টাকা
৪। টাইপ—৪ (২০০ কোয়ার্টার)	১৪০৮ লক্ষ টাকা
৫। টাইপ—৫ (১০০ কোয়ার্টার)	১৪২৮ লক্ষ টাকা
৬। টাইপ—৬ (৭০ কোয়ার্টার)	৫৬? লক্ষ টাকা
৭। টাইপ—৭ (৫টি কোয়ার্টার)	১২৬ লক্ষ টাকা

২। না। মন্ত্রনালয় ও বিধানসভা ভবনে ব্যাপক হারে গ্রেনাইট পাথর ব্যবহারের কোন পরিকল্পনা নাই।

৩। উক্ত কাজে ব্যাপক হারে উচ্চমূল্যের গ্রেনাইট পাথরের ব্যবহার বিবেচিত হয়নি।

Admitted Un-Started Question No. :—7

Name of the Member :— Sri Samir Deb Sarkar

Will the Hon'ble Minister of the Water Resource Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ১৯৯৯-২০০০ ইং অর্থ বর্ষে রাজ্যে মোট কতটি Lift Irrigation Scheme করার কথা ছিলো, তন্মধ্যে কতটির কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং (মহকুমা ভিত্তিক নাম সহ তালিকা)

২। বর্তমান অর্থ বর্ষে মোট কতটি Lift Irrigation Scheme স্থাপন করার পরিকল্পনা আছে ? (নামের তালিকা সহ মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১। মোট ২০৮টি L. I. Scheme করার কথা ছিলো তন্মধ্যে ১০৫টি চালু করা হয়েছে।
(মহকুমা ভিত্তিক হিসাব 'ক' সংযোজনিতে সংযোজিত করা হইল)

২। বর্তমান বর্ষে ১৬২টি L. I. Scheme স্থাপন করার পরিকল্পনা আছে।
(মহকুমা ভিত্তিক হিসাব 'খ' সংযোজনিতে সংযোজিত করা হইল।)

TARGET OF EXECUTION OF LIFT IRRIGATION SCHEMES DURING 1999-2000

Total : 208 Nos

Sub-division	Sl. No	Location of schemes
Sadar Sub-Division (13)	1.	Dasrambari,
	2.	Paschim debendranagar,
	3.	Radhapur.
	4.	Taranagar.
	5.	Chakma Field.
	6.	Kamukcherra.
	7.	Ishanpur (Sonaram)
	8.	Tairaj cherra.
	9,	Sonai
	10.	Sonatala (R/B)
	11.	Sonatala (L/B)
	12.	Rabicharan Thakur para
	13.	Uttar Debendr nagar (Abhi charan)
Bisalgarh (6)	14.	Kamthana
	15.	Krishna kishore nagar- II
	16.	Kasba East
	17.	Jampaijala Market
	18,	Pathaliaghat
	19.	Rayormura
Khowai (8)	20.	Shibbari
	21.	Sepai Haor Samatal Para
	22.	Tulashikhar Bazar
	23.	Bangla Haor
	24.	Ghaniamara

Sub-Division	Sl. No.	Location of schemes
Khowai	25.	Makumcherra
(8)	26.	Santipur
	27	North Chebri
Sonamura	28.	Matinagar near Market
(18)	29.	Kamal Nagar
	30.	Panch Nalia
	31.	North Valuarchar
	32.	Banicherra
	33.	Sarkar para
	34.	Talkajala
	35.	Chandinamura
	36.	Grantali-II
	37.	Madhuban (Khodabari)
	38.	Kamrangatali Paschim
	39.	Nalchar (L/B)
	40.	Nalchar (R/B)
	41.	Jharjharia
	42.	Earnarayan
	43.	Kemtali
	44.	Chandul
	45.	Khandakarpara
Kamalpur	46.	Kamalnagar Dashamighat
(37)	47.	Halahali Field-II
	48.	Panchashi Field-II
	49.	Noagaon Tribal Basti
	50.	Darang Basti
	51.	Katalutma

Sub-Division	Sl. No.	Location of schemes
Kamalpur	52.	Panchashi-III
(37)	53.	Maloymath-II (Golmura)
	54.	Hindustani basti
	55.	Maloymath-IV
	56.	Abhanga-II
	57.	Maloymath-III
	58.	Mayachari Tanglabari
	59.	Maracherra (Noagaon)
	60.	Dhalubari
	61.	Chandrai Cherra
	62.	Languchia basti
Ambassa	63.	Ambassa
(6)	64.	Kamala cherra-II
	65.	Harinmara-III
	66.	Nimai Debnath Para
	67.	South Lalchari
	68.	Balaram Word No. 1
Longtharai Valley	69.	Machli Field-I
	70.	Moynama
	71.	Nil Mohan Karbari para
	72.	Jarram Karbari Para
	73.	Chakramani Roaja Para
	74.	Manikpur Field-II
Kanchanpur	75.	Laljuri
(2)	76.	Sukhnacherra
Gandacherra	77.	Sixty Card
(3)	78.	Thirty six card

Sub-Division	Sl. No.	Location of scheme
Dharmanagar (16)	79.	Ramnagar—II
	80.	Yubarajnagar (Half-Long)
	81.	Betangi (Purba Tilthai)
	82.	Uttar Padma bill-II
	83.	Bhagyapur
	84.	South Hurua
	85.	Gobindapur
	86.	Ichailal Cherra
	87.	South-Bast Panisagar
	88.	Uttar Padma bill—III
	89.	Laugang from Noagaon Cherra
	90.	Dewanbari
	91.	Bagaicherra
	92.	Bilyapur
	93.	Karaicherra
	94.	Jalebasa—II

LIFT IRRIGATION

Sub-Division	Sl No.	Location of work
Amarpur	95.	SouthChel agang—II
(39)	96.	South Chelagang—III
	97.	Vanukarbaripara
	98.	Sukhia Das para
	99.	Malamkua—II
	100.	14 Card
	101.	Paschim Ekchari
	102.	Labacherra
	103.	Ekchari (South Chelagnag)
	104.	Chalnaiya
	105.	West Taishlong
	106.	Kamlai No. I
	107.	Rangamati—V
	108.	Birganj—III
	109.	Birganj—IV
	110.	South Mailakh
	111.	Dabbari—II (Pathanirchar)
	112.	Uttar char
	113.	South Malbassa
	114.	Kaipeng para
	115.	Burburia
	116.	Dhanlekha para
	117.	Madhya Malbassa
	118.	Malbassa Fishari
	119.	Nutanbazar—II (Ashram)
	120.	Kamariakhola
	121.	North Taidu
	122.	Kaowamara—II

Sub-Division	Sl. No.	Location of work
Amarpur	123.	Tabidapara
(39)	124.	North Mailak
	125.	Santipalli
	126.	East Daluma
	127.	Hapiabari
	128.	Nabinjoy para
	129.	Majumdarbari
	130.	Bangali Samatalpara-II
	131.	Bangali Samatalpara-III
	132.	Raishyabari
	133.	Sinaibari
Udaipur	134.	Ranicherra (L/B)
(18)	135.	Uttar Maharani
	136.	Khilpara
	137.	Lulunga
	138.	Amtali Purbapara
	139.	Anantardhum
	140.	Baishnabirchar-II
	141.	Kushamara (Mastularchar)
	142.	South Mirzamath
	143.	Gangacherra (Vagyermath)
	144.	Kachigangpara
	145.	Chandrapurpara
	146.	Amtali Madhyapara
	147.	North Brajendranagar
	148.	Tapania (Com)
	149.	Vaduriparchar
	150.	Shalgarah (Paschimpara)
	151.	Kacharirtilla

Sub-Division	Sl No.	Location of works
Belonia	152.	Majumdar khamar
(32)	153.	Chagharia
	154	Laxminarayanpur
	155.	Patichari
	156.	Rang ybari
	157.	Ratanpur Mogpara
	158.	Gaburcherra
	159.	Mahadevkum
	160.	Kakulia Palpara
	161.	Paschim C arakbai
	162.	Paschim Charakbai (Kalibari)
	163.	East Santirbazar
	164.	Madhya Pilak
	165.	Chowdhuri Pathar
	166.	Tuichama
	167.	Debipur
	168.	Laxmicherra
	169.	Batkhola
	170.	Sapinara (conv)
	171.	Ghoracherra (conv)
	172.	Shilcherra
	173.	Maicherra-II
	174.	JoyLanpara
	175.	Shibpur
	176.	Uttar Beloniapara
	177.	Hrishyamukh Market
	178.	Brapatharimath
	179.	Baraj Colleny

Sub-Division	Sl. No.	Location of schemes
	180.	Rangamura-II
	181.	Bamcherra
	182.	Rajapur Jamatiapara
	183.	Ratanpur Mogpara
Sabroom	184.	Chalita Manubankul
	185.	Silachari-II
	186.	Mathmog
	187.	Satchand
	188.	Thaibum
	189.	Doulbari-III
	190.	Ratanmani-I
	191.	Anandapara
	192.	Sindukpathar
	193.	Brajendranagar-II
	194.	Kalacherra
	195.	Gobindanath-VI
Kailashahar	196.	Srirampur-II
	197.	Deoracherra
	198.	Chandipur
	199.	Sonaimuri-III
	200	Saidabari
	201.	East Kanchanbari-II
	202.	Ganganagar (Joyanti village)
	203.	Mashauli-II
	204.	Paschim Betcherra
	205.	Ganganagar (conv)
	206.	Tagari
	207.	Uttar Dudhpur-II
	208.	Vati Dudhpur-II

COMMISSIONING PROGRAMME OF MINOR IRRIGATION SCHEMES DURING 2000-2001

I & FM. DIV –III. Udaipur

BLOCK	GEN	SCCP	TSP
		Name of scheme/Location	
Kakraban	1. Lufunga (40)	1. Amtali purbapara (48)	1. Bhaduripathar
	2. Baishnabirchar-II (40)	2. Chandrapur para	2. Salgarah (Paschimpara,
		3. Kacharitilla (48)	
Mataban	Nil	Nil	3. Kachigang para (32)
Amarpur	3. Nutan bajar-II (near Ashram)	4. Dakshin Malbasa (35)	4. Chalniya village (20)
	4. Uttar char (20)	5. Bhagaban khola (25)	5. Sukhiadas para (35)
		6. Kwamara— II (20)	6. Purba Daluma (30)
		7. Santipally (20)	7. Kamanakhola-II (25)
			8. Kaipengpara (25)
			9. Hapiabari (25)
			10. Eacshyamani para-II (28)
			11. Nabinjoy para (40)
			12. Majumdar bari (25)
			13. Malamkua-II (70)
			14. Seth chellagang-III(20)

COMMISSIONING PROGRAMME OF MINOR IRRIGATION SCHEMES DVRING 2000-2001

IFM. DIV—III. UDAIPUR

BLOCK	NAME OF SCHEME/LOCATION		
	GEN	SCCP	TSP
Karbook	Nil	Nil	15. South Chellagang—II (30)
			16. Bhanukarbaripara (23)
			17. Tabidapara (35)
			18. 14—card (25)
Rupaichen			19. Mothmög (20)
			20. Silacheri—II (30)
			21. Jalema (Mnikya) (45)

IFM—II AGARTAL

BLOCK	GEN	SCCP	TSP
Melaghar	5. Madhubari (Khedaban) (55)	8, Kemtali (25)	
	6. Bamarayan (65)	9. Chandan mura (50)	
Bishalgarh	7. K. K -Nagar—II (50)	10. Nabinagar—II (60)	
	8. Chendranagar (Ulfat Ali)		
	9. Golaghati—III (30)		
	10. Rajnagar—II (28)		
	11. Sreenagar (Ghosh para) (30)		22. Bikramnagar—II (55)

BLOCK	NAME OF SCHEME/LOCATION		
	GEN	SCCP	TSP
Boxanagar	12. Panchnalia (30)		23. Masli-II (20)
	13. Norht Valuarchar (35)		34. Mainama (25)
I &'FM. DIV-V. KUMARGHAT	Nil	Nil	25. West Karamchera—II (30)
Manu			26. Kathalcherra (28)
			27. Marikpur field-II (30)
	Nil	Nil	28. Noagang Tribal Basti (25)
Chamanu	14. Kamalnagar (40)	11. Maracnera (Noagaung) 30	
Sa'ama	15, Halahali—II 40	12. Mayacheri(tanglabari) 30	
	16. Panchasn-II 30	13. Chulubari 40	
	17. Darrang-II 25		
	18. Malaymati—II (Golmura) 40		
	19. Hindusthani Basti 40		
	20 Panchaashi—III 40		
	21. Malavmath—IV 40		
	22. Avanga—II 25		
	23. Malymath—III (40)		

BLOCK	NAME OF SCHEME/LOCATION GEN	SCCP.	TSP
Salema Block	24. Chandraicherra (40)	14. Kalacherra-II (30)	29. Lanfutia basti (40)
Ambassa	25. Ambassa	15. Balaram word-(35) (No I)	30. Kamalacherra (28)
	26. Harinrnara-III (32)		
	27. Nemai Debnath para (28)		
	28. South Lalcheri (40)		
Pecharthal	Nil	Nil	31. Dewanbari (20)
			32 Bagaicherra (35)
			33. Nalkhata (Conv) (40)
Dasda	Nil	Nil	34. Suknachera (30)
I. & F.M. Div.-IV. Belonia			35. Satnala-II (30)
Rajnagar	29. Haliadhepa	16. Mancharia-I	36. Shilchari (50)
	30. Manchara in Paikhola		37. Chittamara-III
	31. Marantilla		
	32. Manurmukh-II		
Bogafa Block	23. Jolaibari near D. chakraborty		38. Uttar Tamachera
			39, Birchandra Manu
			40. Muhuri bari near Quifung bazar
			41. Salthangmaru (Saba Alam)

BLOCK	NAME OF SCHEME/LOCATION		
	GFN	SCCP	TSP
Bagafa Block (Contd)	33. Jolaibari near D. Chakraborty		42. South Hichachera
			43. Bogafa Ashram school
			44. Debbaru market
Bogafa Block (Contd)	34. West charakbari (52)	17. Mahadevkum (38)	45. Dewanbari
			46. Palisarcar para
			47. Madhya Pilak
			48. Dalucherra
Hrishyamukh Block	35. Debipur—II		49 Patichera (35)
Satchand Block	36. Brajendra nagar—III 30		50. Ratanpur Mogpara (45
	37. Anandapara 20		51. Sinduk pathar—I 30
			52. Sindukpathar near Block 25
			53. Kaladheoa 25
Rupaicheri	38. Sonaicheri 25		54. Chalilacheri (Mogpara) 28
			55. Manu Bankul Mandir—III
			56. South Chalitachari Manu Banful (30)
			57. Ladhuaeast 20
			58. Ailmara 30

COMMISSIONING PROGRAMME OF MINOR IRRIGATION SCHEMES DURING 2000-2001

BLOCK	NAME OF SCHEME/LOCATION		
	GEN	SCCP	TSP
FM-VI. KLS	39. Chandipur 70		
Gour nagar	40. Sonaimuri-III 60		
Kumarghat	41. Sadabari 35	18. Tegari 20	59. Ganga nagar (conv)
	42. (East) Kanchan bari—II 90		
	43 Ganganagar (Joyonti vii) 25		
	44. Masauli—II 75		
	45. Bhau Dudhpur—II 20		
	46. Ujan Dudhpur—II 40		
	47. West Betchera 25		
Kadamtala Block	48. Gecindapur 36		
FM- I. AGARTALA			
Mohanpur	49. Kamalghat VII	19. Noagaon in South Taranagar	60, Kamuk Cherra
	50. Ichamoa		61. Chakmafield
	51. Geanamura		62. Tairajcherra
			63. Sonaram
			64, Bodhjung Nagar
			65. Balurband

COMMISSIONING PROGRAMME OF MINOR IRRIGATION SCHEMES DURING 2000-2001

BLOCK	Name of scheme/Location		
	GEN	SCCP	TSP
Jirania	52. Devtabari 53. Madhya Assam Para 54. Paschim Noagaon		66. Kothamura 67. Kutuipara 68. Jungalia 69. Harinath-Sardar para 70. Ajendrabajer (Gagan) 71. Vrigudasbari 72. Chakbasta—I 73. Makkuma-Cherra
Madhai	Nil	Nil	
Teliamura	Nil	20. Rajmandal Para 21. Karkari 22. Palpara	
Khowai	55. West Chebri 56. North Durganagar 57. Kalibari 58. Jamir Vill 59. Shibbari 60. Char Ganki		

BLOCK	NAME OF SCHEME/LOCATION			
	GEN	SCCP	TSP	
Khowai	61. Paharmura 62. Paschim Jambura 63. South Ganti			
Tulashekhar	Nil	Nil	74. Samru Dewna Para 75. Samruchera 76. East Rajnagar 77. Chamu Basti	
Total : L.I	63	22	77	162

M. I Scheme Commissioned during 99—2000

Sl No	District	Mame of Block	Nature of Scheme	Location of Schome	Area fall Under	Area under Irrigation (in Ha)
1.	West Tripura	Melaghar	Lift Irrigation	Telkajala	General	25
2.	do—	do—	do—	Jhaijaria	do—	30
3.	do—	do—	do—	Sarkarpara	do—	30
4.	do—	do—	do—	Beniar chara	do—	18
5.	do—	do—	do—	Nalchar L/B	do—	20

Sl. No.	District	Name of Block	Nature of Scheme	Location of Scheme	Area fall Under	Area under Irrigation (in Ha)
25.	West Tripura	Khowai	Lift Irrigation	Sepahihaor Samatal para	TSP	59
26.	—do—	Teliamura	—do—	Ghaniamara	GEN	25
27.	—do—	—do—	—do—	Bangla haor Bagansatar	GEN	20
28.	—do—	—do—	—do—	Santipur	GEN	20
29.	—do—	Bishalgrah	—do—	Bhati Gopi nagar	SCCP	20
30.	—do—	—do—	—do—	Pathalia bari	GEN	30
31.	—do—	—do—	—do—	Kamthana	GEN	18
32.	—do—	—do—	—do—	Kasbe East	GEN	25
33.	—do—	Tulasikhar	—do—	Tulasikhar rear bazar	TSP	60
34.	—do—	—do—	—do—	Bachan choudhury para	TSP	60

Total : Lift Irrigation, 34 Nos. 987 Ha.

Sl. No.	District	Name of Block	Nature of Scheme	Location of Scheme	Area fall Under	Area under Irrigation (in Ha)
1.	South Tripura	Matabari	Lift Imgation	Khilpara	GEN	20
2.	—do—	—do—	—do—	Tepania (conversion)	GEN	20
3.	—do—	—do—	—do—	Uttar Maharani	GEN	18
4.	—do—	—do—	—do—	Rani Left Bank	SCCP	35

Sl. No.	District	Name of Block	Nature of Scheme	Location of Scheme	Area fall Under	Area under Irrigation (in Ha.)
6	West Tripura	Melaghar	Lift Irrigation	Nalchar R/B	GEN	17
7	—do—	—do—	—do—	Chandul	TSP	35
8	—do—	—do—	—do—	Grantali L/B-II	SCCP	22
9	—do—	—do—	—do—	Kamrangatali	GEN	25
10	—do—	Baxonagar	—do—	Kamalnagar (Rurel Hospital)	GEN	25
11	—do—	—do—	—do—	Motinagar (West of Bazar)	GEN	20
12	—do—	Jampaijala	—do—	Jampaijala Near Market	TSP	30
13	—do—	Mohanpur	—do—	Sonatala (M.F. Fund)	GEN	15
14	—do—	—do—	—do—	Sonatala (R/B)	GEN	20
15	—do—	—do—	—do—	Taranagar	GEN	18
16	—do—	—do—	—do—	Uttar Debendra Nagar (Avicharar)	TSP	22
17	—do—	Jirania	—do—	Pasicham Debendra nagar	TSP	40
18	—do—	—do—	—do—	Rabicharan Thakur Para	TSP	30
19	—do—	—do—	—do—	Dashrambari	TSP	30
20	—do—	—do—	—do—	Durganagar (Conv)	GEN	15
21	—do—	—do—	—do—	Radapur	TSP	67
22	—do—	Mandai	—do—	Chakbasta	TSP	30
23	—do—	Khowai	—do—	Purba Ramchandra ghat	TSP	40
24	—do—	Khowai	—do—	North Chebri	SCCP	35

Sl. No.	District	Name of Block	Nature of Scheme	Location of Scheme	Area fall Uunder	Area under Irrigation (in Ha.)
5.	South Tripura	Kakraban	Lift Irrigation	Hadra Amtali Madhyapara	SCCP	25
6.	do—	do—	do—	Kushamara (Mastulerchra)	GEN	22
7.	do—	do—	do—	South Mirjamath	SCCP	35
8.	do—	do—	do—	Gangacherra (Vaghamath)	SCCP	30
9.	do—	do—	do—	Anantardham	TSP	48
10.	do—	Amarpur Block	do—	Malbasa (Near Fishery)	SCCP	32
11.	do—	do—	do—	North Taidu	TSP	25
12.	do—	do—	do—	Rangamati	SCCP	20
13.	do—	do—	do—	South Mailak	TSP	35
14.	do—	do—	do—	North Mailak	SCCP	22
15.	do—	do—	do—	Birganj-III	—Do—	25
16.	do—	do—	do—	Birganj-IV	—Do—	20
17.	do—	do—	do—	Dhanlekha (Bangalipara)	TSP	40
18.	do—	do—	do—	Madhya malbasa	SCCP	15
19.	do—	do—	do—	Dab bati-II	SCCP	25
20.	do—	do—	do—	West Taislong	TSP	30
21.	do—	do—	do—	Kamalai No. 1	TSP	30
22.	do—	Killa Block	do—	North Brajendranagar	TSP	35
23.	do—	Karbook Block	do—	West Ekchari	TSP	30

Sl. No.	District	Name of Block	Nature of Scheme	Location of Scheme	Area fall Under	Area under Irrigation (in Ha.)
24.	South Tripura	Rajnagar Block	Lift Irrigation	Bathkhola	GEN	20
25.	—do—	—do—	—do—	Maicherra—II	SCCP	20
26.	—do—	—do—	—do—	Uttar Belonia para	GEN	15
27.	—do—	—do—	—do—	Barpatharimath	GEN	18
28.	—do—	—do—	—do—	Rangamura—II (Con)	SCCP	25
29.	—do—	—do—	—do—	Sapmara (Con)	SCCP	25
30.	—do—	—do—	—do—	Jorharipara	TSP	32
31.	—do—	Hrishyamukh Block	—do—	Ghoracherra (Con)	GEN	25
32	—do—	—do—	—do—	Shibpur	GEN	20
33.	—do—	—do—	—do—	Debipur	GEN	25
34.	—do—	—do—	—do—	Gabur cherra	TSP	30
35.	—do—	—do—	—do—	Hrishamukh market	GEN	20
36.	—do—	—do—	—do—	Baroj coloney	GEN	25
37.	—do—	—do—	—do—	Tuichhama East	TSP	28
38.	—do—	—do—	—do—	Kakulia pulpara	SCCP	39
30.	—do—	—do—	—do—	Rajapur Jamatia para	TSP	35
40.	—do—	—do—	—do—	Bamcherra	TSP	40
41.	—do—	—do—	—do—	Majumdar khamar	GEN	25

Sl. No:	District	Name of Block	Nature of Scheme	Location of Scheme	Area fall Under	Area under Irrigation (in Ha.)
42.	South Tripura	Bagafa Block	Lift Irrigation	Chagharia	GEN	10
43.	—do—	—do—	—do—	Westcharak kalibari math	GEN	30
44.	—do—	—do—	—do—	Lowgang	GEN	25
45.	—do—	—do—	—do—	Rangiaban	TSP	44
46.	—do—	—do—	—do—	East Santir Bazar	GEN	20
47.	—do—	—do—	—do—	Laxmicherra	GEN	35
48.	—do—	—do—	—do—	Madhyailak (Banikpara)	GEN	20
49.	—do—	Satchand Block	—do—	Satchand	TSP	30
50.	—do—	—do—	—do—	Thaibcond	SCCP	25
51.	—do—	—do—	—do—	Doulbbari—III	GEN	22
52.	—do—	—do—	—do—	Brajendranagar—II	TSP	30
53.	—do—	—do—	—do—	Gobindamatn—VI	GEN	25
54.	—do—	—dc—	—do—	Kalachan near kaiadepa	TSP	30

Total Lift Irrigation—54 Nos. 1441 Hac

Sl. No.	District	Name of Block	Nature of Scheme	Location of Scheme	Area fall Under	Area under Irrigation (in Ha.)
1.	North Tripura	Gour nagar Block	Lift Irrigation	Chandipur	GEN	30
2.	—do—	—do—	—do—	Deoracherra	SCCP	45
3.	—do—	—do—	—do—	Sreerampur—II	GEN	15
4.	—do—	Panisagar Block	—do—	Betangi	GEN	20
5.	—do—	—do—	—do—	Uttar Padmabil—II	GEN	20
6.	—do—	—do—	—do—	Uttar Padmabil—III	GEN	25
7.	—do—	—do—	—do—	Lowgang from Noagaon	GEN	25
8.	—do—	—do—	—do—	Jubarajnagar	GEN	20
9.	—do—	—do—	—do—	South East Panisagar	GEN	22
10.	—do—	Kadamtala Block	—do—	Bhagypur	GEN	22
11.	—do—	—do—	—do—	South Hurua	GEN	25
12.	—do—	—do—	—do—	Ichailal cherra	GEN	35
13.	—do—	Kumarghat Block	—do—	Sonaimani—IV	GEN	22
14.	Total :	Lift Irrigation	13 Nos			326 Ha.

Sl No	District	Mame of Block	Nature of Scheme	Location of Scheme	Area fall Under	Area under Irrigation(in Ha.)
1.	Dhalai	Dumbur nagar	Lift Irrigation	60—Card	TSP	40
2.	—do—	—do—	—do—	36—Card	TSP	35
3.	—do—	Manu Block	—do—	Jaruram Karbari	TSP	40
4.	—do—	—do—	—do—	Nilmohan Karbari	TSP	45
Total :		Lift Irrigation	4 Nos.			160 Ha

Total :— West Tripura : 34 No

South Tripura : 54 No

North Tripura : 13 No

Dhalai : 4 No

105 No

Admitted Un-Starrted Question No.—8

Nameof the Member : - Sri Joy Gobinda Deb Roy

Will the Hon'ble Minister -in- charge of the Finance Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে কতগুলি Foreign Liquor শপ রয়েছে (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব) ?

২। এগুলি থেকে বৎসরে রাজ্য সরকারের কতটাকা রাজস্ব আদায় হচ্ছে ?

৩। নতুন করে Foreign Liquor শপ লাইসেন্স দেওয়ার পরিকল্পনা আছে কিনা ?

৪। থাকলে কোন্ কোন্ জেলায় ?

উত্তর

১। রাজ্যে মোট ৯৭টি Foreign Liquor শপ রয়েছে। এরমধ্যে আগরতলা পৌরসভা এলাকায় ২৬টি, সদর মহকুমায় ৫টি. বিশালগড় মহকুমায় ৬টি, তেলিয়ামুড়া মহকুমায় ৬টি, সোনামুড়া মহকুমায় ৫টি, কৈলাসহর মহকুমায় ৭টি, ধর্মনগর মহকুমায় ১০টি, কাঞ্চনপুর মহকুমায় ২টি ও উদয়পুর মহকুমায় ৪টি, অমরপুর মহকুমায় ৩টি, সাব্রুম মহকুমায় ৬টি, বিলোনীয়া মহকুমায় ৯টি, কমলপুর মহকুমায় ৫টি, আমবাসা মহকুমায় ৩টি, লংতরাইভ্যালী মহকুমায় ২টি এবং গণ্ডাছড়া মহকুমায় ১টি Foreign Liquor শপ রয়েছে।

২। গত ১৯৯৯-২০০০ আর্থিক বছরে রাজ্য সরকার ২০ কোটি ১০ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা এগুলি থেকে রাজস্ব আদায় করেছে। এর মধ্যে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা থেকে আদায় হয়েছে ১৩ কোটি ৮৮ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা. উত্তর ত্রিপুরা থেকে আদায় হয়েছে ২ কোটি ৫৪ লক্ষ ২৪ হাজার, দক্ষিণ ত্রিপুরা থেকে আদায় হয়েছে ২ কোটি ৭৭ লক্ষ ৮ হাজার এবং ধলাই থেকে আদায় হয়েছে ৯১ লক্ষ ২২ হাজার টাকা।

২। কিছু নূতন Forign Liquor শপ দেওয়ার পরিকল্পনা আছে।

৪। ধলাই জেলার গণ্ডাছড়া এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলার বাগপাশা, কৈলাসহর এবং গৌরনগরে নূতন Foreign Liquor শপ দেওয়ার পরিকল্পনা আছে।

Admitted un Starred Quesuion No— 9

Name of the Member : Shri Samir Deb Sarkar

Will the Hon'ble Mini-ter-in-charge of the Industries & Commeree Department be please to state:

প্রশ্ন

১। রাজ্যে গৃহপালিত প্রাণীর (গো, হাঁস, মোরগ, ইত্যাদি) খাদ্য উৎপাদনের কারখানা কতটি ?

২। কি পরিমান খাদ্য প্রতি বছর এসব কারখানা গুলিতে উৎপাদন হচ্ছে ? এবং

৩। রাজ্যে পশুখাদ্যের চাহিদা বৎসরে কত ?

উত্তর

১। রাজ্যে গৃহপালিত প্রাণীর (গো, হাঁস, মোরগ ইত্যাদি) খাদ্য উৎপাদনের কারখানার সংখ্যা মোট ৭ (সাতটি)।

২। এসব কারখানাগুলিতে প্রতি বছর ৬৬০৪ মেট্রিক টন পশু খাদ্য উৎপাদন হচ্ছে।

৩। শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরে হিসাব নেই।

Admitted Un-Starred Question No—10

Name of the Member : Shri Joy Gobinda Deb Roy

Will the Hon'ble Minister-in -charge of the Industries & Commerce be please to state :

প্রশ্ন

১। উত্তর ত্রিপুরার নালকাটায় ন্যারামেক দ্বারা পরিচালিত ফল সংরক্ষণ কেন্দ্রে কতটন নিয়মিত ও অনিয়মিত শ্রমিক কর্মচারী রয়েছে ?

২। বর্তমান আর্থিক বৎসরে (২০০০-২০০১) ইং সালের ৩০শে নভেম্বর পর্যন্ত কতটন ফলের রস সংরক্ষণ করা হয়েছে ? সংগৃহীত ফল রসের বিক্রয়মূল্য কত টাকা ?

৩। কর্মচারীদের বেতন বাবদ্ বৎসরে কত টাকা খরচ হয় ?

৪। উদয়পুরে জেলা সদরে ফল সংরক্ষণ প্রকল্প চালু করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

৫। থাকলে কবে নাগাদ তা চালু করা হবে ?

উত্তর

১। উত্তর ত্রিপুরার নালকাটার ন্যারামেক পরিচালিত ফল সংরক্ষণ কেন্দ্রে নিয়মিত কর্মচারির সংখ্যা ১৭জন এবং অনিয়মিত কর্মচারীর সংখ্যা ৯ জন।

২। ২০০০-২০০১ ইং সালের ৩১শে আগষ্ট, ২০০০ ইং পর্য্যন্ত ৩০৫৭ মেঃ টন ফলের রস সংরক্ষণ করা হয়েছে। উল্লেখিত ফলের রসের বিক্রয় মূল্যের তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

৩। কর্মচারীদের বেতন বাবদ্ বৎসরে মোট ১১,৭৫,০০০ (এগারলক্ষ পচাত্তর হাজার) টাকা খরচ হয়।

৪। বর্তমানে নেই।

৫। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Un Starred Question No. 11

Name of the Member Sri Samir Deb Sarkar,

Will the Hon'ble Minister -in -charge of the Public Works Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। খোয়াই-চাম্পাহাওর (ভায়া জাম্বুরা) সড়কটি উন্নয়নের স্বার্থে জমি অধিগ্রহনের পরিকল্পনা আছে কিনা?

২। থাকিলে, প্রয়োজনীয় সার্ভে ও ভূমি মূল্য নির্ধারনের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে কি না, এবং

৩। জমি মালিকদের এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নোটিশ ইস্যু করা হয়েছে কি না?

৪। জমি অধিগ্রহনের কাজ কবে নাগাদ শেষ করা যাবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১। হ্যাঁ। উক্ত রাস্তাটির ০ কিঃ মিঃ থেকে ২৫০ কিঃ মিঃ পর্য্যন্ত অংশটিকে প্রশস্ত করার জন্য জমি অধিগ্রহন করার পরিকল্পনা আছে।

২। প্রয়োজনীয় জরিপের কাজ শেষ হয়েছে। ভূমির মূল্য নির্ধারনের কাজ L. A. collector অফিসে চলছে।

৩। না, হয় নি। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কাজকর্ম L. A. collector কর্তৃক সম্পূর্ণ করার পর প্রয়োজনীয় নোটিশ ইস্যু করা হবে।

৩। এখনই বলা সম্ভব নয়।

Admitted Un Starred Question No — 12

Name of the Membere— Sri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Public Works Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। T. K. road (near Khowai Govt. Girls School) to Hatimaratilla via Durgangar Kalibari সড়কটি এবং ডি. কে রোড টু খোয়াই কলেজ ভায়া দিলীপ দত্ত গুপ্তস্ হাউস সড়কটির জন্য জমি অধিগ্রহনের স্বার্থে জমির মালিকদের ক্ষতিপূরনের অর্থ মঞ্জুর হয়েছে কিনা ?

২। হয়ে থাকলে কবে হয়েছে ?

৩। এখন পর্য্যন্ত কতজন জমির মালিক ক্ষতিপূরন বাবদ অর্থ পেয়েছেন ?

৪। ক্ষতি পুরণ প্রদানে বিলম্ব হবার কারণ কি ?

উত্তর

১। হাঁ হয়েছে।

২। T. K. road (near Khowai Govt. Girls School) to Hatimaratilla via Durganagar Kalibari সড়কটির ক্ষেত্রে ৮, ২৩, ৪৫৭ টাকা গত ২৯-৩-২০০০ ইং তারিখে এবং ডি, কে, রোড টু খোয়াই কলেজ ভায়া দিলীপ দত্ত গুপ্তস্ হাউস সড়কটির ক্ষেত্রে ১১, ৮৭, ৮৭৬ টাকা গত ২০-৯-৯৯ ইং তারিখে এল্ এ কালেকটরের নিকট জমা দেওয়া হয়েছে।

৩। T. K. Road (Near Khowai govt. Girls School) to Hatin ara Via Durganagar Kalibari. সড়কটির ক্ষেত্রে ৩৫ জন জমির মালিক ক্ষতিপূরণ বাবদ ১, ৮৬, ৮৩৪ টাকা পেয়েছেন এবং আরোও ৩ জন মালিককে ৫৬, ২৭২ টাকা শ্রীঘ্রই দেওয়া হবে।

ডি, কে, রোড টু খোয়াই কলেজ ভায়া দিলীপ দত্ত গুপ্তস্ হাউস সড়কটির ক্ষেত্রে এখন পর্য্যন্ত কোন জমির মালিক ক্ষতিপূরনের টাকা পাননি।

৪। বিভিন্ন সংশ্লিস্ট বিষয়গুলি নির্দিষ্ট সময়ে সম্পুর্ন করতে না পারায় দরুন ক্ষতিপূরণ প্রদানে বিলম্ব হচ্ছে।

Admitted Un Starred Question No:— 13

Name of the Member — Sri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Depatment be Pleased to state—

প্রশ্ন

১। খোয়াই মহকুমার টি, কে, রোড থেকে তবলাবাড়ী ভায়া দক্ষিণ জাম্বুরা সড়কে মরাছড়ার উপর কার্লভার্ট নির্মানের কাজ বর্তমান বৎসরে আরম্ভ করা হবে কিনা ?

২। জম্বরটীলা থেকে কলাবাগান ভায়া গনকী কলোনী সড়কটি সংস্কারের জন্য কোন উদ্যোগ নেয়া হয়েছে কিনা ?

উত্তর

১। প্রয়োজনীয় প্রসাশনিক ও আর্থিক অনুমোদনের পর কাজটি বর্তমান বছরে হাতে নেওয়ার পরিকল্পনা আছে।

২। হ্যাঁ। রাস্তাটির দৈর্ঘ্য ৬ কি: মি এর মধ্যে ৫ কি: মি সলিং এবং ১ কি:মি কাঁচা। অতি সাম্প্রতিক কালে রাস্তাটির জঙ্গল কাটা এবং ব্রীজ মেরামতের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। রাস্তাটির রিগ্রেডিং. রিসলিং, ওয়াইডনিং এবং সাইড ড্রেনের কাজের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে।

Admitted Un-Starred Question : No—14

Name o the Member : Shri Samir Deb Serkar.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Water Resource Department be Pleased to State :—

প্রশ্ন

১। খোয়াই নদীর ভাঙ্গন থেকে পহড়মূড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বাল্লারবেড় ও শান্তি পাড়া গ্রাম দুটিকে রক্ষার জন্য বোল্ডার হানা ফেলার কাজ শেষ হয়েছে কিনা ?

২। শেষ হয়ে থাকলে, কত মিটার লম্বা স্থানে কাজ করানো হয়েছে ও মোট ব্যয়ের পরিমাণ কত ? এবং

৩। গোদারাঘাট গ্রামটি রক্ষার জন্য হানা (বোল্ডার) নির্মান-এর কাজ কবে নাগাদ শুরু হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। না।

২। ১৪৩'৪৩ মিটার কাজ শেষ হয়েছে। মোট ব্যয়ের পরিমান ১০,৫১,৬৪৮ টাকা।

৩। শুরু হয়েছে।

Admitted Un-Starred Question No :— 15

Name of the Member :— Sri Samir Deb Sarker.

Will the Hon'ble Minister-of the water Resource Department be please to state—

প্রশ্ন

১। খোয়াই নদীর ভাঙ্গনের হাত থেকে দুর্গাপুর পঞ্চায়েতের শান্তিনগর বাজারটি রক্ষার জন্য বর্তমান অর্থবর্ষে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং

২। খোয়াই নদীর ভাঙ্গন থেকে কুচপাড়া গ্রামটি (প: কুঞ্জবন) রক্ষার জন্য হানা নির্মানের কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কিনা ?

উত্তর

১। আপাতত: নাই।

২। আপাতত: নাই।

ANNEXURE—'D'

Admitted Postponed Starred Q. No—208

Name of the Member :— Sri prakash Ch. Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the S.C, Welfare Development Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। চতুর্থ বামফ্রণ্ট সরকারের আমলে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে তপশীলি জাতিদের জন্য সংরক্ষিত কতটি পদ অসংরক্ষিত করা হয়েছে ?

উত্তর —

১। এ পর্যন্ত বিভিন্ন দপ্তর থেকে যে সব তথ্য পাওয়া গিয়েছে তাতে দেখা যায় যে একমাত্র মুখ্য নির্ব্বাহী বাস্তুকার (বিদ্যুৎ) দপ্তরে চতুর্থ বামফ্রণ্ট সরকারের আমলে তপশীলি জাতিদের জন্য সংরক্ষিত নিম্নলিখিত ৮টি পদ অসংরক্ষিত করা হয়েছে :—

১।	মুখ্য বাস্তুকার—	১
২	অতিরিক্ত মুখ্যবাস্তুকার	১
৩।	তত্ত্বাবধায়ক বাস্তুকার	২
৪।	নির্ব্বাহী বাস্তুকার	৪
	মোট—	৮

ANNEXURE—'E'

Post-poned Un-Starred Question No. 149.

Name of the. Member:— Shri Manik Dey.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে বিভিন্ন সরকারী ও আধা সরকারী দপ্তরে ড্রাইভারের শূন্যপদের সংখ্যা কত,

উত্তর

১। রাজ্যে বিভিন্ন সরকারী ও আধা সরকারী দপ্তরে বর্তমানে ড্রাইভারের শূন্যপদের সংখ্যার তালিকা সঙ্গে দেওয়া হইল।

Statement showing the vacant post of Driver under the State Govt. and Govt. Undertakings

1)	D.M. & Collector west Tripura Dist. (including RD &RE organisation).	22 Nos.
2)	D. M. & Collector, (South Tripura Dist. (including RD and RE organisation)	4
3)	D.M. and Collector, Dhalai Dist. (including RD Orgn.)	11
4)	D.M. and Collector, North Tripura Dist, (including RD)	11
5)	Planning and Co-ordination Department.	3
6)	Controller, Weights and Measures	1
7)	Director General of Police.	127
8)	I.C.AT.	8
9)	Chief Engineer (Elec) (including PWD, PHE, W.R. Power)	92
10)	Food and Civil Supplies Directorate.	8
11)	Panchayat Directorate	7
12)	Directorate of Small Savings Group Insurance and Institutional Finance	1
13)	Directorate of Land Records and Settlement	3
14)	Directorate of TRP and PGP	5
15)	Directorate of Prison	2
16)	Directorate of Economics and Statistics	2

No.	Department	Number
17)	Directorate of Health Services	23
18)	Fire Services	8
19)	Directorate of Handloom Handycrafts and Sericulture	2
20)	Directorate of Social Welfare and Social Education	14
21)	Principal Chief Conservator of Forests;	10
22)	Directorate of Agriculture and Horticulture	20
23)	Directorate of Higher Education	16
24)	Directorate of Urban Development	1
25)	Directorate of Animal Research Development Deptt.	10
26)	Civil Defence	1
27)	Project Director, DRDA, Dhalai	1
28)	Rajya Sainik Board	1
29)	T.P.S.C.	3
30)	Directorate of Labour	1
31)	Directorate of Ind. and Commerce	4
32)	Revenue Deptt (L.R. Cell)	1
33)	Agartala Municipal Council	7
34)	Tripura Jute Mills Ltd.	1
35)	T.R.T.C.	78
36)	Tripura Forest Dev. and Plantation Corpn Ltd.	2
37)	Tripura State Social welfare Advisory Board	1
38)	Tripura Board of Secondary Education.	1

39) Dist. and Session Judge, west Tripura; Agartala. 1

PostPoned Un-Starred Questions No. 386

Name of the Member :— Shri Ratimohan Jamatia.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Forest Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৯৯-২০০০ আর্থিক বছরে বর্তমান সময় পর্যন্ত রাজ্যের কোন্ কোন্ ফরেষ্ট রিজার্ভ থেকে কত টাকা বন সম্পদ দুষ্কৃতিকারীরা বেআইনীভাবে গাছ কেটে পাচার করে বন ধ্বংস করেছে, তার কোন সরকারী তদন্ত হয়েছে কিনা ?

২। তদন্ত হয়ে থাকলে, ফরেস্ট রিজার্ভ এলাকা ভিত্তিক ক্ষতির পরিমান ?

৩। এটা কি সত্য যে, এই বন ধ্বংসের কাজ বৃহৎ কাঠ ব্যবসায়ীরা যুক্ত রয়েছে ?

উত্তর

১। ফরেস্ট রিজার্ভ ভিত্তিক তথ্য দেয়া সম্ভব নহে। ধৃত দুষ্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে, যথাযথ তদন্তক্রমে আইনী ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

২। ফরেস্ট রিজার্ভ এলাকা ভিত্তিক তথ্য দেয়া সম্ভব নহে।

৩। এইরূপ জ্ঞান ও তথ্য সরাসরি যুক্ত করা যায় না।